সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

যোগেন্দ্র বাবুর স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ*

১৩২৩ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে যোগেন্দ্র বাবু জ্যামিতিতে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে দুই প্রকার দেখাইয়াছেন। যথা,—ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ও নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধ। ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকার মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৮ম ও ৯ম এই-গুলিকে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন, আর অবশিষ্টগুলিকে নব-গঠিত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেন না, অবশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধগুলি ইউক্লিড্‌কৃত জ্যামিতিতে স্থান পায় নাই, ঐ সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ পরবর্ত্তী জ্যামিতিকারগণ সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে ব্যবহৃত স্বতঃসিদ্ধের তালিকাটী দেওয়া হইল। যথা,—

১। যাহারা কোন একটীর সমান, তাহারা পরস্পর সমান।

২। সমান সমানের সঙ্গে সমান সমান যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান।

৩। সমান সমান হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান।

৪। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর।

৫। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর।

৬। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান।

৭। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান।

৮। যাহারা পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সমান।

৯। ভগ্নাংশ অপেক্ষা সমুদায় বৃহত্তর।

১০। দুই সরল রেখার দ্বারা কোন স্থান পরিবেষ্টিত হইতে পারে না।

১১। সকল সমকোণ পরস্পর সমান।

১২। যদি একটি সরল রেখা অপর দুইটী সরল রেখার উপর পতিত হওয়ায়, এক পার্শ্বস্থ

* ১৩২৯।২৬এ কার্ত্তিক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অন্তরস্থ কোণদ্বয় একত্রযোগে দুই সমকোণ অপেক্ষা লঘুতর হয়, তবে উক্ত পার্শ্বে সরল রেখাদ্বয় অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি করিলে, পরস্পর মিলিত হইবে।

এই নবগঠিত স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বতঃসিদ্ধগুলিকে স্বতঃসিদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত নহে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, কেন না উহারা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটীর সাহায্যেই প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইউক্লিডের তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধটীও প্রমাণ করিয়াছেন।

১। অসমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি অসমান এবং বৃহত্তরের সঙ্গে যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইয়াছে, তাহা বৃহত্তর। (৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ)

২। অসমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অসমান এবং বৃহত্তর হইতে বিয়োগ করিয়া যে অবশিষ্ট পাওয়া যায়, তাহা বৃহত্তর। (৫ম স্বতঃসিদ্ধ)

৩। সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ পরস্পর সমান। (৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ)

৪। সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান। (৭ম স্বতঃসিদ্ধ)

৫। সমান সমান বস্তু হইতে সমান সমান বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান। (৩য় স্বতঃসিদ্ধ)

এক্ষণে আপত্তি এই যে, উহারা কোনক্রমেই ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ কয়েকটীর সাহায্যে প্রমাণিত হইতে পারে না। লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত (১) "দুইটী বস্তু পরস্পর সমান হইবে অথবা তাহাদের একটী বৃহত্তর অপরটী লঘুতর হইবে। (২) বৃহত্তর লঘুতরের সমান হইতে পারে না।" এই দুইটী সত্য ব্যতীতও আর কতকগুলি সত্যের প্রয়োজন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। যে সমস্ত সত্য আবশ্যক বোধে পরে বিবৃত করা হইয়াছে, যদি সেই সমস্ত সত্য উক্ত সত্য দুইটীর মত পূর্ব্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে পারিতাম যে, তাঁহার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দ্দোষ হইয়াছে।

যোগেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত উক্ত সত্য দুইটী জ্যামিতিক প্রমাণে প্রায়ই দরকার হয়, কিন্তু তাহার উল্লেখ না থাকায়, প্রতিজ্ঞার প্রমাণগুলি deductive reasoning অনুসারে নির্দ্দোষ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা চলে না, কেন না Geometrical reasoning is said to be deductive, because by a connected chain of argument it deduces new truths from truths already proved or admitted. সুতরাং কোন সত্যের সাহায্য লইতে হইলে, তাহাকে সাহায্যের পূর্ব্বেই সত্য বলিয়া স্বীকার কিংবা প্রমাণিত করিতে হইবে। এস্থলে যোগেন্দ্র বাবু উক্ত সত্য দুইটীর সাহায্য লইবার পূর্ব্বেই যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করায়, অন্যান্য জ্যামিতিকারগণের প্রমাণ অপেক্ষা তাঁহার প্রমাণ অনেক নির্দ্দোষ হইয়াছে।

৪র্থ স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধটীর প্রমাণের নিমিত্ত বলিতেছেন, "কএর এরূপ একটী ভগ্নাংশ আছে, যাহা খএর সমান। মনে কর, উক্ত ভগ্নাংশ চ।" এক্ষণে আপত্তি এই যে, এই প্রকার অনুমান কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে মনে করিতে পারি? নিম্নলিখিতরূপ statementটী যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে এ প্রকার অনুমান করিতে পারি। সুতরাং এস্থলে

একটী নূতন সত্যের আবশ্যক হইতেছে। statementটী এই যে,—From the greater a part can be taken equal to the less. কিন্তু এই সত্যটী ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

"ক; চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটী বস্তুর সমষ্টি। অতএব ক ও গএর সমষ্টি চ, ছ প্রভৃতি কয়েকটী বস্তু ও গএর সমষ্টি।" অর্থাৎ গ বস্তুতে একবার, ক বস্তু, আর একবার ক বস্তুর সমান চ, ছ প্রভৃতি যোগ হইতেছে সুতরাং যোগফল পরস্পর সমান। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? যোগফল সমান স্বীকার করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ statementটীর আবশ্যক হইতেছে,—If equals be added to the same thing, then the sums are equal. অথচ ইহা ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে স্থান পায় নাই। এই statementটী কেহ যেন ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধের অনুরূপ বলিয়া মনে না করেন, কেন না, উক্ত স্বতঃসিদ্ধে আর এই statementএ পার্থক্য রহিয়াছে—ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ বলিতেছে, **সমান সমান বস্তুতে** সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ) আর এস্থলে আবশ্যক হইতেছে, **একই বস্তুতে** সমান সমান বস্তুর যোগ ইত্যাদি, (অর্থাৎ একাধিক বস্তুতে যোগ নহে)। সমান সমান বস্তু যে একই বস্তু হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

খ, চএর এবং ঘ, গএর সমান বলিয়া প্রথম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে খ ও ঘএর সমষ্টি গ ও চএর সমষ্টির সঙ্গে সমান—অর্থাৎ সমান সমান বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে—ইহা প্রথম স্বতঃসিদ্ধ নহে, পরন্তু ইহা দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ। এই ত্রুটি বোধ হয়, মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ ঘটিয়াছে।

গ ও চএর সমষ্টি গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টির ভগ্নাংশ। আবার গ ও চএর সমষ্টি খ ও ঘএর সমষ্টির সমান ও গ, চ, ছ প্রভৃতির সমষ্টি ক ও গএর সমষ্টির সমান। সুতরাং খ ও ঘএর সমষ্টি অপেক্ষা ক ও গএর সমষ্টি বৃহত্তর। ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সত্যটীর আবশ্যক হইতেছে। যথা,—কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে, প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। অথচ এই সত্যটীও ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের তালিকার বহির্ভূত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, এই স্বতঃসিদ্ধটীর প্রমাণ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত নিম্নলিখিত সত্যগুলিরও সাহায্য লইতেছে। যথা,—

১। বৃহত্তর হইতে ক্ষুদ্রতরের সমান করিয়া অংশ লওয়া যাইতে পারে।

২। একটী বস্তুতে সমান সমান বস্তু যোগ করিলে সমষ্টি পরস্পর সমান হইবে।

৩। কোন বস্তু কোন বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে প্রথমোক্ত বস্তুর সমান বস্তু দ্বিতীয়োক্ত বস্তুর সমান বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে।

উল্লিখিত সত্যগুলি যদি প্রমাণের পূর্ব্বে যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রমাণটী বিশুদ্ধ জ্যামিতিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, **নচেৎ নয়।**

৫ম স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ন্যায় বলিয়া উহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই।

এই স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণের ন্যায়, অর্থাৎ যে সকল সত্যের দ্বারা ও যে opperation দ্বারা চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইয়াছে, ঠিক সেই সকল সত্য ও সেই opperation দ্বারা এই স্বতঃসিদ্ধও প্রমাণিত হইবে, যদি ইহাই বুঝায়, তাহা হইলে কখনই এই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হইতে পারে না। কেন না, যখন প্রমাণিত হইবে—**ক** ও **গ**এর অবশিষ্ট **চ, ছ** প্রভৃতি কয়েকটী বস্তু ও **গ**এর অবশিষ্ট, তখন আর একটী নূতন সত্যের * দরকার হইবে, যে সত্যের দরকার, চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণে কোনক্রমে দরকার হইতে পারে না, আর opperation হইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অর্থাৎ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধে opperation হইয়াছে addition আর এই স্বতঃসিদ্ধের opperation হইবে subtraction। পার্থক্য যখন এত, তখন কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি যে, পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ চতুর্থ স্বতঃসিদ্ধের ন্যায়?

৬ষ্ঠ স্বতঃসিদ্ধ। "মনে কর, **ক**এর সমান **ঘ** ও **ঙ** এই দুইটী বস্তুর সমষ্টি **খ** এবং উক্ত **ক**এর সমান **চ** ও **ছ** এই দুইটী বস্তুর সমষ্টি **গ**।" এক্ষণে **ঘ** ও **ঙ**এর সমষ্টি **খ** এবং **চ** ও **ছ**এর সমষ্টি **গ** মনে করিলে তবেই প্রমাণিত হয় যে, **খ** ও **গ** পরস্পর সমান। কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এমন কোন সুসঙ্গত কারণ (cither admitted or proved) দেখিতে পাইতেছি না যে, যাহাতে আমরা **ঘ** ও **ঙ**এর সমষ্টি **খ** এবং **চ** ও **ছ**এর সমষ্টি **গ** মনে করিতে বাধ্য হই।

আর একটী কথা—এই স্বতঃসিদ্ধের সাধারণ সূত্রে (General Enunciation) রহিয়াছে—"**সমান সমান বস্তুর দ্বিগুণ** পরস্পর সমান", আর ইহার বিবরণ সূত্রে (Particular Enunciation) রহিয়াছে "**খ** ও **গ**এর প্রত্যেকে **ক**এর দ্বিগুণ; **খ** ও **গ** পরস্পর সমান হইবে।" অর্থাৎ বলা হইল, **একই বস্তুর দ্বিগুণ** সকল পরস্পর সমান। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সাধারণ সূত্রে ও বিবরণ সূত্রে সামঞ্জস্য নাই।

৭ম স্বতঃসিদ্ধ। "যদি **খ** ও **গ** পরস্পর সমান না হয়, তবে ইহাদের দ্বিগুণও অসমান। কিন্তু তাহা অসম্ভব।" অসম্ভব যে কেন, তাহা বুঝিলাম না। **খ** ও **গ** সমান না হইলে উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়াই সম্ভব। ইহাতে অসম্ভবের স্থান কোথায়? আর উক্ত রাশিদ্বয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায়, যদি কোন সত্যের (admitted or proved) ব্যতিক্রম কিংবা অপলাপ ঘটে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে, উহাদের দ্বিগুণ অসমান হওয়া

* সমান সমান বস্তু হইতে একই বস্তু বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট পরস্পর সমান হয়।

অসম্ভব। এ স্থলে উক্ত রাশিদ্বয়ের দ্বিগুণ অসমান স্বীকার করায় কোন সত্যের যে ব্যতিক্রম কিংবা অপলাপ ঘটিতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন না, অথচ বলিতেছেন, ঐ প্রকার হওয়া অসম্ভব। উক্ত প্রকার অসমান স্বীকার করায় যদি কোন সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, অসমান রাশি **খ** ও **গ**-এর দ্বিগুণ অসমান হওয়া অসম্ভব।

ইহার সাধারণ-স্থত্রে রহিয়াছে, "সমান সমান বস্তুর অর্দ্ধ পরস্পর সমান", আর বিবরণ-স্থত্রে রহিয়াছে, "**খ** ও **গ** প্রত্যেকে **ক**এর অর্দ্ধ **খ** ও **গ** সমান হইবে", অর্থাৎ **খ** ও **গ** দুই সমান বস্তুর অর্দ্ধ না হইয়া একই বস্তুর অর্দ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এস্থলেও সাধারণ-স্থত্রে ও বিবরণ-স্থত্রে সামঞ্জস্য নাই।

৬ষ্ঠ ও ৭ম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ না করিয়া উঁহাদের পরিবর্ত্তে ঐ স্থলে অন্য কিছু প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।

তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ—"**ক** হইতে **গ** বিয়োগ করিলে **ঙ** অবশিষ্ট থাকে। অতএব **ক** ; **গ** ও **ঙ**এর সমষ্টি।" ইহা কোন্ স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে নিষ্পন্ন হইল? এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি—**ক**কে আমরা **সমস্ত** বলিব আর **গ** ও **ঙ**কে যথাক্রমে **গৃহীত** ও **অবশিষ্ট** বলিয়া উল্লেখ করিব। এখানে আপত্তি এই যে, গৃহীত ও অবশিষ্টের সমষ্টি সমস্তের সঙ্গে সমান, ইহা সত্য বলিয়া ইতিপূর্ব্বে গৃহীত না হওয়ায়, স্বীকার করিতে পারি না যে, **ক** ; **গ** ও **ঙ**এর সমষ্টির সমান। যদি এই সিদ্ধান্তটী স্বীকার করিতে হয়, তবে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ ব্যতীত এস্থলে আরও একটী স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োজন হইতেছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রমাণ কোনটীই deductive science অনুসারে নির্দ্দোষ নহে।

শ্রীকৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী

আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা

১৩২৯ সালের দ্বিতীয় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত 'আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা' প্রবন্ধে আমি 'aberration'এর পরিভাষা 'চ্যুতি' করিয়া, 'chromatic aberration', 'spherical aberration' ও 'aplanatic এর পরিভাষা যথাক্রমে 'বর্ণচ্যুতি', 'বর্ত্তুলচ্যুতি' ও 'চ্যুতিহীন' করিয়াছি। যখন আমি উল্লিখিত প্রবন্ধ লিখি, তখন আমার 'নাগরী-সাহিত্য-প্রচারিণী' সভা হইতে প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা' দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। সম্প্রতি একখানি 'ভৌতিক পরিভাষা' আমি পাইয়াছি। উক্ত পুস্তিকায় 'aberration', 'chromatic aberration', 'spherical aberration', 'aplanatic'এর পরিভাষা যথাক্রমে 'রঙ্গাপেরণ', 'গোলাপেরণ' ও 'অনপেরক' করা হইয়াছে। মদ্রচিত পরিভাষাগুলি অপেক্ষা 'ভৌতিক পরিভাষার' পারিভাষিক শব্দগুলি অধিকতর সুন্দর। যদি আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পুস্তকটি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমাকে নূতন শব্দরচনার শ্রম-স্বীকার করিতে হইত না। কেবলমাত্র 'chromatic aberration' ও 'spherical aberration'এর পরিভাষা রঙ্গাপেরণ ও "গোলাপেরণ" না করিয়া যথাক্রমে বর্ণাপেরণ ও 'বর্ত্তুলাপেরণ' করিবার আমি পক্ষপাতী। Long sight (Hypermetropia)—এর পরিভাষা ভ্রমক্রমে 'চালিশা' ছাপা হইয়াছে, ইহার পরিভাষা 'হাইপার মেট্রোপিয়া' হইবে। আমরা বাঙ্গালায় "চালিশা" অর্থে যাহা বুঝি, ঠিক সেই অর্থেই ইংরাজী Presbyopia শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র*

(মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(২)

অতঃপর তৎকালের লোকের অবস্থান (e. g. distribution of population) সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বর্ত্তমানের ন্যায় তৎকালের ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করিত। গ্রামগুলির অধিকাংশই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং গ্রামবাসীরা প্রায়ই ভূমিকর্ষণ বা চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ফলে গ্রামগুলির অবস্থান এবং ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। গ্রামের মধ্যভাগেই বাস্তু বা বাসের স্থান ছিল। এই খণ্ডে লোকের বাসগৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। সাধারণতঃ সমান্তরাল দুই তিনটি রাস্তা থাকিত ও উহার উভয় পার্শ্বে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। গণ্ডগ্রামগুলিতে অধিক লোকের বাস ছিল এবং উহার আয়তন ও নির্ম্মাণপ্রণালী বিভিন্ন হইত। এই বাস্তুখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চাষের জমি ও উহার পর বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি বা গোপ্রচার থাকিত। এই গোচারণ ভূমি সাধারণের সম্পত্তি ছিল এবং উহাতে সকলেরই অধিকার ছিল। সকলেই প্রয়োজন মত নিজ নিজ গো-মহিষাদি চরাইতে পারিতেন, তবে অকারণ গো-মহিষাদি ছাড়িয়া রাখিলে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রে গোচারণভূমির রক্ষার জন্য বিশেষ বিধির উল্লেখ দেখা যায়। (কেহ অযথা উক্ত ভূমির অন্যায়রূপে অধিকার করিলে (encroachment) বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতেন। অর্থশাস্ত্রের নিদেশমত উক্ত গোচারণভূমির বিস্তার একশত ধনুর কম হইবার ব্যবস্থা ছিল না। (১৭২ পৃষ্ঠা।)

মৌর্য্যযুগের অবসানের অব্যবহিত পরে রচিত মনু ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে গণ্ডগ্রামে আরও অধিক পরিমাণে গোচারণভূমি রাখিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

গোচারণ-ভূমির পর কোন কোন গ্রামে প্রাচীর বা বেড়া দিবার ব্যবস্থা ছিল—"ত্বন্তৈঃ সমন্ততো গ্রামাদ্ধনুঃ শতাপকৃষ্টমুপশালং কারয়েৎ।" আবার অনেক গ্রাম খোলা বা উন্মুক্ত ও প্রাচীরাদি বিহীন ছিল।

সাধারণতঃ গ্রামগুলি কর্ষক-বহুল ও শূদ্রপ্রায় হইত। অর্থাৎ শূদ্রাদির সংখ্যাই অধিক ছিল এবং উচ্চবর্ণের লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইত। কতকগুলি গ্রামে আবার মাত্র একবর্ণের বা একজাতীয় লোকের বা একবৃত্তির লোকের বাস ছিল। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে অর্থাৎ বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকে এইরূপ একবর্ণবহুল গ্রামের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। ঐ সকল গ্রন্থের নানাস্থানে আমরা ব্রাহ্মণগ্রাম বা ব্রাহ্মণনিগম ক্ষত্রিয়গ্রাম ও বৈশ্যগ্রামের উল্লেখ পাইয়া থাকি।

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উপরি উক্ত একবর্ণবহুল গ্রামের ন্যায় কতকগুলি গ্রামে কেবল এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত বা এক-জীবিকার লোকের বাস ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ও পরবর্ত্তী যুগে রচিত জাতকাদিতে ও মহাভারতের বহুস্থানে কুম্ভকারগ্রাম, সূত্রধরগ্রাম, তন্তুবায়গ্রাম ও কর্ম্মকার-গ্রামাদির বহু উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ দিলাম না। এই শিল্পিরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য বা গ্রামবাসী উচ্চ বর্ণের লোকের হস্তে উৎপীড়িত হইবার ভয়ে এক গ্রামে সকলে সম্মিলিত হইয়া বাস করিত। ইহাতে তাহাদের আত্মরক্ষা ও ব্যবসায়ে উন্নতি—উভয় দিক্ই বজায় থাকিত।

প্রত্যেক গ্রামের মধ্যে বিশ্রামাগার, মিলনাগার (শালা), সাধারণের ব্যবহারার্থ জলাশয়, শিক্ষাস্থান প্রভৃতি থাকিত। গ্রামের মধ্যে গ্রামদেবতার মন্দিরাদি এবং চৈত্য-বৃক্ষাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরাদি সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। গ্রাম্য দেবতাদিগের নামে উৎসর্গীকৃত ধেনু বা বৃষগুলিও গ্রামের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদিগকে মারিলে বা বধ করিলে অপরাধী বিশেষ দণ্ডিত হইত।

গ্রামগুলির লোকসংখ্যার অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, অধিবাসীর সংখ্যা মন্দ ছিল না। অর্থশাস্ত্রের জনপদনিবেশাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নূতন গ্রাম স্থাপিত হইতে হইলে, সাধারণতঃ উহাতে অন্যূন ১০০ হইতে ৫০০ শূদ্র কৃষক-পরিবারের স্থান রাখা হইত। এতদ্ভিন্ন উচ্চ বর্ণের লোক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি, কারুবর্গ, শিল্পী, চিকিৎসক, পশু-চিকিৎসক, গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রাম্য কর্ম্মচারিবর্গকে ভূমি দিয়া বাস করান হইত। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শ্রোত্রিয় বা ঋত্বিক্ প্রভৃতি নিষ্কর ব্রহ্মদেয় ভূমি ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের দান-বিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত। অন্য গ্রামকর্ম্মচারিদিগকে যে জমি দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহাদের দানবিক্রয়ের স্বত্ব থাকিত না। তাঁহারা উহা যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিতেন, (বিক্রয়াধানবর্জ্জম্")। গ্রামবাসীরা গ্রামের কার্য্য নিজেরাই দেখিতেন। বাস্তু বা সীমা লইয়া বিবাদ হইলে, গ্রামবৃদ্ধেরা উহার বিচার করিতেন। ("ক্ষেত্রবিবাদং সামন্তগ্রামবৃদ্ধাঃ কুর্য্যুঃ।") মন্দির, দেবালয়, বা সাধারণের পূজাস্থান ও চৈত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারাদি গ্রামবাসীদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। (স্বাম্যভাবে গ্রামাঃ পুণ্যশীলা বা প্রতিকুর্য্যুঃ।—১৭১ পৃষ্ঠা।) ঐরূপ নাবালক দিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদের সম্পত্তির রক্ষণের ভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হাতে ছিল। ("বালদ্রব্যং গ্রামবৃদ্ধা বর্দ্ধয়েয়ুঃ আব্যবহার-প্রাপণাৎ দেবদ্রব্যং চ।"—৪৮ পৃষ্ঠা।) তাঁহারা গ্রামের কৃষিকার্য্য বা অন্য কার্য্যের জন্য নিযুক্ত গ্রামভৃতকদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। গ্রামভৃতকেরা গ্রামেরই কর্ম্মচারী ছিল। তাঁহারা স্বাধীন কর্ম্মকর, কি দাসরূপে পরিগণিত হইত, তাহা জানা যায় না। বোধ হয়, তাহারা অস্বাধীন ও গ্রামের জনসাধারণের ভৃত্য বলিয়া গণিত হইত।

সামান্য সামান্য অপরাধের বিচারভারও গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গ্রামের কৃষক বা কারুবর্গ চুক্তিমত কার্য্য না করিলে, উহারা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত এবং উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা গ্রামের হিসাবে জমা হইত।

সাধারণের হিতার্থে কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে গ্রামবাসিমাত্রকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। গ্রামে কোন পুণ্যস্থান, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কোন নূতন জলাশয় খনন করিতে হইলে বা কোন সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণকল্পে গ্রামবাসিমাত্রকেই উহাতে সাহায্য করিতে হইত। ঐরূপ গ্রামে কোন উৎসব-সমাজাদি হইলে বা নাটকাদির অভিনয় হইলেও গ্রামবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইত। কেহ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য দানে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহার প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সাহায্যাংশ দানে বাধ্য করা হইত এবং তাঁহার ব্যবহারের শাস্তিস্বরূপ উক্ত কার্য্যের লাভ হইতে বঞ্চিত করা হইত। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। জনপদনিবেশাধ্যায়ে কৌটিল্য বলেন,—

"পুণ্যস্থানারামাণাং চ। সম্ভূয় সেতুবন্ধাদপ্রকামতঃ কর্ম্মকরবলীবর্দ্দাঃ কর্ম্ম কুর্য্যুঃ। ব্যয়কর্ম্মণি চ ভাগী স্যাৎ। ন চাংশং লভেত।"—৪৭ পৃ°।

অর্থাৎ গ্রামের সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে যোগদান না করিলে, তাঁহাকে তাঁহার ভৃত্য-বলীবর্দ্দাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হইবে। ব্যয়ের ভাগ তাঁহাকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু লাভের অংশ তিনি পাইবেন না। আর এক স্থলে কৌটিল্য বলেন,—

"প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্বস্বজনো ন প্রেক্ষেত। প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সর্ব্বহিতে চ কর্ম্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দদ্যাৎ।"

অর্থাৎ গ্রামে সাধারণের আমোদের জন্য কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে বা কোন হিতকর কার্য্য হইলে, যদি কেহ উহাতে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে উঁহাকে উহা দেখিতে বা শুনিতে দেওয়া হইবে না। যদি তিনি সাহায্য না করিয়া গোপনে উহাতে যোগদান করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার দেয়ের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য করা হইবে।

বোধ হয়, এই সকল সাধারণের হিতকর বা প্রীতি-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে গ্রামের কোন সম্রান্ত ব্যক্তিকে উহার কর্তৃত্বে নিযুক্ত করা হইত। রাজাদেশে সকলেই তাঁহার আদেশ শুনিতে বাধ্য ছিলেন। না শুনিলে দণ্ডিত হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—

'সর্ব্বহিতমেকস্য ব্রুবতঃ কুর্য্যুঃ আজ্ঞাম্। অকরণে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।"—১৭৩ পৃ°।

অর্থাৎ সাধারণের হিতকর কার্য্যে নেতার আদেশ শুনিতে সকলেই বাধ্য। না করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

গ্রামের শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামের কোন এক ব্যক্তি প্রজাসাধারণের মনোনীত বা রাজকর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময় এই কর্ম্মচারী 'গ্রামিক' নামে অভিহিত হইতেন। বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগে এই নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারীর নাম ছিল—'গ্রামণী'। গ্রামিককে গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য বা তদন্ত করিবার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার সাহায্যার্থ ও তাঁহার কার্য্যের অনুমোদনার্থ কতিপয় গ্রামবাসীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে এইরূপ সমভিব্যাহারী সহায়কদিগকে

বাছিয়া লওয়া হইত। কেহ গ্রামিকের সমভিব্যাহারে তদস্থে যাইতে অস্বীকৃত হইলে বা অপারগ হইলে, তাহাকে তদ্বিনিময়ে যোজন প্রতি ১২ পণ করিয়া অর্থদণ্ড দিতে হইত। কৌটিল্য বলেন,—

"গ্রামার্থেন গ্রামিকং ব্রজন্তং উপবাসাঃ পর্য্যায়েন অনুগচ্ছেয়ুঃ অননুগচ্ছন্তঃ পণার্দ্ধপণিকং যোজনং দদ্যুঃ।"

এই সকল গ্রামবাসীকে Elected Commissioners বলা যাইতে পারে। গ্রামশাসনকল্পে গ্রামিককে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইত। এগুলি বর্ত্তমানের Lower Magisterial powers বলা যাইতে পারে। প্রমাণ পাইলে গ্রামিক চোর বা পারদারিককে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিতেন। বিদ্বেষবশতঃ নিরপরাধ ব্যক্তিকে এইরূপে বহিষ্কৃত করিলে তিনি নিজেই দণ্ডিত হইতেন (গ্রামিকস্য গ্রামাদস্তেনপারদারং নিরস্যতঃ চতুর্ব্বিংশতিপণো দণ্ডঃ"—১৭২ পৃ°)।

গ্রামিক ভিন্ন অন্য কোন গ্রামকর্ম্মচারীর নাম অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫ম অধ্যায় হইতে আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে পারি। সভাপর্ব্বের উক্ত পঞ্চম অধ্যায়টি অতি প্রাচীন এবং অর্থশাস্ত্রের সমসাময়িক বা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। উক্ত অধ্যায়ের ৮০র শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের প্রশ্নস্থলে গ্রাম-সমূহের পঞ্চ কর্ম্মচারীর কথা উল্লিখিত আছে[১]। তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই। তবে টীকাকার এস্থলে কোন প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ হইতে উক্ত পাঁচ জন কর্ম্মচারীর নামোদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রতি গ্রামে নিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পাঁচটি কর্ম্মচারীর নাম টীকাকারের মতে প্রশাস্তা, সমাহর্ত্তা, সংবিধাতা, লেখক ও সাক্ষী। উহাঁদের কার্য্য সম্বন্ধে টীকাকারের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাঁহার মতে সমাহর্ত্তা গ্রাম হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। সংবিধাতা উহার হিসাব-রক্ষণাদি তত্ত্বাবধান করিতেন। লেখকেরও ঐরূপ কার্য্য ছিল। প্রশাস্তা বোধ হয়, গ্রামের শান্তিরক্ষার কার্য্য ও রক্ষীদিগের নেতা ছিলেন।

শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামে শান্তিরক্ষক ও গুপ্তচরাদির ব্যবস্থা ছিল। তাহারা গ্রামের নানাস্থানে থাকিয়া লোকের চরিত্র বা কার্য্যাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিত। চোর ধরিবার জন্য চোর-রজ্জুক নামে এক স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর কথা অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই সকল কর্ম্মচারীরা গ্রামে চুরি হইলে চোর ধরিবার জন্য বা তদভাবে গ্রামবাসীর ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী ছিলেন। গ্রামে চুরি হইলে গ্রামাধ্যক্ষ দায়ী হইতেন। গ্রামের বাহিরে হইলে বিবীতাধ্যক্ষকে উহার জন্য দায়ী হইতে হইত।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা গ্রাম সম্বন্ধে বলিব। অর্থশাস্ত্রের সময় গ্রামকর্ম্মচারীরা গ্রামের

১। মূল শ্লোকটি এই,—

কচ্চিচ্ছূরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চস্বনুষ্ঠিতাঃ।
ক্ষেমং কুর্ব্বন্তি সংহত্য রাজন্ জনপদে তব ॥৮০॥

টীকাকার বলেন,—কচ্চিচ্ছূরা ইতি প্রতিগ্রামং পঞ্চপঞ্চেতি। তে চ প্রশাস্তা সমাহর্ত্তা সংবিধাতা, লেখকঃ সাক্ষী-চেতি। সমাহর্ত্তা প্রজাতো ধনমুদগৃহ্যৈকীকৃত্য রাজ্ঞে অর্পয়িতা। সংবিধাতা প্রজাসমাহর্ত্রোরেকবাক্যতাঘটকঃ।

লোকের, তাহাদের জীবিকার, আয়-ব্যয়ের ও গো-মহিষাদি পশুরও সংখ্যার হিসাব রাখিতেন। সমসাময়িক যুগের গ্রীক্-পর্য্যটকেরাও ভারতীয় Censusএর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে যে, তৎকালে ভারতের গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল। গ্রামবাসীদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্যাপেক্ষা এই শাসননীতির মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহারই ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন এবং এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ যথেষ্টই ছিল। নিজের দেশে —নিজের হাতে ক্ষমতা রাখিয়া, নিজের কল্যাণার্থ কার্য্য করিতে সকলেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। ফলে, গ্রামবাসিমাত্রেরই উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। রাজা করগ্রহণ করিয়া শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে সকলেই সুখ-শান্তিতে থাকিয়া পরস্পরের অবিরোধে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্নবান্ থাকিতেন; দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বিপদের সময় প্রজাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; বিদেশী শত্রুর হাত হইতে দেশ রক্ষা করিতেন। যতদূর সম্ভব স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। লোকদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিতে শিক্ষা দিতেন। অর্থশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ইহার যাথার্থ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ইহার ফলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া, দেশের লোকে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে উদ্যত হইতেন।

বলা বাহুল্য, এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণভাবে দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং এখনও ভারতের নানাদেশে উহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। মুসলমান রাজা এ দেশে আসিয়া ঐ শাসননীতির উচ্ছেদের চেষ্টা করেন নাই। তবে ইংরাজদিগের রাজ্য-স্থাপনের পর প্রথম প্রথম উহা ধ্বংশ করিবার চেষ্টা হয়। তখন আবার এদিকেও ঐ স্বায়ত্তশাসনের ফলে হিংসাদ্বেষ, দলাদলি মারামারির পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল কারণে দেশের প্রকৃত অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। ইংরাজেরা অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতার বশীভূত হইয়া গ্রামের স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেন। বর্ত্তমানে আবার গ্রামে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

নগরজীবন

অতঃপর নগরের কথা। বর্ত্তমানে নগর বলিতে বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-ব্যবসায়াদির কেন্দ্রীভূত বিশাল জনাবাসস্থান বুঝায়। লোকসংখ্যার আধিক্য, ঘনবসতি বা শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধাবশতঃ নানা শ্রেণীর লোকের বাস প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষত্বই গ্রাম ও নগরের পার্থক্যসূচক। প্রাচীন যুগের নগরের আরও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। নগরবর্ণনাপ্রসঙ্গে তাহা বলা হইবে।

বৈদিক যুগে কৃষি ও পশুপালনবৃত্তি জনসাধারণের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় ছিল। গ্রাম্যজীবনই সুখকর ও সুবিধাজনক ছিল। তখন বড় বড় নগরের স্থাপনও হয় নাই এবং বৈদিক সাহিত্যে কোন বড় নগরের নামও দুষ্প্রাপ্য। এই যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে নানা

প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল এবং কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া বহু লোক জীবিকার জন্য ঐগুলির অবলম্বন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ধনী লোকেরাও গ্রাম ছাড়িয়া, ব্যবসায়ের সুবিধাজনক স্থানের সন্ধান করিয়া নূতন বসতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রমিকের সমবায়ে রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় সঞ্চিত ধনাদি রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার ফলে নদীতটে বা বাণিজ্যাদির সুবিধাজনক স্থানে নগরের স্থাপন হইতে লাগিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই ভারতে অসংখ্য নগর স্থাপিত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা বুদ্ধের সময়ের তক্ষশিলা, বারাণসী, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী, বৈশালী, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বিশাল নগরীর উল্লেখ পাইয়া থাকি।

এই নগরগুলি প্রায়শঃই পরিখা, উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকারবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের স্থলে স্থলে আবার শত্রুর গতি পর্য্যবেক্ষণ বা শত্রুসেনার গতিরোধের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র tower বা দুর্গ থাকিত। প্রাচীর সাধারণতঃ পাষাণনির্ম্মিতই হইত। স্থলে স্থলে প্রস্তরের অভাব হইলে, কাঠেরও প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইত। টাওয়ারগুলি গোল বা চতুষ্কোণাকৃতি হইত ও উচ্চতায় প্রাচীর ছাড়াইয়া অনেক দূর উঠিত। মেগাস্থিনিশের বর্ণনায় তিনি পাটলিপুত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাটলিপুত্র সহরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৯ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১।০ মাইল (৯০ × ১৫ ষ্টাডিয়া, ষ্টা = $\frac{1}{10}$ মাইল) সহরটির চারিধারে প্রাকার ও প্রাকারের পর উচ্চ কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অন্তরে একটি করিয়া মোটের উপর ৫৭০ টি ক্ষুদ্র টাউয়ার বা দুর্গ ও ৬৪টি দ্বার ছিল। এই সকল দুর্গমধ্যে সদাসর্ব্বদা সুসজ্জিত সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।

অর্থশাস্ত্রের দুর্গবিধান ও দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতেও তৎকালের নগরীর নির্ম্মাণপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত দুইটি অধ্যায় হইতে বুঝা যায় যে, কোন নগরী নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উহার ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইত। ভূমিনির্ব্বাচনের পর, উহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা খনন করিয়া উহা হইতে ৪ (২৪ ফুট) দণ্ডপায়, ১২ দণ্ড বিস্তৃত ও ৬ দণ্ড উচ্চ বপ্র (rampart) নির্ম্মাণ করা হইত। ইহার উপরে আবার উচ্চ ইষ্টক বা পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মিত হইত।

প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে লোকের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য কয়েকটি দ্বার রাখিয়া দেওয়া হইত। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে নগর বা দুর্গের দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। এগুলির উভয় পার্শ্বও বিশেষরূপ সুরক্ষিত থাকিত। এই দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে মহাদ্বার বা main gate বলা হইত। এই দ্বারের পার্শ্বেই আবার একদিকে মহদ্দ্বারাধিপের বা নগরপালের কর্ম্মচারী ও রক্ষিগণের আবাস ছিল এবং অপর দিকে শুল্কাধ্যক্ষের আফিস—শুল্কশালা থাকিত (শুল্কাধ্যক্ষঃ শুল্কশালাধ্বজং চ প্রাঙ্মুখং উদঙ্মুখং বা মহাদ্বারাভ্যাশে নিবেশয়েৎ)।

কেহ নগরে প্রবেশ করিলে বা নগর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় দৌবারিক বা নগরপালের কর্ম্মচারীরা উহাদের সম্বন্ধে সম্যক্ সন্ধান লইয়া তবে প্রবেশ করিতে দিত। অবশ্য

দিনমানে বা পূর্ব্বরাত্রেও ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। তবে নূতন আগন্তুক-মাত্রকেই মুদ্রা বা passport দেখাইতে হইত। অসময়ে কেহ নগর হইতে বাহির হইলে বা নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত এবং কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত। (প্রস্থিতাগতৌ চ নিবেদয়েৎ। অন্যথা রাত্রিদোষং ভজেৎ। * * * পথিকোৎপথিকাশ্চ বহিরন্তশ্চ নগরস্য দেবগৃহপুণ্যস্থানবন-শ্মশানেষু সব্রণমনিষ্টোপকরণমুদ্ভাণ্ডীকৃতমাবিগ্নমতিস্বপ্নমধ্বক্লান্তপূর্ব্বং বা গৃহ্নীয়ুঃ—অ° শা°, ১৪৪ পৃ°। অর্থাৎ নূতন আগন্তুক, আহত, ক্লিষ্ট বা ব্যাধিত, পীড়িত ব্যক্তিমাত্রকেই নগরপালের লোকেরা গ্রহণ করিবে। ঐরূপ যদি কেহ লুক্কায়িত ধন লইয়া বা অনিষ্টের উপকরণাদি লইয়া আসে, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। মোটের উপর, সন্দেহের কারণ থাকিলেই পুলিশের হস্তে পড়িতে হইত।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, নগরদ্বার রোধের ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ের পরে কেহ নগর-প্রবেশ করিতে চাহিলে বা নগর ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে বিশেষ কারণ দর্শাইয়া নগরাধ্যক্ষের অনুমতি লইতে হইত। কোশলরাজ প্রশেনজিৎ দীর্ঘচারায়ণ নামক মন্ত্রীর চক্রান্তে নগরের বাহিরে আসিলে, ষড়যন্ত্রানুযায়ী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং এই কৌশলের ফলে তৎপুত্র বিরূঢকের রাজা হইবার সুবিধা হয়।

নগরপালের কর্ম্মচারীদের ন্যায় শুল্কাধ্যক্ষের লোকেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদের সঙ্গের পণ্যাদি (মোট-ঘাট) পরীক্ষা করিত। যদি কাহারও সহিত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বর্ম্ম-কবচাদি বা অন্য কোনরূপ নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া যাইত, তবে উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। অন্য সকলপ্রকার পণ্যের উৎপত্তিস্থল ও মূল্য প্রভৃতি নিরূপণ করিয়া উহার উপর আমদানী ও রপ্তানীভেদে শুল্ক লওয়া হইত। কেহ শুল্ক না দিয়া মাল লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে বা কম শুল্ক দিবার চেষ্টা করিলে উহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।

পণ্যের উপর শুল্ক ছাড়া ভারবাহী পশু ও ভারবাহীদিগের উপরও শুল্ক ছিল। বিবাহ, দেবপূজা যজ্ঞ, বা চূড়াকর্ম্ম-উপনয়নাদি সংস্কারের জন্য কেহ মাল লইয়া আসিলে, তাহার উপর শুল্ক লওয়া হইত না। শ্রোত্রিয়াদির দ্রব্যাদির উপরও কোন শুল্ক ছিল না।

এই ত গেল নগরপ্রাচীর ও নগরদ্বারের কথা। অতঃপর নগরের ভিতরের কথা কিছু বলিব। নগরের ভিতরের ব্যবস্থা ত এখনকার হইতে অনেক বিভিন্ন ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না, তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে কিছু বলিবার চেষ্টা করা যাইবে। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায় হইতে জানা যায় যে, নগর বা দুর্গের তিনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ও তিনটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাজপথ থাকিত। রাজপথগুলি যেখানে নগরপ্রাচীরের সহিত মিলিত, সেই স্থানেই একটি করিয়া দ্বার থাকিত।

এই কয়টি বড় বড় রাজপথ ছাড়া আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথও থাকিত। নগরের ভিতরে এক এক খণ্ডে (sectorএ) এক এক জাতীয় লোক বা এক ব্যবসায়ের লোকদিগের

স্থান দেওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন অংশে গন্ধমাল্যব্যবসায়ী, প্রধান প্রধান শিল্পব্যবসায়ী, সূত্রব্যবসায়ী, ধান্য-ব্যবসায়িগণ, উর্ণা বা সূত্রব্যবসায়ী তন্তুবায়গণ, চর্ম্মকারবর্গ, অস্ত্রশস্ত্রাদিনির্ম্মাতৃবর্গ, স্বর্ণকার, লৌহকার প্রভৃতিদিগকে স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির বসতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিল। কুম্ভকার প্রভৃতি যাহাদের অগ্নি লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শূদ্র কর্ম্মকর ভৃত্যাদিও স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিত। বেশ্যাদিগের পল্লী ভিন্ন ছিল। তাহাদের পল্লীর নিকটেই মদ্যব্যবসায়ী, পক্কমাংস ও পক্কৌদনব্যবসায়ীদিগের বাস ছিল। অর্থশাস্ত্রের দুর্গনিবেশাধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও জাতীয় লোকের আবাসস্থানের যথাযথ নির্দ্দেশ করা আছে। এখানে উহার সারাংশমাত্র উদ্ধৃত করা হইল।

নগরের মধ্যে গৃহস্থদিগের বাসস্থান ও দোকান-পশার ভিন্ন উহার অংশবিশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের অধিকরণ অর্থাৎ আফিস ও বাসস্থান ছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক নগরেই একটি করিয়া ধর্ম্মাধিকরণ বা বিচারালয়, নগরপাল বা নগররক্ষকের অধিকরণ বা আফিস; প্রত্যেক পল্লীমধ্যে বা উপযুক্ত স্থানে একটি করিয়া গুল্ম বা ফাঁড়ী, শুল্কাধ্যক্ষের আফিস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থান ছিল। এতদ্ভিন্ন নগরের স্থানে স্থানে হাট-বাজার থাকিত। উক্ত হাট বাজারের সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল।

শুল্কগ্রহণের ব্যবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শুল্কগ্রহণ ভিন্ন রাজকর্ম্মচারিগণ পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন এবং কেহ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করিলে উহার যথাযথ দণ্ড বিধান করিতেন। অতিরিক্ত লাভে ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। রাজকর্ম্মচারীদিগের ও রাজব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল, যাহাতে পণ্য সুলভে বিক্রীত হয় (উভয়ং চ প্রজানামনুগ্রহেণ বিক্রাপয়েৎ। স্থূলমপি চ লাভং প্রজানাম্ ঔপঘাতিকং বারয়েৎ)। সাধারণতঃ স্বদেশীয় পণ্যে বণিকেরা শতকরা পাঁচ টাকা ও বিদেশের আমদানী পণ্যের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে লাভগ্রহণ করিতে পারিতেন।

দোকান বাজার সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ বলিবার কথা আছে। এখনকার দিনের মত তৎকালে যে কেহ ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যবসায় করিতে বা দোকান করিতে পারিতেন না। পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি পাইবার পর, দোকান করিয়া মাল খরিদ ও সঞ্চয় করিতে হইত। নচেৎ সমস্ত মাল সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইত। (তেন ধান্যপণ্যনিচয়াংশ্চানুজ্ঞাতাঃ কুর্য্যুঃ; অন্যথা নিচিতমেষাং পণ্যাধ্যক্ষো গৃহ্ণীয়াৎ)। বণিক্‌দিগের পক্ষে একযোটে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করা বা নিজেদের সুবিধার জন্য কোন জিনিষের দর কমান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যাহা হউক, এসকল কথা অন্য প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব। তবে কয়েকটি মাত্র কথা বিশেষ প্রয়োজনীয়-হিসাবে এস্থলে উল্লেখ করিব। বাণিজ্য-দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্যাদির নিরূপণের জন্য শুল্কাধ্যক্ষ ও পণ্যাধ্যক্ষ ভিন্ন পৌতবাধ্যক্ষ ও সংস্থাধ্যক্ষ নামে আরও দুইজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা দ্রব্যাদির বিক্রয়মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন; ক্রয়বিক্রয়, জুয়াচুরি নিবারণ ও ওজন বাটখারা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার কারুশিল্পিদিগের কার্য্যতত্ত্বাবধারণের জন্য ও পারিশ্রমিক নিরূপণের জন্য তিনজন

মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী লইয়া একটি বোর্ড ছিল। কারুশিল্পীরা যথেচ্ছ পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন না; তাঁহারা ইঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। প্রভু ও শিল্পী বা কর্ম্মকরদিগের মধ্যে বেতন লইয়া মতভেদ হইলে সাধারণতঃ ঐ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদিগের (মূলে কুশলাঃ—Experts) হস্তে উহার বিচারভার দেওয়া হইত। অযথা কারুশিল্পীদিগের বেতন হ্রাসের জন্য কোন দল পাকাইলে দলের লোকেরা দণ্ডিত হইতেন। (কারুশিল্পিনাং কর্ম্মগুণাপকর্ষম্ আজীবং বিক্রয়ং ক্রয়োপঘাতং বা সম্ভূয় সমুত্থাপয়তাং সহস্রং দণ্ডঃ।—অ° শা°, ২০৫ পৃষ্ঠা)

অর্থশাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রন্থে আমরা এই সকল কর্ম্মচারীদিগের বিশেষ উল্লেখ পাই না। তবে সমসাময়িক গ্রীক ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকগণ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ, ক্রয়বিক্রয়, শুল্কগ্রহণ, ওজনাদির তত্ত্বাবধান প্রভৃতির জন্য ৬টি বোর্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে বোর্ডের কথা উল্লেখ নাই, তবে অনুমান করা যায় যে, একএকটি বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করিয়া উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী না থাকিয়া, উক্ত বিভাগের পরিচালনের জন্য ৫।৬ জন সমানপদস্থ লোক রাখা হইত। কৌটিল্যের নিজের অভিপ্রায়ও এইরূপ। তিনি একজনের উপর কোন এক বিভাগের সম্পূর্ণ ভার দিতে একেবারেই নারাজ বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তিনি রাজাকে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, কোন এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা একেবারেই উচিত নহে। এ বিষয়ে তাঁহার মতের সারাংশস্বরূপ একটি উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম; সেইটি এই,—

বহুমুখ্যং অনিত্যং চাধিকরণং স্থাপয়েৎ।

অর্থাৎ প্রত্যেক অধিকরণের ভার বহু লোকের হস্তে অর্পিত হইবে এবং চিরস্থায়িভাবে কাহাকেও এক বিভাগে রাখা হইবে না। মতটি আমাদের নিকটও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, যদি গ্রীকদিগের উল্লিখিত বোর্ডগুলির সহিত এই অর্থশাস্ত্রোল্লিখিত অধ্যক্ষ কয়টির কার্য্যের সমতা থাকে, তাহা হইলে গ্রীকবিবরণী ও অর্থশাস্ত্র—উভয়েরই মূল্য আমাদের নিকট বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে।

নগরের শাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যের এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল নাগর বা নগরপালের হস্তে। নগররক্ষক একাধারে পুলিশ কোতোয়াল, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারীরা নগরের লোকসংখ্যা, লোকের আয়-ব্যয়, জীবিকা প্রভৃতির হিসাব রাখিতেন; পাষণ্ড অর্থাৎ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি, ভিক্ষুক, নবাগত প্রভৃতির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন; বেশ্যা, মদ্যব্যবসায়ী (শৌণ্ডিক), পক্কমাংস বা ভাতবিক্রেতা হোটেলওয়ালাদের আড্ডার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন; মদ খাইবার আড্ডা (পানাগার) জুয়াখেলার আড্ডা প্রভৃতির দিকে বিশেষ নজর রাখিতেন এবং কোন সন্দেহের কারণ থাকিলেই অপরাধীদিগকে ধরিয়া উহাদিগকে হয় কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য করিতেন বা বরাবর হাজতে প্রেরণ করিতেন।

নগরের রাস্তা-ঘাটের সমস্ত ব্যবস্থাও নগররক্ষকের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে ছিল। কেহ পথে ময়লা ফেলিলে, মলমূত্র ত্যাগ করিলে বা মৃতদেহ ফেলিলে বা কোন প্রকার সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটাইলে দণ্ডিত হইতেন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশান বা দুষিত দ্রব্য বিক্রয় করিলে বা

পচা মাংস বিক্রয় করিলে বিক্রেতাকে দণ্ড দেওয়া হইত। তৎকালে মাংস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া উহার বিক্রয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য সূনাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী ছিলেন। অন্যপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিলে নাগরক বা অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ড বিধান করিতেন। ঐরূপ অগ্নিনির্ব্বাণে সহায়তা না করিলে বা অগ্নিনির্ব্বাণের উপকরণাদি না রাখিলে লোকে দণ্ডিত হইত।

নগরের প্রত্যেক প্রান্তে, চৌমাথায় ও অন্যান্য স্থানে রাজপ্রহরীরা দিনে ও রাত্রে পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। এতদ্ভিন্ন নানা ছদ্মবেশে বহু প্রকার চরেরাও লোকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সন্ধ্যার কিছু পরে বোধ হয়, দ্বার বন্ধ করা হইত (একথা স্পষ্টভাবে অর্থশাস্ত্রে নাই) ও মধ্যে মধ্যে তূর্য্যধ্বনি করা হইত। সন্ধ্যার পর বা অসময়ে নগরপ্রবেশ বা নগর হইতে বহির্গমন নিষিদ্ধ ছিল। তবে বিশেষ কার্য্যবশতঃ বাহির হইতে হইলে অনুমতি লইয়া যাইতে হইত। সন্দেহস্থলে বা উপযুক্ত কারণ না দর্শাইতে পারিলে দণ্ডিত হইতে হইত। রাত্রিকালে বিনা-কারণে ঘুরিয়া বেড়াইলে বিশেষ দোষের বলিয়া গণ্য ছিল। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে, গৃহে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে বা রোগীর জন্য চিকিৎসক আনিতে হইলে, বা আগুন লাগার জন্য নগরপালের তূর্য্যধ্বনি হইলে তন্নির্ব্বাণার্থ বা কোন যাত্রা-থিয়েটারাদি হইলে নগরপালের অনুমতি-পত্র লইয়া লোক গমনাগমন করিতে পারিত। (সূতিকাচিকিৎসকপ্রেতপ্রদীপায়ননাগরক-তূর্য্যপ্রেক্ষাগ্নিনিমিত্তমুদ্রাভিশ্চাগ্রাহ্যাঃ—অ° শা°, ১৪৬ পৃ°।) রাত্রিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বা ছদ্মবেশে বিকটবেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান বিশেষ দোষের ছিল (প্রচ্ছন্নবিপরীতবেশাঃ প্রব্রজিতা দণ্ডশস্ত্রহস্তাশ্চ মনুষ্যা দোষতো দণ্ড্যাঃ)। এতদ্ভিন্ন রাজান্তঃপুরের নিকট বেড়ান বা প্রবেশ করা বা নগরপ্রাচীর আরোহণ করিলে গুরুতর মধ্যম সাহস দণ্ড দেওয়া হইত (রাজপরিগ্রহোপগমনে নগররক্ষারোহণে চ মধ্যমঃ সাহসদণ্ডঃ।)

বেশ্যা, পানাগারে ও দ্যূতক্রীড়ার স্থানের বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ঐ যুগে বেশ্যারা রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের শাসন ও রক্ষণের জন্য নগরগণিকাধ্যক্ষ নামে একজন বিশেষ কর্ম্মচারী থাকিতেন। পানাগারগুলিও সুরাধ্যক্ষ নামে এক বিশেষ কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। জুয়াখেলা, পাশাখেলার আড্ডাগুলিতে তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অন্য কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ্যা, মদ্য ও জুয়া প্রভৃতি হইতে রাজ্যের কিছু আয় হইত। পরে ঐগুলির বিশেষ বর্ণনা করা হইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ?*

সেন-বংশীয়গণের রাজত্বকালে বিশেষতঃ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময় বঙ্গদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সময় যাঁহারা কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উমাপতিধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও কবিরাজচক্রবর্ত্তী ধোয়ী বিশেষরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে লিখিয়াছেন,—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতেঃ।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী-কবিক্ষ্মাপতিঃ।"

ইঁহাদের সম্বন্ধে আর একটি শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥" †

এই শ্লোকের কবিরাজ গীতগোবিন্দের কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ী। ধোয়ী কবির বিরচিত পবন-দূতের শেষে "ইতি শ্রীধোয়ীকবিরাজবিরচিতং পবনদূতাখ্যং সমাপ্তং"—এইরূপ লিখিতও আছে। ধোয়ী কবিরাজ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে অনেক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পবনদূতে তিনি তাহা এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হৈমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
শ্রীধোয়ীকঃ সকলরসিকপ্রীতিহেতোর্ম্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব (সতন্) মন্ত্রমেতজ্জগাদ॥" ১০১॥

শ্রীধরদাসের সূক্তিকর্ণামৃতে এই শ্লোকটি অন্যভাবে লিখিত আছে,—

"দন্তিব্যূহং কনককলিতং চামরং হেমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
খ্যাতো যশ্চ শ্রুতিধরতয়া বিক্রমাদিত্যগোষ্ঠী
বিদ্যাভর্ত্তুঃ খলু বররুচেরাসসাদ প্রতিষ্ঠাম্॥

ধোয়ীকস্য।"

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনত্রিংশ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "সমিতৌ"এর স্থলে "পঙ্ক্তৌ" কবিরাজপ্রতিষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড—৩৪৪ পৃ°)

তাঁহার কবিরাজচক্রবর্ত্তী উপাধিও গৌড়েশ্বর হইতে লব্ধ বলিয়াই বোধ হয়। ধোয়ী শ্রুতিধর বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন, জয়দেবও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবিরাজচক্রবর্ত্তী পবনদূতের রচনা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কবির কিছু পরিচয় প্রদান করা হইল, এক্ষণে কাব্যের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। কালিদাস যেমন রামগিরি পর্ব্বত হইতে বিরহী যক্ষের দ্বারা মেঘকে দূত করিয়া অলকায় যক্ষ-পত্নীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কবিরাজচক্রবর্ত্তী ধোয়ীও সেইরূপ চন্দনাদ্রি বা মলয়পর্ব্বত হইতে কুবলয়বতীনাম্নী গন্ধর্ব্বকন্যার দ্বারা মলয়পবনকে দূত করিয়া, বিজয়পুরে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্বিজয়ে গমন করেন, কুবলয়বতী তখন তাঁহাকে দেখিয়া মদনপীড়িতা হইয়াছিলেন। গ্রন্থারম্ভে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অস্তি শ্রীমত্যখিলবসুধাসুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্ব্বানাং কনকনগরী নাম রম্যো নিবাসঃ।
হৈমৈর্লীলাভবনশিখরৈরম্বরং ব্যালিখদ্ভি-
র্ধত্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পরস্য ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ীবভূব ॥ ২ ॥

বাল্যাদালীষ্বপি মনসিজং সানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুক্ষামা কতিচিদনয়ৎ কাতরা বাসরাণি।
গন্তুং দেশান্তরমথ মধাবন্যথৈব প্রবৃত্তং
গাঢ়োৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥ ৩ ॥"

কুবলয়বতী মলয়-পবনকে গৌড়দেশে যাইতেই অনুরোধ করিতেছেন। প্রথমে তিনি পবনকে শ্রীখণ্ডপর্ব্বত (চন্দন বা মলয়পর্ব্বত) হইতে পাণ্ড্যদেশে যাইতে বলেন। পাণ্ড্য দেশের রাজধানী তাম্রপর্ণীনদীতীরস্থ উরগপুরী হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বর যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহার পর কাঞ্চীপুর, কাঞ্চীপুর ত্যাগ করিয়া কাবেরী নদী ধরিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, পরে মাল্যবান্ ও পম্পাসর সরোবরে পঁহুছিবার কথা। তাহার পর গোদাবরীসিক্ত অন্ধ্রদেশ, সেখান হইতে কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী যাইতে হইবে। তথা হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশে রেবা নদী দেখিয়া যাইবার কথা। তাহার পর যযাতিনগরী, অবশেষে সুহ্মদেশে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সুহ্মদেশেই গৌড় রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর। ধোয়ী কবি প্রথমে—

"তন্ত্রাতস্যাপ্রতিহতগতের্যাস্যতস্তে মদর্থং
গৌড়ীক্ষৌণী ক'তি নু মলয়ক্ষ্মাধরাদ্‌যোজনানি ।"

এবং

"তত্রাবশ্যং কুসুমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ ।
সান্দ্রোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণে গৌড়দেশঃ ।"

বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত সুহ্মদেশ ও বিজয়পুরের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে, বিজয়পুর যে গৌড়রাজ্যের রাজধানী ও সুহ্মদেশে অবস্থিত, তাহা বুঝা যায়। তাঁহার বর্ণনায় সুহ্মদেশ গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই বোধ হয়, গৌড় দেশের কথা প্রথমে বলিয়া শেষে তিনি সুহ্মদেশের বর্ণনার শেষ করিয়াছেন, তাহার পর রাজধানীর বর্ণনা, গৌড়দেশের আর স্বতন্ত্র বর্ণনা করেন নাই।

কবি কি ভাবে সুহ্মদেশ ও রাজধানী বিজয়পুরের বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—

"গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
বাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥ ২৭ ॥

তস্মিন্ সেনান্বয়নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সাক্ষাদ্বসতি কমলাকেলিকারো মুরারিঃ ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃদ্‌যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ ॥ ২৮ ॥

যাতশ্চোর্দ্ধং ধনপতিনগেনৈব সৌধৈরগারৈঃ
পশ্যেস্তস্মিন্নগরমনঘং চারুচন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ ।
যত্রানেকপ্রিয়নখপদব্যাজতো বাররামাঃ
ভর্ত্তুর্ভূষাশশধরকলাচিহ্নমঙ্কে বহন্তি ॥ ২৯ ॥

তত্রানর্ঘ্যং রঘুকুলগুরুং স্বর্ণদীতীরদেশে
নত্বা দেবং ব্রজ গিরিসুতাসংবিভক্তাঙ্গরম্যং ।
যাতে যস্মিন্নয়নপদবীং সুন্দরভ্রূলতানাং
প্রৌঢ়স্ত্রীণাং গলতি রমণপ্রেমজন্মাভিমানঃ ॥ ৩০ ॥

তৎক্ষেত্রঞ্চ ত্রিদিবসরিতঞ্চান্তরা সেবনীয়ঃ
শ্রীবল্লালক্ষিতিপতিযশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ ।
আরূঢ়ানাং ত্রিদিবতটিনীস্নানহেতোর্জ্জনানাং
যত্র দ্বেধাপ্যমরনগরী সন্নিকৃষ্টা বিভাতি ॥ ৩১ ॥

গঙ্গাং ফেনস্তবকমুকুরং বীচিহস্তে বহন্তীং
সেবেথাস্তামথ পরিসরপ্রৌঢ়হংসাবতংসাং।
প্রত্যাবৃত্য ব্রজতি জলধৌ প্রেয়সি প্রেমলোলা
কর্ত্তুং কেশগ্রহমিব কিমপ্যুদ্ধতা যা বিভাতি ॥ ৩২ ॥

তোয়ক্রীড়াসরসনিপতদ্‌ব্রহ্মগীমস্তিনীনাং
বীচিধৌতৈঃ স্তনমৃগমদৈঃ শ্যামলীভূয় ভূয়ঃ।
ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী
দেশং যায়াস্তমথ জগতীপাবনং ভক্তিনম্রঃ ॥ ৩৩ ॥

সংসর্পন্তীং প্রকৃতিকুটিলাং দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং
তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামম্বুগর্ভাং।
মা নির্ম্মুক্তাসিতফণিবধূশঙ্কয়া কাতরো ভূ-
র্ভীতঃ সর্ব্বো ভবতি ভুজগাৎ কিং পুনস্তাদৃশো যঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রভসাত্তত্র লীলাবতীনাং
বীচিহস্তৈ রচয় কুচয়োরংশুকস্রংসনানি।
সদ্যস্তাসামপি চ রমণালোকনব্যাকুলানাং
যাস্ত ক্রীড়ামসৃণহসিতান্যুত্তরীয়াঞ্চলত্বং ॥ ৩৫ ॥

স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং
দৃষ্ট্বা তাবদ্‌ভুবনজয়িনস্তস্য রাজ্ঞোঽধিগচ্ছেঃ।
গঙ্গাবাতত্বমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥ ৩৬ ॥

যৎ সৌধানামুপরি বড়ভীশালভঞ্জীষু লোলাঃ
স্নিগ্ধাসু প্রকৃতিমধুরাঃ কেলিকৌতূহলেন।
উন্নীয়ন্তে কথমপি রহঃ পাণিপঙ্কেরুহাগ্র-
স্পর্শোদ্‌গচ্ছৎপুলকমুকুলাঃ সুভ্রুবো বল্লভেন ॥ ৩৭ ॥

স্নিগ্ধশ্যামা রমণমণিভির্ব্বদ্ধমুগ্ধালবালাঃ
পৌরস্ত্রীভিঃ ক্রমুকতরবো রোপিতাঃ প্রাঙ্গণেষু।
যত্নাযত্নোপগতসলিলৈর্ন্নর্ম্মকুম্ভাসিক্তমূলা
নাপেক্ষ্যন্তে পরিজনবধূপাণিবিশ্রাণিতাম্ভঃ ॥ ৩৮ ॥

গঙ্গাশ্লেষপ্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্ঞা
জাতা লোকদ্বিতয়বিগলদ্ভীতয়ো যত্র পৌরাঃ।
বালাভ্যোঽথ প্রণয়কলহে রূঢ়কোপাঙ্কুরাভ্যো
বিভ্রস্যন্তি ভ্রুকুটিরচনাচারুভীমাননাভ্যঃ॥ ৩৯॥

ইহার পর নগরের আরও বর্ণনা আছে, তাহার পর রাজপ্রাসাদের কথা,—

"পুঞ্জীভূতং জগদিব ততঃ সপ্তকক্ষানিবেশৈঃ
রম্যং যায়া ভবনমবনীমণ্ডলাখণ্ডলস্য।
যৎ সৌধানাং শিখরিসুহৃদাং মূর্দ্ধ্নি বিশ্রান্তমেঘে
বিদ্যুল্লেখা বিতরতি মুহুর্বৈজয়ন্তীবিলাসং॥" ৫৩॥

স্নিগ্ধশ্যামৈরিব বিরচিতা দ্রাবিতৈরিন্দ্রনীলৈ-
র্বাপী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যরোমাবলীব।
যস্যাস্তীরে বিহরদনতিপ্রৌঢ়সীমন্তিনীনাং
মন্যে লীলাগতিষু গুরবো রাজহংসা ভবন্তি॥ ৫৪॥

দেবং সাক্ষান্মনসিজমিব প্রাপ্তরাজ্যাভিষেকং
সেবেথাস্তং ব্যথিতসময়ে চামরগ্রাহিণীভিঃ।
যস্য স্নিগ্ধস্ফুরদসিলতাধারগত্যা জনানাং
লব্ধঃ সংখ্যে রিপুকুলবধূলোচনে সংবিভাগঃ॥ ৫৫॥"

ইহার পর আরও কয়েকটি শ্লোকে রাজার প্রবল প্রতাপ বর্ণনা করিয়া, কুবলয়বতী মলয়-পবনকে আপনার মনের কথা জানাইতে অনুরোধ করিতেছেন।

আমরা যে পবনদূত হইতে উপরোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা প্রথমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের পণ্ডিত রঘুরাম তর্করত্নের নিকট উহা পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পর পবনদূতের আর কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, বিশ্বকোষ-পুস্তকাগারে একাধিক পবনদূতের পুঁথি আছে, তাহার একখানি নাকি সটীক। ৫ম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩০৫ সালে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের "ধোয়ী কবির পবনদূত" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় পবনদূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত পবনদূতখানি সম্পূর্ণই প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে যে সকল লিপিকরপ্রমাদ ছিল, তিনি তাহার সংশোধিত পাঠও দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহারই প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি,

এখনও জাগ্রত রাখিয়াছে এবং 'পদুমসহরে'র তীরে একটি বৃহৎ দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষও এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বিজয়নগরকে বিজয়পুর বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন বোধ হয়। বিজয়নগর লক্ষ্মণাবতীর ভগ্নাবশেষ হইতে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত; নদীয়া ১১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। মিন্‌হাজের বর্ণনানুসারে 'লখ্‌ণাবতী' হইতে 'নোদিয়া' খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং এই নিমিত্ত বিজয়নগরকে 'নোদিয়াহ' বলিতে প্রবৃত্তি হয়।"

গৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিতেছেন,—

"ধোয়ী কবির পবনদূত আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইবার পর জানিতে পারা গিয়াছিল, বিজয়পুর নামক রাজধানীতে লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বল্লালসেন তাঁহার 'দানসাগর'গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়সেনদেব 'বরেন্দ্রে' প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট 'প্রাচ্যে বরেন্দ্রীতলে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল সমাচার অবগত হইয়াও অনেকে নবদ্বীপকেই 'বিজয়পুর' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—বরেন্দ্রের কোন্ নিভৃত প্রদেশে বিজয়সেনদেবের প্রাদুর্ভাবক্ষেত্র অগৌরবে লুকাইয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন নাই। রাজসাহী জেলার (গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত) দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পরেও কেহ কখন তাহার প্রাপ্তিস্থান পরিদর্শন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনুসন্ধান-সমিতি এই স্থান হইতেই অনুসন্ধান কার্য্যের সূত্রপাত করিতে গিয়া বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নানা পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ চিত্রাদিসহ 'বিবরণ-মালায়' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

তাহার পর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—

"বিজয়সেনের প্রকৃত রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও মতে নবদ্বীপে, কাহারও মতে রাজসাহী জেলার দেওপাড়ার নিকট বিজয়নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দক্ষিণ বারেন্দ্রের অন্তর্গত নিদ্রাবলী নামক সামন্ত-রাজ্যে রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে যেখানে বিজয়সেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই স্থান অধুনা বিজয়নগর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভ্যুদয়-কালে তাঁহার পিতা হেমন্তসেন জীবিত ছিলেন, এজন্য তিনি তৎকালে 'কুমার' বলিয়াই অভিহিত হইতেন। বিজয়নগরের পার্শ্ববর্ত্তী কুমারপুর জন-প্রবাদ অনুসারে অদ্যাপি 'কুমার রাজার রাজধানী' বলিয়া পরিচিত। ইহারই ৭ মাইল দূরে বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বর-প্রশস্তির প্রাপ্তিস্থান দেওপাড়া। দেওপাড়ার একাংশ 'পদুমসহর' শিলালিপি-বর্ণিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের স্মৃতিই রক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, বিজয়নগর ও দেওপাড়ার মধ্যে কুমার বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার পিতা হেমন্তসেন রাঢ় দেশেই গঙ্গাপ্রবাহিত স্থানে রাজত্ব করিতেন। সেই গঙ্গা-সলিল-বাহিত স্থানই হেমন্তপুর

নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিজয়সেনের সৌভাগ্যোদয়স্থান বিজয়-নগরের পার্শ্বে তৎকালে গঙ্গা বা এখনকার পদ্মা নদীও প্রবাহিত ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর এবং চারিদিকে আধিপত্যবিস্তারের সহিত তিনি উত্তররাঢ়ে আসিয়া তাঁহার পৈতৃক রাজধানী হেমন্তপুরের নিকট অতিসমৃদ্ধিসম্পন্ন বিজয়পুর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

শূরবংশ-বিবরণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার নশীপুর হইতে দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং ভাগীরথী হইতে দেড় মাইল পূর্ব্বে 'সিঙ্গা' নামক স্থানে মহারাজ অনুশূরের সময় 'সিংহেশ্বর' নামক রাজধানী ছিল। তাহারই নিকটবর্ত্তী শূরুই বা শূরপুরী ও অনুপুর শূরবংশীয় মহারাজ অনুশূরের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এই অনুপুর হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে হেমতপুর ও হেমতপুরের এক মাইল পশ্চিমে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়পুর বিদ্যমান। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' পাঠ করিলে মনে হইবে যে, সুহ্মদেশ বা রাঢ়ের মধ্যেই ভাগীরথীর নিকট 'বিজয়পুর' রাজধানী ছিল। পবনদূতে লিখিত আছে" বলিয়া তাহার পর পবনদূতের ২৭ এবং ৩১ হইতে ৩৮ পর্য্যন্ত শ্লোকের অনুবাদ দিয়া, নীচে পাদটীকায় সংস্কৃতশ্লোকগুলিও দিয়াছেন, পরে বলিতেছেন,—

"মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক কবিবর ধোয়ী বিজয়পুরের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দক্ষিণ বারেন্দ্রের অন্তর্গত বিজয়নগর ও রাঢ়ের বিজয়পুর দুইটি ভিন্ন স্থান বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের কএকটি প্রধান স্থানের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণী, তাহার পর আবর্ত্তচক্রা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা ও অপর দিকে রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী বিজয়পুর। এরূপ স্থলে উপরে যে মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ 'বিজয়পুর' নামক প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই মহারাজ বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর বলিয়া মনে হইবে। বলা বাহুল্য, এই বিজয়পুরের অনতিদূরে সুবৃহৎ রমণা দীঘী বিদ্যমান, এ অঞ্চলে এত বড় দীঘী আর নাই। মুসলমানেরা আসিয়া এইস্থান অধিকার করিয়া বাস করিলে এই রমণা দীঘী শেখের দীঘী এবং হেমন্তপুর হেমৎপুর-নামে খ্যাত হয়।"

আমরা এই মতগুলির আলোচনা করিয়া, পবনদূতের লিখিত বিজয়পুর কোথায়, তাহাই স্থির করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা গৌড়রাজমালার মতেরই আলোচনা করিতেছি। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় লিখিতেছেন—"পবনদূতে ধোয়ী কবি সুহ্ম বা রাঢ়দেশের বর্ণনা করিয়া এবং 'ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাতি দেবী' (৩৩ শ্লোক) সেই মুক্তবেণী, ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়া 'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরমিত্যুন্নতাং রাজধানীং' (৩৬ শ্লোক) বর্ণন করিয়াছেন।" একথা সত্য, পবনদূতে ত্রিবেণীর পরই বিজয়পুরের উল্লেখ আছে। কিন্তু চন্দ মহাশয় ত্রিবেণী অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া, রাজসাহীতে যে বিজয়পুর নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা তাঁহার উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে সকলেই সুচারুরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। মৈত্র মহাশয়ও তাঁহার মতই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু

আমরা একটা কথা বলি, যে শ্লোক হইতে 'স্কন্ধাবারং বিজয়পুরং', ইত্যাদি তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকের শেষভাগেই যে,

'গঙ্গাবাতস্তমিব চতুরো যত্র পৌরাঙ্গনানাং
সম্ভোগান্তে সপদি বিতনোত্যঙ্গসংবাহনানি ॥'

এবং ৩৯ শ্লোকে—

'গঙ্গাশ্লেষ-প্রকৃতিবিমলে পালিতে তেন রাজ্ঞা
জাতা লোকদ্বিতয়বিগলদ্ভীতয়ো যত্র পৌরাঃ।'

লিখিত আছে, ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? শ্লোকসংখ্যা যখন গৌড়রাজমালায় দেখা যাইতেছে, তখন তাঁহারা পবনদূত যে ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই, ইহাই বা কেমন করিয়া বলিব? সে যাহা হউক, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 'বিজয়পুর' গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। অবশ্য পদ্মা যে ধোয়ী কবির গঙ্গা নহে, ইহা বোধ হয়, কেহ অস্বীকার করিবেন না, আর গৌড়মালার নির্দ্দিষ্ট বিজয়নগরও যে পদ্মাতীরে নহে, ইহাও বটে। তাহা হইলে বিজয়নগরকে কিরূপে পবনদূতের বিজয়পুর বলা যায়?

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতসম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় করিতেছি। নগেন্দ্রবাবু অবশ্য বিজয়পুরকে গঙ্গাতীরেই স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "কবিরাজ ধোয়ী তাঁহার সময়ের কএকটি প্রধান স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, অগ্রে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণী, তাহার পর আবর্ত্তচক্রা বা চাকদহ, তাহা ছাড়াইয়া বরাবর উত্তরে গিয়া এক দিকে গঙ্গা, অপর দিকে রমণা (সরোবর), তন্মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী 'বিজয়পুর'।" অবশ্য ৩৩ শ্লোকে কবি ত্রিবেণীরই কথা বলিতেছেন, কিন্তু ৩৪ শ্লোকে তিনি যে 'দর্শিতাবর্ত্তচক্রাং' বলিয়া যমুনার বিশেষণ দিয়াছেন, তাহার আবর্ত্তচক্রার অর্থ কি চাকদহ? যদি উক্ত শব্দটিকে দ্ব্যর্থবোধক ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চাকদহকে কি যমুনাতীরে বুঝিতে হইবে না? কারণ, কবির বর্ণনায় দেখা যায়, আবর্ত্তচক্রার সহিত যমুনার সম্বন্ধ, গঙ্গার নহে। কিন্তু চাকদহ ত যমুনাতীরে নহে, তাহা গঙ্গাতীরেই অবস্থিত। যমুনাকে কালভুজঙ্গীর সহিত তুলনা করিয়া, কবি তাহার আবর্ত্তগুলিকে ভুজঙ্গীর চক্রের সহিত তুলনাই করিয়াছেন। সুতরাং আবর্ত্তচক্রা কখনও চাকদহ নহে। এ কথাগুলি বলার আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, কবি ত্রিবেণীর পর আর কোন স্থানের কথা বলেন নাই, একেবারেই বিজয়পুরের কথা আরম্ভ করিয়াছেন। বিজয়পুরেই তাঁহার মলয়পবনকে প্রেরণ করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই রাজধানীর নিকটে যাহা যাহা বিশেষরূপে দর্শনীয়, তিনি কেবল তাহাই বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। যে দেশে বিজয়পুর অবস্থিত, সেই দেশেরই কিছু পরিচয়চ্ছলে কবি ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর নগেন্দ্রবাবু যে রমণা সরোবরের কথা বলিতেছেন, এ রমণা সরোবরের কথা কবি কোন্ শ্লোকে উল্লেখ

করিয়াছেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ৩৫ শ্লোকে 'রমণালোকনব্যাকুলানাং' একটি পদ আছে। তাহার 'রমণা' শব্দটিই কি নগেন্দ্রবাবুর রমণা সরোবর? কারণ, অনুবাদে নগেন্দ্রবাবু 'রমণালোকনব্যাকুল'ই রাখিয়া তাহার 'রমণা' পর্য্যন্ত নিম্নরেখ করিয়া দিয়াছেন। তাহাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তিনি শ্লোকটি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখেন নাই। শ্লোকটির প্রথমে লেখা আছে, 'ক্রীড়ন্তীনাং পয়সি রভসাত্তত্র লীলাবতীনাং'; উহার 'তত্র' শব্দে কোন্ স্থান বুঝাইতেছে, তাহা নগেন্দ্রবাবু লক্ষ্য করেন নাই। এই শ্লোকের পূর্ব্বে ত্রিবেণীর কথা বলায়, ঐ "তত্র" শব্দটি ত্রিবেণীকেই বুঝাইতেছে। বিজয়-পুরের কথা তাহার পর শ্লোক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কবির 'রমণালোকনব্যাকুলানাং' পদটির অর্থ কি 'রমণদিগের (পতিগণের) আলোকনে ব্যাকুলা' রমণীগণের এইরূপ নহে? কবি ৪২ শ্লোকে 'ক্রীড়াবাপ্যঃ প্রতনুসলিলাঃ' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ক্রীড়াবাপীগুলি রমণা সরোবর বলা যায় কি না, তাহাও একবার দেখিতে হয়। অবশ্য নগেন্দ্রবাবু এ শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই, বা তাহার অনুবাদ দেন নাই। কাজেই উহা তাঁহার লক্ষ্য ছিল, বলা যাইতে পারে না। আর থাকিলেও সে ক্রীড়াবাপীগুলির জল অল্প ও তাহা অনেকগুলি, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু যে রমণা সরোবরের কথা বলিতেছেন, তাহা উক্ত 'ক্রীড়াবাপ্যঃ প্রতনু-সলিলাঃ' হইতে বুঝা যায় না। তাহার পর ৫৪ শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের সপ্তকক্ষ প্রাসাদের নিকট কবি 'বাপী তস্মিন্নবনিবনিতারম্যরোমাবলীব' বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নগেন্দ্রবাবু সে শ্লোক উদ্ধৃত বা তাহার অনুবাদ প্রদান করেন নাই, কাজেই উক্ত বাপী যে তাঁহার রমণা সরোবর বলিয়া লক্ষ্য, তাহাও বলা যায় না। আর ঐ বাপীর কোনই নাম শ্লোক হইতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে ৩৫ শ্লোকের 'রমণালোকনব্যাকুলানাং' পদের 'রমণা' কথাই নগেন্দ্রবাবু 'রমণা সরোবর' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য তিনি অনুবাদের 'রমণা' কথাটি নিম্নরেখ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুমান যে ঠিক হয় নাই, আমরা পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন তিনি যাহাকে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ শেখের দীঘীকে যে রমণা বলিতেছেন, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। হিন্দুদের 'রমণা' সরোবরকে মুসলমানেরা 'শেখের দীঘী' করিয়া লন নাই, উহা মুসলমানেরাই খনন করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহা ৯২১ হিজরীর রবিয়সসানি মাসে ঐ দীঘী খনন করান, শেখের দীঘীর তীরে প্রস্তরফলকে একথা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এই শেখের দীঘী সম্বন্ধে আমরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছি। তদ্ভিন্ন বিজয়পুর গঙ্গাতীরে, আর শেখের দীঘী গঙ্গা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এবং তাহা গঙ্গার পশ্চিম দিকে। নশীপুর গঙ্গার পূর্ব্বতীরে, কাজেই তাহার নিকটস্থ বিজয়পুর রাঢ়ের মধ্যে হইতে পারে না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবু পবনদূতের বিজয়পুরকে যে স্থানে স্থাপিত করিতেছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা সমীচীন নহে।

তাহা হইলে বিজয়পুর কোথায়? শাস্ত্রী মহাশয় ও মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, অর্থাৎ নবদ্বীপই যে বিজয়পুর, আমরাও তাহাই বিবেচনা করি। আমাদের এইরূপ

অনুমানের কারণ কি, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ধোয়ী কবির বর্ণিত বিজয়পুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত, সেখানে প্রাঙ্গণে রোপিত ক্রমুক তরুসকল (সুপারিগাছগুলি) অযত্নে বাড়িয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশে নিম্নবঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও সুপারিগাছ অযত্নে বাড়িয়া উঠে না। কাজেই বিজয়পুর নিম্নবঙ্গের মধ্যে স্থাপিত ছিল বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। যদি কেহ গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তৎকালে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া, তাহাকে বিজয়পুর বলিতে ইচ্ছা করেন, অযত্নে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রমুকতরু তাহার বিরুদ্ধপ্রমাণে দাঁড়াইবে। যদিও কেহ গৌড়ের সহিত বিজয়পুরের অভিন্নতা-স্থাপনে প্রয়াসী হন নাই, কিন্তু এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে বলিয়া আমরা তাহারও আলোচনা করিয়া রাখিলাম। নগেন্দ্রবাবুর বিজয়পুরেও অযত্নে ক্রমুকতরুর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। রমাপ্রসাদ বাবুর বিজয়নগর সম্বন্ধেও যে তাহা একেবারে বলা যায় না, এমন নহে। কিন্তু তাঁহার বিজয়নগর যখন গঙ্গাতীরেই নহে, তখন বিজয়নগরের প্রসঙ্গে একথা না বলিলেও চলে। ইহার পর মিনহাজ সিরাজের কথা। বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়-প্রসঙ্গে মিনহাজ বলিতেছেন,—"It is related by credible authorities that mention of the brave deeds and conquests of Malik Muhammad Bakhtyar was made before Rai Lakhmaniya, whose capital was the city of Nudiya." (Elliot's History of India, Vol. II., p. 307, Tabakat-i-Nasiri)। এই Nudiyaকেই পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নদীয়াই বলিয়া আসিয়াছেন। রমাপ্রসাদবাবু নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণ-বৈষম্য লইয়া যতই কেন আপত্তি করুন না, তাহাতে নোদিয়হ ও নদীয়ার অভিন্নতা খণ্ডন হয় নাই। পবনদূত ও তবকতি নাসিরি পরস্পর পরস্পরের কথা সমর্থন করিতেছে। উচ্চারণ-বৈষম্য যদি অভিন্নতা প্রতিপাদনের বিরুদ্ধ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে পাটলীপুত্র ও পালিবোথরা কখনও এক হইতে পারে না। বরঞ্চ পালিবোথরা ও পাটলীপুত্রের অপেক্ষা নোদিয়হ ও নদীয়ার উচ্চারণসাদৃশ্য অনেকটা কাছাকাছি।

তাহার পর পবনদূতের লিখিত বিষয়গুলির নিদর্শন বর্ত্তমান নবদ্বীপে ও তাহার নিকট হইতে জানিতে পারা যায় কিনা, আমরা তাহারও আলোচনা করিতেছি। পবনদূতের ৫৩ শ্লোকে বিজয়-পুরের যে সপ্তকক্ষ প্রাসাদের কথা এবং ৫৪ শ্লোকে যে বাপীর কথা লিখিত আছে, প্রথমে আমরা তাহারই নিদর্শনের কথা জানাইতেছি। ৫২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, উক্ত প্রাসাদে নূতনরাজ্যে অভিষিক্ত লক্ষ্মণসেন অবস্থিতি করিতেছেন। তাহা হইলে প্রাসাদ ও বাপী যে বল্লাল-সেনের সময় বিদ্যমান ছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান নবদ্বীপ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে 'বামনপুকুর' নামে একখানি গ্রাম আছে, সেখানে একটি দীঘী 'বল্লালদীঘী' নামে আজিও কথিত হইয়া আসিতেছে, ইহারই সংলগ্ন প্রাসাদের চিহ্ন 'বল্লালঢিবি' নামে প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে Bengal District Gazetteers, Nadiaয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"Bamanpukur.—A village in the Katwali Thana on the east bank of the Bhagirathi opposite Nabadwip. There seems no doubt that a portion of the old Nabadwip of the Hindu kings of Bengal lay within this village : the remainder of the site now lies under the waters of the Bhagirathi. In the village there is a large mound which is called Ballaldhibi and is believed to be all that is left of the palace of Ballal Sena ; and near by is a tank which is called Ballaldighi."

Statistical Account of Nadiyaয়ও লিখিত হইয়াছিল,—

"On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. It was recently dug up by one Mulla Sahib, who discovered some *barkoses* or wooden trays, and a box containing remnants of shawls and silken dresses, and also some small silver coins. There is also a *dighi* or lake called *Ballalidighi.* It is on the east of the Bhagirathi, and on the west of the Jalangi. The founder Lakshman Sen, built a palace of which the ruins are still extant. It was situated on the south of a tank called *Bilpukur* on the east of the Bhagirathi, on the west of the Jalangi, and on the north of Samudra-garia."

পবনদূতের বর্ণিত প্রাসাদ ও বাপী 'বল্লালঢিবি' ও 'বল্লালদীঘী', 'বেলপুকুর' বা তাহার দক্ষিণস্থ লক্ষ্মণসেনের নির্ম্মিত প্রাসাদ নহে। কারণ, নূতন রাজ্যাভিষিক্ত লক্ষ্মণসেনের কথাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন, কাজেই যাহার সহিত বল্লালসেনের সম্বন্ধ, তাহাকেই কবির বর্ণিত প্রাসাদ ও বাপী বলিতে হয়।

'নদীয়া-কাহিনী'-প্রণেতা তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সম্ভবতঃ এই বিজয়পুর বর্ত্তমান 'বল্লালঢিবী'।"

কিন্তু তিনি পবনদূতের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে উক্ত কাব্যের গল্প শুনিয়া লিখিয়াছেন, গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখেন নাই।

হুলো পঞ্চাননের কারিকাতেও বল্লালনগরের উল্লেখ আছে,—

"মুক্তিহেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান।
জহ্নুনগর উত্তরে করয়ে বাসস্থান॥
নিজের প্রিয় নিবাস বল্লালনগর।
দেখ যার পূর্ব্বতট নবদ্বীপ উত্তর॥

কহিলেন রাজা কাহার কোথা অবস্থান।
নব নবদ্বীপপুঞ্জ নবদ্বীপ সংস্থান॥
সদাচার রাখিবারে কর তাঁহা বাস।
বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যের হউক আদর্শ নিবাস॥"

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যে গ্রামে, 'বল্লালঢিবি' বা বল্লালদীঘী আছে, তাহার নাম বামনপুকুর। এই বামনপুকুর যে প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, তাহা নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তি-রত্নাকর' হইতেও জানা যায়। ভক্তি-রত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমায় নরহরি লিখিতেছেন,—

"ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামনপৌখেরা গ্রামে যান মন্দগতি॥
চতুর্দ্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেমজল।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল॥
দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস।
এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস॥
বামনপৌখেরা এই গ্রাম নাম হয়।
পূর্ব্ব নাম ব্রাহ্মণ পুষ্কর বিজ্ঞে কয়॥

* * *

পুষ্কর কহেন দূর হইতে না আসিয়ে।
নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে॥"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগের প্রথম সংখ্যার (১৩২২) 'বর্দ্ধমানের কথা ও স্থানপরিচয়'নামক প্রবন্ধে দেবগ্রামের যে বল্লালের ভিটা ও বল্লাল-দীঘীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে দেবগ্রাম বিজয়পুর কি না, এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে। কিন্তু দেবগ্রামের প্রান্ত দিয়া কোন কালে গঙ্গা প্রবাহিত হইলেও সেনরাজগণের সময়ে সেখানে যে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। আবার দেবগ্রামে উক্ত ভিটা ও দীঘীসম্বন্ধে মতভেদও আছে। নগেন্দ্রবাবুও দেবগ্রামকে বিজয়পুর বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সেনরাজগণের বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারের স্থাননির্ণয়, তিনি দেবগ্রামের বিক্রমপুরকে তাহা স্থির করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উক্ত পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের 'শ্রীবিক্রমপুর' প্রবন্ধের উত্তরে যদিও তিনি বলিতেছেন,—

"কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে, আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে আমার সেই পূর্ব্ব বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও ধোয়ী কবির

পবনদূত পাঠ করিয়া, আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলার দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়"। রাজন্যকাণ্ডে আমরা সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও পবনদূতের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি, তাহা হইলে রাজন্যকাণ্ড লেখার পর সীতাহাটী তাম্রশাসন ও পবনদূত পাঠ করার কথা নগেন্দ্রবাবু কেন বলিতেছেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি পরে উহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, তিনি কিন্তু বিক্রমপুর প্রবন্ধে রাজন্যকাণ্ডে উল্লিখিত তাঁহার বিজয়পুরের কোনরূপ খণ্ডন করেন নাই, কাজেই রাজন্যকাণ্ডের বিজয়পুরকেই আমরা তাঁহার প্রকৃত মত বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখিত বিক্রমপুরের স্থাননির্ণয়সম্বন্ধে অন্য মত প্রকাশ করিতেছেন, বিজয়পুর-সম্বন্ধে নহে।

সে যাহা হউক, 'বল্লালঢিবি' বা 'বল্লালদীঘী' আমাদের বিজয়পুর ও নবদ্বীপের অভিন্নতা সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ নহে। উহার আর একটি প্রধান প্রমাণ যে মিন্‌হাজের কথা, আমরা পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

পবনদূতের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কবি সুহ্মদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, রাজধানীর নিকটস্থ দর্শনীয় বিষয়গুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গার সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই সম্বন্ধ। ২৭ শ্লোকে তিনি গঙ্গা-সন্নিহিত, সুহ্মদেশের কথা বলিয়াছেন। ২৮ শ্লোকে তিনি যে সেন-রাজগণের ইষ্টদেবতা মুরারির উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিলেন, বলিতে পারা যায় না। মুরারিকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করার কথা হইতে লক্ষ্মণসেনের বিষ্ণুর প্রতি প্রবল অনুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়। সেখান হইতে তিনি উত্তর দিকে গিয়া কৈলাস-শিখরতুল্য সৌধরাজিপরিপূর্ণ যে মহাদেবের নগরের কথা বলিতেছেন, তাহাও স্থির করা কঠিন। তবে ইহার সহিত ও ৩০ শ্লোকে বর্ণিত রঘুকুলগুরুর (রামচন্দ্রের) সহিত ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রেশ্বর ও মেটরীর রাম-সীতার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ৩০ শ্লোকের অর্দ্ধগৌরীশ্বর কোথায় ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৩১ শ্লোকে 'শ্রীবল্লানক্ষিতিপতির্যশোবান্ধবঃ সেতুবন্ধঃ,' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিতেছেন, তাহার কথা আমরা কিছু বলিতে পারি। 'শ্রীবল্লানক্ষিতিপতি'কে শাস্ত্রী-মহাশয় 'বল্লালক্ষিতিপতি' বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমরাও তাহাই মনে করি। 'বল্লাল' স্থলে লিপিকরপ্রমাদে 'বল্লান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নবদ্বীপের নিকট বল্লালসেনের জাঙ্গাল বলিয়া একটা জাঙ্গালের চিহ্ন দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—

"এই সাঁওতা হইতে দুইটি প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়া একটি পশ্চিম দিক্ দিয়া বরাবর ভাগা, চাঁদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের জিতের মাঠ দিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুকুর, রাজীপুর হইয়া বিল্বগ্রামের দক্ষিণদিকে নবদ্বীপ অভিমুখে গিয়াছে, অপর জাঙ্গাল বা প্রাচীন রাস্তা পূর্ব্ব দিক্ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সোণাপুর হইয়া ঘুণীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্শ্ব দিয়া গবীপুর পর্য্যন্ত গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। গবীপুরের প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ জাঙ্গাল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত উভয়

জাঙ্গালই 'রাজার জাঙ্গাল' বা 'বল্লালসেনের জাঙ্গাল' নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের পরিচিত।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নবদ্বীপের নিকট পর্য্যন্ত বল্লালসেনের জাঙ্গাল ছিল, পবনদূতে বিজয়পুরের মধ্যে সেতুবন্ধের কথা বর্ণিত হয় নাই, তাহার বাহিরেই উহা উল্লিখিত হইয়াছে। ৩২ শ্লোকে গঙ্গার যেখানে জোয়ার আসিয়া পঁহুছিত, তাহার উল্লেখ বুঝা যায়। এক্ষণে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত জোয়ার না আসিলেও পূর্ব্বে যে তাহার নিকট পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত, তাহার প্রমাণ আছে। ভক্তি-রত্নাকর হইতে বুঝা যায় যে, সমুদ্রগড় পর্য্যন্ত জোয়ার আসিত। সমুদ্রগড় পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের মধ্যেই ছিল। ভক্তি-রত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস এ সমুদ্রগড়ি হয়॥
বিজ্ঞগণ শ্রীসমুদ্রগড়ি নাম কয়।
এথা গঙ্গসমুদ্রপ্রসঙ্গ সুখময়॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্রগতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা॥
* * *
ওহে শ্রীনিবাস গঙ্গা-সিন্ধু এইখানে।
সদাই অধৈর্য্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে॥
* * *
প্রভু প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতিনিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি॥
* * *
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতিমাত্র আশ্রয় গঙ্গার॥
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি নাম।
তবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম॥"

তাহার পর ৩৩, ৩৪, ৩৫, শ্লোকে ত্রিবেণী ও যমুনার কথা বলিয়াছেন। ৩৬ শ্লোক হইতে বিজয়পুরের কথা আরম্ভ হইয়াছে। কবির বর্ণনা দেখিয়া বোধ হয়, তিনি প্রথমে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল স্থান যে নবদ্বীপের অল্পবিস্তর নিকটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি সুহ্মদেশের কথা বলিয়া প্রথমেই রাজধানীর উত্তরদিকের স্থানগুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন, পরে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আবার দক্ষিণদিকে আসিয়াছেন। কারণ, বল্লালসেতুপ্রভৃতি বিজয়পুর বা নবদ্বীপের উত্তরদিকেই অবস্থিত, আর সমুদ্রগড় ও ত্রিবেণীর

অবস্থান তাহার দক্ষিণদিকেই। কবি ২৭ শ্লোক হইতে সুহ্মদেশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উত্তরদিকে গিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পঁহুছেন নাই। কারণ, তাঁহার ২৯ শ্লোকোক্ত কৈলাসগিরি-সদৃশ সৌধশ্রেণীবিভূষিত মহাদেবের নগর প্রভৃতি তৎকালীন ত্রিবেণীর দক্ষিণে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সেনরাজগণের সময় ত্রিবেণীর দক্ষিণে অট্টালিকারাজিসমন্বিত কোন প্রসিদ্ধ নগরের অস্তিত্ব থাকার প্রমাণাভাব। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, সপ্তগ্রামের পর গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত আর কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুন্দরবনের মধ্যে প্রাচীন নগরাদির নিদর্শন থাকিলেও, গঙ্গাতীরে যে কোন প্রসিদ্ধ নগর থাকার প্রমাণ নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে, ধোয়ী কবি গঙ্গাতীরস্থ স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা তাঁহার উল্লিখিত সৌধরাজিমণ্ডিত স্থানগুলি নবদ্বীপের উত্তরদিকেই মনে করি। কবি প্রথমে নবদ্বীপের উত্তরদিকের কথা বলিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে কেন আসিলেন, এরূপ একটা কথা উঠিতে পারে। তাহার উত্তরে আমরা বলিতে চাহি যে, কবি রাজধানী বিজয়পুরে গিয়াই তাঁহার বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। সেইখানে লক্ষ্মণসেনের নিকট কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হয়। কুবলয়বতীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর, আর কোন স্থানে মলয়-পবনকে পাঠাইবার প্রয়োজন ঘটে না। সেইজন্য রাজধানীর নিকট যে যে স্থান বিশেষভাবে দর্শনীয়, তিনি অগ্রে তাহাই বলিয়া লইয়াছেন। প্রথমে উত্তরদিকের কথা বলিয়া, শেষে দক্ষিণদিকের কথা বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেও মলয়পবনকে উত্তরদিকে আনিতে আনিতে পশ্চিম দিকে বাঁকাইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত, নর্ম্মদানদী দেখাইয়াও আনিয়াছেন। এখানেও সেইরূপ প্রথমে তাহাকে উত্তরে লইয়া গিয়া, আবার দক্ষিণে আনিয়া, আবার ত্রিবেণী হইতে উত্তরদিকে বিজয়পুর লইয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে অবস্থান, তাহাতে অযত্নে সুপারি-গাছগুলির বৃদ্ধি এবং মিন্‌হাজের উক্তি অনুসারে নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী, নবদ্বীপ ও তাহার নিকটস্থ স্থানগুলির প্রাচীন নিদর্শন এবং তাহাদের অবস্থানের সহিত পবনদূতের বর্ণনার ঐক্য দেখিয়া, সুচারুরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, নবদ্বীপই পবনদূতের বর্ণিত বিজয়পুর রাজধানী। পবনদূতের কথা ও মিন্‌হাজের উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, বিজয়-পুর বা নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী লক্ষ্মণসেনের সময় তাঁহার রাজ্যের একটি প্রসিদ্ধ নগরমাত্র ছিল। যদি তাহাকে তাঁহার অন্যতম রাজধানীও বলা যায়, কারণ, কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে লক্ষ্মণাবতীকেও তাঁহার রাজধানী বলা হইয়াছে, তথাপি বিজয়পুর বা নদীয়াই যে তাঁহার প্রধান রাজধানী ছিল, ধোয়ী কবির ও মিন্‌হাজের কথা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে এবং নবদ্বীপের সহিত যে লক্ষ্মণসেনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর সহিত তাঁহার সেরূপ সম্বন্ধ ছিল না, সেইজন্য বক্তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী নদীয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বলেন, লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া, বক্তিয়ার নদীয়ায় প্রথমে কেন আসিয়াছিলেন, উত্তরে তাঁহাদিগকে আমরা বলিব, নদীয়াই লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত বা প্রধান রাজধানী থাকায়, বক্তিয়ার প্রথমে সেইখানেই আসিয়া-ছিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণাবতীতে গিয়া নিজে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবদ্বীপ যে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। পবনদুতের লিখিত বিজয়পুর বা নবদ্বীপকে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু নবদ্বীপকে রাজধানী কেবল ধোয়ী কবি বলেন নাই, মিন্‌হাজউদ্দীনও বলিয়াছেন। রাখালবাবু মিন্‌হাজের কোন কোন কথা স্বীকারও করিয়াছেন, অবশ্য তাই বলিয়া তাঁহার সমস্ত কথা যে তিনি বা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, তাহা বলিতেছি না। তবে কোন বিষয়ের সমর্থক অন্য পক্ষের কোন প্রমাণ থাকিলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া অযুক্তিকর নহে। ধোয়ী কবি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি, আর মিন্‌হাজও তাঁহার প্রায় সমসাময়িক। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীয় দুই জন সমসাময়িক ব্যক্তির উক্তি যদি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কেবলই ভূগর্ভে প্রোথিত তাম্রশাসন বা মুদ্রাই যে একমাত্র ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পবনদূতের বর্ণনার সহিত তাম্রশাসনেরও ঐক্য দেখা যায়। লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত মাধাইনগরের তাম্রশাসনের লিখিত 'যস্য কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গেনাঙ্গনাভিঃ' (?) এবং বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'বেলায়াং দক্ষিণাব্ধেমু্ষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং' প্রভৃতিতে 'যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহসমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি' ইত্যাদি বর্ণনার সহিত পবনদূতের 'দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণিপালং' ইত্যাদির ঐক্য দেখা যাইতেছে। পবনদূত কাব্য হইলেও, তাহাতে যে ঐতিহাসিক তথ্যটুকু আছে, তাহা অপ্রামাণ্য মনে করার কোনই কারণ দেখা যায় না। সে যাহা হউক, ঐতিহাসিকেরা ইহার মীমাংসা করিবেন। আমরা পবনদূতের কলিঙ্গনগরী, যযাতিনগরী প্রভৃতির ন্যায় বিজয়পুরকেও ঐতিহাসিক স্থান মনে করিয়াই, তাহার স্থাননির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে বক্তিয়ারের নদীয়াবিজয় কতদূর সত্য, আমরা সে সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। দক্ষিণসমুদ্রের তীর হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যে লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ অশ্বারোহী আসিয়া, তাঁহার রাজধানীটা জয় করিয়া লইল, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে জানা যাইতেছে যে, ১১২৭ শাক বা ১২০৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩১ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। অথচ ১২০০ খৃঃ অব্দে অথবা তাহার পূর্ব্বে বা কিছু পরে বক্তিয়ার নদীয়া জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়া থাকেন। আবার বক্তিয়ারের অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুল্‌তান মুগীসউদ্দিন য়ুজবক নদীয়াবিজয়ের স্মরণের জন্য নূতন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, বক্তিয়ার নদীয়া জয় করেন নাই, আক্রমণমাত্র করিয়াছিলেন। হয় লক্ষ্মণসেন তথায় অনুপস্থিত ছিলেন, নতুবা তাঁহার সৈন্যগণ তখন অন্য কোন স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিল। বক্তিয়ার সহসা নগর আক্রমণ করিয়া, লুণ্ঠনাদির পর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন, নদীয়া লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণেরই অধিকারে ছিল। পরে সুল্‌তান মুগীসউদ্দীন য়ুজবক তাহা অধিকার করিয়া তাহার স্মরণার্থ মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

একটা এরূপ কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া আক্রমণ হইয়াছিল, না, তাঁহার পরবর্ত্তী লাক্ষ্মণেয়ের সময় তাহা ঘটিয়াছিল? কারণ, কেহ কেহ মিন্‌হাজের লখ্‌মনিয়াকে লক্ষ্মণসেন

না বলিয়া, লাক্ষণেয় বলিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া আক্রমণের কথা বলেন না। তাঁহার পুত্রত্রয়ের মধ্যে কাহারও সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি অনুমান করেন। কিন্তু রমাপ্রসাদবাবু ও নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির মতে লক্ষ্মণসেনের সময়েই বক্তিয়ারকর্তৃক নবদ্বীপ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহারা সাধারণতঃ বল্লালসেনের সঙ্কলিত দানসাগর এবং বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সঙ্কলিত অদ্ভুতসাগরে উল্লিখিত সময়ের উপর নির্ভর করিয়া, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। রাখালবাবু ঐ সকল শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্য দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের শ্লোক যে অপ্রামাণ্য নহে, আমরা তাহা স্বীকার করি। দানসাগরে লিখিত আছে,—

"শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।"

১০৯১ শাকে বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে দানসাগর রচিত হইয়াছিল। অদ্ভুতসাগরে লিখিত আছে,—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেহদ্ভুতসাগরম্।"

১০৯০ শাক বা ১১৬৮ খৃঃ অব্দে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করা হয়। বল্লালসেন ইহা আরম্ভ করিয়া যান, এবং লক্ষ্মণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। উক্ত অদ্ভুতসাগরে 'ভুজবসুদশমিতে শকে শ্রীমদ্‌বল্লালসেনরাজ্যাদৌ' অর্থাৎ ১০৮২ শকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ বলিয়া লিখিত আছে। রাখালবাবুর মতে বল্লালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সিংহাসনে আরোহণ এবং ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ, উহাই লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল। কিলহর্ণ সাহেবের মতানুসরণ করিয়া, রাখালবাবু ১১১৮—১৯ খৃঃ অব্দ হইতে লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভ-কাল স্থির করিয়া, ঐ সময়েই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ বলিতেছেন। ১১৭০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কোন পুত্রের সময়ে বক্তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন বলিয়া রাখালবাবু মত প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ-সংবতই রাখালবাবুর এই সকল সময়-নির্দ্ধারণের প্রধান প্রমাণ। তিনি লক্ষ্মণ-সংবৎ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হইতেই গণিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণানুসারে তাহা সম্ভব কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিতেছি। প্রথমে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের কথাই নাই ধরিলাম। রাখালবাবু বিজয়সেনের সময়-নির্ণয়-সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বার্লিনের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন-সমিতির গ্রন্থাগারে ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) নান্যদেবের রাজত্বকালে লিখিত একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মিথিলার রাজা নান্যদেব বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি।" এই নান্যদেবের পরাজয়ের কথা উমাপতিধরের লিখিত প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে। রাখালবাবু পূর্ব্বে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু শিমরুণগড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে লিখিত 'নন্দেন্দুবিন্দুবিধুসম্মিত-শাকবর্ষে······শ্রীনান্যদেবনৃপতির্বিদধীত বাস্তম্' বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও ১০১৯ শাক বা ১০৯৭ খৃষ্টাব্দ নান্যদেবের সময়ই বলিয়া জানা যাইতেছে। রাখালবাবুর আবিষ্কৃত বিজয়-সেনের তাম্রশাসন, যাহা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন,

তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বিজয়সেন তাঁহার রাজত্বের ৬২ বর্ষে উক্ত তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইলে নান্যদেবের রাজত্বকাল ১০১৯ শাকে ৬২ বৎসর যোগ করিলে, আমরা ১০৮১ শাক পাইতেছি এবং বিজয়সেন তখনও রাজত্ব করিতেছেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে বলিয়া আমরা মনে করি। এক্ষণে এই সকল প্রমাণের সহিত অদ্ভুতসাগরে লিখিত ১০৮২ শাকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভের কি ঐক্য হইতেছে না? তাহা হইলে উহার শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিব কেন? বিজয়সেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায়, রাখালবাবু যে সময় তাঁহার রাজত্বের শেষভাগ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা আর স্থির থাকিতেছে না। কাজেই ১০৮১ শাক বা ১১৫৯ খৃঃ অব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে বিজয়সেনের রাজত্বকাল বিদ্যমান থাকিলে, ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে কিরূপে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়? কাজেই ১১১৯ খৃঃ অব্দ হইতে যদি লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভকাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বিজয়সেনের রাজত্বকালের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এই ১১১৯ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম ধরিয়া লইলে, বক্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণসময়ে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ছিল, মিন্‌হাজের উক্ত উক্তির সহিত ইহার ঐক্য হয়। তবে তিনি লক্ষ্মণসেনের জন্মের যে অদ্ভুত কাহিনী লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার ঐক্য হয় না। কারণ, ১১১৯ খৃঃ অব্দে বিজয়সেন পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিতেছিলেন, বল্লালসেনের রাজত্বের তখন নামগন্ধও নাই এবং বল্লালসেন তখন পরলোকগমনও করেন নাই, ইহলোকেই বিদ্যমান ছিলেন। মিন্‌হাজ লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেনের পিতার পরলোকগমনের সময় তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী করার জন্য তাঁহার মাতার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে ঊর্দ্ধপদে ও নতমুণ্ডে রাখিয়া, শুভমুহূর্ত্তে লক্ষ্মণকে ভূমিষ্ঠ করান হইয়াছিল। তবে বল্লালসেনের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস না করিয়া, লক্ষ্মণের জন্মঘটনা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণকে ভবিষ্যতে রাজচক্রবর্ত্তী করার জন্য শুভমুহূর্ত্তে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ করাইবার চেষ্টা হইলেও হইতে পারে। সে যাহা হউক, মিন্‌হাজের এরূপ বর্ণনা কতদূর সত্য, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নান্যদেবের রাজত্বকালের সময়ের সহিত অদ্ভুতসাগরের সময়ের ঐক্য হওয়ায়, ১০৮২ শাকে বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নগেন্দ্রবাবু কিন্তু ১০৮২ শাকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ বলিয়া স্বীকার করেন না, তিনি মিন্‌হাজের বর্ণনায় বিশ্বাস করিয়া, বলিতে চাহেন যে, লক্ষ্মণের জন্মসময়ের অব্যবহিতপূর্ব্বেই বল্লালসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহা হইলে ১১১৯ খৃঃ অব্দ বা ১০৪১ শাকে বল্লালসেন রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ১০৮২ শাক বা ১১৬০ খৃঃ অব্দে তিনি সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া গৌড়েশ্বর বলিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। তাহাই লক্ষ্য করিয়া ১০৮২ শাকে অদ্ভুতসাগরে তাঁহার 'রাজ্যাদৌ' লিখিত হইয়াছে, ইহাই নগেন্দ্রবাবুর মত। এই সম্বন্ধে তিনি দুইটি প্রধান প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। একটি প্রমাণে তিনি বলেন যে, অদ্ভুতসাগর হইতে জানা যায় যে, ১০৯০ শাকে বল্লালসেন অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করিয়া সেই বর্ষেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, দানসাগরে ১০৯১ শাকে তাহা রচিত হওয়ার যে কথা লিখিত আছে, নগেন্দ্রবাবু বলেন, বল্লালের

গুরুদেব অনিরুদ্ধভট্ট তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আর একটি প্রমাণে তিনি সূক্তিকর্ণামৃত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বৎসর রাজত্বকাল চলিতেছিল। তাহা হইলে ১০৯০ শাক হইতেই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ হয়। তিনি ১০৯০ শাকে লক্ষ্মণের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লইয়াই বলিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বল্লালের রাজত্বাবসান ঘটিতেছে। সীতাহাটী হইতে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসনে যখন তাঁহার রাজত্বের ১১শ বর্ষ লিখিত দেখা যাইতেছে, তখন ১০৮২ শাকে কিরূপে তাঁহার রাজত্বারম্ভ ঘটিতে পারে? আমরা নিম্নে তাঁহার এই যুক্তিগুলির আলোচনা করিতেছি। প্রথমে তিনি অদ্ভুতসাগরের যে শ্লোক হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১০৯০ শাকেই বল্লালসেন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা হইতে কিন্তু যে কথা বুঝিতে পারি না। নিম্নে তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি অধিকল প্রদত্ত হইল,—

"শাকে খনবখেন্দ্বব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরম্।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥
গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা-
দীক্ষাপর্ব্বণি দীক্ষণান্নিজকৃতে নিষ্পত্তিমভ্যর্চ্চ্য সঃ॥

নানাদানচিতাম্বুসঙ্কলনতঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমং
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতিশ্লাঘ্যো মহোদ্যোগতঃ।
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লালভূমিভুজঃ॥"

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে এরূপ বুঝায় যে, ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর বল্লালসেন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়া, লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তিনি স্বর্গে গমন করেন, লক্ষ্মণসেন তাহা সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে এরূপ বুঝায় না যে, যে ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ করা হইয়াছিল, এবং সেই ১০৯০ শাকেই বল্লালসেন লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ১০৯০ শাকে অদ্ভুতসাগর আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ না হইতেই বল্লালসেন স্বর্গে গমন করেন। কোন্ অব্দে বল্লালসেন স্বর্গে গমন করেন, উপরোক্ত শ্লোকগুলি হইতে তাহা বুঝা যায় না। ১০৯০ শাকে তাহা বুঝিতে হইলে, কষ্টকল্পনাই করিতে হয়। কিন্তু কষ্টকল্পনা করিয়া, একটা প্রমাণ খাড়া করা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ সূক্তিকর্ণামৃতের কথা। তিনি সূক্তিকর্ণামৃতের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতেশরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।

সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥"

ইহা হইতে নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষে শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণামৃত রচনা করেন। ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ হইলে, ১০৯০ শাকেই তাঁহার রাজত্বারম্ভ হয়, ইহাই নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩৭ বর্ষ বলি না। উদ্ধৃতাংশের 'রসৈকত্রিংশ' কথাটিকে নগেন্দ্রবাবু ৩৭ বলিয়া অর্থ করিতেছেন, কিন্তু তাহা যে নহে, আমরা তাহা দেখাইয়া দিতেছি। উদ্ধৃতাংশটিতে দুইটি আর্য্যা ছন্দের শ্লোক আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্লোকেরই চতুর্থ পাদে একটি করিয়া মাত্রা কম রহিয়াছে। কাজেই 'রসৈক-ত্রিংশে' এরূপ পাঠ ঠিক নহে। তদ্ভিন্ন যেখানে একত্রিংশ কথা বলা হইতেছে, সেখানে আবার তাহার সহিত 'রস' শব্দ যোগ করিয়া ৩৭ বুঝাইবার জন্য কবির এরূপ কষ্টকল্পনা করার প্রয়োজন বুঝা যায় না। 'রসৈকত্রিংশে'র স্থলে তিনি অনায়াসে 'ষড়ৈকত্রিংশে' লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে ছন্দোরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ একত্রিংশের পূর্ব্বে 'রস' বা 'ষট্' বসাইলে, গণনার সাধারণ রীতি অনুসারে ৩১৬ই বুঝাইবে, ৩৭ বুঝাইবে না। তাহাকে ৩৭ বুঝিতে হইলে, উহাকে কদাচ সাধু প্রয়োগ বলা যাইতে পারে না। আর ৩৭এর সহিত বর্ষবাচক কোন শব্দেরও উল্লেখ নাই। 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে'ও সাধুপ্রয়োগ নহে। আমরা সেজন্য 'রসৈকত্রিংশে'র স্থলে 'বর্ষৈকত্রিংশে' এবং দ্বিতীয় শ্লোকের চতুর্থ পাদে 'সূক্তিকর্ণামৃতং' এর স্থলে 'সদুক্তিকর্ণামৃতং' বসাইতে চাহি। ইহাতে ছন্দোরক্ষা হয় এবং প্রয়োগদোষও ঘটে না। 'সূক্তিকর্ণামৃতে'র অপর নাম যে 'সদুক্তিকর্ণামৃত', সকলেই তাহা অবগত আছেন। 'রসৈক-ত্রিংশে'র স্থলে 'বর্ষৈকত্রিংশে' হইলে ১১২৭ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ৩১ বৎসর হয়। তাহা হইলে ১০৯৬ শাকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বারম্ভ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অদ্ভুতসাগরের কথানুসারে ১০৮২ শকে বল্লালসেনের রাজত্বারম্ভ স্বীকার করিলে, ১০৯৬ শাকে তাঁহার ১৪ বৎসর রাজত্ব করা হয়। তাহা হইলে সীতাহাটীর তাম্রশাসনে বল্লালসেনের রাজত্বের যে ১১শ বর্ষ লিখিত আছে, ১০৯৩ শাকে তাহা গিয়া পড়িতেছে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর সে আপত্তিরও মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত প্রমাণ এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাদের দ্বারা আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। ভবিষ্যতে যদি নূতন কোন প্রমাণ আসিয়া পড়ে, তবে তাহার দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, সকলে অবশ্য তাহাই স্বীকার করিয়া লইবেন। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তে বল্লালসেনের রাজত্বকাল অবশ্য অল্পই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা বিজয়সেনের সময় হইতে যে রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা নবাবিষ্কৃত বিজয়সেনের তাম্রশাসন হইতে বুঝিতে পারা যায়। সে যাহা হউক, উপস্থিত প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে, ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। ইহাতে দানসাগর, অদ্ভুতসাগর, সূক্তিকর্ণামৃত ও তাম্রশাসন সমস্তেরই সামঞ্জস্য হয় বলিয়া আমরা মনে করি। একটা কথা উঠিতে পারে যে, লক্ষ্মণ-

সংবৎ বা ১০৪১ শাক হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্মসময় ধরিলে, ১০৯৬ শাকে তাহার রাজত্বারম্ভের সময় তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হয়। সে সময়ে পবনদূতের কবি তাঁহাকে কুবলয়বতীর প্রার্থী করিয়া বর্ণনা করা কেমন কেমন বোধ হয়। কিন্তু কুবলয়বতী তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যবিজয় সময়ে দেখিয়াছিলেন, সে সময়ে কলিঙ্গাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার কৌমারকেলি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন রাজকবি যখন রাজার গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার বয়সের প্রতিই বা লক্ষ্য করিবেন কেন? আর দিগ্বিজয়ী রাজার বয়সের কথা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী কোন রমণী মনেই স্থানদান করেন না, পুরাণে ও ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে যাহা হউক, এ সকলের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে আমরা এসকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় পবনদূতের বিজয়পুরের স্থাননির্ণয়। আমরা পূর্ব্বে তাহা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে বিজয়পুর যাঁহার রাজধানী ও যিনি পবনদূতের নায়ক, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিয়া, আমরা তাহারই অবতারণা করিলাম। ভবিষ্যতে নূতন নূতন প্রমাণ উপস্থিত হইলে, এসকল সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমরা সুখী ভিন্ন দুঃখিত হইব না। কারণ, আমরা সত্যেরই প্রার্থী।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

পবনদূতের বিজয়পুর প্রবন্ধ-সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান নবদ্বীপকেই পবনদূতোল্লিখিত বিজয়পুর বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, কিন্তু এই বল্লালদীঘি ও বিজয়পুর সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে কোন প্রকার উল্লেখ নাই, এজন্য প্রবন্ধলেখকমহাশয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে সকলপ্রকার বিরুদ্ধমতের আলোচনা দ্বারা অতি প্রকৃষ্টরূপেই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন এবং এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিজয়পুর কিংবা বল্লালদীঘির উল্লেখ নাই বলিয়া, ঐতিহাসিক প্রমাণাদি দ্বারা তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণীত হইলে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব-সাহিত্য ইতিহাস বা ভূগোল নহে। আর বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার উল্লেখ নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিতে পারি—কারণ, সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-সাহিত্য এখনও আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয় নাই।—এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধকার মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে বিজয়পুর আর নবদ্বীপ যে অভিন্ন, তাহা নিঃসন্দেহরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে এবং অন্ধকার-যুগের যে বিষয়টি তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিতই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। তবে প্রবন্ধে উল্লিখিত বঙ্গ-বিজেতা বখ্তিয়ারের স্থানে মহম্মদ-বিন্-ইখ্তিয়ারের নামোল্লেখ করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সেন-বংশের শেষ সময়ে যিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, তিনি বক্তিয়ার নহেন—বখ্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ-বিন্-ইখ্তিয়ার। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র

(মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(৩)

পারিবারিক জীবন—পল্লীবিভাগ ; বাস্তু (বাসগৃহ)

গ্রাম ও নগরের কথা বলা হইয়াছে। এখন এক একটী পল্লী বা পাড়ার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা বলিব। সাধারণতঃ এক জাতির বা বর্ণের কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটী পল্লী গঠিত হইত। এক একটী পল্লীতে দুই তিনটী করিয়া প্রশস্ত রাজপথ থাকিত। এই রাজপথের উভয়-পার্শ্বেই লোকের বাস্তভিটা নির্ম্মিত হইত। মৌর্য্যযুগের বাস্তুনির্ম্মাণ-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, ৪র্থ শতাব্দীর কোন গৃহাদির ধ্বংশাবশেষ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে অর্থশাস্ত্রে বাস্তুর সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে এবং গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে আমাদের এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সাহায্য হইবে। ঐ সকল বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, দরিদ্র লোকে সাধারণতঃ বাঁশের বা কাষ্ঠের বাটীতে বাস করিত। গৃহনির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠের বহুল ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তবে রাজা, রাজকর্ম্মচারী, ধনী, শ্রেষ্ঠী বা বণিকেরা নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইতেন। অর্থ-শাস্ত্রের "সন্নিধাতৃচেয়কর্ম্ম" ও "গৃহবাস্তুক"—অধ্যায় দুইটীতে পাকা ইটের ও প্রস্তরের গৃহ ও স্তম্ভাদির উল্লেখ আছে। জাতকেও ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল—এমন কি, সপ্ততল প্রাসাদেরও উল্লেখ দেখা যায়।[১] ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যের বহুস্থানেই আছে। প্রস্তরের প্রাচীরেরও উল্লেখ আছে এবং মিঃ রিজ্‌ডেভিডস্ অনুমান করেন যে, গিরিব্রজের একটী পার্ব্বত্য-দুর্গের প্রাচীরের যে ধ্বংশাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাষাণ-স্থাপত্য ও পাষাণ-স্থপতির উল্লেখও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা

অশোকের সময় পাষাণ-স্থাপত্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। অশোক-স্তূপগুলির অধিকাংশই ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত। আজিও যে সকল অশোক-স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে, তাহার কারুকার্য্য ও পালিস দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তবে অশোকের সময়ের পাটলিপুত্রের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বাস্তু বা গৃহনির্ম্মাণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। সাধারণতঃ একতলা বাটীই বেশী ছিল। তবে দ্বিতলবাটীরও ব্যবস্থা দেখা যায়। ছাদগুলি

১। জাতক ১—২২৭ ও ৩৪৬, ৪র্থ-৩৭৮, ৫—১২, ৬এর ৫৭৭ ইত্যাদি।

মজবুত করিয়া তৈয়ার করা হইত। ছাদ পাকা না হইলে বর্ষার সময় জল যাহাতে না আসে, তাহার জন্য ছাদে জল কাটিয়া যায়, এরূপ মাদুর বা মোটা কোনরূপ চাপা দেওয়া হইত।

বাটীর ভিত্তি-দেওয়াল বা ছাদ আইন-অনুযায়ী না হইলে গৃহস্বামী দণ্ডনীয় হইতেন।

প্রত্যেক বাটীতেই একটী করিয়া সকলের বসিবার ঘর, উঠান, জলপ্রণালী ও কূপ থাকিত। নর্দ্দামা যদি জলনিকাশের উপযোগী না হইত এবং তাহার ফলে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি বা অন্য প্রকার অসুবিধা ঘটিলে গৃহস্বামীকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। অর্থশাস্ত্রে ঐরূপ নালা-নর্দ্দমারও ভিত্তির সরকারী মাপ দেওয়া আছে। বাটীতে গোশালা রাখিলেও তাহার ঐরূপ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে হইত। অগ্নিশালাও সাবধানে নির্ম্মাণ করা হইত।

ধনী লোকে বাড়ী তৈয়ার করিয়া ভাড়ায় খাটাইতেন। ইহারও উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে। সাধারণতঃ এক বৎসরের হিসাবে বাটী ভাড়ায় দেওয়া হইত। ভাড়া বাকী পড়িলে উচ্ছেদেরও বিধি দেখা যায়। নিজের ইচ্ছায় কেহ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি ভাড়ার টাকা ফেরৎ পাইতেন না। সমস্ত বৎসরের ভাড়া তাঁহার নিকট লওয়া হইত।

কোন গৃহস্বামী বাটী বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইলে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও তদভাবে প্রতিবাসীকে জানাইতে হইত। তাঁহারা ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে পর, বাহিরের লোক ক্রেতা হইতে পারিতেন। বোধ হয়, একেবারে অজানা বাহিরের লোক যাহাতে পাড়ায় না আসিয়া পড়ে, সেই জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ Law of pre-emption অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

পরিবার (Family)

এখনকার দিনের ন্যায় তখনও (অবশ্য আমরা অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যাহা পাই) সাধারণতঃ গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও তৎসন্ততি লইয়াই পরিবার গঠিত হইত।

গৃহস্বামীর জীবদ্দশায় তিনিই সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার সম্পত্তিতে অনীশ্বর ও অংশবর্জ্জিত বলিয়াই বিবেচিত হইতেন (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ—পৃ° ১৬০)। তিনি জীবদ্দশায় পুত্রাদির বিবাহ দিতেন। সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রী-ই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সংসারের জন্য তিনি ঋণ-কর্জ্জ করিলে, উহা দিতে স্বামী আইন অনুসারে বাধ্য হইতেন। বহু-স্ত্রীস্থলে সবর্ণা পুত্রবতী ও জ্যেষ্ঠাই কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে, যৌথপরিবারের সংখ্যা সমাজে বড় বেশী ছিল না। অবশ্য কৃষক, শিল্পী ও কারুকার্য্যজীবী প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র। ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া বাস করিত; তজ্জন্য বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে যৌথপরিবারের স্থায়িত্ব অধিক ছিল।

ভদ্রগৃহস্থের মধ্যে সাধারণতঃ পিতার মৃত্যুর পরই সম্পত্তি-বিভাগের ব্যবস্থা দেখা যায়। তবে ইহাতে যে যৌথপরিবার একেবারে ছিল না, তাহার প্রমাণ হয় না। বরং দেখা যায় যে,

স্থলবিশেষে দুই তিন ভ্রাতা বা কয়েক ভ্রাতা ও অন্য ভ্রাতার পুত্রেরা একত্র বাসও করিতেন। জাতকে দুই তিন ভ্রাতার একত্রাবস্থানের বহু উদাহরণ আছে। সংসারে পরিবারভুক্ত আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন দাসদাসী, আশ্রিতবর্গ ও অন্য পরিজনেরও স্থান ছিল। যথাসময়ে উহাদের বিষয় বর্ণিত হইবে।

বিবাহ ও গার্হস্থ্য-জীবন

অর্থশাস্ত্রের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ লোকে ষোড়শ বৎসরের পর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গো-দান-সংস্কারের পর বিবাহ করিত। বৌধায়ন-বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মসূত্রে, এমন কি মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মচর্য্যের কাল আরও অধিকদিনব্যাপী ছিল। বৌধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্য স্থলে আবার ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে দুই তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, তাঁহার মতে ৩০ বা ন্যূনকল্পে ২৫ বৎসর, পুরুষের পক্ষে বিবাহের প্রকৃষ্ট বয়স। বিবাহের উদাহরণ স্থলে মনু বলেন,—

বিবাহের বয়স

ত্রিংশদ্বর্ষোহুদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

আমাদের চক্ষে স্মৃতিকারের মতগুলি উচ্চ আদর্শানুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। সমাজে ঐমত কার্য্য হইত বলিয়া বোধ হয় না। রামচন্দ্রের বিবাহ বোধ হয়, ষোড়শ বর্ষেই হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহও ঐরূপ কম বয়সেই হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধও বিবাহ করিব কি, না করিব—এই চিন্তায় কালক্ষেপ করিয়া ২৩ বর্ষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরাও বিবাহ ঐরূপ অল্পবয়সে করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কৌটিল্য এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেন—"বৃত্তোপ-নয়নস্ত্রয়ীম্ আন্বীক্ষকীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্ত্তামধ্যক্ষেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রযোক্তৃভ্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং চাষোড়শাদ্বর্ষাৎ। অতো গোদানং দারকর্ম্ম চ।"—১০ পৃ°।

অর্থশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। এই অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ মন্বাদি স্মৃতি ও পরবর্ত্তী নিবন্ধমাত্রেই পাওয়া যায়। কৌটিল্য এই আট প্রকার বিবাহের প্রথম চারিটী অর্থাৎ ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব—এই চারিটীকে অন্য চারিপ্রকার বিবাহ হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন। তিনি এই চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এই চারিটী বিবাহই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইত এবং ইহাতে বর-কন্যার পিতার কর্তৃত্ব থাকিত।

অপর চারিটী বিবাহ, অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ—এই কয়টীকে কৌটিল্য কোন নামে অভিহিত করেন নাই। আমরা ইহাদিগকে মানুষ বা লৌকিক বিবাহ বলিতে পারি। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিত। গান্ধর্ব্বের উদাহরণ প্রাচীন ইতিহাস-

পুরাণাদিতে অনেকই দেখা যায়। স্মৃতিকারদিগের মতে ইহা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই বিশেষ আদৃত হইত। আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষ বরের নিকট হইতে পণগ্রহণ করিতেন; রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে আমাদের হিসাবে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। বলপ্রয়োগে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলিত। রাক্ষস বিবাহও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিন্দিত ছিল না, পরন্তু উহার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। মহাভারতে ঐরূপ বীর্য্যশুল্কা কন্যার বিবাহের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। স্বয়ং কুরুপিতামহ ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে হরণ করেন।

পৈশাচ বিবাহ আরও ঘৃণিত ছিল। সুপ্তা প্রমত্তা কন্যাকে বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে, উভয়ের যে সংযোগ হইত, তাহাকেই পৈশাচ বিবাহ বলিত।

বর্ত্তমানে আমাদের ধারণায় শেষোক্ত বিবাহ কয়টার কোনটাই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের আদর্শ এতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—প্রাচীন আদর্শ হইতে এ যুগের আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন হইয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে প্রাচীন আদর্শ উদারও ছিল। এই উদারতার ফলেই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধমাত্রেই বিবাহ বলিয়া গণিত হইত এবং সে কালের নীতিকারেরা বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা বলে বা ছলে উপভোগকারীকে উপভুক্তা রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। ফলে তাঁহাদের ধারণায় সমাজের অবশ্য মঙ্গলই হইত।

বর্ত্তমানে অবশ্য ব্রাহ্ম ও আসুর ভিন্ন অন্যপ্রকারের বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত নাই। ব্রাহ্ম-বিবাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুমাত্রের মধ্যে প্রচলিত। তবে বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম বিবাহেও একপ্রকার আসুরিকতা আসিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছামত আভরণাদি দান করিয়া কন্যাসম্প্রদান করা হয় না। এখন বরপক্ষ অযথা পণের দাবি করিয়া নিজেদের আসুরিকতার পরিচয় দেন; আর সেকালের আসুর-বিবাহ, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে শুল্ক বা কন্যার মূল্যস্বরূপ অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত। প্রাচীন সমাজমাত্রেই এবং বর্ত্তমানের অনেক অসভ্য-সমাজে এইরূপ পণদ্বারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক ইউরোপীয়ের মতে ইহা ইংরাজীতে Marriage by purchase বলিয়া অভিহিত। রাক্ষস-বিবাহ এখনও পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহাকে Marriage by capture বলা হয়।

ধর্ম্ম্য বিবাহ ও লৌকিক বিবাহে পার্থক্যের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ধর্ম্ম্য বিবাহ যাবজ্জীবন স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং উহাতে মোক্ষ বা বিচ্ছেদের—ইংরাজীতে যাহাকে আমরা Divorce বলি, তাহার ব্যবস্থা ছিল না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম্য বিবাহের সন্তান-সন্ততির অর্থাৎ পুত্রের, তদভাবে কন্যার উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তিহরণে প্রাশস্ত্য ছিল—(পুত্রবতঃ পুত্রাঃ দুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ) তদভাবেই কেবল অন্য বিবাহে উৎপন্ন সন্তানেরা দায়াদ হইতে পারিত।

লৌকিক বিবাহগুলি বর্ত্তমানের Contract marriageএর মত ছিল। উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী হইলে—বিবাহবন্ধনচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইলে, বিবাহের মোক্ষ অর্থাৎ

Dissolution of marriage হইত। কেবল একপক্ষ মাত্র বিবাহবন্ধন-রক্ষণে যত্নবান্ থাকিলেও বিচ্ছেদ হইত না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষ্যা ভর্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা, ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা। পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ। কৌ°—১৫৫ পৃষ্ঠা।

শুধু বিবাহবন্ধনচ্ছেদ ভিন্ন এ বিবাহগুলিতে দম্পতীর পক্ষে কতকগুলি আরও নিয়ম ছিল। এই সকল বিবাহে স্বামিদত্ত শুল্ক বা স্ত্রীধন ভর্ত্তা নিজে বিপৎকালে ভোগ করিতে পারিতেন না। ভোগ বা ব্যয় করিলে গান্ধর্ব্ব ও আসুরস্থলে তাঁহাকে সুদেমূলে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইত। আবার রাক্ষস ও পৈশাচস্থলে ভর্ত্তার পক্ষে ঐরূপ শুল্কের ব্যয় করা চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ আইন অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ইচ্ছামত অনেকগুলি বিবাহের পক্ষে আইনে প্রতিরোধক বাধা অনেক ছিল। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা কেবল কন্যা উপর্য্যুপরি কন্যাজননী হইলেই আইনমতে পুরুষ পুনর্বিবাহের অধিকার লাভ করিতেন।

বহুবিবাহ

কৌটিল্য বলেন,—বর্ষাণ্যষ্টৌ অপ্রজায়মানাম্ অপুত্রাং বন্ধ্যাং চাকাঙ্ক্ষেত। দশ নিন্দুং দ্বাদশ কন্যা-প্রসবিনীম্। ততঃ পুত্রার্থী দ্বিতীয়াং বিন্দেত।—অর্থাৎ পত্নী বন্ধ্যা ও অপ্রজায়মানা হইলে স্বামী অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বিবাহের পর কেবল একটী মাত্র সন্তান হইয়া উহা মরিয়া গেলে, স্বামীকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আর উপর্য্যুপরি কেবল কন্যাসন্তানমাত্র হইলে স্বামী দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। অতঃপর পুত্রলাভার্থ দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিবেন।

এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ভর্ত্তা আইন অনুসারে ২৪ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কামার্থ বহুবিবাহস্থলে কেবল অর্থদণ্ড দিয়াই ভর্ত্তার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে পূর্ব্ব-বিবাহিতা পত্নীর সন্তোষার্থ আধিবেদনিক শুল্ক অর্থাৎ Compensation দিতে হইত।

ফলতঃ আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও, অর্থদণ্ডের ভয়ে ও স্ত্রীর আধিবেদনিক শুল্কদানের ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোক প্রায়শঃই বহুবিবাহে বিরত থাকিতেন। তবে ধনী লোকের, রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য অর্থদণ্ড বা আধিবেদনিক শুল্কদান কিছুই ছিল না। তাঁহারা ইচ্ছামত বহু-বিবাহ করিতেন। আর রাজাদিগের ত কথাই ছিল না। মৌর্য্য ও মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের সকল রাজারই বোধ হয়, বহু স্ত্রী ছিল। বুদ্ধের সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের একাধিক স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন মল্লিকা-নাম্নী এক ফলওয়ালীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। পরে আবার শাক্যবংশীয়া দাসীগর্ভজাতা বাসবক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার অজাতশত্রু, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি সকলেই বহুপত্নীক ছিলেন। অর্থ-শাস্ত্রের নিশান্তপ্রণিধি অধ্যায়ে দেখা যায় যে, প্রায় সকল রাজারই বহু পত্নী ও বহু উপপত্নী থাকিত। উহাদের চক্রান্তের ফলে রাজাকে প্রাণের জন্য সদাসর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হইত। এমন কি, প্রধানা পত্নী দেবীপদবাচ্যা মহারাণীকেও সম্রাট্ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। রাজান্তঃপুর রূপিক্ষুরুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীজাতীয় রক্ষীদিগের দ্বারা সততই রক্ষিত হইত।

দাম্পত্য-জীবন

স্ত্রীধন

বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যথাশক্তি অলঙ্কারাদি দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্ত্রীর বৃত্তি-স্বরূপ কিছু অর্থও দিতে হইত। অলঙ্কারের সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি স্ত্রীকে সেইরূপই দিতেন। বৃত্তির সম্বন্ধে নিয়ম ছিল,—উহা দুই সহস্র পণের কম হইত না। কৌটিল্য বলেন,—"আবধ্যানিয়মঃ। পরদ্বিসহস্রা স্থাপ্যা বৃত্তিঃ।" এই বৃত্তি ও লৌকিক বিবাহে কন্যা যে শুল্ক পাইতেন, তাহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বামী কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া প্রবাসে গেলে বা কোন কারণে উপায়াক্ষম হইলে, এই স্ত্রীধনই স্ত্রীর জীবিকা-নির্ব্বাহের সহায়তা করিত। ইহাতে স্বামীর কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার থাকিত না। দম্পতী ধর্ম্ম্য বিবাহে আবদ্ধ হইলে, অর্থাভাব-বশতঃ বা বিপৎকালে স্বামী এই স্ত্রীধন ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু লৌকিক বিবাহে এইরূপ স্ত্রীধন ব্যয় দোষের ছিল। স্বামীকে উহা সুদেমূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইত। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহস্থলে উহা স্তেয় বা চৌর্য্য বলিয়া গণ্য হইত। গান্ধর্ব্বাসুরোপভুক্তং সবৃদ্ধিক-মুভয়ং দাপ্যেত। রাক্ষসপৈশাচোপভুক্তং স্তেয়ং দদ্যাৎ।—১৫২ পৃষ্ঠা।

সংসার—স্ত্রীর স্বামিসেবা, খোর-পোষ বা ভরণ-পোষণে স্বামীর দায়িত্ব

দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেই স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা অর্থাৎ স্বামিসহবাসের উপযুক্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইত। এই দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তৎকালের age of consent বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ইহার পর স্ত্রী স্বামীর ঘর করিতে বা স্বামীর সেবা করিতে অস্বীকৃতা হইলে, তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিতা হইতেন। স্বামীরও ঐরূপ ষোড়শ বৎসরের পর স্ত্রীর প্রতিপালনাদি না করিলে তাঁহার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

স্বামীকে নিজের অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কাল বা সময়ের হিসাব করিয়া তদুপযোগী অর্থ দিতে হইত (প্রবাসাদি গমনস্থলে) অথবা স্বামীর আয়ানুযায়ী মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (যথা পুরুষপরিবাপম্)। শুল্ক, স্ত্রীধন ও আধিবেদনিক ধনদানে অসমর্থ হইলেও ঐরূপ মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (অ° শা°—১৫৪ পৃ°)

কিন্তু স্ত্রী যদি শ্বশুরকুলের অন্য কাহারও আশ্রয় অবলম্বন করিতেন বা বিবাদাদিবশতঃ স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভিন্নভাবে বাস করিতেন (বিভক্তায়াং), তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর উপর খোরাকীর কোন দাবী থাকিত না (শ্বশুরকুলপ্রবিষ্টায়াং বিভক্তায়াং বা নাভিযোজ্যঃ পতিঃ)।

স্বামীর শাসন ও কর্ত্তৃত্ব

স্ত্রীর উপর স্বামীর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী অবাধ্যা বা অবশতাপন্না হইলে বা স্বামীর আদেশ অবমাননা করিলে স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে, এমন কি কটু-সম্ভাষণাদি করিতে পারিতেন। উদাহরণস্বরূপ কৌটিল্য বলেন যে, স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে—নগ্নে, বিনগ্নে, ন্যঙ্গে, অপিতৃকে, অমাতৃকে বলিয়া গালি দিতে পারিতেন, (নগ্নে বিনগ্নে ন্যঙ্গে অপিতৃকে অমাতৃকে ইত্যনির্দ্দেশেন বিনয়গ্রাহণম্)। তাহাতেও স্ত্রীর মতিগতির

পরিবর্ত্তন না হইলে, স্বামী চড়চাপড় বা বেণুদল বা রজ্জুর দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিতেন। অকারণ প্রহার করিলে বা ঐরূপ শাসনের মাত্রা অধিক হইলে, স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্য স্বামীকে বাক্‌পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্যের অর্দ্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। (বেণুদলরজ্জু-হস্তানামন্যতমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাঘাতঃ। তস্যাতিক্রমে বাগ্‌দণ্ডপারুষ্যদণ্ডাভ্যাম্ অর্দ্ধদণ্ডাঃ—১৫৫পৃ°। কতকগুলি অপরাধে স্ত্রীলোকের অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রে অর্থদণ্ডের নিয়মগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, দণ্ডিতা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীধন হইতেই উহা দিতে হইত।) নিম্নে উহার কতিপয় লিখিত হইল।

১। স্ত্রী স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও দর্পক্রীড়া (কামকলাব্যাপারঘটিত কোন প্রকার ক্রীড়া) করিলে বা মদ্যপান করিলে উহার তিন পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত।

২। ঐরূপ দিনমানে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কোন স্ত্রী-প্রেক্ষাবিহার-গমন করিলে অর্থাৎ স্ত্রীলোকনটীদিগের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রকার থিয়েটারাদি দেখিতে গেলে, ছয় পণ দণ্ড হইত। রাত্রিতে বাটীর বাহির হইলে বা কোন উৎসবাদিতে গমন করিলে বা পুরুষপরিচালিত কোন থিয়েটারাদিতে যাইলে, যথাক্রমে ১২ পণ, ৬ পণ অর্থদণ্ড হইত। ঐরূপ অন্য কোন পুরুষের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে, দ্রব্যাদি আদান প্রদান করিলে (প্রতিষিদ্ধপুরুষব্যবহারেষু) স্ত্রীলোক-দিগকে দণ্ডিত হইতে হইত। ব্যভিচারাদি স্থলে আরও অধিক কঠিন দণ্ড হইত, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ বাটীর বাহিরে যাওয়া সমাজে নিন্দিত ছিল। এখনকার দিনের মত কঠিন অবরোধ না থাকিলেও, যেখানে সেখানে বেড়াইতে যাওয়া, নিজের বাটী ছাড়িয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করা প্রভৃতি বিশেষ দোষের ছিল। অর্থশাস্ত্রের নিষ্পতন ও পথ্যনুসরণাধ্যায়ে এই সমস্ত অপরাধ ও উহার দণ্ডের কথা বিবৃত আছে।

উচ্চবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা কোন কার্য্যে গ্রামান্তরগমনের সময় স্বামিসঙ্গে বা কোন জ্ঞাতি বা গ্রামিকের বা কোন বিশেষ পরিচিত লোককে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, নচেৎ উহা নিন্দার কারণ হইত। আত্মীয়-স্বজন বা পিতৃকুলে বা জ্ঞাতিকুলে কোন বিপদ্ হইলে বা কাহারও মৃত্যু হইলে, কেহ কঠিন রোগে পড়িলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণবশতঃ একাকী গমন করিলে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। (প্রেতব্যাধিব্যসনগর্ভনিমিত্তমপ্রতিষিদ্ধমেব জ্ঞাতিকুলগমনম্)॥ —১৫৭ পৃ°।

স্বামী অল্প দিনের জন্য প্রবাস গমন করিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্ত্রী এক বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে স্বামীর অপেক্ষা করিতেন। আর যদি ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে থাকিয়া পতির অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যেও যদি স্বামী না ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে জ্ঞাতিবর্গ প্রবাসীর পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এইরূপ চারি বা আট বৎসর অতীত হইলে, স্ত্রী যদি স্বামীর পুনরাগমনে সন্দিহান হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণেচ্ছু

স্বামীর প্রবাসগমন

হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বামিদত্ত ধনাদি প্রত্যর্পণ করিয়া যথেচ্ছ পিতৃগৃহে বা অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে পারিতেন।

প্রবাসে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু বলা নাই। কাব্য-নাটকাদিতে অবশ্য আমরা একবেণীধরা কেশসংস্কার ও অঙ্গরাগবর্জ্জিতা প্রোষিতভর্তৃকার কথা পাই। তাহা সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদিপাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন।

স্বামীর প্রবাসগমনের সময় নিজের বা পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের জন্য স্ত্রী ঋণ-কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইতে পারিতেন। এই ঋণ-পরিশোধের জন্য স্বামী দায়ী হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—পতিস্তু গ্রাহ্যঃ—স্ত্রীকৃতম্ ঋণম্ অপ্রতিবিধায় প্রোষিতঃ ইতি সম্প্রতিপত্তাবুত্তমঃ। অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্।

দীর্ঘপ্রবাস—প্রব্রজ্যা।

স্বামী ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেই রাজাদেশে দণ্ডিত হইতেন। এসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি বড়ই সুন্দর। স্বামীর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, তাহা প্রতিপালনে বিমুখ হইলে সমাজের অমঙ্গলাশঙ্কায় রাজপুরুষেরা কঠোরশাসনে উহাকে উহা হইতে বিরত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের যুগ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারেরই পরবর্ত্তী। ঐ যুগের লোকে পৃথিবীর ক্ষণিকবাদে ব্যথিত হইয়াও নশ্বর জীবনের দুঃখ ও পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতির জন্য দলে দলে সন্ন্যাসী হইত। স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, স্ত্রীও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করিত। এই সকলের মধ্যে প্রকৃত মুমুক্ষুর সংখ্যা কমই ছিল। কতক লোক অন্যের আদর্শ অনুকরণ করিতে গিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত। আবার এখনকার মত অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চকও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বা সংসারের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের কোন একটীতে যোগ দিত। এই সকলের ফলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রী স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শিশু-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য বিপদে পড়িতেন; অনেকে আবার কুপথ-গামিনী হইতেন। এই সকল নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রে অনেকগুলি বিধি দেখা যায়।

অর্থশাস্ত্রকার প্রব্রজ্যার কালনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বের যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে লুপ্তব্যবায়েরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্ত্তব্য, অন্যের নহে। তিনি বলেন,—লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেদ্ আপৃচ্ছ্য ধর্ম্মস্থান্। অন্যথা নিয়ম্যেত। শুধু তাহাই নহে। পুত্র কলত্রের ভরণপোষণ না করিয়া সংসারত্যাগ করিলে লোকে রাজাদেশে দণ্ডিত হইত। কৌটিল্য বলেন,—পুত্রদারমপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব্বঃসাহসদণ্ডঃ। এ বিষয়ে রাজাদেশ বড়ই কঠিন ছিল। এরূপ কষ্টবৈরাগী প্রব্রজিতকে নাবধ্যক্ষ ও অন্যান্য শান্তিরক্ষকেরা গ্রেপ্তার করিতেন ও উহাদের সংসারাদির ব্যবস্থা ও প্রব্রজ্যার কারণ অবগত হইয়া যথাযথ দণ্ড দিতেন। (১২৭ পৃ°—সদ্যোগৃহীতলিঙ্গিনং অলিঙ্গিনং বা প্রব্রজিতমলক্ষ্যব্যাধিতং ভয়বিকারিণং গূঢ়সারভাণ্ডশাসনশস্ত্রাগ্নিযোগং বিষহস্তং দীর্ঘপথিকং সমুদ্রং চোপগ্রাহয়েৎ।)

শুধু তাহাই নহে, রাজাজ্ঞায় অকারণ-প্রব্রজিতদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত এবং বাণপ্রস্থী ভিন্ন অন্য প্রকারের প্রব্রজিতদিগকে সঙ্ঘাদি স্থাপন করিতে বা গ্রাম-নগরে বাস করিতে

দেওয়া হইত না। স্ত্রীলোককে ধর্ম্মের নামে ফুসলাইয়া ভিক্ষুণী করিলে বা প্রব্রজ্যার পথে লইয়া আসিলে, পূর্ব্বসাহসদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল (স্ত্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ)—(বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত। ন চ তত্রারাম-বিহারার্থাঃ শালাঃ স্যুঃ—৪৮ পৃ°)।

এই ত গেল স্বামী স্ত্রীর কথা। স্বামীর জীবনান্তে বা বানপ্রস্থাবলম্বনের পর পুত্রবতী বয়ঃস্থা স্ত্রী স্বামীর সংসারে থাকিয়া পুত্রাদি পালন করিতেন; নিজের স্ত্রীধন যাবজ্জীবন ভোগ করিতেন। পরে তাহা পুত্রাদি কাহারও হস্তগত হইত। বালবিধবারা প্রায়ই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে সব কথা বলা হইবে।

যে সকল পরিবারে বহুবিবাহের ফলে অনেক সপত্নীর একত্রাবস্থান হইত, সেখানে নানাকারণে কলহ হইত। স্বামী সাধারণতঃ জীবৎপুত্রাকেই বেশী আদর-যত্ন করিতেন। ধর্ম্ম্য বিবাহের পত্নীদের মান্যও অধিক ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে ধর্ম্মকার্য্যাদিতে সবর্ণা ধর্ম্ম্যবিবাহমতে পরিণীতা স্ত্রীই স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন।

অসবর্ণা স্ত্রী

অনেকে আবার অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতেন। অসবর্ণবিবাহ তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। অনুলোম অসবর্ণবিবাহ গর্হিত বা নিন্দিত ছিল না। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ আর্য্যেরা চিরকাল ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে অসবর্ণবিবাহের কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। পুরুষের অনন্তরা পত্নীর সন্তানেরা পিতার সবর্ণ বলিয়াই গণ্য হইতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান পিতার সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন এবং সবর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাপুত্রাঃ সবর্ণাঃ।" একান্তরা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের স্থান সমাজে কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। অসবর্ণা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর সংসারেও বোধ হয়, কিছু হীনতা ছিল।

স্বামি-স্ত্রী জীবদ্দশায় পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিতেন। পিতা সংসারে থাকিতে থাকিতে যাহাদের বিবাহ না হইত, তাহাদের বিবাহের খরচ ও অবিবাহিতা কন্যাদের বিবাহের প্রদানিক বা dower সম্পত্তি হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

অনেকে জীবদ্দশাতেই নিজ নিজ সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেন। এরূপ বিভাগ স্থলে পুত্রদের সমান ভাগই হইত (জীবদ্বিভাগে পিতা নৈকং বিশেষয়েৎ:—১৬১ পৃষ্ঠা)। পুত্রদিগের মধ্যে নাবালক কেহ থাকিলে বা কেহ প্রবাসী থাকিলে পিতা তাহার অংশ মাতুলবংশীয়দের হস্তে বা গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন। ইঁহারা ঐ পুত্র সাবালক হইলে, উহার অংশ বুঝাইয়া দিতেন।

ঔরসজাত পুত্র অভাবে অন্যের দ্বারা নিজ স্ত্রীতে অনেকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়েও বোধ হয়, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রথা সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। এখনকার দিনে অবশ্য ক্ষেত্রজের নামে আপামর জনসাধারণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু

সে যুগে উহা ঐরূপ কোন ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। কৌটিল্য অপুত্রক রাজগণকে ঔরসাভাবে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের উপদেশ দিয়াছেন।—বৃদ্ধস্তু ব্যাধিতো বা রাজা মাতৃবন্ধুতুল্যগুণবৎ-সামন্তানামন্যতমেন ক্ষেত্রে বীজমুৎপাদয়েৎ। ন চৈ পুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।—৩৫ পৃষ্ঠা।

অনেকে দুহিতৃ-গর্ভজাত সন্তানকে পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন। আবার অনেকে পোষ্য-পুত্র বা দত্তক গ্রহণ করিতেন (তৎসধর্ম্মা মাতা-পিতৃভ্যাম্ অদ্ভির্দ্দত্তো দত্তঃ)। অনেকে এইরূপ দত্তকের অভাবে সবর্ণ ও সদ্বংশজাত পুত্র ক্রয় করিতেন। এইরূপ পুত্রকে ক্রীতপুত্র বলিত। পোষ্যপুত্রের ন্যায় অনেকে পরের—(মাতা-পিতৃহীন) পুত্রকে লালন পালন করিতেন—ইহাদিগকে কৃতকপুত্র বলিত। অনেকে আবার পরিচিত বা আত্মীয় লোকের ত্যক্ত পুত্রকে নিজের করিয়া লইতেন—ইহাদিগকে অপবিদ্ধ পুত্র বলিত। এ সকলের অভাবে কানীন (কন্যাগর্ভঃ কানীনঃ—পত্নীর অবিবাহিতাবস্থায় উৎপন্ন), সহোঢ় (বিবাহকালে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান) ও পৌনর্ভব সন্তানও লোকের গৃহে স্থান পাইত। এখন অবশ্য পালিত বা পোষ্যপুত্র ভিন্ন (স্থানবিশেষে কৃত্রিম পুত্রও প্রচলিত) আর অন্য কোন প্রকারের পুত্রের দায়াধিকার বা সমাজে স্থান নাই।

পিতার জীবদ্দশায় পুত্রদিগের সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিত না (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ), এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতার জীবদ্দশায় পিতা পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। কেন না, আমরা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে অবিবাহিত পুত্রের নৈবেশনিক এবং কুমারী কন্যার প্রদানিক পাইবার ব্যবস্থা আছে।

পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। কৌটিল্য বলেন,—

একস্ত্রীপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠাংশঃ। ব্রাহ্মণানামজাঃ, ক্ষত্রিয়ানাম্ অশ্বাঃ। বৈশ্যানাং গাবঃ। শূদ্রাণামবয়ঃ।

কাণলিঙ্গাস্তেষাং মধ্যমাংশঃ। ভিন্নবর্ণাঃ কনিষ্ঠাংশঃ।

চতুষ্পদাভাবে রত্নবর্জ্জানাং দশানাং ভাগং দ্রব্যাণামেকং জ্যেষ্ঠো হরেৎ। প্রতিমুক্তস্বধা-পাশো হি ভবতি। ইত্যৌশনসো বিভাগঃ।—পৃ° ১৬২।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের কিছু অতিরিক্ত অংশলাভের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার অজ সম্পত্তি লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঐরূপ সমস্ত অশ্বগুলি জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য ছিল। ঐরূপ বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা ছিল।

এগুলি ভিন্ন ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃদ্রব্যাদির দশমাংশ পাইতেন। কৌটিল্য বলেন, ঐ অতিরিক্ত সম্পত্তির সাহায্যে তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতেন। পরবর্ত্তী যুগেও এই উদ্ধার ব্যবহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। মনু বলেন,—"জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরং।" কেন জ্যেষ্ঠ এই অতিরিক্ত অংশ লাভ করিতেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মনে হয় যে, পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে, সেইগুলি সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্পত্তি দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা

এই সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা কেবল জ্যেষ্ঠের উৎকর্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠস্তু জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ—এইজন্যই জ্যেষ্ঠের প্রাধান্য। ঐরূপ অন্যের মতে—জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রসূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্" ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিগুর্ণ, অন্যায়বৃত্তি, মানুষহীন হইলে তাঁহার এই অংশের হ্রাস বা লোপেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

বহুবিবাহস্থলে অংশের তারতম্য দেখা যায়। কোন লোক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, উক্ত বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে ভাগের তারতম্য হইত। ব্রাহ্মণীপুত্র ৪ ভাগ পাইলে ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ পাইতেন, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ ও শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ মাত্র পাইতেন।

নারীজীবন

অতঃপর নারীজীবনের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা বলিব। অবশ্য দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে উপরোক্তগুলি ভিন্ন আরও আমাদের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই অধ্যায়ে সেইগুলি বলা হইবে।

সমাজ চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল। যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে উহার পরিবর্ত্তন হয়। উহা কিছুতেই একভাবে থাকিতে পারে না। কঠোর রক্ষণশীলতাও উহাকে একভাবে রাখিতে পারে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভারতেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ঘটনাস্রোতে প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন আচার—সবই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের সমাজে স্থান উচ্চই ছিল; স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উৎকর্ষের অবকাশ ছিল। তখন স্ত্রীলোক পুরুষের ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই বা তাহাদের সামাজিক অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়েই সমাজের উৎকর্ষ-সাধনের অধিকারে অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল তাঁহার হাতে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্ত্রী স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন। যজমানপত্নী ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত না। স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার ও শিক্ষারও অধিকার ছিল।[১] সমাজে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকের অভাব ছিল না। আজিও ঋগ্বেদের মধ্যে ঘোষা, সূর্য্যা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্ট্রীদিগের দ্বারা প্রকাশিত বহু সূক্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐগুলির অংশবিশেষ আজিও বিবাহাদি প্রধান সংস্কারের সময় সাদরে উচ্চারিত হইতেছে।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগেও ঐ ভাব চলিয়াছিল। অবশ্য এ যুগ হইতেই সমাজে বহুবিবাহ, সপত্নীদ্বেষ প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। স্ত্রীলোকের অবস্থা কিছু হীনও হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে অবনত হয় নাই। তখনও দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভাব হয় নাই। বাল্য বিবাহের একেবারে প্রচলন হয় নাই। স্ত্রীলোক জ্ঞান-

১। যম ও হারীত পুরাকল্পে কুমারীদিগের উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও অগ্নি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন।

চর্চ্চায় বঞ্চিত হয় নাই এবং তখনও দেশে নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ 'স্ত্রিয়োঽনৃতং—" (মনু, ৯।১৮।) এই কদর্য্য আদর্শের প্রভাব বদ্ধমূল হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের যুগেও এই ভাব চলিতে লাগিল। দেশে ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই সংসারের দুঃখবাদে পীড়িত হইল। জগৎ দুঃখের স্থানমাত্র; জীবন ক্ষণিক—সুখদুঃখ-জ্ঞান মোহমাত্র—নির্ব্বাণ বা মুক্তিই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ভাব সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণেতর পরিব্রাজকগণ জনসাধারণ সকলকেই (mass) এই মহামন্ত্র শিখাইলেন। এই মন্ত্রের শক্তিতে সকলেই জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল; সংসারের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল। অনেকেই গৃহ ছাড়িল। নির্ব্বাণের উদ্দেশ্যে কেহ বনে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বা সঙ্ঘে যোগদান করিল।

আন্দোলনে পড়িয়া স্ত্রীলোকেও আত্মহারা হইল। স্বাধীনতার যুগে তাহারাও পুরুষের ন্যায় নির্ব্বাণের পথে—প্রব্রজ্যার দিকে ধাবিত হইল। কতিপয় শিষ্যের, বিশেষতঃ আনন্দের অনুরোধে ভগবান্ বুদ্ধ স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারে অনুমতি দিলেন। মাতা গোতমীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও প্রিয়-শিষ্য আনন্দের অনুরোধে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘ গঠনের অধিকার দিলেন। ইহার বিষময় পরিণাম তাঁহার দুরদৃষ্টির অগোচর ছিল না। দলে দলে স্ত্রীলোক ভিক্ষুণীব্রত লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিল। কি কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা, কি সতী, কি কুলটা—সকলেই স্থান পাইল। থেরীগাথায় মুক্তা, সীহা, সুজাতা, গুপ্তা, অনুপমা, রোহিণী, সুমেধা প্রভৃতি কুলটার নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক রমণী যৌবনে কুলটাবৃত্তি করিয়া পরে পবিত্র ভিক্ষুণীজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধকাশী, অভয়মাতা, বিমলা ও অম্বপালীর নাম উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারের ফল বিষময় হইল। ইহাদিগের মধ্যে সংসারতাপিত মুমুক্ষুর একেবারে যে অভাব ছিল, তাহা নহে। তবে অনেক স্ত্রীপুরুষই আন্দোলন বা হুজুগে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। এইরূপ কষ্টবৈরাগ্যে যাঁহারা সাময়িক বিতৃষ্ণার প্রভাবে সংসার ত্যাগ করিতেন, কালে আবার প্রলোভনে তাঁহারা ভোগসুখাদির দিকে আকৃষ্ট হইতেন, ফলে ব্যভিচারও ঘটিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চুল্লবগ্গের দশম অধ্যায়ে (৯—২৭) এইরূপ কতকগুলি ভিক্ষুণীর কলঙ্কের কথাও বিবৃত আছে।

সঙ্ঘের মধ্যেই যে নৈতিক অবনতি ঘটিল, তাহা নহে। সংসারের দুঃখবাদপ্রচারে ও অবাধভাবে সঙ্ঘে যোগ দেওয়াতে এক উপায়ে আবার সমাজে কর্ত্তব্যহীনতা ও ব্যভিচার আসিয়া পড়িল। অনেক পুরুষ নির্ব্বাণলাভের মোহে পড়িয়া যুবতী স্ত্রী, পুত্রকন্যা রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রাদির ভরণপোষণ করার কথা মনে ভাবিতেন না। সম্বলহীন হইয়া ইহাদিগকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং ইহার ফলে অনেকেই কুপথে ধাবিত হইত।

এই সকল কারণে সমাজে অনেক দুর্নীতি আসিয়া পড়িয়াছিল। থেরীগাথায় লিখিত ভিক্ষুণীদিগের আত্মজীবনী পাঠ করিলে আমরা এগুলির প্রভাব বুঝিতে পারি। এগুলির অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকের সংসারে অনাসক্তি, বিবাহে বিতৃষ্ণা ও গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে বিদ্বেষ দেখা যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে থেরীগাথায় কুমারী থেরীদিগের বিবরণ হইতেও ক্ষেমা, কাশীসুন্দরী ও প্রভবার বৃত্তান্ত হইতে কুমারীদিগের বিবাহে বিতৃষ্ণা প্রতীয়মান হয়। অনেক থেরীর কাহিনীতেই স্ত্রী-জীবনের ক্লেশ, অত্যাচার, সন্তানজননে দুঃখাদির কথা উল্লেখ আছে। কৃশা গোতমীর ন্যায় অনেকেই নারীজীবনের ক্লেশ ভাবিয়া সংসার ছাড়িতেন। থেরীগাথা গ্রন্থ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান্ গ্রন্থ। উহা প্রাচীন বৌদ্ধ থেরীদিগের দ্বারা রচিত। বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ব্বতম।

এই থেরীগাথা গ্রন্থে বহু ভিক্ষুণীর আত্মজীবনী আছে। সেগুলি এমনভাবে লিখিত যে, উহা হইতে তাঁহাদের মনের ভাবের অকপট বর্ণনা আমরা পাইতে পারি। এই সকল কারণেই উহা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

ধর্ম্মসূত্রের বিবাহবিধি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, থেরীগাথা-পাঠে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি জিনিস জানিতে পারি,—

১। স্ত্রীলোকের বিবাহে বিতৃষ্ণা ও সংসারে অনাসক্তি।

২। স্ত্রীপুরুষের সঙ্ঘে অবাধপ্রবেশের ফলে সামাজিক ব্যভিচার।

প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ বহু কুমারী থেরীর কথা বলিয়াছি। কাশীসুন্দরী, ক্ষেমা ও প্রভবার বৃত্তান্তে বিবাহের আপত্তির বিষয় দেখান হইয়াছে, থেরীর কথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই বিবাহ করিয়া পাছে সংসারে লিপ্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় কুমারী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋষিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পিতা তাঁহার তিন তিন বার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন বারই যথাশক্তি স্বামিসেবা সত্বেও তিনি পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। দুইটি পতি সংসার ছাড়িয়া সঙ্ঘে যোগ দেন এবং মনের ধিক্কারে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

ব্যভিচারের আর একটী জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উপ্পলবন্নানাম্নী থেরীর আত্মজীবনী হইতে পাওয়া যায়। যৌবনে বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিবার পরে স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন; তিনি কন্যাটী লইয়া গৃহে থাকেন। কন্যাটীও বয়ঃস্থা হইয়া কিশোরী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশার্থ গৃহত্যাগ করে। কিছুদিন পরে, সংযম-সাধ মিটিলে, নিজ জন্মদাতা পিতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, উভয়ে পিতা ও কন্যা স্বামি স্ত্রী-রূপে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তখন নিজ পতিকে কন্যার স্বামী হইতে দেখিয়া উপ্পলবন্না সংসারের প্রতি ঘৃণায় ও মনের ক্ষোভে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যায় বাধা

উভো মাতা চ ধীতা চ ময়ং আসুং সপত্তিয়ো।
তস্সা মে অহু সম্বেগো অব্ভুতো লোমহংসনো॥—থেরীগাথা।১১।৬৪॥

এইরূপ ব্যভিচার যে কত ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, এই সকল ব্যভিচারের ফলেই সমাজে কঠোর নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ফলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহ দিবার প্রথা

প্রচলিত হয় এবং পিতার ও কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম-সূত্রগুলিতেই এইগুলির প্রথম প্রভাব দেখা যায়।

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলেন,—

পিতুঃ প্রমাদাৎ, যদীহ কন্যা
বয়ঃপ্রমাণং সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমুদীক্ষ্যমানা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব॥

প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাং ঋতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥

যাবন্তঃ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যাম্ ইতি ধর্ম্মবাদঃ॥

এই শ্লোকগুলিতেই সামাজিক মনোভাব কতকটা পরিস্ফুট হইতেছে। তবে তখনও ঘোর কঠোরতা সমাজে প্রবেশ করে নাই—তখনও অষ্টবর্ষবয়স্কা গৌরীদানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই; বিবাহবিষয়ে কন্যা তখনও ক্রীড়নক হয় নাই। তখনও সমাজ কন্যার সুখকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে শিখে নাই।

অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের স্থান ও অধিকার

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সকলেই অষ্ট প্রকার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য—এই চারিটীকে আদরের চক্ষে দেখিয়াছেন; পৈশাচ, আসুর, রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব,—এই কয়টীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। তথাপি গান্ধর্ব্ব বিবাহ ধর্ম্মসূত্রকারদিগের চক্ষে বিশেষ অনাদরের ছিল না। কন্যা নিজের মনের মত বর বাছিয়া বিবাহ করিবে, উহাতে তখনও তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি দাঁড়ায় নাই।

বৌধায়ন স্পষ্টই বলেন,—গান্ধর্ব্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্ব্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ। ১।১১।২০

তাঁহার বিবেচনায় পরস্পরের স্নেহসম্বন্ধের নিবন্ধ থাকায় (তত্র স্নেহো মনশ্চক্ষুষো নিবন্ধঃ) গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রশংসার্হ। টীকাকার আপস্তম্ববচন উদ্ধার করিয়া তাঁহারও এ বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। যথা,—

"যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিঃ নেতরৎ আদ্রিয়েত।"

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও মত এইরূপ; তিনি বলেন,—

কুমার্য্যৃতুমতী ত্রীণি বর্ষাণি উপাসীত।
ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্॥

অর্থশাস্ত্রে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে "দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্ত-

ব্যবহার্য্যা ভবতি"।—এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসরের সময়েই কন্যাসম্প্রদান ব্যবস্থা ছিল। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ না দিলে, পিতার দণ্ডাদির ব্যবস্থা ছিল না। তবে ঋতুমতী হইলে পর কন্যা স্ব-ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ ব্যক্তি কন্যাদূষণের অপরাধে অপরাধী হইতেন না।

কৌটিল্য বলেন,—

সপ্তার্ত্তবপ্রজাতাং পরাণাম্ ঊর্দ্ধম্ অলভমানাং প্রকৃত্য প্রাকামী স্যাৎ। ন চ পিতুরপহীনং দদ্যাৎ। ঋতুপ্রতিরোধিভিঃ স্বাম্যাদপক্রামতি।

ত্রিবর্ষপ্রজাতার্ত্তবায়াস্তুল্যো গন্তমদোষঃ। ততঃ পরমতুল্যোঽপ্যনলঙ্কৃতায়াঃ। ২৩১ পৃ°।

ইহা হইতেই তাৎকালিক সমাজবিধি বোধগম্য হয়। পরবর্ত্তী যুগের মনুও বিবাহের বয়সের দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিশ বৎসরের পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষা স্ত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ("ত্রিংশ-দ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্")। পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমাইয়া অষ্টমবর্ষ কালকে মুখ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কন্যার অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা একদিনে প্রণীত বা উহা সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই।

বিবাহের পর দাম্পত্যজীবনের অনেক কথাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্ত্তৃত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে উহাতে বুঝা যায় যে, মৌর্য্য ও তৎপূর্ব্ব যুগে স্ত্রী একেবারে স্বামীর দাসীরূপে পরিণত হন নাই। তাঁহার স্ত্রীধন তাঁহার নিজের সম্পত্তিই ছিল। তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করিবার (অবশ্য সাংসারিক বিপদ্ বা অভাব ব্যতীত) কোন অধিকারই ছিল না। অর্থশাস্ত্রের যুগের বিধিগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, স্বামীর কর্ত্তৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে ক্রমে দৃঢ় হইতেছিল। অপরাধে স্বামী কায়িক দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে দণ্ডার্হ হইতেন। স্বামী ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে হইত এবং স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিতে ও উহাঁকে অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন কলহের বা কষ্টের কারণ হইলে উহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা (separation বা divorce) দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রকারের মতে চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহের (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য) বন্ধনমোক্ষের ব্যবস্থা ছিল না। (অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্)। অন্য বিবাহস্থলে যেগুলি প্রধানতঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে উভয়ে উভয়ের বিদ্বেষী হইলে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত—অমোক্ষ্যা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা—ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা, পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ।

এইরূপ মোক্ষের স্থলে যদি স্বামিপক্ষ উদ্যোগী হইয়া বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন, তিনি গৃহীত-শুল্ক প্রত্যাখ্যান করিতেন। স্ত্রী মোক্ষের প্রার্থী হইলে শুল্ক ফিরিয়া পাইতেন না।

"পুরুষবিপ্রকারাদ্বা স্ত্রী চেৎ মোক্ষমিচ্ছেৎ নাস্মৈ যথাগৃহীতং দদ্যাৎ॥"—কৌ° ১৫৫ পৃ°।

থেরীগাথায় ঈষীদাসীর জীবনীতেও স্বামীর প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য উহাঁর দুইবার বিবাহের কথা

পাওয়া যায়। পুনর্ব্বিবাহিতার শুল্কসম্বন্ধীয় ব্যবস্থারও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসে আর অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর।

পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের কথার উল্লেখ আছে। তবে বিবাহবিচ্ছেদাদির কথা নাই। মনুস্মৃতিতে বা বশিষ্ঠ স্মৃতিতে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের কথা আছে। যথা,—

বশিষ্ঠ বলেন,—

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ১৭। ৭৪।

মনুও ঐরূপ বালবিধবার পুনঃসংস্কারের কথা বলিয়াছেন; পরাশরাদি অন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও ঐরূপ মত,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

এইরূপ পুনঃসংস্কারের নিষেধবিধি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। তবে পরবর্ত্তী যুগের পুরাণাদির মধ্যে নিষেধবিধি পাওয়া যায়। সমাজেও উক্ত মত গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে সামাজিক আচার স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের বিরোধী। স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহাদির ফলে সমাজে ব্যভিচারাদি ঘটিবার ভয়েই সমাজে ঐরূপ মত একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত রাজবিধিতেও উহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।[১]

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১। স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যায় লইয়া ও স্ত্রীর ভরণপোষণের অপ্রতিবিধান না করিয়া সংসার ত্যাগ—এই উভয়ের সম্বন্ধে রাজকীয় নিষেধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বাঙ্গলা ভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া*

[১] বাঙ্গলা ভাষায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্য্যভাষায় খুব সম্ভব কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-ইরানীয় যুগে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্ব্ব অবস্থায়, ক্রিয়ার আত্মনেপদ-রূপ হইতে কর্ম্ম-বাচ্যের উৎপত্তি হয়। এই কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট-রূপ বৈদিকে (বর্ত্তমানকালে) লট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, ও লেট্-এ, ও সংস্কৃতে কেবলমাত্র 'লট্'-এ, এবং 'লুঙ্' প্রথম পুরুষ এক-বচনে ও '-মান'-প্রত্যয়-সিদ্ধ অসমাপিকা নাম-ক্রিয়ায় মিলে। বৈদিকে ও সংস্কৃতে অন্য সমস্ত তিঙন্ত-রূপে আত্মনে-পদ-দ্বারাই কর্ম্ম-বাচ্যের কাজ চলিত। কর্ম্ম-বাচ্যের বিশেষ চিহ্ন হইতেছে '-য়-' প্রত্যয়। এই '-য-' প্রত্যয় উদাত্ত উচ্চারিত হইত; ধাতুতে এই প্রত্যয় জুড়িয়া, তৎপরে ইহাতে পুরুষ- ও বচন-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত করা হইত। যেমন—

√'কৃ' পরস্মৈপদী লট্—'করোতি, করোষি, করোমি'।
আত্মনেপদী—'কুরুতে, কুরুষে, কুরে'।
{কর্ম্ম-বাচ্য লট্—'ক্রিয়তে, ক্রিয়সে, ক্রিয়ে'।
কর্ম্ম-বাচ্য লুঙ্ প্রথম পুরুষ এক-বচনে—'অকারি'।
নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া (কৃদন্ত)—'ক্রিয়মাণ'।

[এতদ্ভিন্ন বৈদিক রূপ—লেট্—'ক্রিয়ৈ' (উত্তম পুরুষ), 'ক্রিয়াতে, ক্রিয়াতৈ' (প্রথম পুরুষ)।
লিঙ্—'ক্রিয়েয়, ক্রিয়েথ, ক্রিয়েতাম্'।
লঙ্—'অক্রিয়ে' ইত্যাদি।
লোট্—'ক্রিয়স্ব' ইত্যাদি।]

§ ২। ভারতে আর্য্যভাষার ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃত যুগে, উপর্য্যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া-পদের ব্যবহার সাধারণ ছিল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত-যুগে, লুঙের লোপ-সাধন হয়; লট্-এর প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, এবং কর্ম্ম-বাচ্যে লট্, ও বিশেষণ-ক্রিয়া, এই দুই প্রকারের ক্রিয়া-পদে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য নিজ স্থান অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। প্রাকৃত-যুগে আত্মনেপদী রূপের (তিঙ্-এর) লোপ ঘটে। সংস্কৃতের 'ক্রিয়তে' পদ, প্রাকৃতে 'করিয়তি, করীয়তি করিয়্যতি; করিয়দি, করীয়দি, করিজ্জদি; করীঅই, করিঅই, করিজ্জই'—এই প্রকার রূপ ধারণ করে; এই রূপগুলির মধ্যে '-তি'-প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি প্রাচীন প্রাকৃতের (অশোক অনুশাসনের ও পালির যুগের প্রাকৃতের), '-দি-' ও '-ই-' প্রত্যয়ান্ত পদগুলি মধ্য ও অন্ত্য যুগের প্রাকৃতের (সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃতের, ও অপভ্রংশের)। সংস্কৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় '-য়-', প্রাকৃতে '-ইঅ-' বা '-ঈঅ-' অথবা '-ইজ্জ-' রূপ প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে যেখানে '-য়-' পূর্ব্ব-গামী ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, প্রাকৃতে সেখানে সংস্কৃতের বিকৃত রূপই

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) অধিবেশনে পঠিত।

দৃষ্ট হয়; যেমন 'দৃশ্-য়-তে, দৃশ্যতে'=প্রাকৃতে 'দিশ্‌শতি, দিস্‌সতি; দিশ্‌শদি, দিস্‌সদি; দিস্‌সই, দিশ্‌শই'। সংস্কৃতের অনুসরণে, প্রাকৃতে আবার অকর্ম্মক-ধাতুতে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রসার ঘটে; যেমন 'ভৱীঅতি, হুৱীঅদি'='*ভব্যতে', সংস্কৃত 'ভূয়তে'।

§ ৩। ভারতে আর্য্যভাষায় প্রগতির তৃতীয় স্তর হইতেছে হিন্দী আওধী বাঙ্গলা মারহাট্টী সিন্ধী রাজস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি। এই-সকল আধুনিক ভাষাতে কর্ম্ম-বাচ্য কি উপায়ে দ্যোতিত হইয়া থাকে? এ ক্ষেত্রে দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এক প্রকার পদ্ধতি হইতেছে বাক্য-বিন্যাসাত্মক; ইহাতে অন্য কোনও ধাতুর সাহায্য লইয়া, বাক্যটীকে ফেনাইয়া, কর্ম্ম-বাচ্যের দ্যোতনা হয়; যেমন, সংস্কৃতের প্রত্যয়-সিদ্ধ এক-পদাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যীয় রূপ 'ক্রিয়তে'-র স্থলে, বাঙ্গলার বা হিন্দীর বহু-পদ-সিদ্ধ বাক্য-বিন্যাস-ময় কর্ম্ম-বাচ্যীয় বাক্য, 'ইহা করা যায়, ইহা করা হয়', বা 'য়হ্ কিয়া জায়্, য়হ কিয়া জাতা হৈ'। এই বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে (§ ১৮ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে আর্য্যভাষার প্রাচীন পদ্ধতি—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বৈদিক বা সংস্কৃতের যুগের কথিত ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ্ধতি। প্রাকৃতের '-ইঅ-, -ঈঅ-' বা '-ইজ্জ-, -ঈজ-', আধুনিক যুগের আর্য্যভাষা-গুলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সকল আর্য্যভাষায় ইহা রক্ষিত হইতে পারে নাই। বাক্য-বিন্যাসাত্মক পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ায়, কতকগুলি আর্য্যভাষায় ইহাদের প্রয়োগ দ্রুত সংকুচিত হইয়া পড়ে।

ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিকে পাঁচটী ভাগে ফেলা যাইতে পারে; পশ্চিমা ভাষা—পূর্ব্বা- ও পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী-গুজরাটী; দখিনা—মারহাট্টী; মধ্য-দেশীয়—পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দী, উর্দূ বা হিন্দুস্থানী; ব্রজভাখা, প্রভৃতি); পূর্ব্বী—পূর্ব্বী-হিন্দী (আওধী, বাঘেলী, ছত্রিশ-গড়ী), তথা ভোজপুরিয়া, মৈথিলী, মগহী, ও বাঙ্গলা-আসামী এবং উড়িয়া; এবং উত্তরিয়া বা পাহাড়ী ভাষা—পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা-সমূহ, কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী (গঢ়ৱালী), এবং নেপালী বা খস্‌কুরা। এই-সকল আধুনিক আর্য্যভাষার মধ্যে, পশ্চিমা ও উত্তরিয়া ভাষাগুলিতে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য এখনও পুরা জোরে বর্ত্তমান; কিন্তু মধ্য-দেশীয়, পূর্ব্বী, ও দখিনা ভাষাগুলিতে, হয় ইহার একেবারে লোপ ঘটিয়াছে, নয় ইহা লোপোন্মুখ হইয়া, অপ্রচলিত ও সাধারণ্যে অজ্ঞাত-প্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, পশ্চিমী-পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও রাজস্থানীতে, '-ই-, -ঈ-' বা '-ইজ-, -ঈজ-' প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্ম-বাচ্য সংগঠিত হয়; যথা: পাঞ্জাবী 'মার্‌দা'=মারন্ত, মারয়ন্, প্রহার করিতে করিতে: 'মারিন্দা'=ম্রিয়মাণ, প্রহৃত হইতে হইতে; 'চাহ্‌দা'=চাহন্ত, প্রার্থয়ন্: 'চাহিদা'=প্রার্থ্যমান (বাঙ্গলায় এই পাঞ্জাবী শব্দ, ইংরেজী demand অর্থে বহুশঃ প্রযুক্ত হয়); 'পঢ়ে'=পঠতি, পড়ে: 'পঢ়ীএ'=পঠ্যতে, পঠিত হয়; সিন্ধী 'করীজে, পঢ়ীজে'=কৃত হয়, পঠিত হয়; মাড়োয়ারী (মারৱাড়ী) 'করণো'=করণ, 'করীজণো'=কৃত হওন; নেপালী 'গরুঁ-লা (গর্-উঁ-লা)'=আমি করিব, 'গরীউঁলা (গর্-ঈ-উঁ-লা)'=আমাকে করা হইবে। পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে, এক-মাত্র আধুনিক গুজরাটীতে যা এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের

প্রয়োগ সংকুচিত হইয়াছে ; কেবল উত্তম পুরুষে বর্ত্তমানের বহু-বচনে এই ভাষায় '-ঈ'-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ; যেমন—'হুঁ করুঁ' = অহং করোমি, আমি করি : 'অমে করীএ' = আমরা করি,— এখানে 'ব্রয়ং কুর্ম্মঃ' ইহার বিকার না হইয়া হইয়াছে, 'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে'-বাক্যের, 'ক্রিয়তে = করিঅই = করীএ'[১] ; আধুনিক গুজরাটীতে অন্যত্র আ-কারান্ত ণিজন্ত ক্রিয়াকেই কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার করা হয় (§ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

§ ৪। দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমা ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মূল আর্য্য-ভাষা হইতে লব্ধ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে রক্ষণ-শীল। মধ্য-দেশীয় ভাষায় (হিন্দীতে) সাধারণতঃ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যীয় পদের আর বহুল প্রয়োগ নাই ; কিন্তু ইহার পুরা লোপ এখনও ঘটে নাই, ইহা ক্বচিৎ দৃষ্টও হয়। যেমন, ব্রজভাখা 'মারৈ' = মারে, মারয়তি, 'মারিয়ৈ' = মৃত বা প্রহৃত হয়, ম্রিয়তে। পূর্ব্বী ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম আওধীতেও ক্বচিৎ এই কর্ম্ম-বাচ্য মিলে ; কিন্তু আজকালকার ভাষায় নয়, তুলসীদাসের প্রাচীন ভাষায় ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও তেস্‌সিতোরি মহাশয়-দ্বয় এইরূপ প্রয়োগ দেখাইয়াছেন[২]।

আধুনিক হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে যে সম্ভ্রমে অনুজ্ঞার প্রয়োগ আছে—যেমন 'কীজিএ' বা 'করিয়ে', তাহা, খুব সম্ভব, প্রাচীন প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত ; অন্ততঃ পক্ষে, ইহা প্রাচীন বিধিলিঙের উপর কর্ম্ম-বাচ্যের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পদ[৩]।

হিন্দীর 'কপড়া চাহিয়ে' = বাঙ্গলা 'কাপড় চাই,' এই বাক্য-দ্বয়ে 'চাহিয়ে' বা 'চাই' শব্দ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া ; 'চাই' = 'চাহিয়ে' = প্রাকৃতে '* চাহিঅই, চাহিয়দি' ; 'চাহ্' ধাতুর সংস্কৃত রূপ মিলে না ; মিলিলে, সংস্কৃত-রূপ '* চহ্যতে' বা '* চহ্যতে' এই প্রকার হইত। বাঙ্গলায় 'কি চাই'-এর সঙ্গে, 'কি চাও' এই বাক্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, 'কি চাই' = কিং প্রার্থ্যতে, ও 'কি চাও' = কিং প্রার্থয়ধ্বে ; 'তোমার আসা চাই' = তব আগমনং প্রার্থ্যতে। আধুনিক হিন্দীতে '-ই-, -ঈ-, -ইজ-, -ঈজ-' যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুপ্ত-প্রায় হইলেও, প্রাচীন হিন্দীতে ইহার প্রয়োগ বিশেষ প্রবল ছিল। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' পুস্তকে যে-সকল কবিতার সংগ্রহ আছে, সেগুলির অধিকাংশের ভাষাকে এক রকম প্রাচীনতম যুগের হিন্দী (পশ্চিমা হিন্দী) বলা যাইতে পারে ; এই ভাষায় প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-ভাবে বর্ত্তমান। রাজস্থানীর সঙ্গে তুলনা করিলে, আধুনিক হিন্দীতে এই কর্ম্ম-বাচ্যের লোপ একটু

১। L. P. Tessitori- Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, §136, (Indian Antiquary, 1915) দ্রষ্টব্য। R. L. Turner কিন্তু Journal of the Royal Asiatic Society, 1916, p. 227তে গুজরাটীর 'করীএ' প্রভৃতি বহু-বচন ক্রিয়া-পদের অন্য-রূপ ব্যাখ্যার প্রয়াসী হইয়াছেন : কুর্ম্মঃ = করিমো = করিমু = করী = করী + প্রথম পুরুষ বহু-বচনের 'এ'-প্রত্যয় = করীএ।

২। Wilson Philological Lectures (1877), Bombay, 1914, p. 227 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 901 ff.

৩। এ-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—A.R. Hoernle—Comparative Grammar of the Gaudian Languages, §§ 480, 481, 499.

বিশেষ করিয়াই দৃষ্টিতে লাগে। পুরাতন মারহাট্টীতে '-ইজ-' কর্ম্ম-বাচ্য প্রচলিত ছিল[১]। আধুনিক মারহাট্টীতে ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

§ ৫। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের[২] বাঙ্গলায়, ও মাগধী-প্রাকৃত-সম্ভূত, বাঙ্গলার ভগিনী-স্থানীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায়, প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য কত-দূর রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গলা ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার যুগের বাঙ্গলা ভাষা বা সাহিত্য আলোচনা করিবার কোন উপকরণই আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু ঐ সালে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক দুই-খানি বই প্রকাশিত হয়; ঐ দুই বইয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গলার আলোচনার জন্য কতকগুলি অতি মূল্যবান্ বস্তু বা উপকরণ বাঙ্গলা ভাষানুশীলন-কারীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বই দুইখানি হইতেছে, [১] মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'; এবং [২] শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য।

§ ৬। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই কয়-খানি প্রাচীন পুথী প্রকাশিত হইয়াছে : [ক] 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়'; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কতকগুলি 'চর্য্যাপদ' বা গান; পুথীতে ৫০টী গান ছিল, কিন্তু কতকগুলি পাতা খণ্ডিত বলিয়া আমরা ৪৭টি মাত্র গান পাইয়াছি। এই গানগুলি প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত; এবং এই ভাষাই হইতেছে প্রাচীনতম যুগের বাঙ্গলা, বা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। [খ] ও [গ] সরহ বা সরোজ-বজ্রের এবং কাহ্নু বা কৃষ্ণ-পাদের 'দোহাকোষ'; এই দুইখানি দোহা-কোষে কোনও প্রাকৃত-জ ভাষায় কতকগুলি গান ও দোহা আছে; ইহাদের সংস্কৃত টীকাও আছে। গান ও দোহাগুলির বিষয়, চর্য্যাপদগুলিরই মত, সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাধনার বিষয়। এই দুই দোহা-কোষের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকার পশ্চিমা অপভ্রংশ; এবং এই ভাষা বাঙ্গলা নহে। [ঘ] 'ডাকার্ণব' বা 'মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজ্য'; এই বইখানি খণ্ডিত, ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক ও একটী প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত বহু বাক্য আছে; সংস্কৃত ছায়া বা টীকা না থাকায়, এই প্রাকৃত-জ ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়া আছে; ইহাও মূলে কোনও পশ্চিমা অপভ্রংশ, বাঙ্গলা নহে।

১। ভাণ্ডারকর-কৃত Wilson Philological Lectures, pp. 226-227.

২। আলোচনার সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : [১] প্রাচীন যুগ : বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি (অর্থাৎ বাঙ্গলার বিশেষ রূপের বিকাশ ও ইহার স্বস্থ-স্থানীয় অন্য ভাষা হইতে পার্থক্য-ভাব) হইতে তাহার সাধারণ-রূপ-ধারণ পর্য্যন্ত ; মোটামুটি ৯০০ বা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ; [২] মধ্য যুগ : যে যুগে বাঙ্গলা ভাষা দাঁড়াইয়া যায়, ও উচ্চারণ- ও ব্যাকরণ-গত কতকগুলি নূতন রীতি ইহাতে আসিয়া পড়ে : মোটামুটী ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত ; এই ৬ শত বৎসরকে আবার সন্ধি-ক্ষণীয় (Transitional), আদিম, মধ্যম ও অন্ত্য, এই চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১২০০-১৩০০ ; ১৩০০-১৫০০ ; ১৫০০-১৭০০ ; ১৭০০-১৮০০) [৩] আধুনিক যুগ—১৮০০র পরে। (এই যুগ-বিভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা- ও বিচার-সাপেক্ষ ; এক্ষণে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নহে।)

চর্য্যাগুলির ভাষাই প্রাচীন বাঙ্গলা; শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা ১০ম-১১শ শতকের ভাষা; আমার ধারণা, ইহাকে ১০ম হইতে ১৩শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার নমুনা হিসাবে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইতে পারে[১]। দোহাকোষ-দ্বয়ের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ, চর্য্যাপদের ভাষা হইতে কিছু প্রাচীন; খ্রীষ্টীয় ৯-১০ শতকের যুগে এই প্রকারের ভাষা মধ্য-দেশে ও রাজস্থান এবং গুজরাট অঞ্চলে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আধুনিক পশ্চিমা-হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাটী, এই শৌরসেনী অপভ্রংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, এবং পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দুস্থানী, ব্রজভাখা প্রভৃতি) এই শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ সেই যুগের হিন্দীর মত ছিল। পূর্ব্ব-ভারতে কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত না হইলেও, সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মত ইহা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত।

১। চর্য্যাপদের ভাষা বাঙ্গলা কি না, এ-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আলোচনা-কারীদের মধ্যে এক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র চারিখানি বইয়ে যে একাধিক ভাষা বিদ্যমান আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চর্য্যাপদের ৪৭টী গান আমরা পুথীতে যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে মূলের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছে; পুথী লেখা হইয়াছিল নেপালে; নকলকার যে বাঙ্গলা বা গানের ভাষা জানিতেন না, তাহা বেশ বুঝা যায়; মূলের পাঠ যে বহু-স্থলে লিপিকর-প্রমাদ-প্রসূত, তাহা টীকায় প্রদত্ত পাঠ দেখিলেই ধরা যায়। কিন্তু গানগুলির ভাষাতে যে বিশিষ্টরূপে বাঙ্গলার ছাঁচ বিদ্যমান, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না। গানের ভাষার ব্যাকরণে এই কয়টী প্রধান বাঙ্গলা ভাব: কর্ত্তৃকারকে ও করণে 'এ, এঁ' প্রত্যয়; সম্প্রদানে 'রে'; অধিকরণে—'এ, ত, তে, তেঁ'; সম্বন্ধ-কারকে 'র, এর'; ক্রিয়াপদে অতীতে 'ইল', ভবিষ্যতে 'ইব' (বিহারীর মত 'অল' 'অব' নয়—তবে 'অব' দুই এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে); অসমাপিকা ক্রিয়া—'ইআ' 'ই'; কার্য্যান্তর-সাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়ায়—'ইলে'; এবং '-অন'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-নামের বাহুল্য লক্ষণীয়। এইগুলি হইতেছে বাঙ্গলার বিশেষ রূপ। এতদ্ভিন্ন এই ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা সহজেই মধ্য যুগের বাঙ্গলার ও আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গলার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় গানগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টির বাঙ্গলা প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। ইহার কতকগুলি বাক্য-রীতি বিশেষ-ভাবে বাঙ্গলা; এবং গানের অনেক পদের বা কলির ছায়া মধ্য যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে বিদ্যমান; একটী দৃষ্টান্ত: ৬ সংখ্যক চর্য্যাপদে:—'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী': শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, ১৮ পৃষ্ঠায়, 'চারি পাস চাহেঁ। যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী'; ৮৮ পৃষ্ঠায় 'আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।' কবিকঙ্কণে, 'হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে' (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৫৪)।

চর্য্যার গানে যে সকল ছবি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, সেগুলি বাঙ্গলা-দেশের; নৌকা, গুণ-টানা, নদী লইয়া এত উপমা তো বাঙ্গলা-দেশের বাহিরে পাওয়া যায় না। ইহাতে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাঙ্গলার কথা আছে। সহজিয়া ধর্ম্ম, ও সহজিয়া ঢঙের গান রচনা করা ধারাবাহিক-রূপে বাঙ্গলা-দেশেই প্রচলিত; বৈষ্ণব-পদাবলী, দেহ-তত্ত্বের গান, বাউলের গান, শ্যামা-সঙ্গীত, এ-সবের আদিতে এই চর্য্যাপদ ও তজ্জাতীয় গান। বাঙ্গলা-ভাষী জাতির জাতীয়তার উন্মেষ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে; তাহার আগে বাঙ্গলা-ভাষা গড়িয়া উঠে নাই; তাই বাঙ্গলা-দেশের লোকে তখনকার যুগের একটা বড় সাহিত্যের ভাষা, পশ্চিমা অপভ্রংশ, ব্যবহার করিত; এবং লুই, কাহ্ন, ভুসুকু প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে আরম্ভ করিলেও এই পশ্চিমা অপভ্রংশের রেওয়াজ অন্তর্হিত হয় নাই। কাহ্ন, সরহ প্রভৃতি ইঁহারা নিজ মাতৃ-ভাষা বাঙ্গলায় এবং পশ্চিমা অপভ্রংশে, এই দুইয়ে গান ও

§ ৭। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', বাঙ্গলা ভাষার মধ্য যুগের প্রাচীনতম পুস্তক। চর্য্যাপদে বাঙ্গলা ভাষা তখনও তরল অবস্থায়,কিন্তু বাঙ্গালা মূর্ত্তি ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা একেবারে বিশিষ্ট, সুপরিজ্ঞাত বাঙ্গলা ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পুথীতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন-লিপিবিৎ পণ্ডিতের অভিমত অনুসারে, খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৪০০র মধ্যে লিখিত; পুথীখানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক। সৌভাগ্য-ক্রমে, পুথীখানি প্রাচীন বলিয়াই আমরা ১৪শ শতকের বাঙ্গলার বিশুদ্ধ নিদর্শন পাইতে পারিয়াছি। অন্যথা, বাঙ্গলার অন্যান্য প্রাচীন কবির ভাষার মত, পরবর্ত্তী পুথী-পরম্পরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে আসিতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন ভাষা আধুনিক বাঙ্গলার রূপ ধরিয়া বসিত।

চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা—ইহাদের ছন্দঃ, বর্ণ-বিন্যাস ও পদ-সাধন, সমস্তই ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিপোষক[১]। ইংরেজী ভাষার ইতিহাস আলোচনায়, লায়ামন, ওর্‌ম্‌ ও চসারের ভাষার তথা আংগ্লো-সাক্‌সনের যে স্থান, বাঙ্গলা-ভাষানুশীলনে যথা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ও চর্য্যাপদের ভাষারও ঠিক সেই স্থান।

কবিতা রচিয়া গিয়াছেন; যেমন পরবর্ত্তি-যুগে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, নিজ মাতৃ-ভাষা মৈথিলে, ও পশ্চিমা অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট ভাষায়ও লিখিয়াছেন। পশ্চিমা ভাষার বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলা-দেশে থাকার দরুন, চর্য্যাপদের বাঙ্গলায় কতকগুলি পশ্চিমা ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের রূপ আসিয়া গিয়াছে; যেমন—'কিউ'= কৃত, করিল, প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ হইবে 'কৈল'; 'চলিউ'=বাঙ্গলা 'চলিল'; 'জো সো'=বাঙ্গলা 'জে সে'; 'তসু'= তস্য,=বাঙ্গলা 'তা', বা 'তাহ-র' ইত্যাদি; ইহা খুবই সম্ভব যে, নেপালে বাঙ্গলা-ভাষায় অনভিজ্ঞ নকল-নবীশের হাতে পড়িয়া গানগুলিতে বাঙ্গলা রূপের পরিবর্ত্তে পশ্চিমা অপভ্রংশের রূপ আসিয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদের ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ইহা প্রাচীন বাঙ্গলা; চর্য্যার ভাষা 'প্রাকৃত' বা 'অপভ্রংশ' নহে, কারণ ইহাতে প্রাকৃতের দুই ব্যঞ্জনকে সংক্ষেপ করা হইয়াছে: যেমন—বর্ত্ম > বট্ট > বাট; ধর্ম্ম > ধম্ম > ধাম; আয়াত+ইল+ক > আয়িল > আয়িল, আইল; শয্যিকা > সেজ্জিঅ > সেজি; ইত্যাদি। এই লক্ষণ আধুনিক আর্য্য-ভাষার লক্ষণ। ইহা একটি মিশ্র বা 'খিচুড়ী' ভাষা নহে, কারণ (অপভ্রংশ-প্রভাবের ফলে আগত রূপগুলি ভিন্ন) ইহার সমস্ত রূপ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস ধরিয়া দেখিলে সহজেই ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কেবল চর্য্যাপদের ভাষাকেই বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৫, পৃষ্ঠা ২১)। জারমানির বোন্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারমান য়াকোবি মহাশয় তৎ-সম্পাদিত 'সনৎকুমার-চরিত' নামক পশ্চিমা অপভ্রংশ কাব্যের ভূমিকায় চর্য্যাপদের ভাষা যে 'নিঃসন্দেহ-রূপে' বাঙ্গলা, এ-বিষয়ে আমার সহিত এক-মত হইয়াছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সংশয়-প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।) কিন্তু বঙ্গ-ভাষানুশীলন-কারীদের অগ্রণী, বহুশাস্ত্র-বিৎ শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমরা এক-মত হইতে পারি না; নিরপেক্ষ বিচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রামাণিকত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। ২৬ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের ন্যায় প্রাচীন-সাহিত্যানুশীলক ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া অনুকূল রায় দিয়াছেন।

§ ৮। সরহ ও কাহ্নের দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষায়, '-ই-, -ইজ্জ-, -ঈজ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার কতকগুলি উদাহরণ মিলে; যেমন—'পুরাণেঁ বক্‌খানিজ্জই' ('বৌদ্ধগান ও দোহা,' পৃঃ ৮৯)=পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়; 'সো মাই কহিজে' (পৃঃ ১০৩; ='সো মইঁ কহিজ্জই')=তাহা মৎ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়; 'সো পরমেস্থরু কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৩)=সে পরমেশ্বর [এর বিষয়] কাহাকে কহা যায়; 'বিসয় রমন্ত ণ বিসঅ বিলিপ্যই (=বিলিপ্পই)' (পৃঃ ১০৫)=বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ে লিপ্ত হয় না (বিলিপ্যতে); 'দেব পি (=বি) জ্জই (=জই) লক্‌ (=লক্‌খ) বি দীসই, অপ্যণু (=অপ্পণু) মারীঈ, স [কি] করিঅই' (পৃঃ ১০৬) =যদি (জই) দেবতাও সাক্ষাৎ (লক্ষ) দৃষ্ট হন (দীসই=দিস্‌সই=দিস্‌সদি=দৃশ্যতে), নিজে (অপ্পণ্) সে মরে (মারীঈ=মারীঅদি=ম্রিয়তে), কিই ব করা হয় (করিঅই=ক্রিয়তে); 'কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৯)=কাহাকে কহা হয়; 'অইসো সো নিব্বাণ ভণিজ্জই জহি মন মানস কিং পি ন কিজ্জই' (পৃঃ ১২৯)=সেই নির্ব্বাণকে এমন বলা হয়, যেখানে মন কিংবা মন-জাত কিছুই করা হয় না; 'জই পবন-গমন-দুআরে দিত তালা বি ভিজ্জই, জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিব হো কিজ্জই' (পৃঃ ১৩০)—যদি পবন-গমন-দুয়ারে দেওয়া তালাকে ভেদ করা হয় (ভিদ্যতে), যদি তার (সেই) ঘোর আঁধারে মনকে প্রদীপও করা হয়; ইত্যাদি।

§ ৯। দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশে '-ই-'প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা গেলেও, '-ইজ্জ-'প্রত্যয়েরই প্রয়োগ বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার উদাহরণ আছে; এখানে কিন্তু '-ই-'র ব্যবহার মিলে, '-ইজ্জ-'র নহে; '-ই-' ভিন্ন, পূর্ব্ব-ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত '-য়'-কারের দুইটী নিদর্শন আছে। যেমন—'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই' (চর্য্যা ১)= সকল-সমাধ্যা কিং ক্রিয়তে; 'হরিণা হরিণির নিলয় না জানী' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য হরিণীকরঃ (=হরিণ্যাশ্চ) নিলয়ঃ ন জ্ঞায়তে; 'হরিণার খুর ন দীসঅ (দীসই)' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য-করং (=হরিণস্য) ক্ষুরং ন দৃশ্যতে; 'পারিঅই' 'ভারিঅই' (চর্য্যা ২৬)=প্রাপ্যতে, ভাব্যতে; 'দুহিঅ' (চর্য্যা ৩৩)=দুহ্যতে; 'ছিজই' (চর্য্যা ৪৫)=ছিদ্যতে। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন প্রত্যয়-মূলক রীতিরই বহুল প্রসার লক্ষিত হয়। বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য চর্য্যাপদে অন-প্রত্যয়ান্ত নাম-শব্দের সহিত 'জা' বা 'যা' ধাতু যোগে নিষ্পন্ন হয়; যেমন 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২)=ধরণ না যায়, ধরা যায় না।

'-ই-, -ইজ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশে বিদ্যমান; খুব সম্ভব, মাগধী অপভ্রংশ, যাহা হইতে বাঙ্গলার উদ্ভব, তাহাতে '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল না, মাত্র '-ইঅ-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যেরই ব্যবহার ছিল। মাগধী অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা এই প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই বাঙ্গলা-ভাষীদের কাছে ইহার প্রকৃত স্বরূপ লুপ্ত হইয়া যাইতে থাকে। 'যা' ধাতুর সাহায্যে বিন্যস্ত বাক্য-মূলক কর্ম্ম-বাচ্যের উদ্ভব ও প্রচারকে এই লোপের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ১০। ৪৭টী চর্য্যাপদে '-ই-' কর্ম্ম-বাচ্যের উদাহরণ নিতান্ত কম নয়, প্রায় ২০টী পাওয়া যায়। মধ্য যুগের বাঙ্গলায় এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য প্রাচীন রীতির ধারা বজায় রাখিয়া আসিবার

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই প্রত্যয় আর জীবিত নয়, ইহা প্রাচীনের মুমূর্ষু চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙ্গলা-ভাষীদের ভাষাত্ম-বোধে আর এই প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের স্থান নাই; তাই ইহা বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলন-কারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। যতই বাঙ্গলা ভাষা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের দিকে আগুয়াইয়া আসিতেছে, ততই এই প্রত্যয়ের সত্তা দুর্ব্বল ও দুজ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছে দেখা যায়। অবশেষে এই প্রত্যয়, বর্ত্তমান উত্তম পুরুষের প্রত্যয়ে জড়িত হইয়া, সম্পূর্ণ-রূপে কর্ত্তৃ-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়।

§ ১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে '-ই-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের বহু নিদর্শন আছে। কতকগুলি উদ্ধৃত হইল :—

পৃঃ ১৯—'যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল—হেন কাম না করিএ।'

('করিএ'=করিঅই=ক্রিয়তে; এরূপ করা হয় না, করা ঠিক নয়।)

পৃঃ ৫৭—'আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।

(অভিমন্যুঃ বীর ইতি ত্রিভির্লোকৈঃ ভদ্রং জ্ঞায়তে=জাণিঅদি, জাণিঅই, 'জাণী'।)

পৃঃ ৫৯—'দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।'

('সাধিএ'—তৎসম 'সাধ্' ধাতু, কর্ম্মবাচ্যে=দান সাধা হয়।)

পৃঃ ১১৮—'ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুই হাথে না খাইএ।'

('খাইএ'=খাইঅই, খাদিঅদি, (খাদ্যতে); দুই হাতে খাওয়া হয় না, দুই হাতে খাওয়া ঠিক নয়)।

পৃঃ ১৩৭—'আপণা রাখিএ আপণে।'

('রাখিএ'=রক্‌খিঅই=রক্ষ্যতে; আত্মা রক্ষ্যতে আত্মনা।)

পৃঃ ১৪৫—'না এর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ॥'

('দেখিএ'=দেক্‌খিঅই= * দৃক্ষ্যতে=দেখা হয়, দৃষ্ট হয়)

পৃঃ ১৮৪—'বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।' ('পাইএ'=পাবিঅই=প্রাপ্যতে।)

পৃঃ ১৮৫—'গোপত কাজত কাহ্নাঞি ছয় আখি বারী।' ('বারী'=বারিঅই=বার্য্যতে।)

পৃঃ ২৮৯—'পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন ঘুসিএ জগতজনে ল।'

('ঘুসিএ'=ঘোসিঅই=ঘুষ্যতে, ঘোষিত হয়।)

পৃঃ ৩৬৭—'সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ, জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে॥'

('জুড়িএ'=জোড়া হয়; তাপে, বাপে=করণে তৃতীয়া।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে এই প্রকারের '-ইএ-, -ইয়ে-' প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া মিলিলে, সাধারণ বাঙ্গালী এই '-ইএ-'কে বর্ত্তমান উত্তম-পুরুষের '-ই-' প্রত্যয়-রূপেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, ও '-এ-'কে ছন্দোরক্ষার জন্য আনীত অক্ষর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'পাইএ' 'করিএ' প্রভৃতি পদ খাঁটী কর্ম্ম-বাচ্যের পদ; কর্ম্ম-বাচ্যে ইহাদিগকে ধরিলে, উদ্ধৃত বাক্যগুলির যে সহজ ও সরল সমাধান হয়, উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া করিয়া ধরিলে তাহা হয় না। 'পাইএ, করিএ' প্রভৃতি আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলা ভাষার পদ, চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলা 'পারিঅই, করিঅই'-এর পরিবর্ত্তিত রূপ; = প্রাকৃতে 'পারিঅই, করিঅই' < * 'পারিঅদি, করিঅদি < * পাপিঅতি, করিঅতি < * প্রাপ্যতি, * কর্য্যতি < প্রাপ্যতে, ক্রিয়তে।

প্রা-বাং তে কর্ম্ম-বাচ্য মুমূর্ষু অবস্থায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলার কর্ত্তৃ-বাচ্যের উত্তম-পুরুষের সহিত রূপ-সাদৃশ্যে দুইয়ে গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ-ক্ষেত্রে গুজরাটীতে যাহা ঘটিয়াছিল—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে > অমে করীএ', অর্থাৎ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার ক্রমে কর্ত্তৃ-বাচ্যে পরিণতি, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে (§ ৩)।

§ ১২। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির যুগে (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গলার ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থায়), কর্ত্তৃ-কারকের ও করণের মধ্যে গোলমাল ঘটিয়াছিল। এই দুই সম্পর্কের সংমিশ্রণ আধুনিক বাঙ্গলায়ও বিরল নয়। সর্ব্বনাম হইতে উদাহরণ লওয়া যাউক্; সংস্কৃত 'অহম্' শব্দে স্বার্থে '-ক' যোগ করিয়া প্রাচীন প্রাকৃতে 'অহকং' রূপ সৃষ্ট হইল; 'অহকং' অশোকের গৌলিলিপিতে 'হকং' রূপে পাওয়া যায়। 'হকং' হইতে প্রা-বাং-তে 'হউঁ' (হকং > *হগং > * হঅং > * হৱং > হউ); 'হউঁ' চর্য্যাপদে 'হাউঁ' এই রূপে মিলে। যেমন, 'তু লো ডোম্বী হাউঁ কাপালী' (চর্য্যা ১০); 'এত কাল হাউঁ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ' (চর্য্যা ৩১)। প্রা-বাং তে 'হাঁউ'এর পাশাপাশি 'মইঁ, মই' রূপও প্রচলিত ছিল; 'মইঁ' < সংস্কৃত 'ময়া' + তৃতীয়ার '-এন' = '*ময়েন'। আদিম-মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এই 'হউঁ' লুপ্ত হয়, 'মইঁ, মুই, মুঞি' তাহার স্থান লয়: প্রথমার 'হউঁ' ও তৃতীয়ার 'মইঁ' দুইয়ে মিলিয়া যায়, 'মইঁ'-ই দাঁড়াইয়া যায়। ('আহ্মা' 'আহ্মী' মূলে বহু-বচনের সর্ব্বনাম; ইহা মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এক-বচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে: আহ্মা < অম্হ-; আহ্মী < অম্হেহি, অম্হহি < অস্মাভিঃ)। 'হউঁ' লোপ পাইল বটে, কিন্তু ভাষায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেল; নিষ্ঠা '-ত' + '-ইল-' প্রত্যয়-যুক্ত যে অতীত কালের ক্রিয়া মাগধী অপভ্রংশে উদ্ভূত হয়, যাহা হইতে বাঙ্গলার অতীতের 'ইল' প্রত্যয় ('চল্' ধাতু + 'ত' = চলিত; চলিত + ইল = চলিঅ + ইল্ল, চলিল্ল = চলিল, চলিলা), তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় উত্তম-পুরুষে 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিল, চলিলা + হঁউ > চলিলহোঁ, চলিলাহোঁ > চলিলওঁ, চলিলাওঁ, চলিলোঁ > চলিলুঁ, চলিলুঙ, চলিলুম > চ'ললুম, চলিমু, চন্নু' ইত্যাদি। তদ্রূপ, 'তব্য'-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ, যাহা বাঙ্গলা ও উড়িয়াতে 'ইব' প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়া গেল, তাহাতেও 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিতব্য = চলিঅব্ব, চলিব; চলিব, চলিবা + হউঁ > চলিবহোঁ, চলিবাহোঁ > চলিবোঁ > চ'ল্বো, > চলিমু, চ'ল্মু'; ইত্যাদি। মধ্যম-পুরুষেও তদ্রূপ 'ত্বং' > 'তু', ক্রমে তৃতীয়ার 'ত্বয়া' + '-এন' > * 'ত্বয়েন' > 'তই, তুই' কর্ত্তৃক দূরীভূত হইল।

তদ্ভিন্ন, আধুনিক অন্যান্য আর্য্য ভাষার মত, প্রা·বাংতেও সকর্ম্মক ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে '-ত-' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিত; এবং কর্ত্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে (করণ কারকে) হইত : যেমন—'ময়া পুস্তিকা পঠিতা' = '* মই পোথী পঢ়িলী,' পরে 'মই পুথী পঢ়িলা + হউঁ = পঢ়িলাহোঁ, পড়িলুম'। অকর্ম্মক ক্রিয়ায় কিন্তু ক্রিয়া কর্ত্তারই বিশেষণ-স্থানীয় ছিল, কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিত : যেমন 'অহং চলিতঃ' = '* হউঁ চলিল'; 'রাধিকা চলিতা' = 'চলিলী রাহী'। 'হউঁ চলিল'—এখানেও 'হউঁ' ক্রমে 'মই' কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইল; কর্ত্তৃ-কারক ও করণ-কারকে ভেদ না করিবার অভ্যাস এই রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার অন্যতম কারণ[১]। তদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গলায় ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রথমা ও তৃতীয়ার রূপের পার্থক্য বড় একটা ছিল না; উভয়েরই প্রত্যয় ছিল '-এ'; তৃতীয়ার মূল প্রত্যয় হইতেছে সানুনাসিক '-এঁ' (= সংস্কৃত '-এন'), কিন্তু '-এঁ' প্রথমাতে (কর্ত্তৃ-কারকে) ও যুক্ত হইত। এই-সব কারণে প্রাচীন বাঙ্গলায় ক্রিয়া-পদের কর্ম্ম-বাচ্য হইতে কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন সহজ হইয়াছিল। কর্ত্তৃ-বাচ্য হইতেছে সরল, সহজ বাক্য-রীতি; কর্ম্ম-বাচ্যে বিতর্কের স্থান আছে; কর্ম্ম-বাচ্য ভাবের বিশ্লেষণের ও চিন্তার অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সহজেই ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে; বিশেষ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে (অর্থাৎ ভাব-বাচ্য সম্বন্ধে) এই বিচারের কথা বেশী করিয়া খাটে। প্রা-বাং ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলাতে ভাব-বাচ্যের সূক্ষ্ম ধারাটুকু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির লোকে সহজেই তাহাকে প্রথম পুরুষের কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন করিতে পারিলে খুশী হয়। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, 'পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ' (পৃঃ ৩৬৪)—এখানে 'জাইএ, পাইএ' = গম্যতে, প্রাপ্যতে; গম্যতে = 'কোনও অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক গমন-ক্রিয়া সাধিত হয়'—এইরূপ বিচার-মূলক ধারণার পরিবর্ত্তে, 'লোকে যায়', 'মানুষে যায়' এইরূপ সরল ধারণাই সহজ; কাজেই ভাব-বাচ্যের ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল।

§ ১৩। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ সুপ্রচুর। আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল; এগুলি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত হইল।

ব-সা-প, ২য় খণ্ড—চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে—

'নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে'। ('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = দৃশ্যতে)।

'অবলা পরাণে এত কি সহিএ'। ('সহিএ' = সহা হয়, সহা যায়)।

'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দে'।

('কাটিয়ে দে' < কাটিঅই দেহ = কট্টিঅই, কট্টিঅদি, কৃত্যতে দেহঃ = দেহ কর্ত্তিত হয়)।

১। এখানে অনেকে মাগধী অপভ্রংশের উপর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব দেখেন। তিব্বতী প্রভৃতি ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় কর্ত্তা বরাবরই তৃতীয়ায়, অর্থাৎ করণ হইতে কর্ত্তা অভিন্ন; এ সম্বন্ধে Jaeschke কৃত Tibetan Grammar (1883), § 30 দ্রষ্টব্য।

'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ।' ('শুনিএ'=শুনিঅদি, শ্রুত হয়।

ব-সা-প—পৃঃ ১২২৩—

'সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।

ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হইতে॥......

হরি-ভক্তি-বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।

বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা পাইয়ে পার॥'

('জানি'=জানিঅই=জ্ঞায়তে; 'পাইয়ে'=প্রাপ্যতে)।

পৃঃ ৮৪৪—'যে অঙ্গ দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার।' ('দেখিএ'=দৃষ্ট হয়)।

'বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি।' ('জানিএ'=জ্ঞায়তে)।

§ ১৪। পুরাতন বাঙ্গলায় এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। মাগধী-অপভ্রংশ-সম্ভূত অন্য ভাষা-দ্বয়ে, মৈথিলী ও উড়িয়াতেও, এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্য মিলে। যথা—

মৈথিলী (বিদ্যাপতির পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)—

৯—'লখই ন পারিঅ জেঠ কনেঠ।'

(জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা দেখিতে পারা যায় না)।

১৪—'জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ।'

(যতটা দৃষ্ট হইল, ততটা বলিতে পারা যায় না)।

৩০—'পঢ়হি ন পারিঅ আখর-পাতি।'

(অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারা যায় না)।

৩৩—'সে নহি দেখল জে দিয় উপামা।'

(তাহা দেখা গেল না, যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়)।

৪৮—'সব তহ সুনিঅ ঐসন বেরহারা।'

(তার যে এমেন ব্যবহার, ইহা সবাইয়ের কাছে শুনা যায়)।

৬০—'মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাবন, জে দিঅ তহিক উপাম রে।'

(মধুরিপুর মত শোভন এমন কিছু দেখা যায় না, যার সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া যায়)।

৬৭—'ন জানিয় কিয় করু মোহন চোর।'

(মোহন চোর যে কি করিল তাহা জানা যায় না)।

উড়িয়া (জগন্নাথ-দাসের ধ্রুব-চরিত্র, কাঁথী সংস্করণ)—

পৃঃ ৫—'কম্পিই তাহার নিজ দেহী।' ('কম্পিই'=কম্প্যতে, কামুত হয়)।

পৃঃ ৩৩—'দেহ-মান দিশই খর্জ্জুর-বৃক্ষ প্রায়।' ('দিশই'=দৃশ্যতে)।

পৃঃ ১১—'দশ দিশ অন্ধকার, কিছি হি ন দিশি।' (=দৃশ্যতে)।

ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত আসামী ও বাঙ্গলায় বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না—বাঙ্গলা-আসামী,

উড়িয়া, মৈথিল-মগহী, ভোজপুরিয়া, এই কয় মাগধী-সম্ভূত আধুনিক ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মাগধী-অপভ্রংশে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-রূপে বিদ্যমান ছিল।

§ ১৫। আধুনিক বাঙ্গলার কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্য, যেখানে কর্ত্তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না, মূলে '-য়-'>'-ইঅ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়াই মনে হয়। যেমন, 'কাপড় ছিঁড়ে', 'বাঁশ ভাঙ্গে,' 'শাঁখ বাজে', 'হাঁড়ী ভরে' ইত্যাদি। এখানে 'ছিঁড়ে, কাটে, ভাঙ্গে, বাজে, ভরে' প্রভৃতি ক্রিয়াকে মূলতঃ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাকৃতে 'ছিণ্ডিঅই, কট্টিঅই, ভঙ্গিঅই বা ভজ্জিঅই, বজ্জিঅই, ভরিঅই,' আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলার 'ছিণ্ডিএ, কাটিএ, ভাঙ্গিএ, বাজিএ, ভরিএ'; পরে কর্ত্তৃ-বাচ্যে রূপান্তরিত হইয়া, আধুনিক বাঙ্গলা বৈয়াকরণদের নিকট কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-বাচ্য নামে পরিচিত। সংস্কৃতেও ঐরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়[১]; যেমন 'যবঃ পচ্যতে' = যব পাকে; 'লোষ্টাঃ শীর্য্যন্তে' = মাটির ঢেলাগুলি ভাঙ্গে।

§ ১৬। আধুনিক বাঙ্গলার সাধারণ নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুক্কায়িত আছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গলার 'এ কাজ করে না,' 'জর হ'লে নায় না', 'রবিবার দিন মাছ খায় না' প্রভৃতি বাক্যে, 'করে', 'খায়', 'নায়', আপাতদৃষ্টিতে কর্ত্তৃ-বাচ্যে প্রথম পুরুষ বর্ত্তমানের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে—

> পৃঃ ১৮৫—'লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞি আরতি না করী।'
>
> পৃঃ ২৩৬—'প্রভু হয়িআঁ হেন না করী।'
>
> পৃঃ ২৫৭—'কেহ তার না কহিএ মরণে।'

মধ্য-যুগের বাঙ্গলা উদাহরণগুলিতে '-ইঅ-' প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; এবং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আদৌ এই প্রয়োগ ছিল কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ। 'এ কাজ করে না'<'এ কাজ করিএ না' = প্রাকৃতে 'এঅং কজ্জং ণ করিঅই' = 'এতৎ কার্য্যং ন ক্রিয়তে'। যেমন অন্য অবস্থায় ঘটিয়াছে, কর্ম্ম-বাচ্য ক্রমে কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনীত হইয়াছে। যেখানে বক্তব্য ক্রিয়া বা ঘটনা কোনও কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না, বা কর্ত্তার উপর নির্ভর করে না, সেখানেই এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ আইসে। বাঙ্গলা ভাষার বহু প্রবাদ-বাক্য নিঃসন্দেহ-রূপে এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্যময়। যেমন—

> 'জামায়ের জন্যে মারে হাঁস। গুষ্ঠী-শুদ্ধ খায় মাস॥'
>
> ('মারে হাঁস' = হাঁস মারিএ = হংস মারিঅই = হাঁস মারা হয়;
>
> 'খায় মাস' = মাস খাইএ = মংস খাইঅই = মাংস খাওয়া হয়)।
>
> 'এক দেয় বর দেখে। আর দেয় ঘর দেখে॥' (= দীয়তে কন্যা)।

§ ১৭। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায়, 'ইউ' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি ক্রিয়াপদ আছে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

১। J. S. Speyer, 'Vedische und Sanskrit-syntax,' § 169.

পৃঃ ১৪০—'নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ১৪১—'আনহ সকল সখিজন মেলী করিউ যুগতী।'

পৃঃ ১৪১—'পসার সাজিউ দধি দুধে, সেসি জীবার উপাএ।'

পৃঃ ২০৪—'নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে।'

পৃঃ ২৫৩—'যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখীগণে।'

পৃঃ ২৭০—'দধি বিকে জাইউ মথুরা।'

পৃঃ ২৯২—'সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর।'

পৃঃ ৩১০—'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ৩৪৫—'বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।'

পৃঃ ৩৪৭—'কদম তলাক জাইউ চিত্তের হরিষে।'

এই 'ইউ' প্রত্যয়ের দ্বারা বিধিলিঙ্ ও অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হইতেছে: 'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে'—এই বাক্যে, 'করিউ যতনে' কে কর্ম্ম-বাচ্যের অনুজ্ঞা বলিয়া বোধ হয়, = ক্রিয়তাম্ যত্নঃ। তদ্রূপ 'বারতা পুছিউ' = বার্ত্তা পৃচ্ছ্যতাম্; 'যাইউ' = গম্যতাম্। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এই 'ইউ-' প্রত্যয়ের উদ্ভব খুব সম্ভব কর্ম্ম-বাচ্যের '-ই-' তে অনুজ্ঞা প্রথম পুরুষের '-উ' (= সংস্কৃতের '-তু') যোগ করিয়া হইয়াছে। কর্ম্ম-বাচ্যের উত্তম পুরুষ বর্ত্তমান '-ওঁ' প্রত্যয়, ও মধ্যম পুরুষের 'হু' প্রত্যয় (= সংস্কৃত -স্ব, আত্মনেপদী—'চলস্ব' = 'চলসু' > 'চলহু'), ইহাদের প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিয়া থাকিতে পারে।

[২] বাঙ্গলা ভাষায় বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১৮। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলার আর জীবন্ত নাই। যে পদ্ধতিতে এখন বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য সাধিত হয়, তাহা বিশ্লেষ- ও বাক্য-বিন্যাস-মূলক। যেমন—

[১] আমি দেখা যাই; [২] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়;

[৩] আমাকে, আমারে, আমায় দেখন যায়; [৪] আমি দেখা পড়ি; [৫] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা হয়; [৬] আমি দৃষ্ট হই।

উপরি লিখিত যে ছয় প্রকার উপায়ে কর্ম্ম-বাচ্যের ভাব বাঙ্গলায় প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে [১], [৪] ও [৬]-ই যথার্থ কর্ম্ম-বাচ্য, যেরূপ কর্ম্ম-বাচ্য ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়; এবং [২] [৩] ও [৫]-এর রীতি ঠিক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নহে, বরং ভাব-বাচ্যের। এই ছয় রীতির প্রচার বাঙ্গালায় খুবই সাধারণ; তবে ইহাদের অর্থ-ঘটিত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

§ ১৯। [১] 'আমি দেখা যাই'। ইহার বাক্য-বিশ্লেষ এই প্রকার—'আমি' সর্ব্বনাম কর্ত্তৃ-কারক + 'দেখা' = '-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া, + 'যা' ধাতু উত্তম পুরুষ। অতীতে 'দেখা গেলাম',

ভবিষ্যতে 'দেখা যাইব', ইত্যাদি। 'আমি দেখা যাই'—এইরূপ কর্তৃ-কারকের প্রয়োগ বাঙ্গলায় চলিলেও, ইহা বাঙ্গলার ঠিক ধাতুগত প্রয়োগ নয়। বিশেষতঃ, যখন ক্রিয়ার যথার্থ কর্ম্ম সু নির্দ্দিষ্ট, তখন কর্ম্ম-পদকে কর্ম্ম-বাচ্যীয় কর্তৃ-কারকে আনয়ন করা ঠিক বাঙ্গলার প্রকৃতি-সঙ্গত নয়। 'আমি দেখা যাই' অপেক্ষা, 'আমাকে দেখা যায়' অধিকতর স্বাভাবিক বাক্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেখানে কর্ম্ম অনির্দ্দিষ্ট, সেখানে '-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার সহযোগে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ সহজ ও সরল; যেমন 'দেখা যায়' (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'ইহা' উহ্য); 'যদি বলা যায়' (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'উহা' বা 'ইহা' বা 'কিছু' উহ্য); 'শোনা যাইতেছে' ('ইহা', 'উহা' 'কথা', 'শব্দ', 'আওয়াজ', 'গীত' ইত্যাদি উহ্য)।

কর্ম্ম বা ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ভাব-বাচ্যের প্রয়োগের দিকেই বক্তার বেশী প্রবণতা আসে। কর্ম্ম-বাচ্যীয় 'আমি মারা যাই'—এখানে 'মারা যাওয়া'র কোন ও বিশেষ অর্থ নাই—অস্পষ্ট অর্থ যে, আমি কোন ও বিপদে পতিত হই; কিন্তু ভাব-বাচীয় 'আমাকে মারা যায় (হয়)' এখানে 'মার' ধাতুর প্রহার অর্থে বিশিষ্ট ব্যবহার। মোটের উপর, 'মারা যাওয়া' এই যুক্ত ধাতু-দ্বয়ের দুই অর্থ, 'প্রাণত্যাগ করা' ও 'প্রহৃত হওয়া'; এবং বাঙ্গলায় ইহার ব্যবহার কতকটা স্বকীয় (idiomatic)।

এইরূপ প্রয়োগ (কর্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম + বিশেষণ ক্রিয়া + যা ধাতু) পুরাতন বাঙ্গলায়ও আছে; যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ৩৩—'তোহ্মা যাইবেঁ মার' = তুমি মারা যাইবে; পৃঃ ৭১—'বাঁন্ধিল জাই' = বাঁধা যায়। চর্য্যাপদের 'বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ' (চর্য্যা ৩৩) = বিকলাঙ্গ সংসার বর্দ্ধিত হইয়া যায়, তুলনীয় (এখানে অবশ্য সকর্ম্মক ক্রিয়া, অতএব কর্ম্ম-বাচ্য নহে)।

§ ২০। [২] 'আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়' : এই প্রয়োগে ক্রিয়ার একটু শক্যতার ভাব বিদ্যমান আছে। এখানে 'দেখা' পদের ব্যাখ্যা একটু কঠিন। সাধারণতঃ ইহাকে '-আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়; 'দেখা' = দেখন বা দর্শন; 'আমাকে দেখা যায়' = আমার বিষয়ে বা আমার সম্পর্কে দর্শন ঘটে। 'আমাকে দেখন যায়'—এই প্রয়োগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। কিন্তু এখানে 'দেখা' পদ খুব সম্ভবতঃ বিশেষণ ক্রিয়া, এবং সমস্ত বাক্যটী ভাব-বাচ্যে প্রযুক্ত : আমার সম্পর্কে কিছু দৃষ্ট হয় = আমাকে দেখা যায়। এইরূপ ভাব-বাচ্যে প্রয়োগ হিন্দীতে আছে; যেমন কর্তৃ-বাচ্যে—'লোগ মুঝে দেখতে হৈঁ' = লোকে আমায় দেখে; কর্ম্ম-বাচ্যে, 'মৈঁ দেখা জাতা হুঁ' = আমি দৃষ্ট হই; ভাব-বাচ্যে, 'মুঝ্‌কো দেখা জাতা হৈ' = আমাকে দেখা যায়।

এই ধাতু-যোগে সৃষ্ট বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের মূল কি? যা-ধাতু-যুক্ত এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতে পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে 'করিজ্জই' 'খাইজ্জই' 'দিজ্জই' প্রভৃতি '-ইজ্জ'- প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, তথা 'করিঅই, খাইঅই, দিঅই' প্রভৃতি '-ইঅ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান। অপভ্রংশের পরেই আধুনিক ভাষার যুগ; অপভ্রংশ-যুগের '-ইজ্জই' -প্রত্যয়ই, আধুনিক আর্য্য ভাষায় 'জাই' বা যা-ধাতু-যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপান্তরিত হইয়াছে, এরূপ বিচার অযৌক্তিক হইবে না। অপভ্রংশে 'মরিজ্জই' পদ, অর্থ-দ্যোতনায় 'মরই' = * মরতি * মরতে' এইরূপ পদের সহিত অভিন্ন। এক্ষণে কর্ম্ম-বাচ্যের কোনও ধারণা নাই। 'মরিজ্জই'

পদের উৎপত্তি সাধারণ্যে 'মরি+জই বা জাই=মরিয়া যায়', এইরূপ দাঁড়াইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। লোকের মনে, এখানে যা-ধাতুর অস্তিত্ব আছে, এরূপ ধারণা একবার হইয়া গেলে, সহজেই অন্য অকর্ম্মক ধাতুতেও যা-ধাতু-কে জুড়িয়া, ভাষায় নবীন উদ্ভূত ও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত সংযুক্ত-ধাতুর মত প্রযুক্ত হওয়া আরম্ভ হইল। যেমন 'চলি জাই, পড়ি জাই, ভাঁগি জাই' ইত্যাদি। এখনে 'চলি, পড়ি' প্রভৃতিকে অসমাপিকা-ক্রিয়া, নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া, এইরূপ নানাভাবে দেখা সহজ হইল। প্রথম প্রথম এইরূপ প্রয়োগে কর্ম্ম-পদ কর্ত্তৃ-কারকেই ব্যবহৃত হইত, পরে কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম-পদকে সম্প্রদানে আনিয়া, ভাব-বাচ্যে প্রয়োগের রীতি আসিয়া যায়; যেমন—'* হউঁ দেক্‌খিজ্জই'='*মই দেখি জাই'='*মুই দেখিআ জাই' ='আমি দেখা যাই'; পরে, 'আমাকে দেখা যায়'। উত্তম পুরুষে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগে খুব কমই আছে, এ কথা এস্থলে বলা দরকার; ইহার কারণ এই যে, উত্তম পুরুষ হইতেছে সুনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনাম; এবং যেখানে বাক্যে কিছুমাত্র অনির্দ্দিষ্ট-ভাব বিদ্যমান, সেই খানেই কর্ম্ম-বাচ্য ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাকৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের সহিত আধুনিক ভাষার কর্ম্ম-বাচ্যে √ যা-ধাতুর যে যোগ আছে, তাহা Beames বীম্‌স্ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন[১]। বাঙ্গলায় ক্রিয়ার যে শক্যতার ভাব √ যা-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যে বিদ্যমান, তাহাতে প্রাকৃতের বিধিলিঙের প্রত্যয় '-এজ্জ-'র কিছু প্রভাবও আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ৯-এর পারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'সংস্কৃত' '-য়-' প্রত্যয় (কর্ম্ম-বাচ্যে) '-ইঅ-' তে রূপান্তরিত হয়; '-ইজ্জ-', পশ্চিমা-প্রাকৃত ও পশ্চিমা-অপভ্রংশের রূপ। বাঙ্গলায় '-ইজ্জ-' > যা-ধাতুর প্রয়োগ পশ্চিমা-অপভ্রংশের প্রভাবের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

§ ২১। [৩] 'আমাকে দেখন যায়।' এই-প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন, এবং চর্য্যাপদের বাঙ্গলা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাঙ্গলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মিলে। 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২), 'কহণ ন জাই' (৩৫), 'লেপন জায়' (৪); শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—পৃঃ ৩৮ —'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'; ৫৮ পৃঃ—'প্রাণ ধরণ না জাএ।' মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ অজস্র। আধুনিক বাঙ্গলায়, পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক ভাষায় ইহার প্রয়োগ একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে এই প্রাচীন বাক্য-রীতি পূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য আধুনিক মাগধী ভাষাগুলিতে '-অন'-প্রত্যয়ান্ত নামের সহিত যা-ধাতু-যোগে নিষ্পন্ন এই বাক্য-রীতি আজ-কাল তাদৃশ মিলে না; ইহা বাঙ্গলা ভাষারই বিশেষত্ব; মৈথিলী মগহী ভোজপুরিয়াতে -'অল, -অব' প্রত্যয়ান্ত নামের, ও উড়িয়াতে '-ইবা' প্রত্যয়ান্ত রূপেরই প্রয়োগ বেশী।

'করণ জায়'—এইরূপ প্রয়োগের মূলে, 'সংস্কৃত যুগের' '-অনীয়-ক'-প্রত্যয়ান্ত পদের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। 'করণীয়ক > করণিজ্জঅ > করণি জাএ > করণ জায়'; তদ্রূপ 'পঠনীয়ক > পঢনিজ্জঅ > পঢ়নি জায় > পঢ়ন, পড়ন যায়।' এই বিশ্লেষ-প্রক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা — 'ই'-কার যুক্ত রূপ—বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; কিন্তু তুলসীদাসের ভাষায় (মধ্য-যুগের আওধীতে)

১। Comparative Grammar of the Indo-Aryan Languages, III, pp. 73-74.

ইহা বিদ্যমান আছে ; যেমন, তুলসীদাসের রামায়ণে 'বরনি জায়','কহনি জাই' ইত্যাদি। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় 'না যায় কহনে'—এইরূপ বাক্য পাওয়া যায় ; এখানে 'কহনে'র এ-কার, সম্ভবতঃ পূর্ব্বাবস্থার 'ই'-কারের চিহ্নাবশেষ হইতে পারে ('কহনিজ্জঅ > কহনি জাই > কহনে জায়')। '-অন-' প্রত্যয় যুক্ত নাম, + √যা—এইরূপ বিশ্লেষণ, বা বিশ্লিষ্ট বাক্য-রীতি, পশ্চিমা-প্রাকৃত হইতে পূর্ব্ব-দেশের ভাষায় (মাগধী প্রাকৃতে) আসিয়া যায়, এরূপ অনুমান হয়। এইরূপ বিশ্লেষ একবার গৃহীত হইয়া গেলে, নঞ্-অর্থক নিপাত 'না'- এর যোগে 'কহন না জায়', এইরূপ পদ্ধতি সহজেই রীতি-সিদ্ধ হইয়া যায়। 'না জায় কহন'—এই প্রকার বাক্যের উদ্ভব ঘটে। 'না কহন যায়', এই প্রকার প্রয়োগ চলিতে পারে না, কিন্তু 'কহন যায় না' চলে ; ইহার কারণ এই যে, নাম-শব্দকে মধ্যে আনিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ 'না'-কে ক্রিয়া হইতে দূরে আনিয়া বিচ্ছিন্ন করা, বাঙ্গলার রীতি নয়।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় কচিৎ অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়ার প্রয়োগও দেখা যায় : 'নিবার না যায় রে' (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ৯৮১), 'বোল না যায়', ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গলায় ইহার অনুরূপ প্রয়োগ নাই। খুব সম্ভব এখানে ন-কারের সঙ্কল্লেখনে এইরূপ ঘটিয়াছে : 'নিবারণ না যায়' স্থলে 'নিবার না যায়'।

§ ২২। [৪] 'আমি দেখা পড়ি।' এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় প্রাচীন, কিন্তু ইহা একেবারে বাঙ্গলার বিশিষ্ট idiomatic প্রয়োগ। ইহাতে একটু আকস্মিকতা ও পরিসমাপ্তির সূক্ষ্ম দ্যোতনা থাকে। এই প্রয়োগ পূরা কর্ম্ম-বাচ্যের। 'দেখা' = আকারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া। 'পড়' ধাতুর এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ, দ্রাবিড় ভাষায় পাওয়া যায় : ইহা আর্য্য ভাষার উপর দ্রাবিড়ের প্রভাবের ফল, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না ; আর্য্য ও দ্রাবিড় দুই শ্রেণীর ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক, এবং ইহাকে দুই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদের চিন্তা-প্রণালী একই মার্গ ধরিয়া চলিবার ফল বলিয়া বিচার করাই অধিকতর সমীচীন হইবে।

'আমাকে দেখা পড়ে'—'পড়' ধাতু-যোগে এইরূপ ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গলায় অজ্ঞাত।

§ ২৩। [৫] 'আমাকে দেখা হয়।' এখানে 'দেখা' পদ, 'আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয় : 'আমার সম্পর্কে দেখা-ক্রিয়া ঘটে।' 'দেখা' = দেখন, দর্শন, এই নাম-শব্দ এখানে 'হয়' ক্রিয়ার কর্ত্তা। এই প্রয়োগে, ক্রিয়ার ভাবটিই বাক্যের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান ভাব ; ইহার সহিত 'দেখা যায়' বা 'দেখা পড়ে', এই বাক্যের যদি তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, 'দেখা পড়ে' বাক্যে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু 'দেখা হয়'—ইহাতে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। তুলনীয়—'দেখা গেল, দেখা পড়িল' = মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল ; কিন্তু 'দেখা হইল' = সাক্ষাৎ-ক্রিয়া বা দর্শন-ক্রিয়া ঘটিল।

এই প্রয়োগ আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে অর্ব্বাচীন-কালে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।

§ ২৪। [৬] 'আমি দৃষ্ট হই'। সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ সংযোগে গঠিত এইরূপ বাক্য-রীতি ভাষায় আধুনিক সৃষ্টি, এবং বইয়ের ভাষার বাহিরে এক-রকম অপ্রাপ্ত,—কৃত্রিম, পণ্ডিতী সৃষ্টি। অবশ্য, মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ বিরল নহে, কারণ সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়ান্ত

ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই শত শত আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তবুও, ইংরেজীর অনুকরণে, আজকাল সাহিত্যের ভাষায় ইহার বহু প্রচার ঘটিয়াছে অনুমান করা যায়।

§ ২৫। 'আছ' ধাতুর সহিত 'আ'-কারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। অব্যবহিত-পূর্ব্বে কৃত ক্রিয়া, যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, তাহাকে জানাইবার জন্য এই প্রয়োগ; সাধারণতঃ অচেতন বা নপুংসক নামের সহিত ইহার ব্যবহার, এবং এই নাম-শব্দ আছ-ধাতু-জ ক্রিয়ার কর্ত্তা: যেমন—'এ বই আমার পড়া আছে' = আমা-কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে, ও তাহার ফল এখনও বিদ্যমান; 'মাছ ধরা আছে' = মাছ ধরা হইয়াছে ও এখনও ধৃত অবস্থায় বিদ্যমান; 'এ কথা সকলের জানা আছে' বা 'ছিল' ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এই প্রয়োগ নূতন বলিয়া মনে হয়।

§ ২৬। 'চল' ও 'খা' ধাতু-দ্বয়-যোগেও বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। এই প্রয়োগ-দ্বয় অতি মাত্রায় idiomatic অর্থাৎ বাঙ্গলার স্বকীয় প্রকৃতি-গত। 'দেখা চলে'—এখানে 'দেখা' অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়া; তদ্রূপ 'বলা চলে' ইত্যাদি। এই প্রয়োগ কতকটা ভাব-বাচ্যের মতন—কর্ত্তা অজ্ঞাত, বা অনির্দ্দিষ্ট, বা অপ্রধান।

'খা' ধাতুর প্রয়োগ 'সহা' অর্থে—'মার খাওয়া' = প্রহৃত হওয়া; খালি 'মার' শব্দের (নাম-শব্দের) সহিত ইহার প্রয়োগ। অন্য আর্য্য ভাষায় 'খা' ধাতুর ও দ্রাবিড়েও (দ্রাবিড়ে 'উণ' ধাতুর) এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়।

§ ২৭। আধুনিক বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্যের ও ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ মুখ্যতঃ অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃক। যেখানে আলাপ করিবার সময়ে সাধারণ 'তুমি' কিম্বা সম্মান-সূচক 'আপনি', কোন্‌টা প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে বক্তার মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, সেখানে কর্ত্তৃ-বাচ্য ব্যবহার না করিয়া, কর্ম্ম-বাচ্য বা ভাব-বাচ্য দ্বারা কাজ চালান হয়; যেমন—'কি করা হয়,' 'কোথা থাকা হয়' ইত্যাদি। 'ধরে নেওয়া যাক্'—প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃক বাক্যেও কর্ম্ম-বাচ্যেরই প্রয়োগ।

তুলনীয়—'এখানে দিয়ে যাওয়া যায় না' = কেহ যাইতে সক্ষম হয় না—শক্তি-জ্ঞাপক বাক্য 'যাওয়া যায়' = জাইজ্জই = গম্যতে; এ-ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট-রূপ 'ইজ্জ'-প্রত্যয়ান্ত কর্ম্ম-বাচ্য হইতে উদ্ভূত, এবং পশ্চিমের প্রাকৃতের প্রভাবে মাগধীতে আনীত; 'এখান দিয়ে যায় না' = সাধারণ নিষেধার্থক 'যায়' = জাইঅই—'ইঅ'-প্রত্যয়-সহযোগে নিষ্পন্ন খাঁটী বাঙ্গলার পুরাতন কর্ম্ম-বাচ্য।

[৩] বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্ম্মণি' ও 'ভাবে' প্রয়োগ।

§ ২৮। হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষায় সকর্ম্মক ধাতুর অতীত কালে কর্ত্তরি-প্রয়োগ অজ্ঞাত, কর্ম্মণি বা ভাবে-প্রয়োগই রীতি-সিদ্ধ। যেমন—

কর্ত্তৃ-বাচ্যে অকর্ম্মক-ক্রিয়া—'ৱহ্ গয়া' = অসৌ গতঃ।

কর্ম্ম-বাচ্যে সকর্ম্মক ক্রিয়া
'উন্‌নে রাজা দেখা' = তেন রাজা দৃষ্টঃ।
'উন্‌নে রাজা দেখে' = তেন রাজানঃ দৃষ্টাঃ।
'উন্‌নে রানী দেখী' = তেন রাজ্ঞী দৃষ্টা
'উন্‌নে রানিয়াঁ দেখীঁ' = তেন রাজ্ঞ্যঃ দৃষ্টাঃ।

ভাবে সকর্ম্মক ক্রিয়া
'উন্‌নে রাজাকো দেখা' = তেন রাজ্ঞঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
'উন্‌নে রাজাওঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞাং বিষয়ে দৃষ্টং।
'উন্‌নে রানীকো দেখা' = তেন রাজ্ঞ্যাঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
'উন্‌নে রানিয়োঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞীনাম্ বিষয়ে দৃষ্টং।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভাবে প্রয়োগ, যেমন 'উন্‌নে গয়া' = তেন গতম্, সাধু-হিন্দুস্থানীতে হয় না, কিন্তু ভাখা-হিন্দুস্থানীতে কচিৎ মিলে।

সকর্ম্মক অতীতের ক্রিয়া মূলে ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার স্থানীয়। ইহা কর্ম্মকে অনুসরণ করে, কর্ম্মের অনুসারে লিঙ্গ ও বচনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে; এবং কর্ত্তা, তৃতীয়া বা করণে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাঙ্গলায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত; কিন্তু এখন অজ্ঞাত হইলেও, প্রা-বাংতে বিদ্যমান ছিল; পরে ক্রমে ক্রমে মধ্য যুগের বাঙ্গলায় কর্ম্ম বা ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ লুপ্ত হয়, বাক্য কর্ত্তৃ-বাচ্যে আসিয়া যায়। চর্য্যাপদের কতকগুলি উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যায়; যথা 'খুণ্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি': (৮) 'কাচ্ছি' স্ত্রী-লিঙ্গ, কাজেই 'মেলিলি'—ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ = খুণ্টিকাং উৎপাট্য মেলিতা কচ্ছিকা; 'তোহর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী' (১০) = তোর তরে মুই ঘলিলী হাড়েরী মালী = ময়া নিক্ষিপ্তা অস্থি-রচিতা মালিকা; 'সেজি ছাইলী, রাতি পোহাইলী' (২৮) = * শয্যিকা ছাদিতা, * রাত্রিঃ প্রভাতিতা; 'ঘরিণী লেলী' (৪৯) = গৃহিণী নীতা। অকর্ম্মক ক্রিয়ায় অতীতে ক্রিয়া-পদ কর্ত্তার বিশেষণ হইত; এরূপ অবস্থা আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় কচিৎ রক্ষিত আছে; যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'চলিলী রাহী' = চলিতা রাধিকা। পরে মধ্য-যুগে এইরূপ প্রয়োগ একেবারে অন্তর্হিত হয়। '-ইল-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অতীত রূপে সর্ব্বনাম-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত হইয়া, সংস্কৃতের 'অ-খাদয়ৎ, অ-খাদয়-ঃ' প্রভৃতি তিঙন্ত-পদের মত, বাঙ্গলার ক্রিয়ার রূপ 'খা-ইল—অ' = খাইল, 'খা-ইল—আ' = খাইলা, 'খা-ইল—আম্' = খাইলাম তে দাঁড়াইয়া যায়।

[৪] ণিজন্ত-রূপের কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার।

§ ২৯। বাঙ্গলা ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় ণিজন্ত-ক্রিয়া কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহৃত হয়। এই প্রয়োগে একটু সক্ষমতার ভাব বিদ্যমান। হর্‌নলে ও তেস্‌সিতোরি এই প্রয়োগ লক্ষ করিয়া গিয়াছেন[১]।

১। Gaudian Grammar, § 484; Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, (Indian Antiquary, 1914-16), § 140.

আধুনিক গুজরাটীতে অন্য-প্রকার কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নাই, কেবল মাত্র এই ণিজন্ত-প্রয়োগেরই চলন আছে।

বাঙ্গলা ভাষায় উদাহরণ :—

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পৃঃ ৮৯—'সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলাএ' =কথিত হয়); পৃঃ ১৮৬ 'যেহ্ন না ছাড়াএ ঘোল' (=বিক্ষিপ্ত হয়);

আধুনিক বাঙ্গলা —

'বেশ মানায়'; 'কথাটা ভাল শুনায় না'; 'কথাটা চারাইয়াছে'; 'সে ভাল মানুষ কহায় বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নয়'; 'এতে কিছু দোষ খণ্ডায় না'; 'যত পরখায়, তত দোষ বার হয়'; 'ভুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়'; 'এটা তত খারাপ দেখাবে না', ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল স্থানে অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃকত্ব বিদ্যমান।

উড়িয়াতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—জগন্নাথ দাসের ধ্রুব-চরিত্র (কাঁথী সংস্করণ), পৃঃ ৮—'সে বোলাই পাটরাণী'; পৃঃ ৪৮—'দেবগণ মধ্যে তু বোলাউ সুনাশীর'; পৃঃ ২৬—'দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র-রাজ এ বোলাই,' ইত্যাদি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[টিপ্পনী :—এই প্রবন্ধে আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী' বানান লিখিয়াছি। এতাবৎ সাধারণতঃ 'গুজরাতী, মরাঠী' লেখা হয়, আমি নিজেও শেষোক্ত দুই রূপই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী (বা মারাঠী') লেখার পক্ষে; কারণ এই দুই রূপ হইতেছে বাঙ্গলা-ভাষার নিজস্ব রূপ। 'সংস্কৃত' পদ 'গুর্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি : 'গুর্জ্জরত্রা> গুজ্জ-রত্ত> গুজরাত'; তাহা হইতে 'গুজরাতী,' এবং গুজরাটের লোকেরা এই দন্ত্য-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করে। তদ্রূপ 'মহারাষ্ট্রী >মহারট্‌ঠী >মহরাঠী >মরাঠী'; মহারাষ্ট্র-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলাতে আমরা 'গুজরাট' পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করায় মূর্দ্ধন্য 'ট' আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ 'মহারাট্টী, মারহাট্টী' বা 'মারাঠী'; প্রাকৃত রূপ-বিশেষ 'মরহাঠী'ও মেলে। এই দুই দেশের নাম চলিত বাঙ্গলায় আমরা 'গুজরাট,' ও 'মারহাট্টা' বা 'মারাট্টা দেশ' বলিয়া থাকি; এই রূপ দুইটী আমাদের বাঙ্গলা ভাষার। গুজরাটীরা বা মারহাট্টারা কি লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার নাম 'বাঙ্গল', বাঙ্‌লা, বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'কে আমাদের মত বানান করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে ও বলে 'বংগাল, বংগালী'। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন 'গুজরাট' দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজরাথ, গুজরাথী'ই ব্যবহার করে, 'গুজরাত, গুজরাতী' কদাচও মারহাট্টীতে দেখি নাই। তদ্রূপ 'ওড়িয়া' পঞ্জাবী, অসমীয়া' ইত্যাদি না লিখিয়া, বাঙ্গলায় 'উড়িয়া, পাঞ্জাবী, আসামী' লেখাই সমীচীন মনে করি। 'হিন্দুস্থানী' শব্দকে বিশুদ্ধ উর্দু রূপ ধরিয়া 'হিন্দোস্তানী' লিখিলে, বাঙ্গলা ভাষার

উপর উৎপীড়ন করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danishএর বদলে তত্তদ্‌-ভাষানুযায়ী 'বিশুদ্ধ' রূপ Français, Deutsch, Dansk লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না; তদ্রূপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ Anglais (ইংরেজ, আংরেজ) Allemand (এলেমান, জারমান) Danois (দিনেমার) ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করিবে না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নজীর দেখাইলে, বাঙ্গলা ভাষার তাবৎ তদ্ভব শব্দকে উক্ত নজীরের বলে বাঙ্গলা রূপ পরিত্যাগ করাইয়া আর কিছুর মূর্ত্তি ধরাইতে হয়। বরং 'গুজরাট, মারহাট্টা' প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ বিশুদ্ধি-রক্ষায় সহায়ক হইবে।]

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা *

[General Physics and Acoustics]

বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি সত্ত্বেও উহা অসম্পূর্ণ—এ ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা সম্ভব নয়। অধুনা জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সকল সভ্য জাতিই বিজ্ঞানালোচনা করিয়া কত উন্নতি করিতেছেন ও কত ধন্য হইতেছেন ; আর আমাদের বিজাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন সেই আশা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। য়ুরোপীয় কোন ভাষা না জানিলে বিজ্ঞান শিখিবার বা শিখাইবার কোন উপায় নাই। ইহা আমাদের জাতির একটা কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভাষায় পারিভাষিক শব্দের অভাববশতঃ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা এক রকম দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত পরিভাষা না থাকিলে, কেবলমাত্র প্রচলিত ভাষায় কখনও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা চলে না। বহুলভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রচার ও সম্যগ্‌ভাবে উহার বিকাশ যদি আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পরিভাষা-সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদাদি স্থানে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ এবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ ও রসায়নের জন্যই বেশী পরিশ্রম করিয়াছেন। তথাপি Physicsএর পারিভাষিক শব্দও কিছু কিছু তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত মহাশয়ের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ ও বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "পদার্থ-বিদ্যা" ও "পদার্থ-দর্শন" নামক পুস্তকদ্বয় হইতে আমি অনেকগুলি শব্দ লইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহা এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, বি এল্ প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরও নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র General Physics Acousticsএর পরিভাষা আলোচিত হইবে।

পরিভাষা প্রণয়নকালে সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখা উচিত, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার কি আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত, কিন্তু যদি নব্য বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সে স্থলে উহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা দরকার। চলিত ভাষায় যে কথাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক অর্থের একটু আধটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও, সেগুলি আমাদের জীবনে, আমাদের সাংসারিক ব্যাপারে এত জড়িত যে, তাহাদের আমরা ছাড়িতে পারি না। আবার কতকগুলি বিদেশী ভাষা-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনত্রিংশ বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রচলিত নাম হয় ত আমাদের চলিত ভাষায় এমন চলিয়া গিয়াছে যে, সেগুলিকে বাঙ্গালা বলিয়াই মনে হয় ; তাহাদের বাঙ্গালা তরজমা আমাদের কর্ণে নূতন ও দুঃশ্রব করে। তাহাদের অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হয়। আরও অনেক শব্দ আছে, যেমন কোন যন্ত্রের বিশেষ নাম —যদিও সেগুলি সাধারণের মুখে শুনা যায় না, সেগুলির তরজমা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কেবল অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে। আর একটী কথা, যে শব্দটী অক্ষরান্তরিত করিতে হইবে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণটী অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এসব ভিন্ন সমস্ত পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন আবশ্যক। প্রণয়নকালে মনে রাখা উচিত যে, আমাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক ; অতএব সংস্কৃত ধাতু ও শব্দের উপর প্রত্যয়াদি করিয়া য়ুরোপীয় পরিভাষা অবলম্বনে শব্দ-সৃষ্টি করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ভাষাতেও অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি-দোষ মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য হয়। কখনও কখনও একটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; আবার হয় ত একই অর্থে একাধিক শব্দও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের পক্ষে প্রত্যেকটী তাহার একমাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। চলিত ভাষা হইতে শব্দ সংকলন করিবার সময় এ সব দোষের সম্ভাবনা আরও বেশী। অর্থাদির দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে গিয়া সময় সময় শ্রুতিকটুতা ও দুরুচ্চার্য্যতা দোষ আসিয়া পড়াও সম্ভব। তবে এই শ্রুতিকটুতাদি দোষ অভ্যাস ও পরিচয়ের সঙ্গে অনেক সময় কমিয়াও যায়। তথাপি যাহাতে শব্দগুলি ক্ষুদ্র ও সুখোচ্চার্য্য হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় পরিভাষা প্রণয়ন করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপর দৃষ্টি রাখা চাই। য়ুরোপীয় পরিভাষায় যে দোষ বা ভুল আছে, তাহা যেন অনুকরণ না করা হয়। এক সময় বৈজ্ঞানিকেরা gas ও vapourকে ভিন্নজাতীয় পদার্থ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন যখন উহা একজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আমাদের উহাদের জন্য দুইটা নামের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ? ইংরেজি scale শব্দ বা spring শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের কিন্তু প্রত্যেক অর্থে এক একটী শব্দ স্থির করিতে হইবে। য়ুরোপীয় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদকালে সেই শব্দ অপেক্ষা তাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। Ether শব্দের মূল অর্থ দহন বা উহার সহিত সংস্কৃত ইধ্ ধাতুর সহিত জ্ঞাতিত্ব আছে বলিয়া, তদর্থ-বোধক কোন শব্দ Etherএর জন্য সৃষ্টি করিতে গেলে চলিবে না। উহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার প্রতিশব্দ স্থির করিতে হইবে।

উক্ত দোষগুলি যথাসাধ্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া, General Physics ও Acousticsএর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়াছি এবং তাহাদের সম্যক্ বিচারার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমীপে উপস্থিত করিতেছি। একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আমার শব্দগুলিতে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই—কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই ; এ কথাও বলা চলে না যে আমার শব্দ অপেক্ষা উপযোগী শব্দ আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী আমার শব্দগুলির ভ্রম-সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া দিলে কৃতার্থ বোধ করিব।

বিজ্ঞানের ভাষাকে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আবার একথাও ঠিক যে, অসঙ্গতি বা উপযোগিতা লইয়া তর্ক-বিতর্ক চালাইলে, সে তর্কের অন্ত নাই। অতএব বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য, সকলে মিলিয়া যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী হইতে মুক্ত করিয়া পরিভাষা প্রণয়ন করা এবং তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা ও জ্ঞান-প্রচারে নিজেদের নিযুক্ত করা।

Physics নামক বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমরা nature-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকি। Nature এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি? Nature বলিলে যে যে অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, আমাদের ভাষায় "প্রকৃতি" শব্দটী সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানে দার্শনিকগণ আসিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ প্রকৃতি বলিলে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রকৃতি আমাদের মনে হয় না, আমাদের natureই মনে হয়। অতএব natureএর অন্য কোন ভাল প্রতিশব্দ আমার মনে না আসায়, "প্রকৃতি"ই natureএর জন্য স্থির করিয়াছি। তাহা হইলে Physicsকে "প্রকৃতিবিজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। Physicsএর জন্য পদার্থবিদ্যা, পদার্থদর্শন, ভূতবিদ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলে বোধ হয়, matterকে পদার্থ বা ভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে matterকে জড়পদার্থ নাম দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বলিতে পারেন যে, Physicsকে তাহা হইলে জড়পদার্থ-বিজ্ঞান বা জড়পদার্থবিদ্যা বলা হউক; কারণ, প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা এই জড়পদার্থ অবলম্বনেই ঘটিয়া থাকে। তথাপি এটাও ঠিক যে, Physicsএ আমরা কেবলমাত্র জড়পদার্থের গুণাবলী বুঝিয়াই ক্ষান্ত হই না, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, সমস্তই বুঝিবার চেষ্টা করি, যে শক্তি (energy)-বলে ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর আলোচনা করি। এই সকল কারণে প্রকৃতিবিজ্ঞান কথাটি ভাল লাগিতেছে।

বাহুল্য-ভয়ে প্রত্যেক শব্দের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিম্নে শব্দগুলির তালিকা দেওয়া গেল।

পারিভাষিক শব্দের তালিকা

(General Physics and Acoustics)

A

Acceleration—বেগোপচয়।

— angular—কৌণিক বেগোপচয়।

Acoustics—নাদবিজ্ঞান।

Action—ক্রিয়া।

Adhesion—সংসক্তি।

Adiabatic—নিত্যতাপাবস্থা।

Aeroplane—সপক্ষ বিমান।

—Plane of the—পক্ষ।

—Monoplane—একপক্ষ বিমান।

—Biplane—দ্বিপক্ষ বিমান।

—Triplane—ত্রিপক্ষ বিমান।

Affinity—অনুরক্তি।

Airship—পোত-বিমান।

Amplitude (of a vibration)—প্রসার।
Analysis—বিশ্লেষণ।
Anti-clockwise—বামাবর্ত্ত।
Artesian well—আর্ত্তিয়স কূপ।
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল।
Atmosphere, one—একগুণ বায়ুচাপ।
Atmospheric pressure—বায়ুচাপ।
Atom—পরমাণু।
Attraction—আকর্ষণ।
Axis (of a figure)—অক্ষ।
Axis (coordinate)—নিয়ামিকা।

B

Balance—তুলাযন্ত্র।
—Hydrostatic—গুরুত্বমাপক তুলাযন্ত্র
—Spring—তুলাস্প্রীং।
Baloon—ব্যোমযান।
Barometer—বায়ুচাপমান।
Beats—তরঙ্গস্পন্দন বা স্বরস্পন্দন।
Body—মূর্ত্ত পদার্থ।
Bow (for the violin)—ছড়ি।
Breaker—তরঙ্গভঙ্গ।
Bridge (of a sonometer)—আড়ি।
Buoyancy—উৎপ্লাবকত্ব।

C

Capillarity—কৈশিকতা।
Capillary force—কৈশিকাকর্ষণ।
Centrifugal force—কেন্দ্রাপসারী বল।
Centripetal force—কেন্দ্রাভিমুখী বল।
Characteristic property—প্রকৃতি-নির্দ্দেশক গুণ।
Character (of a musical sound)—ভাব
Circle—বৃত্ত।
Circle of reference (of an S. H. M.)—ছন্দোবদ্ধ গতিসম্বন্ধীয় বৃত্ত।
Circumference—পরিধি।
Clip—টিপকল।
Clockwise—দক্ষিণাবর্ত্ত।
Closed figure—বদ্ধ ক্ষেত্র।
Coefficient—নিত্যগুণক।
Cohesion—সংহতি।
Column—স্তম্ভ।
Commensurable—পরিমেয়।
Compound—যৌগিক পদার্থ।
Compressibility—সঙ্কোচ্যতা।
Condensation (the act of making dense)—ঘনকরণ।
Condensation (in a wave)—সঙ্কোচন।
Conjugate points—যুগবদ্ধ বিন্দুদ্বয়।
Conservation of energy—শক্তিসমষ্টির সনাতনতা।
Conservative system of forces—সনাতন বলসমবায়।
Constant—নিত্য।
Coordinates—স্থিতিনির্দ্দেশক রেখা।
Couples—বলযুগ্ম।
Crane—উত্তোলক।
Crest (of a wave)—তরঙ্গশীর্ষ।
Crovas' disc—ক্রোভার ডিস্ক্।
Crystal—শর্করা।
Cylinder—চোঙ্গ।

D

Density—ঘনতা।
Dial—ফলক।
Diffraction—ব্যাবর্ত্তন।

Diffusion—বিসর্পণ।

Dimensions—ব্যাপ্তিমান।

Direction (of a force)—দিক্।

Discover—আবিষ্কার করা।

Displacement—স্থানভ্রংশ।

Dissipation—অপসারণ।

Divisibility—বিভাজ্যতা।

Dry air—নির্জ্জল বায়ু।

Ductility—তান্তবত্ব।

Dynamics—গতি-বিজ্ঞান।

Ear—কর্ণ।

Ear-drum—কর্ণপটহ।

Eccentric circles—অসমকেন্দ্রিক বৃত্ত।

Eccentric point—কেন্দ্রাতিচারী বিন্দু।

Eccentricity—কেন্দ্রাতিচরণ।

Echoe—প্রতিধ্বনি।

Efficiency (of a machine)—দক্ষতা।

Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা।

—Modulus of—স্থিতিস্থাপকতার নিত্যগুণত্ব।

Electron—তড়িদণু।

Element—মূলভূত।

Endosmose—অন্তর্বাহ।

Energy—শক্তি।

—Potential—প্রচ্ছন্ন শক্তি।

—Kinetic—প্রকট শক্তি।

Equilibrium—সাম্য ভাব।

—Neutral—উদাসীন সাম্যভাব।

—Stable—স্থায়ী সাম্যভাব।

—Unstable—অস্থায়ী সাম্যভাব।

Ether—ব্যোম।

Exhausted—বিরলীকৃত ; নিঃশেষিত

Exosmose—বহির্বাহ।

Experiment—পরীক্ষা।

Extension—ব্যাপকতা।

Filtration—নিস্রাবন।

Fire-engine—দমকল।

Float—ভেলা।

Flask—ফ্লাস্ক।

Flexure—নমনীয়তা।

Foot bellows—পায়ে চালান হাপর ; ভস্ত্রা ; যাঁতা।

Force—বল।

—component—কারণ বল।

—external—বহির্বল।

—internal—অন্তর্বল।

—parallel—সমান্তর বল।

—centre of—সমান্তর বলকেন্দ্র।

—like—সমমুখ সমান্তর বল।

—unlike—বিপরীতমুখ সমান্তর বল।

—parallelogram of—বলসমান্তরিক।

—resolution of—বলবিশ্লেষণ।

—resolved—বিশ্লিষ্ট বল।

—resultant—সঙ্ঘাত বল।

—triangle of—বলত্রিভুজ।

Forced vibration—অনুরণন।

Frequency—কম্পনসংখ্যা।

Friction—ঘর্ষণ।

Fulcrum—অবলম্ব বিন্দু।

Gas—বাষ্প।
Graph—চিত্রলেখ।
Gravitation—মাধ্যাকর্ষণ।
Gravity—ভূমধ্যাকর্ষণ।
—centre of—ভারকেন্দ্র।

H

Handle—হাতল।
Hardness—কাঠিন্য।
Hare's apparatus—হেয়ার যন্ত্র।
Harmonic motion—ছন্দোবদ্ধ গতি।
—simple—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতি
Harmonies—সপ্তকান্তর ধ্বনি।
Helicopter—হেলিকপ্টার।
Hermetically fitted—দৃঢ়বদ্ধ।
Heterogeneous—বিষম ধর্ম্মাঙ্গ।
Homogeneous—সমধর্ম্মাঙ্গ।
Horizon—ক্ষিতিজ তল।
Horizontal—ক্ষিতিজ সমান্তরাল।
Horizontally—ক্ষিতিজ সমান্তরালে।
Horse power—অশ্বক্ষমতা।
Hydraulic tourniquest—বারিভ্রমী।
Hydraulic press—বারিচাপ যন্ত্র।
Hydrometer—ঘনতা-মাপক।
—constant immersion—নির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।
—variable immersion—অনির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।
Hydrostatics—দ্রবস্থিতিবিজ্ঞান।

I

Impact—অভিঘাত।
Impenetrability—অভেদ্যতা।
Impulse—নোদনা।
Impulsive force—হঠবল।
Incidence—আপতন।
Incident angle—আপতন কোণ।
Incident ray—আপতনশীল রশ্মি।
Inclination—অবনতি।
Inclined plane—ক্রমনিম্ন সমতল।
Index (as in the Aneroid barometer, galvanometer &c.)—কাঁটা।
Index (as in the optical bench)—চিহ্ন।
Inertia—জড়তা।
Initial position—আদি স্থান।
Interference—constructive—উপচায়ক অধিসন্নিবেশ।
—destructive—সংহারক অধিসন্নিবেশ।
Intermittent fountain—সবিরাম উৎস।
Intermolecular space—অণু-ব্যবধান।
Intersection—ছেদ।
Interval—অবসর।
Invent—উদ্ভাবন করা।
Isochronous—সমকালব্যাপী।
Isothermal—নিত্যোষ্ণতাবস্থা।

J

Jet—নির্ঝর।

L

Lactometer—ল্যাক্টোমিটার।
Law—নিয়ম; বিধি।
Level—সমতল; জলসমক্ষেত্র।
Lever—দণ্ডযন্ত্র।
—arms of—যন্ত্রের ভুজ।
—fulcrum of—দণ্ডযন্ত্রের অবলম্ব বিন্দু।
Limiting Value—চরম মান।

Limits of audibility—শ্রুতিশক্তির সীমা।
Line—রেখা।
—curved—বক্র রেখা।
—straight—সরল রেখা।
Liquid (adj.)—তরল; দ্রব।
Liquid (noun)—দ্রব।
Loop (of a wire &c.)—বলয়।
Loop (as in a stationary wave) —চলক্ষেত্র।
Loudness (of a musical sound) —প্রবলতা।

M

Machine—যন্ত্র।
Malleability—ঘাতসহত্ব।
Manometre flame—সম্ফোন্মুখ শিখা।
Mass—জড়মান।
Matter—জড় পদার্থ।
Mean position (e. g. of an S. H. M) —মধ্যবর্ত্তী স্থান।
Medium—বাহক।
Mixture—মিশ্র পদার্থ।
Molecule—অণু।
Moment—আবর্ত্তন প্রবণতা।
Momentum—সমগ্র বেগ।
Motion—গতি।
Mouth piece (of an organ pipe)—মুখ।
Musical scale—স্বরগ্রাম।
Musical sound—সুশ্রাব্য স্বর।

N

Natural phenomenon—প্রাকৃতিক ঘটনা।
Nature—প্রকৃতি।
Node (as in a stationary wave) —স্থির ক্ষেত্র।
Noise—কোলাহল।
Note—স্বর।

O

Observation—পর্য্যবেক্ষণ।
Organ pipe—শুষির।
—closed—বদ্ধ শুষির।
—open—মুক্ত শুষির।
Origin—উৎপত্তি-বিন্দু।
Oscillation—আন্দোলন।
—Centre of—আন্দোলন কেন্দ্র।
Osmose—প্রতিবাহ।

P

Parachute—প্যারাচুট।
Particle—কণা।
Pendulum—দোলক।
—bob of—দোলক দুল।
—Compound—স্থূল দোলক।
—length of—দোলক দৈর্ঘ্য।
—Simple—আদর্শ দোলক।
Period (of vibration)—কম্পনকাল।
Phase—দশা।
Phase difference—দশান্তর।
Phenomenon—ঘটনা।
Phonograph—ফনোগ্রাফ।
Physics—প্রকৃতি-বিজ্ঞান।
Pipette—নলিকা।
Piston—চাপদণ্ড।
Pitch—সুর।
Plumb line—ওলন।
Pneumatics—বাষ্প-বিজ্ঞান।

Point--বিন্দু ।

—of application—প্রয়োগ-স্থল ।

—of support—আশ্রয়-স্থল ।

—of suspension—প্রলম্বন-স্থল ।

Pores—অন্তর ।

Porosity—সান্তরতা ।

Position—অবস্থিতি ।

Power—ক্ষমতা ।

—Horse—অশ্ব-ক্ষমতা ।

Pressure—চাপ ।

—Centre of—চাপকেন্দ্র ।

Principle—মত ।

Projectile—ক্ষেপণী ।

Projection—অধিক্ষেপণ ।

Propeller—প্রচালক ।

Pulley—কপিকল ।

Pump—Air—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র ।

·Receiver of—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রের আধার ।

—Gauge—বায়ু নিষ্কাশন-মান ।

—Common (suction)—জলশোষণ-যন্ত্র ।

—Condensing—বায়ুপূরণ-যন্ত্র ।

—Force—জলোৎক্ষেপণ-যন্ত্র ।

Q

Quality (of a musical sound)—ভাব ।

R

Rack and pinion—র‍্যাক ও পিনিয়ন ।

Radian—সমত্রিজ্যা কোণ ।

Rarefaction (of gases)—বিরলতাপাদন ।

Rarefaction (in a wave)—প্রসারণ ।

Rate—হার ।

Ratio—অনুপাত ।

Reaction—প্রতিক্রিয়া ।

Reed—জিহ্বা ; পাতা ।

Reed instrument—সজিহ্ব শুষির ।

Reflected angle—প্রতিফলিত কোণ ।

Reflected ray—প্রতিফলিত রশ্মি ।

Reflection—প্রতিফলন ।

Refracted angle—বিবর্ত্তিত কোণ ।

Refracted ray—বিবর্ত্তিত রশ্মি ।

Refraction—বিবর্ত্তন ।

Repulsion—বিপ্রকর্ষণ ।

Resistance—বাধা ।

Resolution—বিশ্লেষণ ।

Resonance—সহজানুরণন ।

Resonator—সহজানুরণক ।

Rest—বিরাম ।

—Absolute—নিরপেক্ষ বিরাম ।

—Relative—সাপেক্ষ বিরাম ।

Retardation—প্রতিবন্ধ বেগ ।

—Angular—প্রতিবন্ধ কৌণিক বেগ ।

Rigid body—দৃঢ় বস্তু ।

S

Savart's Toothed Wheel—সাভার্টের দণ্ডচক্র ।

Scale—মানদণ্ড ; মাপকাঠি ।

Scale (of measurement)—মানধারা ।

Scale (musical) স্বরগ্রাম ।

Screw—ইস্ক্রুপ, স্ক্রু ।

Screw (machine) স্ক্রু-যন্ত্র ।

Section—ছেদ ।

—Cross—অনুপ্রস্থ ছেদ ।

—Longitudinal—অনুদৈর্ঘ্য ছেদ ।

—Oblique—তির্য্যক্ ছেদ ।

Sensitive flame—সংবেদী শিখা।

Shadow—ছায়া।

Shape—আকার।

Siphon—বক্রনালী।

Soap film—সাবানের ঝিল্লি।

Solid—কঠিন।

Sonometer—তারযন্ত্র।

Sound—শব্দ; নাদবিজ্ঞান।

Space—অনন্তাকাশ।

Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব।

Specific gravity bottle—আপেক্ষিক গুরুত্বমাপক শিশি

Speed counter—বেগমান।

Sphere—গোলক।

Spiral (like the watch spring)—কুণ্ডলী।

Spiral (solenoidal)—বেষ্টনী।

Spring—(fountain)—উৎস।

Spring (the elastic body)—স্প্রীং।

Standard—আদর্শ।

Statics—স্থিতিবিজ্ঞান।

Stationary wave—অপরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গ।

Steelyard—তুলাদণ্ড (তুলদাঁড়ি)।

Stop cock—কলছিপি।

Stratum—স্তর।

Suction—শোষণ।

Surface—তল; পৃষ্ঠ।

—Area of a body—কোন বস্তুর বহিস্তল।

—Curved—বক্রতল।

—Plane—সমতল।

Superposition (of waves)—অধিসন্নিবেশ

Syren (Cagniard dela Rive's)—সাইরেন।

Syren (Seebeck's)—জেবেকের সাইরেন।

Syringe—পিচকারী।

T

Tenacity—সংগ্রাহকতা।

Tension—টান।

Theory—বাদ।

Timber (of a musical sound)—ভাব।

Tone—ধ্বনি।

—Fundamental—স্ফুট ধ্বনি।

—Upper partial—উপধ্বনি।

Torsion—মোটন (মোচড়ান)।

Transmissibility (of pressure)—চাপ-সঞ্চালন।

Trough (of a wave)—তরঙ্গপাদ।

Tuning fork—(সুর মিলাইবার) দ্বিশাখ যন্ত্র।

U

Unison—সুরের মিল।

Unit—একক।

—Absolute—নিরপেক্ষ একক।

Vacuum—শূন্য দেশ।

Valve—কপাট।

Vapour—বাষ্প।

Velocity—বেগ।

—Uniform—সমবেগ।

—Varied—বিষম বেগ।

—Angular—কৌণিক বেগ।

Uniform—কৌণিক সমবেগ।

Varied—কৌণিক বিষম বেগ।

Rectilinear—সরলরৈখিক বেগ।

Vernier—বর্ণিয়ার যন্ত্র।
Vertical—লম্ব।
—Angle—উন্নতি।
—Plane—লম্বতল।
Vibration—কম্পন।
Vibroscope—ভাইব্রোস্কোপ
Viscosity—আশ্বাসতা
Volume—আয়তন।
Water mill—জলচক্র।
Wave—তরঙ্গ।
—Form curve—তরঙ্গ-রেখা।
—Front—তরঙ্গাগ্র।
—Length—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।
—Longitudinal—আনুমার্গিক তরঙ্গ
—Machine—তরঙ্গ প্রদর্শক যন্ত্র।
—Transverse—আনুপার্শ্বিক তরঙ্গ।
Weather glass or Wheel barometer —আবহাওয়া ঘড়ি।
Weight—ভার।
Weight—বাটখরা।
Well—কূপ।
—Artesian—আর্তেয়স্ কূপ।
Wedge—কীলক যন্ত্র।
Wheel and axle—অক্ষচক্র যন্ত্র।
Wind refraction—বায়ুপ্রবাহজ বিবর্ত্তন।
Work—কর্ম্ম।
Zeppelin—জেপলিন নামক পোতবিমান।
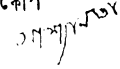
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

আসামের নানা কথা *

১। জনার্দ্দন-মূর্ত্তি

গৌহাটি শহরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে শুক্রেশ্বর মহাদেবের ও জনার্দ্দন নারায়ণের মন্দিরদ্বয় যে শৈলভূমির উপরে অবস্থিত, তাহারই গাত্রে এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তত করা হইয়াছে। ইহা যে কোন্ যুগে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত, কেহই বলিতে পারে না। পদ্মাসন-মূর্ত্তিটির উচ্চতা পুরুষ-প্রমাণ হইবে—হাতচারিটির একখানির অগ্রহস্ত চক্র-সহ ভাঙ্গিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর—অঙ্গসৌষ্ঠব প্রশংসনীয়। পাহাড় কাটিয়া যে শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্য্য অতিশয় প্রশংসার্হ। এই মূর্ত্তির স্থানীয় নাম 'জনার্দ্দন'। উপরে মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত আর একটি মূর্ত্তি আছে, তাহাও জনার্দ্দনমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাপিত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভোট্ দেশের বৌদ্ধেরা আসিয়া কামাখ্যা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে না গেলেও, এই মূর্ত্তির সাক্ষাতে গিয়া বন্দনাদি করিয়া থাকে।[১] সাহেবেরা তাই ইহাকে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি বলিতেন। ডাঃ ব্লক্ আসিয়া ইহা যে বিষ্ণু-মূর্ত্তি, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যান—তাই এখন ঐ সুর ফিরিয়াছে। গেইট্ সাহেবের ইতিহাসেও ইহা এখন জনার্দ্দনের মূর্ত্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই মূর্ত্তির আশে পাশে যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে, তৎপ্রতি এ যাবৎ কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই।

যে পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া জনার্দ্দনের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতেই জনার্দ্দনের ডানদিকে ও বামদিকে আবার কতকগুলি ক্ষোদিত দেবমূর্ত্তি আছেন। ডানদিকে প্রথম গণেশ, তৎপর সূর্য্যদেব রহিয়াছেন। তাঁহাদের মূর্ত্তি—জনার্দ্দনের তুলনায় তত বড় না হইলেও, নেহাৎ ক্ষুদ্র নহেন। সূর্য্যের পায়ে উপানৎ রহিয়াছে। তার পরে জনার্দ্দনের বামে মহাদেব এবং তৎপরে পার্ব্বতী, সর্ব্বশেষ দেবীর বাহন—সিংহ অঙ্কিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গণেশাদি পঞ্চ দেবতা এই স্থানে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবের কোনওরূপ প্রভেদ ছিল না—এখনও নাই। মহাপুরুষীয়ারা বাঙ্গালার বৈরাগীদের ন্যায় শক্তিপূজার বিরোধী বটে, কিন্তু এই

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৯ বঙ্গাব্দের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। যোগিনীতন্ত্রে আছে,—"জনার্দ্দনঞ্চ দেবেশং কলৌ বৌদ্ধস্বরূপিণং।
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে পাপৈর্মহাঘোরৈঃ সুদারুণৈঃ।"—২য় ভাগ, ৫ম পটল।

ভোটিয়ারা গৌহাটি হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী 'হাজো' নামক স্থানে হয়গ্রীব মাধবের কাছেও গিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে। বুদ্ধ বিষ্ণুরই অবতার—তাই বৌদ্ধ হইয়াও, ইহারা এই দুই স্থলে, বিষ্ণুর রূপভেদ বলিয়াই বোধ হয়, পূজা করিয়া থাকে।

দলের মধ্যে ব্রাহ্মণ নাই বলিলেই হয়। 'হরিহর' এখানে প্রকৃতই একাত্মভাবে বিরাজমান—তাই শিবলিঙ্গ প্রণাম করাইতে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পড়ান,—

"শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে।
অনাদিজগদীশায় নমো হরিহরাত্মনে ॥

২। মোসলমানের আসাম আক্রমণের তারিখ

গৌহাটির উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে যে নগর অবস্থিত, তাহার নাম উত্তর-গৌহাটি। এই নগরের নিকটে একটা পর্ব্বতের গাত্রে কিছু দিন হইল, একটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিপিটি এই,—

"শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাসত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ ॥

তুরগ=৭, যুগ্ম=২, ঈশ (রুদ্র)=১১; অতএব ১১২৭ শাকের ১৩ই চৈত্র তুরুষ্কেরা অর্থাৎ মোসলমানগণ কামরূপে আসিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ঐ তারিখটি ইংরেজী ১৩০৬ অব্দের ২৬শে মার্চ্চ (কি একদিন অগ্রপশ্চাৎ) হইতে পারে।

ইহা দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক তথ্য মীমাংসিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করি। মোসলমানদিগকে পূর্ব্ববঙ্গেও 'তুরুক্' বলিয়া থাকে; আসামেও প্রাচীনকালে ঐ নামই ছিল। এখন উহাদিগকে অসমীয়ারা 'গরীয়া' বলে—ইদানীন্তন মোসলমানগণ 'গৌড়'দেশ হইতেই প্রধানতঃ আসামে উপনিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। চন্দ্রভারতির মণ্ডপ

উত্তর-গৌহাটির পূর্ব্বাংশে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে যেস্থানে একটি সরকারী বাঙ্গলা-ঘর আছে, তাহারই কাছে একটি শিলালিপি দেখা যায়; সেইটি এই,—

"শীতে তরণিতাপেন গ্রীষ্মে লোহিত্যবায়ুনা।
সুখদোঽখিললোকানাং মণ্ডপশ্চন্দ্রভারতেঃ ॥"

এই স্থানে 'চন্দ্রভারতি' নামক একজন কবি থাকিতেন। তিনি একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া ঐ শিলালিপি যুড়িয়া দিয়াছিলেন। মণ্ডপের কোনও চিহ্ন নাই—লিপিটি মাত্র তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাঁহার যে কবিজনোচিত রুচি ছিল, এই মণ্ডপের স্থাননির্ব্বাচনেই তাহার প্রকাশ পাইতেছে। 'চন্দ্রভারতি' ঠিক নাম নহে—নাম হরিচরণ। 'চন্দ্রভারতি' ও 'অনন্তকন্দলী' এই হরিচরণেরই উপাধি। আসামের প্রাত্নিকবর্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের এই মত। অনন্তকন্দলী আসামের 'কৃত্তিবাস'। তাঁহার রামায়ণ হইতে রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪। তেজপুরের নিকটস্থ গিরিগাত্রলিপি

তেজপুর শহর ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত। এই শহরের মাইলখানিক ভাটিতে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় একটা পাহাড়ের গায়ে একটি ক্ষোদিত লিপি রহিয়াছে, তাহা এপর্য্যন্ত ভালরূপে পড়া হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে সর্ব্বশেষ গুপ্তাব্দ ৫১০ এবং মহারাজাধিরাজ হর্জ্জরের নাম ঠিকই পড়া গিয়াছে। ৫১০ গুপ্তাব্দে ৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়—তখন রাজা হর্জ্জর কামরূপের অধিপতি ছিলেন। এটা এই লিপি হইতে জানা যায়[১]।

এই লিপির ছাপ বঙ্গের প্রাত্নিকশিরোমণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকটে পাঠার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি কথমপি ইহা পাঠ করিয়াছেন—কিন্তু লেখার অস্পষ্টতানিবন্ধন পাঠ সম্পূর্ণ প্রমাদশূন্য মনে করা যায় না। যাহা হউক, লিপিতে নাকি 'লাহরি' শব্দটি দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ইহা 'লাহিড়ী' মনে করিয়াছেন। বঙ্গে সমানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজনের বারেন্দ্র-বংশীয়েরা 'লাহিড়ী' উপাধিধারী। ঐ ব্রাহ্মণগণ কোন্ সময়ে যে বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, অষ্টম শতাব্দীতে; কেহ বলেন, একাদশ শতাব্দীতে। অষ্টম শতাব্দীতেও যদি হয়, তথাপি এই লিপির সময়ে (৮২৯ অব্দে) 'লাহিড়ী'দের অস্তিত্ব থাকিলেও, কিরূপ ছিল—আসাম অঞ্চলে কোনও দিন কোনও লাহিড়ী (ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে) আসিয়াছিলেন কিনা, ইত্যাদি বিবেচনাপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। অসমীয়া ভাষায় 'লাহরি' শব্দ আছে। ইহার অর্থ "প্রিয়তম"। প্রণয়িনীকে এই শব্দে সম্বোধন করা হয়। ইহা ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে কোনও বাধা নাই—'প্রাণনাথ', 'প্রিয়নাথ' নামও তো আছে।

এরূপ বিষয়ে একটু স্থানীয় তদন্ত করিলে ভাল হয়, ঈদৃশ ভ্রান্তির প্রতীকার হয়। ১৮৮০ অব্দে[২] ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র শ্রীহট্ট-ভাটেরার তাম্রশাসনে 'হল' শব্দ পাইয়া বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিলেন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্রীহট্টের যে কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে 'হল'-পরিমিত ভূমির মাপ বলিয়া দিতে পারিত।

৫। ৺কামাখ্যায় অদ্ভুত লিপি

৺কামাখ্যা-মন্দিরের চৌদেওয়ারির ভিতরে পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার সময়ে ডান দিকে নিরীক্ষণ করিলে ভূপতিত একখানা প্রস্তরে এক অদ্ভুত রকমের লেখা (?) দেখা যায়। কামাখ্যা-মন্দিরের চারি দিকেই ইতস্ততঃ যে সকল প্রস্তর দেখা যায়, সেগুলি ৺দেবীর প্রাচীনতম মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইবে; এরূপ প্রবাদ যে, পুরাণপ্রথিত নরকাসুর কর্ত্তৃক ৺কামাখ্যা দেবীর মন্দির সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয়। এই প্রবাদ বহু প্রাচীনত্বেরই সূচক এবং এই অক্ষরও বোধ হয়,

১। হর্জ্জর সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে "প্রাচীন কামরূপ-রাজমালা" প্রবন্ধ পঠিতব্য। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০—৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, August, 1880 দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন মন্দিরের সংসৃষ্ট কোনও লিপি হইতে পারে। লিপিবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে তথ্যনির্ণয় করিতে পারেন।

৬। আহোমরাজমুদ্রা

স্তম্ভলিপি ও গিরিগাত্রলিপি সরাইয়া লইয়া যাইবার জিনিস নহে। অতএব যে স্থানে পাওয়া যায়, সেই স্থানেরই কোনও ঘটনার বর্ণনা ইহাতে আছে—এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। খণ্ড প্রস্তরলিপি বা মূর্ত্তির পাদপীঠলিপি স্থানান্তরিত হইতে পারে[১], তাই সাবধানে ঐরূপ লিপিরও আলোচনা করিতে হয়। তাম্রশাসন, প্রাচীন পুথি ও মুদ্রার তো কথাই নাই। এগুলি অনায়াসে বহু দূরদূরান্তরে নীত হইতে পারে।

বীরভূম-বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি মুদ্রার কথা আছে—১৩৩ পৃষ্ঠার সম্মুখে ঐ মুদ্রার ছবিও আছে। ইহা আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহের মুদ্রা। শ্রীশ্রীহরগৌরীচরণপরস্য শ্রীশ্রীগৌরীনাথসিংহনৃপস্য—মুদ্রায় এই লিপি পড়িয়া গ্রন্থকার ঐ রাজার কোনও সন্ধান না পাইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। ইনি বড় বেশীদিনের রাজা নহেন—রাজত্বকাল ১৭৮০—১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। গদাধর সিংহ (জয়মতীর স্বামী) হইতে সকল আহোমরাজই অবিচ্ছেদে 'সিংহ' উপাধি ধারণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে, এইগুলির আকৃতি অষ্টকোণ। আহোমগণ যে ভূভাগে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার পৌরাণিক নাম "সৌমার"। এই সৌমার-খণ্ড অষ্টকোণাকৃতি[২], তাই মুদ্রাও অষ্ট-কোণাকারে নির্ম্মিত হইত।

৭। আসামের পত্র-পত্রিকা (অবশিষ্ট)

আজ পাঁচ বৎসর হইল, পরিষদে "আসামের পত্র-পত্রিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষৎ-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে। তখনকার তালিকার এখন কিঞ্চিৎ সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে।

১। 'আসাম রায়ত'—ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্র; ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুত ভোলানাথ গোসাই ছিলেন। অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল।

২। 'অসমীয়া'—১৮৯৮ অব্দে মাসিকপত্ররূপে প্রচারিত হয়। তাহাও অল্পকালমাত্র চলিয়াছিল।

নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্প্রতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে: 'আলোচনী', 'আসাম-বান্ধব', 'অরুণ'।

বিগত পাঁচ বৎসর-মধ্যে যে সকল নূতন পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের বিবরণও এস্থলে প্রদত্ত হইল,—

১। 'প্রভাত'—শিক্ষাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র—যোড়হাট নর্ম্মাল স্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী বি এ, বি টি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অসমীয়া ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাবিষয়ক

১। সে দিন ত্রিপুরা-চণ্ডীমোড়ায় একটী মূর্ত্তি (লিপিযুক্ত পাদপীঠসহ) অপহৃত হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ লিপিটি পূর্ব্বেই পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

২। অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।—যোগিনী-তন্ত্র, ২য় ভাগ, ১ম পটল।

পত্র। শরৎ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই চারি সংখ্যা সংবৎসর মধ্যে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ শকাব্দার ভাদ্র মাসে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় আসামের ডিরেক্টার অনারেবেল মিঃ জে. আর কনিংহাম বাহাদুর ইংরেজীতে "ফোরওয়ার্ড" (Foreword) লিখিয়া পত্রের সম্মাননা করিয়াছেন।

২। 'অসমীয়া'—ইহা ১৯১৮ ইংরেজী ২৮শে আগষ্ট হইতে অসমীয়া ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ দিন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্যতর প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মাধব দেবের মৃত্যু-তিথি ছিল।

৩। 'চেতনা'—১৩২৬ অব্দের ভাদ্র মাস হইতে মাসিক আকারে গৌহাটি শহর হইতে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক শ্রীযুত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা বি এ, বি এল্ এবং শ্রীযুত অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী।

৪। 'অসমপ্রদীপিকা'—ধর্ম্মবিষয়ক অসমীয়া মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীযুত রজনীকান্ত বরদলই বি. এ অবসরপ্রাপ্ত একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট্ কমিশনার। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ হইতে চলিতেছে। সম্পাদক—একজন খ্যাতনামা অসমীয়া সাহিত্যিক। *

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

* বর্ত্তমান প্রবন্ধটী প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইতঃপরেও আরো এক দুইখানি পত্রিকার উদ্ভব ও বিলয় হইয়া থাকিতে পারে—পত্রিকাধ্যক্ষ।

চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা *

আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বৎসরের প্রথম মাসিক অধিবেশনে 'আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। অদ্য আবার 'চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা' সংকলন করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তড়িদ্‌বিজ্ঞানের পরিভাষা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী শাখায় ১৩১৯ সালের চতুর্থ অধিবেশনে পাঠ করেন।[১] তিনি তাঁহার প্রবন্ধে তড়িদ্ বিজ্ঞানের তাৎকালিক প্রচলিত পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া ও তৎসঙ্গে নিজে কতকগুলি নূতন পরিভাষা গঠন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। আমার যতদুর স্মরণ হয়, সেই প্রবন্ধের পর আর কেহই বাঙ্গালায় এই বিষয় লইয়া আলোচনা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত 'নাগরীপ্রচারিণী সভা' হইতে প্রকাশিত "ভৌতিক পরিভাষা"ও বরোদা হইতে প্রকাশিত 'শ্রীসয়াজী শব্দসংগ্রহ' নামক পুস্তিকাদ্বয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে।

আমি প্রধানতঃ উপরোক্ত প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদ্বয় হইতে অধিকাংশ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছি। অধিকন্তু আরও কতকগুলি নূতন পারিভাষিক শব্দ রচনা করিয়া এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পরিভাষা সঙ্কলন করিবার সময় যে পরিভাষাগুলি আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ রচনা করিয়াছি বা ঐ পরিভাষাগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছি। আবার যেখানে একাধিক পরিভাষা পাওয়া গিয়াছে, সেখানে যেটি আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিযাছি। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

Cell (voltaic) :—ইহার পরিভাষা-'তাড়িত-কোষ' 'বিদ্যুৎকোষ' ও 'প্রবাহ-কোষ', করা হইয়াছে।[২] কিন্তু জীব-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে Physiological cellএর পরিভাষা 'কোষ' পাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'কোষ'কে 'voltaic cell'এর পরিভাষা করিলে চলিবে না। নূতন পরিভাষা রচনা করিতে হইবে। 'voltaic cell'এর পরিভাষা 'তড়িদ্ভাণ্ড' করিয়াছি।

Couple :—Couple দুইটি বলের সমষ্টিবাচক শব্দ (Collective term)। আমরা সংস্কৃত ভাষায় যুগ্ম, যুগল, যমক ও যমল শব্দগুলি 'দুই'এর সমষ্টিবাচক শব্দরূপে পাই। 'হিন্দী গণিত কী পরিভাষা' পুস্তিকায় 'যুগল' শব্দ coupleএর পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালায় 'যুগল' শব্দটি অতি সাধারণ। সুতরাং এই শব্দটি দুইটি বলের সমষ্টিবাচক একটি বাঁধাবাঁধি নির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করা চলে না। 'যুগ্ম' ও 'যমক' শব্দগুলির সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। কিন্তু 'যমল' শব্দটী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত শব্দ নহে। সেইজন্য আমি 'যমল' 'couple'এর পরিভাষারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী।

*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

১। এই প্রবন্ধ সন ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

Electron :—'Electron'এর পরিভাষা শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় 'অতিপরমাণু' ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'তাড়িতবিন্দু' ও 'তাড়িতাণু' করিয়াছেন। 'Electron'কে যদি 'অতিপরমাণু', 'তাড়িতবিন্দু' বা 'তাড়িতাণু' করা যায়, তাহা হইলে 'Proton'কে কি বলা হইবে? 'Proton'ও কি 'অতিপরমাণু', 'তাড়িতবিন্দু' বা 'তাড়িতাণু' নয়? অতএব দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত শব্দত্রয়ের কোনটিই দোষহীন পরিভাষা নহে। আমি 'electron' ও 'proton'কে অক্ষরান্তরিত করিয়া 'ইলেক্ট্রন' ও 'প্রোটন' করিয়াছি।

Galvanometer, Galvanoscope, Electrometer ও Electroscope :—Galvanometer ও Electrometer যন্ত্রদ্বয়ই তড়িৎ মাপিবার যন্ত্রবিশেষ। একটি প্রবহমাণ বা ভোলটীয় তড়িৎ মাপিবার যন্ত্র ও অপরটি অচল তড়িৎ মাপিবার যন্ত্র। কিন্তু যন্ত্র দুইটি এক-জাতীয় নহে। এই Galvanometerএর পরিভাষা 'তড়িদ্‌মান' করিয়া Electrometerএর পরিভাষা 'বিদ্যুন্মান' করিয়াছি। আর Calvanoscope ও Electroscopeএর পরিভাষা যথাক্রমে 'তড়িদ্বীক্ষণ' ও 'বিদ্যুদ্বীক্ষণ' করিয়াছি।

Ion, Anion ও Kation :—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় Ion, Anion ও Kation এর পরিভাষা যথাক্রমে 'কণা', 'সুকণা' ও 'কুকণা' করিয়াছেন। আমরা জড়পদার্থের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রাংশকে 'কণা' বা 'কণিকা' বলিয়া থাকি। যেমন তণ্ডুলকণা, রক্তকণা ইত্যাদি। অতএব Ion, Anion ও Kation এর জন্য নূতন পরিভাষা রচনা করা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় 'কণ', 'কণা', 'কণিকা', 'কণী' প্রভৃতি শব্দগুলি ক্ষুদ্রার্থবোধক। 'কণা' ও 'কণিকা' শব্দ দ্বয়কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ক্ষুদ্রাংশার্থে নিয়োগ করিয়া 'কণ', 'সুকণ' ও 'কুকণ' শব্দত্রয়কে যথাক্রমে Ion, Anion ও Kation এর পারিভাষিক শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Battery :—'নাগরী-প্রচারিণী' সভা হইতে প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা'য় বিদ্যুদ্‌ঘটমালা' ও 'ব্যাটরি' Battery র পরিভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমরেশ চক্রবর্ত্তী 'প্রবাহভাণ্ডার' Batteryর পরিভাষা করিয়াছেন[১]। Batteryর পরিভাষা 'প্রবাহভাণ্ডার' করা চলে না। 'প্রবাহ-ভাণ্ডার' বলিলে accumulaled or voltaic cellও বুঝা যাইতে পারে। আমি Batteryর পরিভাষা 'ব্যাটারি'ই করিতে চাই।

'বিদ্যুদ্‌ঘটমালা', 'তড়িদ্ভাণ্ডমালা' প্রভৃতি শব্দগুলি আকৃতিগত-বর্ণনামূলক পরিভাষা-হিসাবে অতিসুন্দর। শব্দগুলি 'পুষ্পমালা' শব্দের সাদৃশ্যে রচিত হইয়াছে। 'পুষ্পমালা'য় যেরূপ সংযোজক সূত্র থাকে, এখানে ব্যাটারিতেও সেইরূপ সংযোজক তার থাকে[২]। কিন্তু 'ব্যাটারি'শব্দটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও সুখপাঠ্য হওয়ায়, আমি 'ব্যাটারি' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছি, তবে বর্ণনামূলক প্রতিশব্দ হিসাবে 'বিদ্যুদ্‌ঘটমালা' ও 'তড়িদ্ভাণ্ডমালা' শব্দদ্বয়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

২। অবান্তর হইলেও এখানে একটি কথা বলিতেছি। স্থাপত্য-বিদ্যায় আমরা colonnade শব্দটি পাই। তাহার পরিভাষা 'পুষ্পমালা'র সাদৃশ্যে 'স্তম্ভমালা' করা যাইতে পারে।

যে সকল প্রবন্ধ বা পুস্তক হইতে পরিভাষাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে বা যে সকল পুস্তকের সহায়তায় পরিভাষাগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা প্রবন্ধশেষে দিয়াছি।

নিম্নে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা দেওয়া গেল। যে পরিভাষাগুলি আমি গঠন করিয়াছি, তাহার পার্শ্বে তারকা-চিহ্ন দিয়াছি।

Accumulator—সঞ্চায়ক।
Action—ক্রিয়া।
—, local—স্থানীয় ক্রিয়া।
—, secondary—গৌণক্রিয়া।
Agonic line—অকৌণিক রেখা।
Amalgam—রসক।
Ammeter—আঁপেরমান।*
Ampere—আঁপের।
Amber—তৃণমণি।
Analogy—উপমান।
Anion—সুকণ।*
Anode—এনোড বা সুদ্বার।
Armature—বর্ম্মাভাস।*
Astatic—মেরুমুখিতাহীন।*
Attraction—আকর্ষণ।
Aurora Polaris—মেরুজ্যোতি।
Axis—অক্ষ।

B

Battery—ব্যাটারি বা তড়িদ্ভাণ্ডমালা।
Branch—শাখা।
Bridge—সেতু।
—, meter—মিটার-সেতু।
—, wheatstone—হুইটষ্টোন সেতু।
Brush—বুরুষ।
Bulb—কন্দ।

Cable (electrical)—তাড়িত রজ্জু।
—, submarine—সমুদ্রস্থ তাড়িতরজ্জু।
Capacity—ধৃতিমান।
Cell,—voltaic—তড়িদ্ভাণ্ড।
—, standard—আদর্শ তড়িদ্ভাণ্ড।*
—, storage—সঞ্চয়ভাণ্ড।
Cells in series—ক্রমবিন্যস্ত তড়িদ্ভাণ্ড-মালা।*
—in parallel—সমান্তরবিন্যস্ত তড়িদ্-ভাণ্ডমালা।*
—in multiple arc—মিশ্রবিন্যস্ত তড়িদ্ভাণ্ডমালা।*
Circuit—কুণ্ডলী।
—, Branch—শাখাকুণ্ডলী।
—, external—বহিঃকুণ্ডলী।
—, internal—অন্তঃকুণ্ডলী।
—, open—মুক্তকুণ্ডলী।
—, closed—যুক্তকুণ্ডলী।
Commutator—পরিবর্ত্তক।*
Condenser—সংহতিযন্ত্র।
Coherer—সমবায়ী গ্রাহক।
Coil—গুটি।
—, resistance—প্রতিরোধ গুটি।
—, induction—প্রবর্ত্তন গুটি।
—, primary—প্রধান গুটি।
—, secondary—অপ্রধান গুটি।

Conduction—পরিচালন।

Conductivity—পরিচালনশীলতা।*

Conductor—পরিচালক।

—, good—সুপরিচালক।*

—, bad—কুপরিচালক।*

Cleavage—ভেদ।

Connecting screw—সংযোজক স্ক্রু।*

Contact stud—স্পর্শবোতাম।*

Coulomb—কুলম্ব।

Couple—যুগল।*

Current—প্রবাহ।

—, eddy (Foucoult)—আবর্তন-প্রবাহ, ফুকো প্রবাহ।

—, induced—প্রবর্ত্তিত প্রবাহ।

—, valtaic—ভোল্টীয় তড়িৎ।

—, alternating—পরিবর্ত্তিত প্রবাহ।*

Current elecrtity—প্রবহমান তড়িৎ।

Compound—যৌগিক পদার্থ।

D

Deflection—ক্ষেপ।

Declination—চৌম্বক বলন।

Dielectric—অন্তর।

—constant—অন্তরনাঙ্ক।

—current—অন্তর-প্রবাহ।

Diamagnetic—বিষমচুম্বকধর্ম্মী।*

Dip (or inclination)—নতিকোণ।

—, line of—নতিরেখা।

—, circle—নতিবৃত্ত।

Discharge (electric)—বিদ্যুৎস্ফুরণ।

—, slow—মন্থর স্ফুরণ।

—, spark—স্ফুলিঙ্গস্ফুরণ।

—, brush—ধারাস্ফুরণ।

Dynamo—ডাইনামো।

Dyne—ডাইন।

E

Electric field—বিদ্যুৎক্ষেত্র।

—machine—বিদ্যুৎযন্ত্র।

Electricity—তড়িৎ।

—, frictional—বর্ষণজ তড়িৎ।

—, Statical—অচল তড়িৎ।

—, Voltaic—ভোল্টীয় তড়িৎ।

Electrolysis—তড়িদ্‌বিশ্লেষণ।

Electrolyte—তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য।

Electrode—তড়িদ্দ্বার।

Electromotive Force—বিদ্যুৎপ্রবাহক বল।

Electronegative—তড়িদ্-ঋণাত্মক।*

Electropositive—তড়িদ্ধনাত্মক।*

Electromagnetism—তড়িদ্-চুম্বকতা।*

Electron—ইলেক্ট্রন।

Electronic theory—ইলেক্ট্রনবাদ।*

Electro-engraving—তড়িন্মুদ্রণ।*

Electro-plating—তড়িদ্-রঞ্জন।

Electro-metallurgy—তড়িদ্-ধাতুবিদ্যা।*

Eletro-typing—তড়িদঙ্কন।

Electrical charge—তড়িদাবেশ।*

Electrically charged—তড়িদাবিষ্ট।*

Emitter—প্রেরক।

Equipotential—সমপ্রভব।

Equivalent—প্রতিফল।*

—, chemical—রাসায়নিক প্রতিফল।*

—, electro chemical—তড়িদ্‌রাসায়নিক প্রতিফল।*

Element—মূলপদার্থ।

Elastic—স্থিতিস্থাপক ।

Energy—শক্তি ।

—, potential—স্থিতিশক্তি ।

—, kinetic—গতিশক্তি ।

F

Force—বল ।

—, line of—বলরেখা ।

Filament—তন্তু ।*

—, carbon—অঙ্গারতন্তু ।*

Fluid—সলিল ।

G

Galvanometer—তড়িদ্মান ।

—constant —তড়িদ্মানাঙ্ক ।*

—,fixed coil—আবদ্ধগুটি তড়িদ্মান ।*

—,mirror—দর্পণতড়িদ্মান ।*

—,moving coil —চঞ্চলগুটি তড়িদ্মান ।*

—,tangent —স্পর্শিনী তড়িদ্মান ।*

Galvanoscope—তড়িদ্বীক্ষণ ।*

Galvano-thermometer —তড়িৎ-তাপমান ।*

Gas—গ্যাস ।

Goldleaf Electroscope—স্বর্ণপত্র-বিদ্যুদ্বীক্ষণ ।

Gradient—প্রবণতা ।

H

Horse power—অশ্বক্ষমতা ।

I

Induction—প্রবর্ত্তন ।

—, mutual—দ্বৈতপ্রবর্ত্তন ।

Inductance—প্রবর্ত্তনফল ।

Inert—নিষ্ক্রিয় ।*

Insulator—অপরিচালক ।

Inverse ratio—বিপরীতানুপাত ।*

Ion—কণ ।*

Ionic theory—কণবাদ ।*

Ionisation—কণীভবন ।*

Isodynamic line—সমবল রেখা ।*

Isogonic—সমকৌণিক রেখা ।

K

Kation—কুকণ ।*

Kathode—কেথোড বা কুদ্বার ।

Keeper—চুম্বকতারক্ষক, রক্ষক (সংক্ষেপে)

Key—তালী ।*

—, plug—রোধনীতালী ।*

—, push—তাড়নতালী ।*

—, tapping—মৃদুতাড়নতালী ।*

L

Law of inverse squares —বিপরীতবর্গানুপাতিক নিয়ম ।*

Leydengar—লিডেনভাণ্ড ।

Lightening conductor —বিদ্যুচ্চালক দণ্ড ।*

Lodestone—অয়স্কান্ত ।

Luminous tube—তেজোময় নল ।*

Liquid—তরল ।

M

Magnet—চুম্বক ।

—, artificial—কৃত্রিম চুম্বক ।

—, bar—চুম্বকদণ্ড ।*

Magnetic needle—চুম্বকশলাকা ।

Magnetic substance—চুম্বকধর্ম্মী পদার্থ ।*
—strength—চুম্বক-প্রভাব ।*
—chain—চৌম্বক শৃঙ্খল ।*
Magnetometer, vibration
—কম্পনশীল মেগনেটোমিটার।
Magnet, horseshoe—অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক
Magnetic field—চুম্বকক্ষেত্র ।
—screen—চুম্বক-যবনিকা ।
—meridian—চৌম্বক মধ্যরেখা ।
Make & break—বন্ধন ও মোচন ।
Mass—জড়মান ।
Molecular rigidity—আণবিক দৃঢ়তা ।*
Motor—মোটর ।
—,electric—তাড়িত মোটর ।
Magnetic storm—চুম্বক-ঝটিকা ।

O

Ohm—ওম ।
Ohm's law—ওমের নিয়ম।
Oscillation—স্পন্দন ।

P

Paramagnetic—সমচুম্বকধর্ম্মী ।
Permeability—(চৌম্বক) ভিদ্যতা ।
Percussion—আঘাত।
Plane—সমতল ।
—, inclined—প্রবণতল ।
—, horizontal—ক্ষিতিজতল ।
Plug—রোধনী। *
Pole (earth's)—মেরু ।
—, magnetic—চুম্বক প্রান্ত ।*
—, north (of earth)—উত্তর মেরু ।
—, north (of a magnet)—উত্তরমুখী প্রান্ত ।*
Pole, south (of earth)—দক্ষিণ মেরু ।
—, south (of a magnet)—দ মুখী প্রান্ত ।*
—, consequent—আনুষঙ্গিক প্রান্ত *
Polarity—মেরুমুখিতা ।*
—, north—উত্তরমুখিতা ।*
—, south—দক্ষিণমুখিতা ।*
—, positive—ধনপ্রান্ত ।*
—, negative—ঋণপ্রান্ত ।*
Polarisation of a cell—তাড়িদ্ভাণ্ডের বিকৃতি ।
Potential—বিভব ।
—, difference of—বিভবান্তর ।
Power—ক্ষমতা ।
Proton—প্রোটন ।
Proportion—সমানানুপাত ।

Q

Quadrant—বৃত্তপাদ ।
Quadrant electrometer—পাদবিদ্যুন্মান ।*
—, electroscope—পাদ-বিদ্যুদ্বীক্ষণ ।*
Quantity—পরিমাণ

R

Resistance—রোধ ।
—, specific—আপেক্ষিক রোধ ।*
Resistivity—রোধশীলতা ।
Reduction factor—সরল গুণনীয়ক ।*
Rheostat—রিওষ্টাট ।
Reel—কাটিম ।
Ray—রশ্মি ।
—,Röntgen—রঞ্জেন (রোন্ত্গেন্) রশ্মি

Ray, α, β, γ = ক, খ, গ রশ্মি।
—, kathode—কুরশ্মি বা কেথোড রশ্মি
Repulsion—বিকর্ষণ।
Relay—সহায়ক।
Retentivity—ধারণক্ষমতা।*
Receiver—গ্রাহক।
Response—সাড়া।
Regulator—শাসক।*
Rest—বিরাম।*

S

Saturation—পরিষেক।
—, magnetic—চৌম্বক পরিষেক।
Solenoid—সলিনয়েড।
Strength—প্রভাব।
Spiral—বেষ্টনী।
—, vibrating—কম্পনশীল বেষ্টনী।*
Shunt—পার্শ্ববর্ত্ম।*
Solution—দ্রব।
Solute—দ্রাব্য।
Solvent—দ্রাবক।
Surface—পৃষ্ঠ, তল।
Specific Inductive capacity—আপেক্ষিক প্রবর্ত্তন ফল।
Solid—কঠিন।
Sunspot—সৌর কলঙ্ক।

T

Thermo-electricity—তাপ-তড়িৎ।
Table—সারণী।
—, Ampere's—আঁপেরের সারণী।
Tube of force—বল-নলিকা।
Tin—রঙ্গ, রাং।
—, foil—রঙ্গপত্র।
Theory—মতবাদ।

U

Unit—একক।

V

Voltaic pile—ভল্টীয় স্তূপ।*
Voltmeter—ভল্ট-মান।*
Voltameter—ভল্টামিটার।
Valency (valence)—মিলনাঙ্ক।

W

Work—কার্য্য।
Wire—তার।
—, telegraphic—তাড়িদ্ বার্ত্তাবহ তার।
—, telephonic—টেলিফোঁর তার॥

গ্রন্থপঞ্জী

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—'তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ।
২। 'নাগরী-প্রচারিণী সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ভৌতিক পরিভাষা'।
৩। 'নাগরী-প্রচারিণী সভা' কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গণিত কী পরিভাষা'।
৪। শ্রীযুক্ত জয়সুখ রায় পুরুষোত্তম রায় জোষিপুরা ও শ্রীযুক্ত ভানুসুখরাম নিগুর্ণরাম মেহতা প্রণীত 'শ্রীসয়াজী বৈজ্ঞানিক শব্দ-সংগ্রহ'।
৫। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত 'পদার্থবিদ্যা'।
৬। শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা' নামক প্রবন্ধ।

৭। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী।

৮। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত 'প্রকৃতি-পরিচয়'।

৯। স্বর্গীয় বামণশিবরাম আপ্তে প্রণীত English-Sanskrit Dictionary.

১০। ঐ প্রণীত Sanskrit-English Dictionary.

১১। শব্দ-কল্পদ্রুম।

১২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'রাসায়নিক পরিভাষা'।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা' *

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যে গদ্য-সাহিত্যের "আখ্যায়িকা" ও "কথা"—এই দুইটী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুবন্ধু ও বাণভট্টের তিনখানি পুস্তকে আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের যে স্বল্পমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাদের প্রতি আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলি কতদূর প্রযোজ্য এবং এই সকল বিধান হইতে এই শ্রেণীর গদ্য-রচনার ইতিহাস কতদূর সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।[১]

আলঙ্কারিকগণের মধ্যে যাঁহারা এই বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে, বোধ হয়, ভামহ-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের অতি সূক্ষ্ম প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভামহের মতে (১ম অঃ, ২৫—২৯) আখ্যায়িকার এই কয়েকটী লক্ষণ,—(১) ইহা শ্রব্য ও প্রকৃতানুকূল বাক্যবিন্যস্ত গদ্যে লিখিত;

(২) কিন্তু ইহাতে মধ্যে মধ্যে বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দে শ্লোক থাকিতে পারে। এইরূপ শ্লোকের উদ্দেশ্য গল্পের পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস দেওয়া[২]।

(৩) ইহার ভাব বা অর্থ উচ্চ অঙ্গের এবং ইহার বিশিষ্টতাস্বরূপ কবির কল্পনাপ্রসূত ঘটনাবলিও থাকিতে পারে[৩]; তদ্ভিন্ন আখ্যান অংশে থাকিবে,—কন্যাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ (বিপ্রলম্ভ) এবং পরিণামে নায়কের জয় ('উদয়')[৪]; নায়ক স্বয়ং স্বকীর্ত্তির বর্ণনা

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দে নৈহাটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে পঠিত।

১। পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কল্পনামূলক যে কোন রচনাকেই কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা ছন্দ বা মিলের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা এস্থলে একেবারে অস্বীকার করেন।

২। মূলে লিখিত আছে (সংস্করণ, ত্রিবেদী, বি, এস্, এস্ LXV, 1909) "বক্ত্রং চাপরবক্ত্রং চ কালে ভাব্যর্থ-শংসি চ।" কিন্তু হর্ষচরিতের টীকায় (শ্লো° ১০) শঙ্কর উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"কাব্যে কাব্যার্থ-শংসি চ।"

৩। "কবেঃ অভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদ্ অঙ্কিতা", অর্থাৎ কবির স্বেচ্ছাকৃত বর্ণনাদ্বারা চিহ্নিত। মূলের এই পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; কাব্যাদর্শের টীকায় প্রেমচন্দ্র এই শ্লোকার্দ্ধ এইভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"কবেঃ অভিপ্রায়-কৃতৈঃ অঙ্কনৈঃ অঙ্কিতা কথা"। এই পাঠান্তরে "কথা" শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভামহ-লিখিত পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তির (কন্যাহরণ প্রভৃতির) সহিত কিরূপে আখ্যায়িকার সংযোগ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। ভামহের মূল পাঠ করিলে মনে হয় যে, ঐ দুইটী পঙ্‌ক্তিই আখ্যায়িকার সহিত সম্পর্কিত—উহাদের সহিত কথার কোন সম্বন্ধ নাই। অগ্নিপুরাণেও আখ্যায়িকাসম্পর্কে এই দুইটী পঙ্‌ক্তির একটী উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং সে স্থলে আমাদের অনুমানই সমর্থন করিতেছে।

৪। "বৃত্তম্ আখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্"—এই স্থলে "বৃত্ত" শব্দের সহিত "স্বচেষ্টিত" শব্দের সম্বন্ধ থাকায়, প্রকৃত ইতিহাস বা অভিজ্ঞতাজাত ঘটনাবলি বুঝাইতে পারে—কল্পনাসম্ভূত গল্প বুঝাইতে পারে না। এই সঙ্গে কথা-সাহিত্যে নায়ক স্বচরিত বর্ণন করিবেন না—ভামহের এই নিষেধও স্মরণ রাখা আবশ্যক। ভামহ কথা-সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ প্রশ্ন করিয়াছেন—'কোন্ অভিজাত ব্যক্তি স্বীয় গুণ-গরিমার গর্ব্ব করেন!' এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ভামহের এই আপত্তি

করিবেন।[৫] ইহার আখ্যানভাগ কয়েকটী ছেদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে; ও পরিচ্ছেদগুলি "উচ্ছ্বাস" নামে অভিহিত হইবে।

পক্ষান্তরে "কথায়" বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দ। থাকিবে না; উচ্ছ্বাসের বিভাগ থাকিবে না, এবং নায়ক স্বয়ং গল্পের বক্তা না হইয়া, অন্য কেহ বক্তা হইবেন। "কথা" সংস্কৃত অথবা অপভ্রংশ[৬] ভাষায় লিখিত হইবে। সুতরাং শেষোক্ত নির্দ্দেশ হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, "আখ্যায়িকা" কেবলমাত্র সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত হওয়া উচিত।

দণ্ডী এই সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এইগুলি অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধান নহে—সাধারণ বিধিমাত্র। ইনি বলেন,—কেহ কেহ আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের প্রভেদ এইভাবে নির্দ্দেশ করেন যে, প্রথমটীতে গল্পের নায়কই বক্তা ও অন্যটীতে নায়ক স্বয়ং অথবা অন্য কেহ গল্পের বক্তা—"নায়কেনেতরেণ বা বাচ্যা"। কারণ, স্বীয় গুণ-প্রকাশ দোষার্হ নহে, যতক্ষণ বক্তা ভূতার্থশংসী, অর্থাৎ যাহা সত্য মাত্র, তাহাই বর্ণনা করেন। দণ্ডী এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নায়ক বা অন্য কাহারও বক্তৃত্ব লইয়াই যে প্রভেদের মূল, তাহা নহে; কারণ, বর্ত্তমান কবিপ্রয়োগে এই বিধান সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হয় নাই—"অনিয়মো দৃষ্টঃ"। কখন কখন, দেখা যায়, আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি।[৭] দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডী বলেন, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দ যে ব্যবহার করিতেই হইবে, আখ্যায়িকা-সম্বন্ধে এরূপ বাঁধাধরা নিয়ম নাই; কারণ, এই ছন্দগুলি আর্য্যা বা অন্য ছন্দের মত কথা-সাহিত্যেও সময় সময় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, আখ্যায়িকার পরিচ্ছেদবিভাগ যেমন উচ্ছ্বাস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কথায় পরিচ্ছেদ-বিভাগকে "লম্ভক" বলা হয়। সুতরাং ইহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। চতুর্থতঃ, কন্যাহরণ, সংগ্রাম, বিচ্ছেদ, অভ্যুদয় প্রভৃতি বিষয়গুলি শুধু এই সকল গদ্য-রচনার

ত্তো আখ্যায়িকাতেও সমভাবে প্রযোজ্য, তবে তিনি কোন্ যুক্তিতে আখ্যায়িকার নায়কে স্বচরিত বর্ণনা করিবার অধিকার দিয়াছেন? কিন্তু আখ্যায়িকাবর্ণিত ঘটনা নায়কের (বক্তার) জীবনের প্রকৃত ব্যাপার বলিয়া ইহাকে আত্মপ্রশংসা বলা চলে না, আর কথায় কল্পনার খেলা বেশিপরিমাণে থাকে, নায়কের পক্ষে অল্পবিস্তর গর্ব্বও চলিতে পারে, তাই কথায় নায়ক ও বক্তা স্বতন্ত্র হওয়া একান্ত প্রয়োজন—এই ভাবে বুঝিলে, ভামহের উক্ত অসামঞ্জস্যের মীমাংসা হইয়া যায়।

৫। উচ্ছ্বাস শব্দের অর্থ—নিঃশ্বাসত্যাগ। সেইজন্য 'উচ্ছ্বাস' অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের নামান্তর। বক্তা এক-নিঃশ্বাসে সমস্ত গল্পটী বলিতে পারেন না, তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ দেওয়া দরকার, তাই 'উচ্ছ্বাস' বা অধ্যায়ের সৃষ্টি।

৬। ভামহের মতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা সাহিত্য-রচনায় ব্যবহার্য্য। কিন্তু তিনি কোন্ ভাষাকে অপভ্রংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দণ্ডী স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কাব্যে আভীর প্রভৃতির কথ্য ভাষাই অপভ্রংশ নামে অভিহিত হয়; কিন্তু শাস্ত্রে সংস্কৃত ভিন্ন যাবতীয় ভাষাকেই অপভ্রংশ বলা হয়।

৭। যেমন হর্ষচরিতে; তরুণ বাচস্পতি টীকায় এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ণনীয় বিষয় নহে, সর্গবন্ধ মহাকাব্যেও[৮] এইগুলি পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চমতঃ, কবির[৯] উদ্ভাবনী শক্তির ফলস্বরূপ বিশিষ্ট ঘটনা অন্যান্য সাহিত্যের (অর্থাৎ কথা সাহিত্যের) দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; কেন না, কবিগণ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। শেষে দণ্ডী স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, "কথা" সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে তো পারেই, যে কোন ভাষাতেও লিখিত হইতে পারে। কারণ, কথিত আছে, অপূর্ব্ব উপাখ্যান "বৃহৎ কথা", "ভূত-ভাষায়"[১০] রচিত হইয়াছিল।

দণ্ডীর এই সমস্ত মন্তব্য ভামহের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্টভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা পণ্ডিত-গণমধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইসকল তর্ক বিতর্কের পুনরালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভামহ এই দুই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দণ্ডী তাহা আদৌ স্বীকার করেন নাই। এই দুই প্রাচীন অলঙ্কার-গ্রন্থের মধ্যে প্রচলিত কবি-প্রয়োগের উপর যেরূপ আস্থা দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ মনে হয় যে, তাৎকালিক প্রচলিত কবি-প্রয়োগসমূহের উপরই ইঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মত-বিভিন্নতার কারণ এইখানেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই সূত্রে বাণ-রচিত "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী" আলোচনা করা যাউক। গ্রন্থকার স্বয়ং এই দুইখানিকে যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ভামহ ও দণ্ডী—এই দুই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের বিধানগুলির উদাহরণ এই দুই আদর্শ কাব্যে কি পরিমাণে পাওয়া যায়, অথবা ইঁহাদের বিধানগুলি অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নিবদ্ধ হইয়াছে কি না।

শ্লোক বা অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত কুড়িটী শ্লোকে "হর্ষচরিত"এর আরম্ভ, এবং জগতী ছন্দে রচিত একটী শ্লোকে এই উপক্রমণিকা-ভাগ শেষ হইয়াছে। এই কবিতাগুলির মধ্যে ব্যাসের ও শিব-পার্ব্বতীর নমস্ক্রিয়া আছে; তদ্ভিন্ন সাধারণভাবে কবি ও কাব্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রধান কবিগণ ও প্রাচীন কাব্যসমূহের প্রশংসা আছে। সংক্ষেপে "আখ্যায়িকার"

৮। এস্থলে দণ্ডী ইচ্ছা করিয়া ভামহের মর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই সকল বিষয় মহাকাব্যের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভামহ এইরূপ বলিতে চাহেন যে, এই সকল বিষয় অন্যান্য কাব্যের পক্ষে সবিশেষ প্রযুজ্য না হইলেও, এইগুলি আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষণ ও বিশেষত্ব।

৯। প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণ (তরুণ বাচস্পতি ও প্রেমচন্দ্র) এই "চিহ্ন" বা "অঙ্ক" অর্থে বুঝিয়াছেন, কোনও বিশিষ্ট শব্দবিন্যাস-কৌশল। (যথা—মাঘের শেষে 'শ্রী', ভারবির 'লক্ষ্মী', প্রবরসেনের 'অনুরাগ' প্রভৃতি; ইহা অধ্যায়-সমাপ্তির চিহ্ন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডীর এই মন্তব্যের সহিত বোধ হয়, ভামহের উপরোক্ত মন্তব্যের সম্বন্ধ আছে। ভামহ বলেন,—আখ্যায়িকায় সময়ে সময়ে কবির উদ্ভাবনী শক্তির চিহ্ন থাকিতে পারে, (কবেঃ অভিপ্রায়-কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদ্ অঙ্কিতা); এবং এই উদ্ভাবনী শক্তি প্রকৃত ঘটনা-মূলক আখ্যায়িকায় কল্পনাপ্রসূত গল্প বা অংশবিশেষে প্রযোজ্য।

১০। পৈশাচী প্রাকৃতকে লক্ষ্য করিয়া দণ্ডী "ভূতভাষা" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তিনি এই গ্রন্থের প্রবাদ-মূলক উৎপত্তির বিষয় অবগত ছিলেন।

বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া (শ্লোক ২০) গ্রন্থকার রাজা হর্ষের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, পৃথিবীতে বড় বড় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কোন বিশিষ্ট নৃপতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই সাহিত্যচর্চ্চা।

ইহার পরই আরম্ভ হইল—গদ্য গল্প, যাহার আটটী উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। দশম সংখ্যক শ্লোকের শ্লেষোক্তি হইতে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার প্রত্যেক অধ্যায়কে 'উচ্ছ্বাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রথম উচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রত্যেক উচ্ছ্বাসের প্রারম্ভে যুগ্মশ্লোকে পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকের ছন্দঃ প্রায়ই এক—সাধারণতঃ আর্য্যা। কেবল তৃতীয় উচ্ছ্বাসের একটী শ্লোকে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেই শ্লোকটী অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। প্রথম হইতে তৃতীয় উচ্ছ্বাসের পদ্যাংশে কবি-বংশের বিস্তৃত পরিচয় পাই, কবির বাল্যকাল, হর্ষের বৈমাত্র ভ্রাতার সভায় তাঁহার পরিচয়, তথায় সংবর্দ্ধনা, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন এবং আত্মীয়গণের নিকট রাজা হর্ষের আখ্যান-কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃত গল্পাংশ তৃতীয় উচ্ছ্বাস হইতে আরম্ভ হইয়া অষ্টম উচ্ছ্বাসে সহসা সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, গদ্যাংশের মধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্ন ছন্দে কতকগুলি শ্লোক রচিত আছে। তন্মধ্যে একটী শ্লোক (এন্, এস্, পি সংস্করণ ১৯১৮, পৃ° ১২৫)[১১] বক্ত্র ছন্দে রচিত বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে এবং আর চারিটী (পৃ° ১৮, ৭৮, ১২৫ ও ১৫৯) সেইরূপ অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। গদ্যাংশের অন্তর্গত অন্যান্য শ্লোক (২য়, ৫৪ পৃ°) শার্দ্দূলবিক্রীড়িত (২য়, ৭৯), আর্য্যা (৩য়, ৮৬; ৪র্থ, ১৪০; ৬ষ্ঠ ১৮৫) স্রগ্ধরা (৩য়, ৯৩) এবং শ্লোক (৫ম, ১৫৩) ছন্দে রচিত। শেষ দুইটী উচ্ছ্বাসে মোটেই শ্লোক নাই।

কাদম্বরীর আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার অন্য প্রাচীনতর কথা-সাহিত্য সুবন্ধু-প্রণীত "বাসবদত্তা"র সাধারণ লক্ষণ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। হর্ষচরিতে বাণভট্ট স্বয়ং এ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্যা ছন্দে রচিত ১২টী শ্লোকে এই গ্রন্থের আরম্ভ। ইহাতে সরস্বতী, কৃষ্ণ, শিব ও সুকবিগণের স্তুতিবাদ এবং সুবন্ধুর গ্রন্থ-রচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১। বক্ত্র ছন্দের লক্ষণ এইরূপ,—

⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ – – ⏑ | – ⏑ – ⏑ ⏑ – – ⏓।
⏑ – ⏑ – ⏑ – – – | – ⏑ – – ⏑ – – ⏓।

প্রকৃতপক্ষে ইহা শ্লোকচ্ছন্দের প্রকারান্তর। পিঙ্গল (৫।৯) বলেন, ইহার পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের অন্ত্যের পূর্ব্ববর্ণ দীর্ঘ হইবে। তদ্ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে ইহাও পথ্যা বৃত্তের সমান। অপরবক্ত্র ছন্দের লক্ষণ এইরূপ,—

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓।
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓।

কিন্তু পিঙ্গলের মতে ইহার লক্ষণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র :—

⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏓।
⏑ ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑ ⏑ ⏑ – ⏑ ⏑ – ⏑ – ⏑ ⏑।

গদ্য গল্পাংশ আমাদের কোন কাজে লাগিবে না, তবে এখানে এইটুকু বলা দরকার যে, ইহাতে বাসবদত্তার যে আখ্যান বিবৃত হইয়াছে, তাহা অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গল্পের এই বিশিষ্টতা সম্ভবতঃ কবির উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। আখ্যান অংশে কোথাও ছেদ বা বিরাম নাই, অধ্যায় বিভাগ নাই, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার নাই,—যদিও আর্য্যা, শিখরিণী, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ও স্রগ্ধরা ছন্দঃ প্রয়োগ হইয়াছে। গল্পের প্রবাহ শান্তিপ্রধান—শৃঙ্গারই ইহার প্রতিপাদ্য রস, ভামহের লক্ষণানুযায়ী কোন সংগ্রাম কিংবা কন্যা-হরণ ইহাতে নাই,—অবশ্য বাসবদত্তাকে বিন্ধ্য পর্ব্বতে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারটা যদি কন্যাহরণ বলিয়া গণ্য করা না হয়।

কাদম্বরীর আখ্যানভাগ এত সুপরিচিত যে, এস্থলে তাহার পুনর্ব্বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ইহার ধরণ বাসবদত্তার অনুরূপ, অথচ গল্পাংশ তত জটিল নহে। গল্পটী একটানা, গল্পের প্রারম্ভে বংশস্থ-ছন্দের শ্লোক আছে, তাহাতে ব্রহ্মা, শিব এবং গ্রন্থকারের গুরু ভৎসুর নমস্ক্রিয়া আছে, সৎকাব্যের প্রয়োজনীয়তার নির্দ্দেশ আছে, এবং গ্রন্থকারের জাতি ও বংশের পরিচয় আছে। গল্পের প্রবাহ পূর্ব্বের ন্যায় শান্তিপ্রদ—প্রেম বা শৃঙ্গার ইহারও মূল রস। গল্পটী কোন পরিচিত "ইতিহাসে"র উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,—গল্পের প্রধান ও বিশিষ্ট ঘটনা সম্ভবতঃ কবির নিজের উদ্ভাবিত।

হর্ষচরিতকে অধুনালুপ্ত প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যে আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলে (ইহা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত), আমরা দেখিতে পাই যে, ভামহের নির্দ্দিষ্ট বিধান অনেক স্থলে ইহাতে প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি আখ্যায়িকার যে সকল লক্ষণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণের আদর্শ-স্বরূপে হর্ষচরিতকে গ্রহণ করা যায় না; অর্থাৎ হর্ষচরিতকে চোখের সম্মুখে রাখিয়াই যে ভামহ আখ্যায়িকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এ কথা বলা যায় না। হর্ষচরিত মনোরম গদ্যে লিখিত; ইহার মধ্যে মধ্যে শ্লোকও আছে, তবে বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোকগুলি আখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত—পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস-সূচক লক্ষণ এ সকল শ্লোকে নাই। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সাধারণতঃ আর্য্যা-ছন্দে যুগ্মশ্লোক প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পটী বস্তুতই "উদাত্তার্থ"; কারণ, ইহা একজন বড় রাজার উপাখ্যান। ইহা রীতিমত উচ্ছ্বাসে বিভক্ত, কিন্তু কন্যাহরণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে নাই; তদ্ভিন্ন কবির উদ্ভাবনী শক্তির কি কি বিশেষ পরিচয় ইহাতে আছে, তাহাও বলা কঠিন, কেননা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সমসাময়িক গ্রন্থকার একজন রাজার জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলি যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভামহ বলিয়াছেন, আখ্যায়িকার নায়কই গল্পের বক্তা হইবেন, কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব বা লক্ষণ হর্ষচরিতে পরিলক্ষিত হয় না। এই কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় ত ভুল হইবে না যে, বাণ-রচিত হর্ষচরিত ভামহের আখ্যায়িকার আদর্শ নহে,—অধুনালুপ্ত বা অপ্রাপ্ত অন্য কোন গ্রন্থই তাঁহার আদর্শ। তথাপি ভামহের লেখা হইতে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আখ্যায়িকা ও কথার লক্ষণ

লইয়া নানা মতদ্বৈধ থাকিলেও, তাঁহার সময়ে নিশ্চয়ই 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা' নামে দুই প্রকার গদ্য বিবৃতি প্রচলিত ছিল, এবং বিশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণের দ্বারা উভয়ের পার্থক্য সূচিত হইত। বাঁধা-ধরা নিয়ম ছাড়িয়া দিলেও ভামহের ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে আখ্যায়িকা কতকটা আত্ম-জীবনীর মত ছিল। এক্ষেত্রে বক্তা স্বয়ং গল্পের নায়ক—ইনি স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন; এবং সজ্জনের পক্ষে আত্ম-প্রশংসা নিন্দনীয় হইলেও, (দণ্ডীর মতে) ইনি এস্থলে সে দোষে দোষী বিবেচিত হইতে পারেন না। আখ্যায়িকা পাছে নীরস ঘটনার বর্ণনায় পর্য্যবসিত হয়, সেইজন্য ভামহ ইহার মধ্যে কবি-কল্পনা ও কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত-সমাবেশের ব্যবস্থা দিয়াছেন; কিন্তু ভামহ আখ্যায়িকার মধ্যে প্রকৃত ঘটনার অবতারণার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। কারণ, ইহাই আখ্যায়িকা ও কথার পার্থক্যের মূল। পক্ষান্তরে, ভামহ কথার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুধু নিষেধ-মূলক (কেবল ব্যবহার্য্য ভাষা-সম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ আছে); কিন্তু তাৎপর্য্যক্রমে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কথা কতকটা কল্পনাপ্রসূত অলীক গল্প বা বিবৃতি—সমানে একটানা কথিত হয়, আর ইহার বক্তা নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি হওয়া চাই। অন্যান্য অপ্রধান লক্ষণসম্বন্ধে (যেমন বক্ত্র, অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার ও উচ্ছ্বাস-বিভাগ) দণ্ডী বাঁধা-ধরা নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত অপ্রধান লক্ষণগুলিকেও নিতান্ত বাজে নিয়ম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; এই সকল ছোট ছোট লক্ষণসমূহের অনেকগুলি হইতে এই উভয় রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য সূচিত না হইলে, প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কেন এই বিষয় লইয়া এত মাথাফাটাফাটি করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। মোট কথা এই, অধ্যায়কে উচ্ছ্বাস বলা হইয়াছে কি না, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দঃ ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, এই সকল আখ্যায়িকার মূল বিচারলক্ষণ নহে। মূল লক্ষণ এই যে, আখ্যায়িকার নির্দ্দিষ্ট বিরাম বা অধ্যায় থাকিবে; এবং কথা একটানা ধারাবাহিক বিবরণ হইবে; আর ইহার মধ্যে মধ্যে (প্রায়শঃ অধ্যায়ের প্রারম্ভে) শ্লোকে পরবর্ত্তী অধ্যায়ের ঘটনা-প্রবাহের প্রতি ইঙ্গিত থাকিবে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আখ্যায়িকার মধ্যে বিরামের প্রয়োজন আছে, কেন না, নায়ককে (এস্থলে তিনি বক্তা) তাঁহার নিজের গল্প পুনরাবৃত্তি করিবার অবসর দিতে হয়। কথা-সাহিত্যে কিন্তু এই নির্দ্দেশক শ্লোকগুলির স্থান নাই; কারণ, কথা একটী বিরামহীন গল্পধারা। নায়ক স্বয়ং বক্তৃরূপে আখ্যায়িকায় আবির্ভূত হওয়ায়, আখ্যায়িকায় কতকটা সত্যের ছায়া পড়ে—কথায় এরূপ হয় না। কারণ, সেস্থলে কবি বা অন্য কেহ গল্পটী বিবৃত করিয়া থাকেন। ভামহের সময়ে এই দুই শ্রেণীর গদ্য-রচনায় সাধারণতঃ এইরূপ ছিল।—আখ্যায়িকা সাধারণতঃ আত্ম-জীবনের কাহিনী অথবা আধা ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্বলিত এক গাম্ভীর্য্য-মূলক রচনা। কথা কিন্তু পুরা কল্পনা-মূলক গল্প, এবং (দণ্ডীর মতে) ইহাতে আত্ম-জীবনীর ধাঁজ থাকিলেও, কল্পনাকুশলতাই ইহার বিশিষ্টতা। পরবর্ত্তিকালে আখ্যায়িকার পতন হয় এবং উপরিলিখিত খুঁটিনাটি তখন আর লেখকেরা ভালরূপ মানিয়া চলেন নাই। কিন্তু রুদ্রট (বাণের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে)

যে কথা-সাহিত্যের লক্ষণ ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার ধরণ ও প্রকৃতি সুবন্ধুর[১২] সময় হইতে অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দণ্ডীর অভিমত হইতে, এবং পরবর্ত্তিকালে রচিত অগ্নিপুরাণ (ও বিশেষতঃ রুদ্রট) হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এই দুই শ্রেণীর কাব্য আর ভামহোক্ত লক্ষণ-অনুযায়ী ছিল না এবং বোধ হয়, বাণভট্টের রচনার আদর্শে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। হর্ষচরিতের মত আখ্যায়িকা (যেখানে বক্তা নায়ক নহেন) দেখিয়া সম্ভবতঃ দণ্ডী স্থির করিয়াছিলেন যে, এই বিশেষত্ব, প্রচলিত প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, পার্থক্যের নির্দ্দেশক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং তরুণ বাচস্পতি এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হর্ষচরিতে'রই উল্লেখ করিয়া ঠিক ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ভামহের সময় হইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী কবিগণের নূতন প্রয়োগ দ্বারা এই সকল বাঁধা-ধরা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, দণ্ডী বক্তার ব্যক্তিত্বের, ছন্দের প্রকৃতির এবং অধ্যায়ের শিরোনামার উপর, এমন কি ভাষাগত তারতম্যের উপরও, ঝোঁক দেন নাই। তিনি তাঁহার সময়ের কবিপ্রয়োগ দেখিয়া এই সমস্ত তুচ্ছ পার্থক্যকে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন, এবং উভয় শ্রেণীর কাব্য বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও, উহাদের একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। এই শ্রেণীর গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটী পরিবর্ত্তনের যুগ, যে যুগে প্রাচীন পার্থক্যসমূহ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছিল, এবং যখন গদ্য-রচনার নিয়ম বা প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নূতন বিধি-নিষেধ সৃষ্ট হয় নাই। (এই শেষোক্ত ঘটনা দণ্ডীর নিষেধমূলক প্রতিকূল সমালোচনা হইতে বেশ বুঝা যায়।) এইরূপে দণ্ডীর পরবর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ রুদ্রটের[১৩] অগ্রবর্ত্তী বামন, দণ্ডী ও ভামহের মত-বিভিন্নতা ও তর্ক-বিতর্ক (বৃত্তি ১, ৩, ২২) বাতিল করিয়া দিয়া, কৌতূহলী পাঠককে "এ বিষয়ে অন্য লোকদের" গ্রন্থ দেখিয়া বলিয়াছেন। বামনের মতে এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডার বিশেষ কোন আলঙ্কারিক মূল্য নাই।

অগ্নিপুরাণে অনেক স্থলে অবিতর্কে দণ্ডী এবং অপর গ্রন্থকর্ত্তাদের[১৪] মতই উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার আলঙ্কারিকদিগের উপর বাণরচিত গ্রন্থের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, এবং তাঁহারা নূতন অবস্থার অনুকূল করিয়া স্ব স্ব সংজ্ঞারও লক্ষণ

১২। কালক্রমে কথা-সাহিত্যের সংজ্ঞার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইলেও, ভামহের সংজ্ঞা কতকটা সাধারণ বিশেষত্ব-বাচক বলিয়া সুবন্ধুর "বাসবদত্তা" ও বাণের "কাদম্বরী"র পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু হর্ষ-চরিত যেমন তাঁহার আখ্যায়িকার আদর্শ ছিল না, সম্ভবতঃ বাসবদত্তাও সেইরূপ তাঁহার কথার আদর্শ ছিল না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভামহ ধর্ম্মকীর্ত্তির এবং সম্ভবতঃ বাণের সমসাময়িক ব্যক্তি। অধ্যাপক য়্যাকোবিও এইরূপ অনুমান করেন। Sb. der preuss. Akad., xxiv, 1922, পৃঃ ২১১—১২; আমার History of Sanskrit. Poetics, Vol. I. পৃঃ ৪৮, ৪৯) বাণের গ্রন্থাবলীর সহিত ভামহের পরিচয় থাকা সম্ভবপর হইলেও, তিনি সেই সময়ে বাণের গ্রন্থাবলিকে প্রামাণ্য আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই মনে হয় তাঁহার সময়ে প্রচলিত এবং অধুনা লুপ্ত অন্য প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, তিনি তাঁহার বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৩। মৎপ্রণীত History of Sanskrit Poetics, *loc. cit.* pp. 60-1, 81 দেখুন।

১৪। পাদটীকা ১৩শে উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১০২—৩ অগ্নিপুরাণের অলঙ্কার-অংশের কথা আলোচিত হইয়াছে।

নির্দ্দেশের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণের মতে, "আখ্যায়িকা"র লক্ষণসকল নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

১। গদ্যে গ্রন্থকারের বংশ-প্রশংসা ;

২। কন্যা-হরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, প্রভৃতি বিপত্তির সমাবেশ ;

৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ ;

৪। চূর্ণক[১৫], অথবা বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের প্রয়োগ ;

৫। রীতি ও বৃত্তির গুণসমূহের উদাহরণ-স্বরূপ সুললিত শব্দ-সমাবেশ ;

কিন্তু "কথা"-সাহিত্যে—

১। কবিতায় কবির বংশ-প্রশংসা ;

২। কোন গল্পান্তর কথান্তরম্) মূল গল্পের অবতারণাস্বরূপ (মুখ্যস্যার্থাবতারায়) প্রয়োগ।

৩। বিরাম বা পরিচ্ছেদ এবং সময়ে সময়ে লম্ভক[১৬] নামক বিভাগ ; এবং

৪। প্রতি গর্ভে চতুষ্পদী কবিতার অবতারণা প্রভৃতি থাকিবে[১৭]।

প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রচলিত বিধির তালিকামাত্র। কিন্তু দুইটী বিষয়ে প্রাচীন রীতির সহিত ইহার পার্থক্য সবিশেষ লক্ষ্য করা আবশ্যক। "কর্ত্তৃ-বংশ-প্রশংসা" এবং "কথান্তর"এর প্রয়োগ — এই দুইটী বিষয় প্রাচীনতর আলঙ্কারিকগণ আলোচনা করেন নাই। এস্থলে (বিশেষতঃ রুদ্রটের গ্রন্থে) বোধ হয়, বাণ-রচিত গ্রন্থের প্রভাব-বশতঃ এই দুইটী বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে।

রুদ্রট কেবল স্পষ্টভাবে প্রাচীনতর লেখকগণের সহিত ভিন্নমত হইয়াছেন। এখনও বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাণ-রচিত গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্য রচনার সাধারণ বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে "কথা"য় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই,—

১। গ্রন্থ-সূচনায় কবিতায় দেবগণ ও গুরুগণের নমস্ক্রিয়া, এবং কবি-বংশের পরিচয় ও গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে।

২। গল্পাংশ সংস্কৃত গদ্যে (কিংবা অন্য ভাষায় কবিতায়) রচিত হইবে, এবং ইহাতে সরল অনুপ্রাস ও "পুরবর্ণনা" প্রভৃতি থাকিবে। (যেরূপ "উৎপাদ্য কাব্যে" ১৬, ৩)

৩। আরম্ভে মূল গল্পের সম্বন্ধীয় একটী কথান্তর থাকিবে।

১৫। বামন (১, ৩, ২৩—২৫) চূর্ণের (গদ্য-সাহিত্যের বিভাগ-বিশেষের) সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছেন—"অনাবিদ্ধ-ললিত-পদম্" (অসমস্ত সুমিষ্টপদ—উৎকলিকাপ্রায় ঠিক ইহার বিপরীত)

১৬। মুদ্রিত পুস্তকে আছে—"ভবেত্বালম্বকৈঃ কচিৎ" কিন্তু "ভবেদ্ বা লম্ভকৈঃ কচিৎ",—এই পাঠই সমীচীন।

১৭। অগ্নিপুরাণোক্ত খণ্ডকথা, পরিকথা এবং কথনিকা সম্বন্ধে "ধ্বন্যালোকলোচন" (পৃঃ ১৪১) দেখুন। লোচনে 'সকলকথা' নামে আর একটী বিশেষ বিভাগের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র অন্যান্য উপবিভাগ আলোচনা করিয়াছেন।

৪। কন্যালাভই গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া, ইহার মধ্যে শৃঙ্গার রসের পূর্ণ বিকাশ হইবে (বিন্যস্ত-সকল-শৃঙ্গারা)।

অপর দিকে "আখ্যায়িকা"য় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থাকা চাই :—

১। দেবগণ এবং গুরুগণের কবিতায় নমস্ক্রিয়া। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন কবিগণের প্রশংসা, কবির নিজের অক্ষমতা স্বীকার এবং সেই সঙ্গে অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কবির গ্রন্থ-রচনার কারণ-নির্দ্দেশ। তন্মধ্যে নৃপে ভক্তি। গ্রন্থকারের গুণগ্রাহিতা-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা বা অন্য কোন বিশেষ কারণ এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য হইতে পারে।

২। গল্পটী "কথা"র নিয়মে লিখিত হইবে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে কবির পরিচয় ও বংশ-বৃত্তান্ত গদ্যে রচিত হওয়া আবশ্যক, পদ্যে নহে।

৩। উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে, এবং প্রথম অধ্যায় ব্যতীত প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আর্য্যা ছন্দে রচিত দুইটী করিয়া শ্লোক থাকিবে।[১৮]

দেখা যাইতেছে, রুদ্রট-কর্ত্তৃক উল্লিখিত এই লক্ষণগুলি বাণভট্টের গ্রন্থ দুইখানিতেই সম্পূর্ণভাবে ও যথাযথরূপে খাটে। রুদ্রট অগ্নিপুরাণের সহিত একমত হইয়া অবতরণিকাসূচক শ্লোকের যে নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়গুলি বাণরচিত অবতরণিকা শ্লোকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষিত হইয়াছে। "আখ্যায়িকা"র নিয়ম এই যে, নৃপে ভক্তি বা অন্য কোন কারণ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য, তাহা কবিকে ছন্দে বর্ণনা করিতে হইবে এবং গদ্যে কবি নিজ জাতি ও বংশবৃত্তান্ত প্রদান করিবেন। এই নিয়ম বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে আর্য্যা ছন্দে রচিত দুইটী করিয়া শ্লোক থাকিবে এবং গদ্য গল্পাংশের অন্তর্গত শ্লোকগুলির সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, তবে সেগুলি বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত হইতেও পারে। এইসকল বিধিও "হর্ষচরিতে" অনুসৃত হইয়াছে। দণ্ডিকৃত সমালোচনা ও বাণভট্টের হর্ষচরিতের দৃষ্টান্তের পর গল্পের বক্তা কে হইবেন, ইহা লইয়া রুদ্রট মাথা ঘামান নাই, কারণ অগ্নিপুরাণকারের ন্যায় তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ ও করেন নাই। বাণ-রচিত গ্রন্থদ্বয়ের পার্শ্বে রুদ্রটের মত বিশ্লেষণ-গুলি স্থাপনা করিয়া মিলাইয়া লইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রুদ্রট "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী"র রচনাবৈশিষ্ট্যগুলিকেই যথাক্রমে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন। বাণ-রচিত দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের পর হইতে আখ্যায়িকা ও কথা সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা ও পার্থক্যসকল প্রাচীন প্রথামাত্রে পর্য্যাবসিত হইয়াছিল, এবং উক্ত দুই গ্রন্থই নূতন আখ্যায়িকা ও কথা-সাহিত্যের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৮। কতকগুলি খুঁটিনাটিও এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—যথা অতীত ঘটনা, বা বক্তারা যাহা দেখেন নাই (পরোক্ষ) এরূপ ঘটনা সম্বন্ধে, অথবা বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ ঘটিলে, কবি সন্দেহ-পরায়ণ ব্যক্তির সন্দেহ অপনোদনার্থ দুই একটি কাব্যালঙ্কার (যেমন অন্যোক্তি, সমাসোক্তি, বা শ্লেষ) প্রয়োগ করিবেন ; এই সকল স্থলে আর্য্যা, অপরবক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা বা প্রয়োজনমত মালিনীর ন্যায় ছন্দঃ ব্যবহার করিবেন।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে—রুদ্রট এই দুই শ্রেণীর কাব্যের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। "আখ্যায়িকা"র সহিত প্রকৃত ঘটনার ঘনিষ্ঠতা থাকিবে কি না, এবং "কথা"য় কল্পনামূলক গল্পের বিবৃতি থাকিবে কি না—তিনি এ সব বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। কন্যালাভই (প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের নির্দ্দিষ্ট আখ্যায়িকার বীরত্বব্যঞ্জক কন্যাহরণ নহে) কথা-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি কথা-সাহিত্যের কোমল ভাবের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এইরূপে শৃঙ্গার-রসের সমস্ত ভাবগুলি কথায় ফুটাইয়া তোলার পক্ষে কবিকে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হইয়াছে, এবং এইরূপ বিধান করিয়া রুদ্রট, সুবন্ধু ও বাণ-রচিত গ্রন্থের এই বিশিষ্টতাটুকু আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন যে, প্রেমই তাঁহাদের গ্রন্থাবলির উপজীব্য ভাব। ইহা হইতেই, কল্পনোদ্ভূত প্রেমচিত্রচয় যে সংস্কৃত গদ্য কথা-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ বা প্রকৃতিস্বরূপ, তাহা রুদ্রট বুঝাইয়া দিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন গদ্য-সাহিত্যের শুধু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করিয়াছেন (পৃঃ ১৪১); কিন্তু তিনি "সংঘটন" (বা রীতিসম্পর্কে সমাসের নিয়ম) সম্বন্ধে বিচার-প্রসঙ্গে এই বিষয়টী স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইনি বলিয়াছেন,—কথায় শব্দ-সমাবেশ আখ্যায়িকার ন্যায়, কিন্তু কথায় রস-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি রক্ষিত হওয়া চাই (৩, ৮)। রসের (বিশেষতঃ শৃঙ্গারের) বর্ণনবৈচিত্র্যই কথা-সাহিত্যের উপজীব্য ভাব, ইহাই তাঁহার মনোগত ভাব। পক্ষান্তরে অভিনবগুপ্ত আবার প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী। ইঁহার মতে, এই দুই শ্রেণীর রচনার বৈচিত্র্য কেবল আকৃতিগত; উচ্ছ্বাস-বিভাগ, এবং বক্ত্র, অপরবক্ত্র শ্লোকের ব্যবহারেই আখ্যায়িকার বিশিষ্টতা, এবং কথায় এসকলের অভাব। হেমচন্দ্রও (পৃঃ ৩২৮) সমমতাবলম্বী, কিন্তু তিনি গল্পের বক্তা ও ভাষাগত আকৃতি-সম্বন্ধে দণ্ডীর মত স্বীকার করেন (পরবর্ত্তী প্রায় সকল গ্রন্থকারই ইহা স্বীকার করেন)। ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশেষভাবে "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী"র উল্লেখ করিয়াছেন। কথা-সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে কবিতায় (শুধু গদ্যে নহে) লিখিত হইতে পারে বলিয়া রুদ্রট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইঁহারও সেই মত; এবং ইনি লীলাবতী নামে একখানি অজ্ঞাত কাব্যের উল্লেখ করিয়া স্বকীয় মতের পোষণ করিয়াছেন। বিদ্যাধর এ প্রশ্ন লইয়া আদৌ বিচার করেন নাই; আবার কথা-সাহিত্য বিদ্যানাথের অজ্ঞাত ছিল। তিনি গদ্য ও গদ্য-কাব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া "কাদম্বরী" ও "রঘুবংশের" দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত আকৃতিগত লক্ষণ অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকার যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইনিও সম্পূর্ণরূপে তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক লেখক বিশ্বনাথ এই প্রশ্নের উপর কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি রুদ্রটের সাধারণ বিধিগুলিকেই সুন্দরভাবে সাজাইয়া দিয়াছেন; তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন পার্থক্যগুলি লোকে পূর্ব্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং বাণভট্টের গ্রন্থের আদর্শসম্ভূত গদ্য-রচনার নূতন ধারা দৃঢ়ভাবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বিশ্বনাথ "আখ্যায়িকা"র আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে নীরব থাকিলেও, তিনি রুদ্রটের ন্যায় জোর দিয়া বলিয়াছেন,—"সরসবস্তু"ই "কথা"-সাহিত্যের প্রাণ।

এইরূপে প্রাচীন সংস্কৃত "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের পরিণতির দুইটী বা তিনটী

সুস্পষ্ট স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, ভামহ ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন আকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সেই বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে এইরূপ,—

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃত ঘটনামূলক ব্যাপারই ইহার বর্ণনীয় বিষয়; (২) বক্তা স্বয়ংই নায়ক; (৩) বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র শ্লোক-সংবলিত "উচ্ছ্বাস" নামধেয় অধ্যায়ে গল্পাংশটী বিভক্ত; (৪) বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কবির কল্পনার বিস্তার থাকিতে পারে, এবং কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, এবং পরিণামে নায়কের জয় প্রভৃতি বিষয় আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; (৫) ইহাও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়া চাই।

কথা—(১) আখ্যান বস্তু সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত কোন গল্প হইবে; (২) নায়ক ব্যতীত অন্য কেহ গল্পের বক্তা হইবেন; (৩) উচ্ছ্বাস-বিভাগ থাকিবে না; বক্ত্র বা অপরবক্ত্র শ্লোক থাকিবে না; (৪) ইহাও সংস্কৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় লিখিত হইতে পারে।

এই সমস্ত লক্ষণগুলি বাণরচিত গ্রন্থদ্বয়ের পক্ষে রীতিমতভাবে প্রযুজ্য নহে। এই দুই গ্রন্থই কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তিকালের আলঙ্কারিকগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেখা যাইতেছে, দণ্ডীর সময় হইতেই এই সমস্ত সূক্ষ্ম পার্থক্যের ধ্বংসমূলক প্রতিকূল সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তিকালে রচিত নূতন "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্য কতকটা বাণ-রচিত গ্রন্থ দুইখানির আদর্শ অবলম্বনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। রুদ্রট বাণরচিত গ্রন্থদ্বয়ের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আখ্যায়িকা ও কথার সাধারণ বিধি-নিষেধ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সময় হইতে ইহাই প্রামাণিক আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই নূতন "আখ্যায়িকা" ও "কথার" বিশেষত্বগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

আখ্যায়িকা—(১) প্রকৃতঘটনামূলক ব্যাপার ও অভিজ্ঞতা বর্ণিত হইবে; (২) বক্তাই যে কাব্যের নায়ক হইবেন, এমন কোন কথা নাই; (৩) উচ্ছ্বাস নামধেয় পরিচ্ছেদে ইহা বিভক্ত হইবে। প্রথম উচ্ছ্বাস ব্যতীত প্রত্যেকটীর প্রারম্ভে দুইটী করিয়া শ্লোকে (ছন্দ আর্য্যা হইলেই ভাল হয়) আলোচ্য পরিচ্ছেদের আভাস দেওয়া হইবে; ও (৪) একটি সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ছন্দোবদ্ধ উপক্রমণিকা থাকিবে।

কথা—(১) আখ্যানবস্তু একটী গল্প হইবে। গল্পটী কবির উদ্ভাবিত, প্রায়শঃ প্রেমের গল্প; (২) নায়ক ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি গল্পের বক্তা হইবেন; অবশ্য নায়কও কখন কখন স্বয়ং বক্তা হইতে পারেন; (৩) ইহাতে পরিচ্ছেদ-বিভাগ থাকিবে না; ও (৩) উপক্রমণিকা উক্তরূপ হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই প্রকার রচনার লক্ষণ একবারে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই বিশেষত্বগুলির বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, পরে "আখ্যায়িকা" ও "কথা"-সাহিত্যের এত অবনতি ঘটিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করিবার আর প্রয়োজন আছে, এইরূপ বিবেচনাই করেন নাই।

শ্রীসুশীলকুমার দে

———o———

'আহুঠ', 'আউট' ও সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক শব্দাবলী *

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান-খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,—

'হাথে খড়ী করী বোলোঁ মো কাহ্নু।
আইস ল রাধা লেখা করি দান॥ ১॥
আহুঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর॥ ২॥' (৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা)

'আমি কানু হাতে খড়ী লইয়া বলিতেছি, ওলো রাধা, আয়, দান (শুল্ক) হিসাব করি। তোর শরীর "আহুঠ" হাত পরিমাণের; তাহাতে আমার (প্রাপ্য) দান দুই কোটি।'

নৌকা-খণ্ডে এই শব্দ পুনরায় মিলে। রাধা খেয়ানিয়া-বেশী শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় চড়িয়াছেন। ছোট নৌকা; তাঁহার মনে ভয় হইয়াছে, তিনি বলিতেছেন,—

'আহুঠ হাথ নাঅ খানী তোর পাঁচ পাটে।
অনেক যতনে আনি চাপাইল ঘাটে॥' (১৫৩ পৃষ্ঠা)

'তোমার নৌকা খানি "আহুঠ" হাতের, পাঁচখানি মাত্র পাটাতনে নির্ম্মিত; অনেক কষ্টে তুমি তাহাকে ঘাটে আনিয়া ভিড়াইয়াছ।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত গ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট 'ভাষা টীকা' দিয়াছেন, তাহাতে 'আহুঠ' শব্দের অর্থ 'আট' ধরিয়াছেন। 'রাধার শরীর আট হাত' ('আহুঠ হাথ কলেবর তোর'—৫৫ পৃষ্ঠা)—এই অস্বাভাবিক উক্তির ব্যাখ্যার চেষ্টা বসন্ত বাবু এই বলিয়া করিয়াছেন,—' "হাথ" শব্দে পাণিতল (১০ অঙ্গুলি) ধরিলে, রাধার দেহের উচ্চতা আট হাতের কিছু কম হয়।' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৪৮৮)। এতদ্ভিন্ন, বসন্ত বাবু 'আহুঠ' শব্দের অবস্থান প্রাচীন বাঙ্গলা ও আসামী পুস্তক হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন; যথা,—

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ডে,—

'স্বর্গে রাজ্য করে "আউট" কোটি বৎসর।' (পৃঃ ৪৮৮)

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

' "আউট" হাত প্রমাণ আমার কলেবরে।' (পৃঃ ৫৫৪)

মাধব কন্দলি কৃত সুন্দরাকাণ্ডে—

' "আউঠ" হাতের কেশ এক গোটা বেণী।' (পৃঃ ৫৫৪)

আপাত-দৃষ্টিতে, শরীরের পরিমাণ 'আট' হাত—এইরূপ উক্তি প্রাচীন বাঙ্গলায় একাধিক স্থানে মিলিতেছে। 'আহুঠ' শব্দকে আটের সহিত সংযুক্ত করায় কিন্তু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে একটু গোল ঠেকে। 'অষ্ট' হইতে 'আহুঠ—আউট' হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় আছে;

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

'অষ্ট' > 'অট্ঠ' > 'আঠ' > 'আঠ্', 'আট্', এই তদ্ভব রূপে বিনা কারণে 'হ' অক্ষরের আগমন সম্ভব নহে। 'আট হাত শরীর'—অর্থ-গত অসামঞ্জস্যও রহিয়াছে।

বহুকাল ধরিয়া 'আহুঠ' শব্দের কোনও সন্তোষ-জনক সমাধান পাই নাই। কিছুকাল হইল, ভারতীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায় এই শব্দটী পাইয়াছি, এবং তাহাতে ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। 'আহুঠ—আউট' শব্দের অর্থ 'সাড়ে তিন'; ইহার মূল-রূপ হইতেছে 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' শব্দ।

রাজস্থানের পদ্মনাভ কবি সংবৎ ১৫১২ (=খ্রীষ্টীয় ১৪৫৬) সালে 'কান্হড দে-প্রবন্ধ' নামে এক উৎকৃষ্ট বীর-রসাত্মক কাব্য-গ্রন্থ লেখেন। এই পুস্তকের ভাষাকে 'প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী' নাম দেওয়া হইয়াছে; এই ভাষা হইতে আধুনিক গুজরাটী ও মাড়োয়ারী ভাষা-দ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। (এ সম্বন্ধে ১৯১৪-১৬ সালের Indian Antiquary পত্রিকায় পরলোকগত L. P. Tessitori ডাক্তার এল্, পি, তেস্‌সিতোরী কৃত Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। 'কান্হড-দে-প্রবন্ধ' কাব্যে মুসলমান সুলতান 'অলাউ-দ্-দীন খল্জীর সেনাপতি অলফ খান কর্তৃক অণহিলপাটন ও গুজরাট জয়, সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস-সাধন ও তৎপরে মুসলমান-কর্তৃক ঝালোরের রাজা কান্হড দের রাজ্যজয়ের সবিস্তর কথা, ও আনুষঙ্গিকভাবে রাজপুত-জাতির অসাধারণ শৌর্য্যের কথা বর্ণিত আছে। আমেদাবাদের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডাহ্যাভাই পীতাম্বর দেরাসরী এই কাব্যের এক উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন (আমেদাবাদ, ইউনিয়ন প্রিণ্টিঙ্ কোম্পানী লিমিটেড, ১৯১৩ সাল)। এই কাব্য পাঠ করিতে করিতে এই চৌপাইটী পাইলাম—

বীরমদেরি সংঘাসণ কাজ উঠ দীহাডা কীধূ রাজ ॥২৯২॥ (পৃঃ ৯৯)

'বীরমদেবের সিংহাসন কাজ (হইয়াছিল এই, যে তিনি) 'উঠ' দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।' শ্রীযুক্ত দেরাসরী 'বিবেচন' বা টীকায় 'উঠ দীহাডা' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'সাডাত্রণ দিবস' = 'সাড়ে তিন দিন'।

স্বতঃই প্রাচীন বাঙ্গলার 'আহুঠ' শব্দের কথা মনে হইল।

A. F. Rudolf Hoernle হোর্ন্‌লে কৃত Comparative Grammar of the Gaudian Languages (1880) পুস্তকে 'আহুঠ' 'উঠ' শব্দের পূর্ণ সমাধান আছে। 'আহুঠ, আউট' শব্দ আধুনিক বাঙ্গলায় নাই বলিয়া, বহু পূর্ব্বে হোর্ন্‌লের বই আলোচনা কালে এই শব্দগুলি আমার দৃষ্টিপথ এড়াইয়া যায়। ঐ বইয়ে §§ ৪১৩—৪১৬ প্যারায় (পৃঃ ২৬৮—২৭০) আধুনিক আর্য্য ভাষায় ভগ্ন-সংখ্যা-বাচক শব্দ-সমূহের বিচার আছে। তদ্ভিন্ন Kellogg কেলগের হিন্দী ব্যাকরণে সংখ্যা বাচক শব্দের পর্য্যায়টীও দর্শন-যোগ্য।

সংস্কৃতে সার্দ্ধ-সংখ্যা বুঝাইতে গেলে, বিশেষ বিশেষ সংখ্যা-নামের, বা প্রায়শঃ তাহাদের ক্রম-বাচক রূপের, পূর্ব্বে 'অর্ধ' শব্দ যোগ করিয়া নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ আছে। যে সংখ্যার সার্দ্ধ-রূপ জানাইতে হইবে, 'অর্ধ' শব্দকে তদূর্দ্ধ সংখ্যার ক্রম-বাচক রূপের পূর্ব্বে জুড়িয়া দিতে হয়; কেবল 'সার্দ্ধ এক' জানাইবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যায়; এখানে 'দ্বি' শব্দেরই প্রয়োগ

হয়, ইহার ক্রম-বাচক 'দ্বিতীয়' পদের আগম নাই; এবং 'অৰ্দ্ধ' শব্দ 'দ্বি'র পূর্ব্বে না বসিয়া, পরে বসে। সার্দ্ধ-সংখ্যা-বাচক পদ, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, টিউটনিক প্রভৃতির মাতৃ-স্থানীয় ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি-আর্য্য ভাষায় এই রীতিতেই হইত, ইহা অনুমান করা যায়। টিউটনিক ভাষাগুলিতে এই রীতি; যেমন, জারমান ভাষায়, anderthalb = দ্বিতীয় অৰ্দ্ধ = দ্ব্যৰ্দ্ধ = ১½; drittehalb = তৃতীয়-অৰ্দ্ধ = ২½; viertehalb = চতুর্থ অৰ্দ্ধ = ৩½, ইত্যাদি। আংগ্লো-সাক্সন বা প্রাচীন-ইংরেজিতেও এই রীতি। গ্রীকেও কচিৎ পাওয়া যায়; যেমন tríton hēmitálanton = তৃতীয় অৰ্দ্ধ-তালান্ত = অৰ্দ্ধ-তৃতীয় বা আড়াই টালেণ্ট অর্থ। 'অৰ্দ্ধ-তৃতীয়' = যাহার (পূর্ণ এক ও দুইয়ের পর) তৃতীয় হইতেছে মাত্র অৰ্দ্ধ; তদ্রূপ 'অৰ্দ্ধ-চতুর্থ' = যাহার (এক, দুই ও তিনের পর) চতুর্থ হইতেছে অৰ্দ্ধ; এইরূপ চিন্তা-প্রণালীতে এই প্রকারের পদের উদ্ভব।

আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত ভগ্ন- বা সার্দ্ধ-সংখ্যা-দ্যোতক পদগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষা হইতেই গৃহীত। নিম্নে ভারতীয় আর্য্য (সংস্কৃত) সার্দ্ধ সংখ্যা-বাচক পদ ও তাহাদের ক্রম-বিকাশে উৎপন্ন আধুনিক রূপ প্রদর্শিত হইল।

½ = 'অৰ্দ্ধ' > 'অদ্ধ' > 'অদ্ধ' > আধ', সমাসে কুত্রচিৎ 'অধ'; এই রূপটী প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষাতেই মেলে। বাঙ্গলা-ভাষার মূল মাগধী-প্রাকৃতের বিশেষত্ব ছিল, র-যোগে দন্ত্য-ধ্বনির মূৰ্দ্ধন্যীকরণ; 'অৰ্দ্ধ' হইতে 'অড্‌ঢ', 'আঢ', 'আড়' রূপই বাঙ্গলার বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ হওয়া উচিত। 'আড়পাগ্‌লা' = 'আধ-পাগ্‌লা', 'আড়-মাদ্‌লা', 'আড়ে গেলা' = 'অৰ্দ্ধচর্ব্বিত করিয়া গেলা' প্রভৃতি শব্দে এই 'অড্‌ঢ' > 'আড়' রূপ বিদ্যমান। (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' দ্রষ্টব্য)। তদ্ভিন্ন 'দেড়', 'আড়াই' শব্দেও এই মূৰ্দ্ধন্য-যুক্ত 'অড্‌ঢ' পদ বিদ্যমান। (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। গুজরাটীতে 'অড়ধো' = 'আড়' + 'আধ' — এই পদে দুই ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য-ভাষার মূৰ্দ্ধন্য ও দন্ত্য রূপের মিশ্রণ দেখা যাইতেছে।

১½ = 'দ্ব্যৰ্দ্ধ: (১) 'দ্বি-অৰ্দ্ধ' > '* দি-অড্‌ঢ' > '* দিঅঢ়' > 'দেঢ়' (হিন্দী, উড়িয়া), 'দেড়' (বাঙ্গলা), দীড় (মারহাট্টী); (২) 'দ্বি-অৰ্দ্ধ' > '* দি-অড্‌ঢ' > '* ডি-অড্‌ঢ' > 'ডেরঢ়'; 'ডেঢ়, ডেড়' (হিন্দী), 'ডেঢ়, ডেওঢ়া' (পাঞ্জাবী), 'ডেড়' (বাঙ্গলা কথ্য ভাষায়), 'ডেঢ়' বা 'ডেঢ়ে' (সিন্ধী); (৩) 'দ্বি-অৰ্দ্ধ > '*দো-অড্‌ঢ' বা '*ডো-' > 'ডোরঢ়', 'ডোঢ়'; 'দোঢ়', 'দোহোড়' (গুজরাটী), 'ডৌঢ়া, ডোঢ়া' (হিন্দী), 'দোঢ়', ডূঢ়া, ডূঢ়' (পাঞ্জাবী)। গুণন-কালে হিন্দীতে 'ডৌঢ়া, ডোঢ়া' পদের ব্যবহার হয়।

২½ = 'অৰ্দ্ধ-তৃতীয়' (১) 'অড্‌ঢ-তিতীয়' > 'অড্‌ঢতীয়, -তিয়' (উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থে haplology বা 'সকৃদবস্থান' দ্বারা একটী 'ত'-কারের লোপ; অশোকের অনুশাসনে 'অঢতিয়' = 'অড্‌ঢতীয়') > '* অড্‌ঢঈয়' > '* অঢ়ঈ' > 'অঢ়ী'; (গুজরাটী) 'অড়ী, হড়ী'; (২) '* অড্‌ঢ-ততীয়' > '* অড্‌ঢ-অঈয়' > '* অড্‌ঢঈয়' 'অড্‌ঢাইঅ' > 'অঢ়াঈ'; 'অঢ়াঈ', 'ঢাঈ' (হিন্দী), 'অঢ়াঈ' (সিন্ধী), 'ঢাঈ', 'টাঈ' (পাঞ্জাবী), 'আড়াই' (বাঙ্গলা); (৩) '* অড্‌ঢ-ততীয় > 'অড্‌ঢ-ততিয্য' > '* অড্‌ঢ-অইজ্জ' > '* অড্‌ঢইজ্জ' > '* অঢ়ীজ' > 'অডীচ' (মারহাট্টী)।

৩২=‘অর্দ্ধ-চতুর্থ’ > ‘* অড্‌ঢ-চতুট্‌ঠ’ > ‘* অড্‌ঢ-যহুট্‌ঠ’ > ‘অড্‌ঢ-অউট্‌ঠ’ ‘* অড্‌ঢউট্‌ঠ’ > ‘* অড্‌ঢুট্‌ঠ’; পরে, খুব সম্ভবতঃ অর্ব্বাচীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশে, ‘* অঢুট্‌ঠ’; তদনন্তর উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ দুই মূর্দ্ধন্য মহাপ্রাণ ধ্বনি ‘ঢ’ ও ‘ট্‌ঠ’এর একটীকে ‘হ’ কারে আনীত করিয়া, ‘* অহুট্‌ঠ’, ‘আহুঠ’। কিংবা ‘* অদ্ধ চতুট্‌ঠ’, ‘* অদ্ধ-অউট্‌ঠ’>‘অদ্ধুট্‌ঠ’ (জৈন-প্রাকৃতে)। প্রাচীন বাঙ্গলায় আদ্য অক্ষর ‘অ-কার’ কে ‘আ-’তে রূপান্তরিত করিবার দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়; তদনুসারে বাঙ্গলায় ‘অহুট্‌ঠ’ > ‘আহুঠ’ রূপ, যাহা চতুর্দ্দশ শতকের বাঙ্গলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) ও ‘আউঠ’ রূপে আসামীতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলায় (পঞ্চদশ শতকের পরে) ‘হ’ লোপে ও মহাপ্রাণ ‘ঠ’র প্রাণ বর্জ্জনে এই শব্দের রূপ ‘আউট’। আধুনিক বাঙ্গলায় এই শব্দ লুপ্ত। পাঞ্জাবীতে ও হিন্দীতে এই শব্দ মেলে—হিন্দী রূপ ‘হূঁঠা,’ ‘হৌঁঠা,’ ‘হূঁটা’, ‘হৌঁটা’, বা ‘হোটা’; পাঞ্জাবী রূপ—‘ঊঠা’ ‘ঊঁটা’, ‘ঊটা’ (হ্যোর্‌ন্‌লের পুস্তক দ্রষ্টব্য); পুরাতন রাজস্থানী ‘কান্‌হডদে প্রবন্ধ’ কাব্যে—‘ঊঠ’, আধুনিক রাজস্থানীতে ‘হূঠা’। ‘হূঁটা’, ‘হৌঁটা’, ‘হোটা’ প্রভৃতি হিন্দীতে ও অন্য ভাষায় গুণনকালে, বিশেষতঃ গুণীপের সময় ব্যবহৃত হয় (Kellogg কৃত হিন্দী ব্যাকরণ দ্রষ্টব্য)।

প্রাচীন মৈথিলীতেও এই শব্দ পাইয়াছি। মৈথিলী ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক, যাহার সম্বন্ধে আমরা কোনও খবর পাইয়াছি, তাহা হইতেছে, কবিশেখর জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত ‘বর্ণ-রত্নাকর’। এই বই খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম পাদে (১৩০০—১৩২৫তে) লেখা হয়। * ‘বর্ণরত্নাকর’এর মূল পুথির ২৮খ সংখ্যক পাতায় ‘অহুঠ’ শব্দ পাওয়া যায়। নায়কের শয়ন-বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শয্যার বিবরণ দিতেছেন :—‘স্ফটিকক দণ্ডা, পদ্মরাগক দণ্ডিআ, অহুঠ হাথ দীর্ঘ, অঢ়াএ হাথ ফাণ্ড সেজ’=‘স্ফটিকের দাঁড় (=পায়া), পদ্মরাগের দাঁড়ী (=ছাপরের খুঁটী), সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ, আড়াই হাত ফাঁড়ের শয্যা’। ‘আট হাত লম্বা’ বিছানার কথা শুনা যায় না; তদ্ভিন্ন বর্ণরত্নাকরে ‘আট’ অর্থে ‘আঠ’ শব্দের প্রয়োগ বহুবার আছে, কিন্তু এই স্থান ভিন্ন অন্যত্র ‘অহুঠ’ রূপ নাই। Kellogg এর ব্যাকরণ অনুসারে, এই শব্দের রূপ আধুনিক মৈথিলে ‘হূঁঠা, হূঁঠে, হুট্‌ঠা, হুঠা, হুট্‌ঠে’; মগহীতে ‘হূঁঠা, হুঠা’; ভোজপুরিয়াতে ‘হূঁঠা, অংগুঠা, অংগূঢ়া’।

* ইহার একমাত্র পুথি বেঙ্গল এশিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে; পুথিখানির লেখার তারিখ ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ। বইখানি গদ্যে লেখা; ইহা একখানি অভিধান বা শব্দ সংগ্রহের মত বই, নানা বিষয়ের বর্ণনা-ব্যপদেশে বহু মৈথিল ও সংস্কৃত শব্দ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন ‘নগর-বর্ণনে’ নগরস্থ সমস্ত জাতি ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির তালিকা, ‘রাজসভা-বর্ণনে’ রাজার অনুচর পার্শ্বচরাদির নামের তালিকা; ‘নায়িকা-বর্ণনে’ অলঙ্কার প্রসাধনাদির বর্ণনা আছে, তদ্রূপ মৃগয়া অভিষেক ভোজনাদির ও বর্ণনা আছে। মৈথিলের প্রাচীন স্বরূপ ও ব্যাকরণ জানার পক্ষে এই বইয়ের সহায়তা অমূল্য। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ‘বৌদ্ধ গান ও দোহা’র ভূমিকায় সিদ্ধাচার্য্যগণের নাম আলোচনা-কালে ‘বর্ণ-রত্নাকর’এর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে প্রাপ্ত সিদ্ধাদের তালিকাও দিয়াছেন। এই বইয়ের মূল পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত এক নকলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক প্রকাশ করিবার কথা হইতেছে।

'অদ্ধ্‌ট্ঠ' শব্দ (জৈন) অর্দ্ধ-মাগধীতে পাওয়া যায়। 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' শব্দের 'অদ্ধ্‌ট্ঠ'তে পরিবর্ত্তন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্ব্বেকার নহে। সংস্কৃতে 'অদ্ধ্‌ট্ঠ'র কি রূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অর্ব্বাচীন কালের পণ্ডিতেরা ঠিক করিতে না পারিয়া, প্রাকৃত শব্দের অনুকরণে সংস্কৃতে 'অধ্যুষ্ঠ' এই একটী কৃত্রিম শব্দের সৃষ্টি করেন। 'অধ্যুষ্ঠ' কচিৎ সংস্কৃতে প্রযুক্ত দেখা যায়; যেমন 'অধ্যুষ্ঠ-বলয়' = 'সাড়ে তিন পাকের তাগা বা বালা; সাড়ে তিন পাকে জড়াইয়া সাপের অবস্থান' (Monier Williams এর সংস্কৃত অভিধান দ্রষ্টব্য)।

৪½ = 'অর্দ্ধ-পঞ্চ' বা 'অর্দ্ধ পঞ্চম' > '*অড্‌ঢ-রঞ্চম' > '*অড্‌ঢ রঞ্চব' > '*অড্‌ঢউঞ্চঅ' > 'টৌচা' (পাঞ্জাবী), 'ঢৌচা' (হিন্দী), 'ঢূচা' (রাজস্থানী), 'ধৌচাঁ, ধৌচেঁ ঢোচে, ঢৌচহ, ঢোচা' (মৈথিলী), 'ধৌচাঁ' (মগহী) 'ধমূচা, ধঙ্গূচা' (ভোজপুরিয়া)। 'হুঠা' প্রভৃতির ন্যায় এই শব্দ জরীপের কাজে ও গুণনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৫½ = হিন্দী 'পোঁচা'; মৈথিলী 'পহুঁচা, পহুঁচে, পোঁচা'; মগহী, ভোজপুরিয়া 'পহুঁচা'।

৬½ = হিন্দী 'খোঁচা', মৈথিলী 'খৌঁচা, খোঁচে, খোঁচা', মগহী 'খৌঁচা', ভোজপুরিয়া 'বিছিয়া'।

৭½ = হিন্দী 'সতোঁচা', মৈথিলী 'সতোঁচা', মগহীতে এই শব্দ নাই, ভোজপুরিয়া 'চলোসা'।

৫½, ৬½, ও ৭½ এর জন্য শব্দগুলি আধুনিক; আদি আর্য্য ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয় না। হ্যোর্ন্‌লে ও কেলগ-এর মতে এই পদগুলি 'ধোঁচা' = ৪½ এর অনুকরণে সৃষ্ট। সংস্কৃতে কিন্তু ৫½ = 'অর্দ্ধ-ষষ্ঠ', ৬½ = 'অর্দ্ধ-সপ্তম' ইত্যাদি পদের প্রচলন ছিল। আমরা 'সাড়ে বার' অর্থে 'অর্দ্ধ-ত্রয়োদশ' এর প্রয়োগ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাই।

আড়াইয়ের ঊর্দ্ধ সার্দ্ধ-সংখ্যা জানাইতে হইলে সাধারণতঃ 'সাড়ে, সাড়ে' শব্দের প্রয়োগ হয়। এই 'সাড়ে, সাড়ে' শব্দের মূল, 'সার্দ্ধ-ক' শব্দ; 'সার্দ্ধ-ক' < 'সড্‌ঢঅ' < *'সাড়া'; ইহার তির্য্যক্ রূপ, বহুবচনার্থে, 'সাড়ে', 'সাড়ে' = 'সড্‌ঢহি'; এ-কার দ্বারা বহুবচন দ্যোতন—তুলনীয়, হিন্দী 'ঘোড়া'—বহুবচনে 'ঘোড়ে'। গুজরাটীতে আমাদের 'সাড়ে' শব্দের প্রতিশব্দ হইতেছে 'সাড়া'; এই আ-কারান্ত রূপ বহুবচনের; এক বচনে '* সাড়ো' হইত।

বাঙ্গলা দেশে, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও না কোথাও, 'অর্দ্ধ-চতুর্থ' > 'আহুঠ, আউট' = ৩½, ও 'অর্দ্ধ-পঞ্চম' > 'অঢৌচা, ঢৌচা' = ৪½, শব্দের অনুরূপ শব্দ এখনও বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ সম্বন্ধে, আশা করি যিনি এইরূপ শব্দ পাইয়াছেন, বা যাঁহার জরীপ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকার দরুন পাইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি আমাদের কৌতূহল দূর করিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—o—

শুদ্ধিপত্র

অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রিংশ ভাগের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন—

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৭		২১	Acoustics	ও Acoustics
৭৮		২	কবে	ঠেকিবে
৮১	১ম	২০	নিত্যগুণন্ব	নিত্যগুণক
৮১	„	২৩	Endosmore	Endosmose
৮১	২য়	৬	নিস্তালন	নিশ্চালন
৮১	২য়	২১	বলসমান্তরিক	বলসামান্তরিক
৮২	১ম	১১	Harmonies	Harmonics
৮২	„	২০	tourniquest	tourniquet
৮২	২য়	২৮	যন্ত্রের	দণ্ড যন্ত্রের
৮৪	১ম	২৭	goses	gases
৮৪	২য়	২২	দণ্ডচক্র	দন্তচক্র
৮৫	২য়	১	Rive's	Tour's
৮৬	১ম	৭	আশ্বাসতা	আশ্যানতা

অর্থশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং সংস্কার*

সমাজ ও সামাজিক-জীবন ব্যতীত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা লৌকিক ধর্ম্ম, ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কার প্রভৃতির বিবরণ পাই। যদিও উহা খুব অল্প, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের উত্তরাংশের তাৎকালিক সমাজের ধর্ম্মজীবন এবং লোকসাধারণের মানসিক অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ইহার মূল্য কম বলা যায় না।

অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ নহে বা উহাতে কৌটিল্য ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম—এই ত্রিবর্গের আপেক্ষিক মর্য্যাদা প্রভৃতি লইয়া বিশেষ কোন বাদানুবাদ করেন নাই। তাহা হইলেও অর্থশাস্ত্রে আমাদের জ্ঞাতব্য অনেক কথাই পাওয়া যায়। বিদ্যা-সমুদ্দেশ অধ্যায়ে আমরা জ্ঞানের ভিত্তিমূলক শাস্ত্রসমুদায়ের উদাহরণ পাই। এই সম্পর্কে কৌটিল্য আন্বীক্ষকী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, আন্বীক্ষকী বা তর্কশাস্ত্রের (চিন্তামূলক দর্শনের) উদাহরণ-স্বরূপ তিনি সাংখ্য, যোগ এবং লোকায়তের কথা বলিয়াছেন (সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষকী।—অ° শা° পৃঃ ৬)। এগুলি দেখিয়া কৌটিল্য-সম্বন্ধে একথা অবিসংবাদিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, অসংখ্য রাজনৈতিক লেখকদিগের মধ্যে তিনিই পর বিজ্ঞানকে (Metaphysics) উহার উপযুক্ত স্থান দিয়াছেন এবং উহাকে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের ভিত্তি বলিয়া মানিয়াছেন।[১] অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষকীর বিবরণ আমরা পাই না বলিলেই হয়; বর্ত্তমান রচনাতেও তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সাংখ্য এবং যোগ-সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে কিছুই পাই না এবং লোকায়তের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। লোকায়তিকেরা অবশ্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনাদিতে নাস্তিক—পার্থিবসুখপ্রয়াসী বেদবিরোধী জড়বাদী বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছেন।

লোকায়ত-দর্শনের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা অর্থশাস্ত্রে নাই। তবে কামসূত্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থাদিতে আমরা যাহা পাই, তাহাতে বোধ হয় যে, লোকায়তিকেরা পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্থিব ইন্দ্রিয়সুখই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহারা প্রচার করিতেন।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত বেদের বিরুদ্ধবাদীদিগের এবং ব্রাহ্মণদিগের শত্রুদের মধ্যে বৌদ্ধেরা এবং আজীবকেরাই প্রধান। কৌটিল্য সিদ্ধতাপস ভিন্ন ইহাদের আর সকল সম্প্রদায়েরই উপর বিদ্বেষ-ভাবসম্পন্ন। সিদ্ধতাপসদের কথা আমরা পরে বিশেষরূপে বলিব। এই সকল দলের প্রতি কৌটিল্যের বিদ্বেষভাব তৎকালীন লৌকিক বিরাগেরই পরিচায়ক। ইহার বিবরণ অপরাপর অনেক পুরাতন গ্রন্থেই পাওয়া যায়।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১। প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষকী মতা।

প্রকীর্ণক-নামক অধ্যায়ের কোনও বিশেষ স্থলে বৌদ্ধ এবং আজীবকদিগের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় আমরা দেখি যে, যজ্ঞ উপলক্ষে অথবা পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডাদি প্রদান করিবার সময় যদি কেহ শাক্য বা আজীবকদিগের ন্যায় "বৃষল-প্রব্রজিত"দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন, তবে তাঁহার ১০০ পণ অর্থদণ্ড হইত ("শাক্যাজীবকাদীন্ বৃষল-প্রব্রজিতান্ দেবপিতৃকার্য্যেষু ভোজয়তঃ শত্যো দণ্ডঃ।"—অঃ শাঃ পৃঃ ১৯৯)। এই ব্যাপার এবং পাষণ্ডদিগের প্রতি প্রযুক্ত অপরাপর নিয়মাবলী হইতে এই সকল দলের উপর শাসন-কর্ত্তৃবর্গের মনের ভাব প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে গ্রামে থাকিতে কিংবা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেওয়া হইত না। শ্মশানের নিকট তাহাদিগের আবাস থাকিত। (পাষণ্ডচণ্ডালানাং শ্মশানান্তে বাসঃ)।

"বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত"।—পৃঃ ৪৮। ইহা হইতে দেখা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেন।

যদিও প্রধান দার্শনিক-সম্প্রদায়গুলির কথা অতি অল্প, তথাপি অর্থশাস্ত্রের বিবরণে লৌকিক ধর্ম্মের উপর আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করে এবং উহা সামাজিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশের তুলনাকল্পে বাস্তবিকই বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা যে ইহাতে কেবলমাত্র বহুসংখ্যক দেবদেবীর, রাক্ষস এবং প্রেতাত্মার পূজাকলাপ দেখিতে পাই, তাহা নহে, অদ্ভুত ক্রিয়াদি এবং প্রাচীন যুগের সংস্কার প্রভৃতিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আজ পর্য্যন্ত উহাদের অনেকগুলি প্রচলিত আছে। কৌটিল্যের সময়ের দেবদেবীর মধ্যে কতকগুলি বৈদিক যুগে এবং অপরগুলি নিঃসন্দেহে তৎপরবর্ত্তী যুগে প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্ব্বশ্রেণীর ভিতর ইন্দ্র, যম, বরুণ, সবিতা, অগ্নি, সোম, অদিতি, অনুমতি, সরস্বতী ইত্যাদির নাম অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গের দেবতাদিগের মধ্যে কেবল ইন্দ্রই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে ইন্দ্রকে শচীনাথরূপে বৃষ্টিদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইত (পৃঃ ২০৬, ১, ১০)। ঐন্দ্রাবার্হস্পত্য নামক ক্রিয়াতে ও বন্ধ্যানারীকে পুত্রদানের এবং গর্ভস্থিত শিশুর গুণবৃদ্ধির জন্যও ইন্দ্রের পূজা করা হইত। পরলোকগত মৃতব্যক্তিদিগের নিয়ামক বা দণ্ডকর্ত্তা হিসাবে যম তাঁহার পূর্ব্বপদ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং বরুণও মন্দকর্ম্ম বা কুকার্য্যকরণেচ্ছুর দমনকারী বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পূজিত হইতেন।

এ সকল ছাড়া আমরা পরবর্ত্তি যুগের কতকগুলি দেবতা-সম্বন্ধে অনেক আভাস পাই। যথা,—কোনও নূতন নগর বা দুর্গ নির্ম্মিত হওয়ার পর, তাহার কতকগুলি অবশ্যকরণীয় ক্রিয়া-কলাপের সম্পর্কে কতকগুলি দেবতার উল্লেখ পাই। তাঁহাদের পূজায় নূতন নগরবাসীদিগের শান্তি এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইত বলিয়া কৌটিল্য মনে করিতেন। সেই সকল দেবতার নাম,—অপরাজিত, অপ্রতিহত, জয়ন্ত, বৈজয়ন্ত, শিব, বৈশ্রবণ, অশ্বি, শ্রী এবং মদিরা। (অপরাজিতাপ্রতিহত-জয়ন্তবৈজয়ন্তকোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাশ্বিশ্রীমদিরাগৃহং চ পুরমধ্যে কারয়েৎ।—অঃ শাঃ পৃঃ ৫৫—৫৬) এই সকল দেবতাদিগের সম্মানের জন্য নগরমধ্যে (দুর্গমধ্যে) মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। এই সকল

দেবতাদের মধ্যে প্রথম চারিটির নাম জৈন-গ্রন্থ 'উত্তরাধ্যয়নসূত্রে' পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমুদায় দেবতার পূজার বা সার্থকতার কথা কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। দেবতাদিগের নামগুলির অর্থ কিন্তু খুব স্পষ্ট। অপরাজিত এবং অপ্রতিহত অর্থে শত্রুদিগের দ্বারা অবিজিতকে বুঝায়; জয়ন্ত এবং বৈজয়ন্ত শব্দে 'রণে বিজয়ী'—বিজয়দাতা বুঝায়। ইঁহাদিগকে আমরা যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা দেবতা বলিয়া লইতে পারি। ইঁহাদিগের সঙ্গে আমরা শিবের পূজার উল্লেখ দেখি (আশীর্ব্বাদ বা মঙ্গল-দাতা)। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও শৈবদিগের সংখ্যা অত্যধিক। বৈশ্রবণ কিংবা কুবের—ইনি ছিলেন ধনাধিপতি, ইঁহার পূজা উপাসকদিগের ধনসম্পদ্ আনয়ন করিত। অশ্বিদ্বয় ছিলেন দেব-চিকিৎসক, ইঁহাদিগকে চিকিৎসা-পারদর্শী বলিয়া জনসাধারণ ভক্তি করিত; শ্রী বা লক্ষ্মী প্রাচুর্য্য এবং সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন—ইনি বৈদিকযুগের শেষার্দ্ধাংশ হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। শতপথব্রাহ্মণে ইনি প্রথম উল্লিখিত হন [শতপথ ব্রাঃ—পৃঃ ১১, ৪-৩ বিঃ; Buddhist India, পৃঃ ২১৭-২২০], পরে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ আছে। অবশেষে মদিরার কথা বলা হইয়াছে। মদিরার বিষয়ে আমরা পূর্ব্ববর্ণনা হইতে এই জানিতে পারি যে, ইঁহার স্থান নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে এই দেবী মহাদেবী দুর্গা বলিয়া কথিতা হন। উক্ত যুগে সম্ভবতঃ ইনি উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার নাম মদিরা (wine) দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত সময়ে মদিরার প্রচলন খুব বেশী ছিল।

ইহার পর চারি দিকের চারিটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ পাই। (যথাদিশং চ দিগ্দেবতাঃ)। উপযুক্ত স্থানেই ইঁহাদের মন্দিরাদি ছিল। নগরের চারিটি দ্বার চারিজন দেবতার উদ্দেশে উৎ-সর্গীকৃত হইত। উক্ত দেবতাদের নাম ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম ও সেনাপতি। (ব্রাহ্মৈন্দ্রযাম্যসৈনাপত্যানি দ্বারাণি ...)। দুর্গমধ্যে কুমারী দেবীর পূজার জন্য একটি মন্দির নির্ম্মিত হইত।

এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল নগরীতেই কোনও না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কিংবা নগররাজ-দেবতার উদ্দেশে মন্দির উৎসর্গ করা হইত (ততঃ পরং নগররাজদেবতাঃ)।

গ্রামেও গ্রামবাসীদিগের নিজের দেবতা থাকিত। অর্থশাস্ত্রের একাধিক স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ পাই। আমরা দেখি যে, গ্রাম্য দেবতার সম্পত্তি গ্রামের মাতব্বর লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। অপর কোনও স্থানে কৌটিল্য স্থানীয় দেবতাদিগের নামে বৃষ উৎসর্গের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৮, ১৭১ ও ১৭২, গ্রামদেববৃষাঃ)। উহারা অবধ্য ছিল।

পারিবারিক দেবতার কথাও আমরা পাই। তাঁহারা গৃহস্থালী বা ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা ছিলেন।

যে সকল দেবতাদিগের কথা বলা হইল, ইঁহাদের প্রত্যেকের পূজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান, এবং ইঁহাদিগের মন্দিরাদির পরিচালনের নিমিত্ত ক্ষেত্রাদি সংলগ্ন ছিল। অর্থশাস্ত্রের সময়ে এ সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একজন পৃথক্ দেবতাধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল।

সে সময়ে প্রতিমাদিরও প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই পাই না। অন্ততঃ দুই স্থলে দেবতাদিগের প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় (দৈবতপ্রতিমানাং চ গমনে দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।—পৃঃ ২৩৪, পং, ১৫; দেবধ্বজপ্রতিমাভির্বা" পৃঃ ৪০০, পং, ১৯)।

অন্যান্য উপাস্য দেবতাদিগের মধ্যে নদী, পর্ব্বত এবং পবিত্র বৃক্ষাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথাও পাওয়া যায়। উপনিপাত-প্রতিকার অধ্যায়ে এক স্থানে আমরা বন্যা-নিবারণার্থ পর্ব্বদিনে নদী-পূজার কথা পাই (পর্ব্বসু চ নদীপূজাঃ কারয়েৎ)। গঙ্গাপূজার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ের মধ্যেই পর্ব্বতপূজার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (পৃঃ ২০৮ ও ২০৯, —পর্ব্বসু চ পর্ব্বতপূজাঃ কারয়েৎ)।

এই সমস্ত দেবতাগণের পূজার পরেই আমরা বিপদ্ দূরীকরণার্থ দানব, উপদেবতা এবং এমন কি, প্রাণিপূজার কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য। কৌটিল্যের সময়ে দানবপূজা খুব বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ঔপনিষদিক পরিচ্ছেদে অসুরদিগের মধ্যে আমরা বলি, বৈরোচন, শম্বর, ভণ্ডীর-পাক, নরক, নিকুম্ভ এবং অন্যান্য অনেকের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই (পৃঃ ৪১৭—৪১৯)। ঘোটক ও হস্তিসমূহ হইতে ভূত দূরীকরণার্থ উপদেবতার পূজা সাধারণতঃ অমাবস্যার দিনেই সম্পন্ন হইত (কৃষ্ণসন্ধিষু ভূতেজ্যাঃ।—পৃঃ ১৮৫, পং ৯ ও পৃঃ ১৩৯, পং, ৬)।

প্রাণিপূজার মধ্যে সর্প, ইঁদুর, কুম্ভীর এবং ব্যাঘ্র পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত পূজা পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিনেই সম্পন্ন হইত। ইহার মধ্যে সর্পপূজার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা স্থানে ইহার কথা বলা হইয়াছে। "কোশাভিসংহরণম্" অধ্যায়ে ধনশূন্য রাজ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার কৌশল বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, জীবন্ত সর্পকে শূন্যগর্ভ সর্প-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইত। তাহাতে সর্পদেবতার উদ্দেশে কিছু দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে প্রবর্ত্তিত করা হইত (পৃঃ ২৬০)।

এতদ্ভিন্ন পবিত্র বৃক্ষ ও চৈত্যকে লোকে সম্মান প্রদান করিত। মাটির স্তূপ প্রভৃতিকেই সম্ভবতঃ চৈত্য বলা হইত। কতকগুলি চৈত্য বৃক্ষ এবং ধর্ম্মমন্দিরাদির সহিত সংলগ্ন থাকিত। ইহা বোধ হয়, ঐগুলি প্রাচীনতর আচারের বা বিশ্বাসের অঙ্গীভূত ছিল। এইগুলি রাক্ষস ও দুষ্টাত্মাদিগের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত ছিল। "উপনিপাত-প্রতিকার" নামক অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, পর্ব্বদিনের সময়ে দানবভয়নিরাকরণার্থ ঐ সমুদায় চৈত্যের পূজা করা হইত। এ সম্বন্ধে আমরা আরও যে সমুদায় ক্ষুদ্র বিবরণ পাই, তাহাতে জানিতে পারি যে, চৈত্যস্থিত আত্মাদিগকে পতাকা, ছত্র এবং অপরাপর জিনিষ দিয়া সন্তুষ্ট করা হইত। ছাগবলির কথাও পাওয়া যায় (পর্বসু চ বিতর্দিচ্ছত্রোল্লোপিকাহস্তপতাকাচ্ছাগোপহারৈঃ চৈত্যপূজাঃ কারয়েৎ।—পৃঃ ২১০)। রাজসরকার হইতে চৈত্যগুলিকে রক্ষা করা হইত এবং কেহ যদি চৈত্যগুলির অনিষ্ট করিত, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইত (পৃঃ ১৯৭), যথা—

সীমবৃক্ষেষু চৈত্যেষু ক্রমেম্বালক্ষিতেযু চ।
ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ কার্য্যা রাজবনেষু চ॥

লোকের মনের উপর দানব, অপদেবতা বা অন্য প্রকারের দুষ্টাত্মার খুব আধিপত্য ছিল। দানবদিগের কথা অনেক জায়গায় আছে এবং "উপনিপাত-প্রতিকার" অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে,

অথর্ব্ববেদের পুরোহিতদিগকে তাহাদিগের দূরীকরণার্থ নিযুক্ত করা হইত। বলিতে কি, এই দানববিশ্বাস শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য ব্যবহৃত হইত।

লোকের মানসিক ভাব এইরূপ থাকাতে দৈবশক্তিতে, ভোজবাজী ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসের আর অবধি ছিল না।

লোকের অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়ার কথা অনেক স্থলে সুপরিব্যক্ত আছে। যেমন সিদ্ধতাপস জটিল, মুণ্ড সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বিনা আহারে অনেক দিন থাকিতে পারে; তাহারা তাহাদের উপাসকদিগের জন্য সম্পদ্ আনিতে পারে এবং সাধারণের ও নিজের মন্দ দূর করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা বলিয়া দিতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বলিত যে, তাহারা এমন মন্ত্র-তন্ত্র জানে, যাহাতে রুদ্ধ দরজা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া যায়, স্ত্রীলোকের মনে ভালবাসা সঞ্চার হয়, কিংবা নূতন ক্ষত আরোগ্য হয়। এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে, এই সকল লোকের মধ্য হইতেই অপরাধীর অনুসন্ধানের জন্য বহুসংখ্যক রাজকীয় গুপ্তচর নিযুক্ত করা হইত।

ইহার সঙ্গে মন্ত্রতন্ত্রাদিতে লোকের বিশ্বাস খুব প্রবল ছিল। দেবতার কোপই মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং সংক্রামক ব্যাধির হেতু বলিয়া লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এবং রাজসরকারও সিদ্ধতাপস এবং অথর্ব্ববেদজ্ঞ লোকদিগকে আপদ্ নিরাকরণের জন্য নিযুক্ত করিতেন। কৌটিল্য নিজেও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে আমরা বৃষ্টির জন্য তন্ত্রমন্ত্র (পৃঃ ২০৮ "মহাকচ্ছবর্দ্ধনম্" ক্রিয়া নদীর তীরে বৃষ্টির জন্য ;—বর্ষাবগ্রহে শচীনাথগঙ্গাপর্ব্বতমহাকচ্ছপূজাঃ কারয়েৎ), এবং মহামারীর কবল হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সিদ্ধ ও তাপসেরা যে কঠোর তপ, জপ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিত, তাহার উল্লেখ পাই (ঔষধৈশ্চিকিৎসকাঃ, শান্তিপ্রায়শ্চিত্তৈর্বা সিদ্ধতাপসাঃ)। অগ্নির আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বদিনে অগ্নিপূজা করা হইত (বলিহোমস্বস্তিবাচনৈঃ পর্ব্বসু চাগ্নিপূজাঃ কারয়েৎ॥)। মহামারী হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ক্রিয়াগুলি করা হইত, তাহাতে অনেক নূতনত্ব আছে। এই সমস্ত উপলক্ষে কেবলমাত্র যে দেবতাদিগকেই আহুতি প্রদান করা হইত এবং 'মহাকচ্ছবর্দ্ধন' ক্রিয়া করা হইত, তাহা নহে। শ্মশানে গোদোহন করা, মৃতদেহ (কবন্ধ) দাহ করা (তীর্থাভিষেচনং মহাকচ্ছবর্দ্ধনং গবাং শ্মশানাবদোহনং কবন্ধদহনং দেবরাত্রিং চ কারয়েৎ।—পৃঃ ২০৮) এবং রাত্রিতে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করা হইত।

কোন না কোন সাধনের জন্য লোকে আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া করাইত, যেমন অর্থ ও সম্পদ্ পাইবার জন্য, পুত্রজনন জন্য, স্ত্রীলোকের ভালবাসা পাইবার জন্য ক্রিয়াদি। অর্থশাস্ত্রের শেষ পুস্তকটি হইতে আমরা এই সমস্ত গুপ্ত বিদ্যার বা কৌশলাদির কথা জানিতে পারি। তাহাতে আমরা যে কেবলমাত্র শত্রুর অনিষ্ট সাধন করিবার জন্য ঔষধ ও বিষের কথা পাই, তাহা নহে—ইহাতে অন্ধ, মূঢ়, বধির, ক্ষয়রোগগ্রস্ত এবং কুষ্ঠাক্রান্ত করিবার জন্য অনেক ঔষধ বা ক্রিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল ছাড়া ইহাতে এমন কতকগুলি বিধি-নিয়মের উল্লেখ আছে, যাহা পালন করিলে লোকে মাসাবধি উপবাস করিতে, অনেকদূর ভ্রমণ করিতে, অদৃশ্য হইতে, অথবা

অগ্নি ও ক্লান্তি হইতে নিরাপদ্ হইতে পারে। এ সমস্ত ব্যাপারের অধিকাংশই সিদ্ধ ও তাপসগণ দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; এমন কি স্বয়ং রাজারা তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতেন।

এইগুলির অধিকাংশই চৈত্যে কিংবা শ্মশানে অনুষ্ঠিত হইত। একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা আরও দেখি যে, এ সমস্ত গোপনীয় ব্যাপার কিংবা তাহাদের আশ্চর্য্যজনক ক্ষমতার উপর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মনুষ্যশরীরের বিভিন্ন অংশে কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যুকবলিত নীচজাতীয় লোকের মস্তকের খুলিতে বিভিন্ন অদৃশ্য দৈবশক্তির আরোপ করা হইত। শ্মশানে দেবোদ্দেশে মদ্যদান ও প্রাণিবধ প্রভৃতি খুব ফলদায়ক বলিয়া ধারণা ছিল। এই সমস্ত উপরোক্ত ক্রিয়াগুলিতে যে তন্ত্রের এক-আধটু অধিপত্য আছে, তাহার আভাস দেয়। কিন্তু এগুলি অথর্ব্ব পুরোহিতগণ দ্বারা পরবর্ত্তিকালে উদ্ভাবিত অথবা প্রাচীন আচারের অনুকরণ মাত্র, বর্ত্তমানে আমরা উহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। যাহা হউক, এ সমস্ত হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পরবর্ত্তিকালে তন্ত্রে পরিণত একটি ধর্ম্মমতের ও আচারের তখন ক্রমবিকাশ হইতেছিল।

এই সময়ে আবার অনেকগুলি বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন ছিল,—স্নপন, অভিষেক, রাজসূয়, ক্রতু। বিশেষতঃ এই সমস্ত কার্য্যে নিয়োজিত পুরোহিতগণের প্রাপ্যের নিয়মাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্মানুযায়ী এবং লোকের বিশ্বাসানুযায়ী কতকগুলি দিন বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পর্ব্বদিন ব্যতীত আরও পবিত্র তিথির উল্লেখ আছে। এই সকল দিন বিশ্রাম দিন বলিয়া পরিগণিত হইত এমন কি, এই সকল দিনে শ্রমিকেরাও অতিরিক্ত বেতন ব্যতীত কাজকর্ম্ম করিত না (পৃঃ ১১৪)।

উৎসবাদির বিশেষ প্রচলন ছিল। অন্য প্রকারের সম্মিলন ত ছিলই, তাহা ছাড়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সম্মিলন খুবই প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে পঞ্চরাত্র দেবরাত্রি উৎসব, যাত্রা ও সমাজের উল্লেখ আছে। জনসাধারণ এই সব সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া আনন্দোৎসবে ও উপাসনায় সময় যাপন করিত। মদ্যপান এই সকল উৎসবের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং চারিদিনের জন্য মদ্য প্রস্তুতে কোন লাইসেন্স লাগিত না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ সম্মিলনের কথাও উল্লেখ আছে (পৃঃ ২০৬ দেবরাত্রি)।

মানবজীবনে নক্ষত্রগণের প্রভাব সম্বন্ধে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সীতাধ্যক্ষ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, শস্য উৎপাদনে বৃহস্পতি ও শুক্রের প্রভাব আছে। জন্মনক্ষত্র ও জন্মতিথিতে নরপতিগণ পূজাদির অনুষ্ঠান করিতেন এবং উক্তদিনে তাঁহারা কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতেন (বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাতনক্ষত্রপৌর্ণমাসীষু বিসর্গঃ:—পৃঃ ১৪৬)। কৌটিল্য নক্ষত্রের এরূপ শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু নক্ষত্রগণের সুখ-সম্পদ্ নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসবান্ লোককে তিনি নিজে নিম্নলিখিতভাবে উপহাস করিতেছেন।—

নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তং বালমর্থোঽতিবর্ত্ততে।
অর্থো হ্যর্থস্য নক্ষত্রং কিং করিষ্যন্তি তারকাঃ ॥—পৃঃ ৩৫১।

জনসাধারণ কিন্তু এ গুলিতে বিশ্বাস করিত। করকোষ্ঠী হস্তগণনা শরীরের শুভাশুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ (অঙ্গবিদ্যা) অন্তরচক্র ইত্যাদি দ্বারা অনেক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। রাজা ও ধনীরা জ্যোতির্ব্বিদ্ মৌহূর্ত্তিক ভবিষ্যদ্বক্তা কার্ত্তান্তিক, নৈমিত্তিক ও কার্য্যলক্ষণবিদ্‌গণের (পৃঃ ২০৮) পরামর্শ লইতেন। জম্ভকবিদ্যা, প্রচ্ছন্নবিদ্যা, মায়াগত ইত্যাদিতে লোকের আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণ এ সমস্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎকলে নবাবিষ্কৃত শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পুথি *

পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনকালে তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য যখন প্রেমভরে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সেই অলৌকিক প্রেমাবেশ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম। বাসুদেব বাঙ্গালার নব্যন্যায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি যাঁহাকে কেবলমাত্র ভাবোন্মত্ত যুবক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কয়েকদিনের আলাপের পরই বুঝিলেন যে, তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভাও অলৌকিক। চতুর্বিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক এক তরুণ যুবকের নিকট বঙ্গ ও উৎকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পরাভব হইল। গুণ-প্রেম-বিমুগ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইলেন।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের লোকে পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রেম দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, এই অপূর্ব্ব বার্ত্তা উৎকলের চারি দিকে প্রচার হইল এবং দলে দলে লোক আসিয়া শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। রাজমন্ত্রী রায় রামানন্দ সন্ন্যাসীকে দেখা মাত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলেন। উৎকলের প্রতাপশালী স্বাধীন নৃপতি গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রও সন্ন্যাসীর কাহিনী শুনিয়া তাঁহার পদধূলি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজপণ্ডিতের সাহায্যে রাজা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভে সমর্থ হইলেন। এইরূপে রাজপণ্ডিত, রাজমন্ত্রী এবং স্বয়ং রাজা যখন একে একে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন সমস্ত উৎকল-দেশ ব্যাপিয়া এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নেতৃস্থানীয় থাকিয়া যাঁহারা এতকাল হিন্দুসমাজের সমগ্র পূজার্ঘ্য পাইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা কেবল ঈর্ষ্যাবশে শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে দূরে থাকিলেন; আর সকলেই আসিয়া তাঁহার অভিনব প্রেমধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল।

শ্রীচৈতন্যদেবকে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উৎকল—সকল স্থানের লোকই আপনার জন বলিয়া দাবী করিয়াছিল—কেন না, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আদিনিবাস উৎকলের যাজগ্রামে (জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' দ্রষ্টব্য); তথা হইতে উপেন্দ্র মিশ্র রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে গমন করেন এবং শ্রীহট্টে যখন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইল, তখন আবার জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে চলিয়া আইসেন। এই তিন অঞ্চলের লোককে প্রেমধর্ম্মের একতাবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বভারতের আধ্যাত্মিক-জীবনের একতার প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, ইহা বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইয়া গেল না। দুঃখী শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দ সমগ্র উৎকল দেশে যে প্রেমের স্রোত বহাইলেন, তাহার প্রভাব আজও উড়িষ্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট বঙ্গভাষা কতদূর ঋণী, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালী তাঁহার

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবনচরিত ও ধর্ম্মসম্বন্ধে অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদে বিভূষিত করিল। আর উৎকলবাসী যে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে একেবারে নীরব থাকিবেন, ইহা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তাঁহাদের দেশে একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া কোন উড়িষ্যাবাসীরই কি সে চিত্র চিরতরে অঙ্কন করিয়া রাখিবার আকাঙ্ক্ষা হইল না?

সে সময়ের উৎকল আজিকালিকার ন্যায় নির্জ্জীব ছিল না। মুসলমানগণ যখন উত্তর ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বাংশ জয় করিয়াছিল, তখনও উৎকল তাহার স্বাধীনতা হারায় নাই। উৎকলের অদূরবর্ত্তী বঙ্গদেশে তিনশত বৎসর মুসলমান অধিকার স্থায়িভাবে স্থাপিত হইলেও, তাহাদের শৌর্য্য বা চাতুর্য্য উৎকলবাসিগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারে নাই। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সময়ে (১৫০৪—১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) উৎকল যে শুধু রাজনৈতিক হিসাবেই উন্নত ছিল, তাহা নহে—বিদ্যাগৌরবেও উৎকল ভারতের মধ্যে তখন একটি প্রধান স্থান অধিকার করিত। প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক উৎকলদেশীয় কবি বলরাম দাস তাঁহার গুপ্তগীতায় লিখিয়াছেন,—

মুকত মণ্ডপ মধ্যর॥
বিপ্রে যে জপ স্তুতি সারি।
বসিলে বেদান্ত বিচারি॥

আবার ভাষা-সাহিত্যের দিক্ দিয়াও দেখা যায় যে, সেই সময়েই জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি মহাকবিগণ স্ব স্ব রচনার দ্বারা উৎকল-সাহিত্যের শোভা-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছেন, এরূপ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার প্রেমধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় মনে হয় যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল অনুসন্ধানের অভাবে আমরা ঐসকল গ্রন্থের বিবরণ অবগত নহি।

অথচ শ্রীচৈতন্যদেবকে ও তাঁহার ধর্ম্মকে ঐতিহাসিকভাবে আলোচনা করিতে গেলে, উড়িষ্যাবাসিগণের লিখিত গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইবে। আমাদের দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের যে কয়খানি প্রাচীন জীবনচরিত আছে, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনার দিক্ দিয়া এতই পরস্পর বিরুদ্ধ যে, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মুরারিগুপ্ত 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে ও গোবিন্দ কর্ম্মকার 'কড়চা'য় তাঁহার জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারিগুপ্তের নবদ্বীপলীলা পর্য্যন্ত বর্ণনা খুবই প্রামাণ্য। তাহার পর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা ততদূর প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ মুরারি গুপ্ত সকল সময়ে নীলাচলে উপস্থিত থাকিতেন না, বা তাঁহার সহিত দেশভ্রমণ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে সর্ব্বশেষে এই শ্লোকটি থাকায় গ্রন্থলেখার কাল সম্বন্ধে বড়ই সন্দিহান হইয়া পড়িতে হয়—

চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চবিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

১৪২৫ শকে তো শ্রীচৈতন্যের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। তখনকার লেখা গ্রন্থে তাঁহার তিরোভাবের বর্ণনা থাকে কি করিয়া ?[১]

গোবিন্দের মুদ্রিত কড়চা' আজও সাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অকৃত্রিম বলিয়া গৃহীত হয় নাই। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইলেও, তাহার মধ্যে শ্রীচৈতন্য ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রভৃতি অনেক সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কথার বিরুদ্ধবাণী আছে। কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্যচরিমৃত মহাকাব্যং,' 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' নামক গ্রন্থদ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', বাসুঘোষ, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধীয় পদাবলী প্রভৃতি সকলই শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিছুকাল পরে লিখিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থগুলির গ্রন্থকারগণ যদি ঐতিহাসিকভাবে তথ্যানুসন্ধান করিয়া গ্রন্থাদি লিখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘটনা-সম্বন্ধে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইত না এবং যে অল্প দিন পরে তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সত্যের বিলোপ হইবারও সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহত্যাগী সাধুপুরুষ ও সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের জীবনী লইয়া যেমন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এক একটি মতবাদ গঠন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যকে লইয়াও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। এখানে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিবার ব্যাকুলতায় তাঁহারা তাঁহার সমস্ত জীবনীকে হয় শ্রীকৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া দেখাইয়াছেন, আর না হয়, অলৌকিকতার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। যেখানে ঘটনার সবিশেষ বর্ণনা পাইলে আমরা খুসী হইতাম, সেখানে তাঁহারা তত বেশী অনুসন্ধিৎসা দেখান নাই। এক একটি মহাপুরুষ লইয়া যে সম্প্রদায় গঠন করা হইয়া থাকে, কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া সেই মহাপুরুষকে দেখিলে, তাঁহাকে ঐতিহাসিকভাবে বুঝা যাইবে না, ইহাই হইতেছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা-প্রণালীর অভিমত।

১। তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈস্তৈঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ॥১।২।১৪

'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকার অষ্টম বর্ষের ২৬৮ পৃষ্ঠায় একজন লেখক দুইখানি পুথিতে নিম্নলিখিত পাঠ পাইয়াছিলেন লিখিতেছেন,—

চতুর্দ্দশশতাব্দেঽন্তে পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

এই শ্লোকটিকে গ্রহণ করিলে, শ্রীচৈতন্যের ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের প্রথম ও শেষভাগ বোধ হয় প্রক্ষিপ্ত।

অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক জীবনচরিত, কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থ আমাদের একমাত্র উপজীব্য। তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে হইলে, তাঁহার জীবনীর তাবৎ উপকরণ লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে কতকগুলি প্রামাণিক ও সুপরিজ্ঞাত গ্রন্থ আছে, তাহাদের আলোচনাও যথেষ্ট হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধে উড়িষ্যায় কিছু পুস্তক, জনশ্রুতি ইত্যাদি পাওয়া যায় কি না, এই চেষ্টায় উৎকলে আমি কিছু অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উৎসাহে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়াই সৌভাগ্যক্রমে আমি দুইখানি মূল্যবান্ পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। পুথি দুইখানি গত ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম আমার দৃষ্টিগোচর হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুইখানি পুথির সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট কিছু আলোচনা করিতে চাই।

ইহার মধ্যে প্রথম পুথিখানির নাম "কৃষ্ণপ্রেমরসচন্দ্রতত্ত্বভক্তিলহরী-শ্রীচৈতন্য-সার্ব্বভৌম-সংবাদ"। পুথিখানি ৺পুরীধামের উড়িয়া-মঠে ছিল। তথা হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরস্থ 'মুক্তিমণ্ডপ' গ্রন্থাগারে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের নিকট ঐ গ্রন্থ আমি চাওয়ায়, তিনি আমাকে উহা দেখিতে দিয়াছেন। গ্রন্থ ৮৫ খানি তালপত্রে ২২টি প্রকরণে সমাপ্ত। প্রতি পত্রে চারি লাইন করিয়া উড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত পদ্যে লেখা আছে। পুথিখানি যে অতি প্রাচীন, তাহা দেখিলেই অনুমান হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয় উহা পরীক্ষা করিয়া ৩০০ হইতে ৪০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গ্রন্থখানির অক্ষর এত প্রাচীন যে, সাধারণ শিক্ষিত উড়িষ্যাবাসিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি উহার পঠোদ্ধার ভাল করিয়া করিতে পারেন নাই। আমি আমার বন্ধু 'উড়িয়া' আফিসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজবন্ধু দাস এম্ এ মহাশয়ের সাহায্যে যেটুকু পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

গ্রন্থখানিতে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শন-সম্বন্ধে এক একটি করিয়া প্রশ্ন সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর শ্রীচৈতন্য তাহার বিশদ উত্তর দিতেছেন। গ্রন্থকারের বা লিপিকরের নাম তারিখ প্রভৃতি গ্রন্থখানিতে কিছুই না থাকায়, ইহা কিরূপ প্রামাণ্য, তাহা এখন বলা যাইতেছে না। যদি এরূপ হয় যে, শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমকে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া কোন উৎকলবাসী ভক্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মপিপাসু ভক্তের নিকট অতি আদরণীয় হইবে। গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হইলে, উহার সহিত অপরাপর বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়া তবে এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যাইবে। আর যদি ঐ গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিতও হয়, তাহা হইলেও, শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা প্রভৃতিকে বক্তা না করিয়া, শ্রীচৈতন্যকে বক্তা বানাইয়া তাঁহার মুখ দিয়া কি বলান হইতেছে, তাহাও জানিবার যোগ্য। পুথিখানি অত্যন্ত প্রাচীন,

তজ্জন্য আর কিছু না পাওয়া যাউক, উৎকলের বৈষ্ণব-ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের মতবাদ যে ইহাতে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পুথিখানি যিনি নকল করিয়াছিলেন, তিনি দিগ্‌গজ পণ্ডিত! 'উবাচ' শব্দে বিসর্গ, 'ব্রহ্মণঃ' স্থলে 'ব্রহ্মস্য', গ্রন্থারম্ভে 'অথ' স্থলে 'ইতি' প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। এই ভুল পাঠ লইয়াই যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম প্রকরণের প্রথমেই সার্ব্বভৌম ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ব্রহ্মস্য কিমরূপস্য ব্রহ্মো বা পরমোপর।
ব্রহ্মরূপ ন জানামিঃ কথয়স্ব মহাপ্রভো।

পরবর্ত্তী ১৩টি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। ইহার পরেই সার্ব্বভৌম মন্ত্রাদি-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

মন্ত্ররাজ কিমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র পরে বদেৎ।
অমন্ত্রং মে বক্তব্যং কৃপাসিন্ধুস্তত্যাং ভবেতং॥

এইরূপে গ্রন্থমধ্যে মন্ত্র, বীজমন্ত্র, কামগায়ত্রী, রাধিকাতত্ত্ব, জগন্নাথমূর্ত্তিতত্ত্ব, ভক্তির সাধন, ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, 'হরেরাম' মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শেষ প্রকরণে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ভক্তি কুত্র স্থিতং বাপি মুক্তি কুত্র স্থিতং প্রভো।
ভক্তি মুক্তির্দ্বয়োর্ভেদো অনুকম্পায় মহাপ্রভো॥

শ্রীচৈতন্যের সহিত সার্ব্বভৌমের ভক্তি-মুক্তি লইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, তাহার সহিত এই প্রকরণে বর্ণিত বিচার কতদূর মিলিতেছে, তাহা গ্রন্থের সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার না হইলে বলা যাইতেছে না। গ্রন্থের স্থানে স্থানে সার্ব্বভৌম অতি সুন্দরভাবে শ্রীচৈতন্যের স্তব করিতেছেন। দুই একটি স্থল আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিয়া আর উদ্ধার করিলাম না। গ্রন্থখানি শীঘ্রই সুপণ্ডিত দ্বারা নকল হইয়া আসিবে, তখন সুধীবৃন্দ এ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম 'চৈতন্য-বিলাস'। পুথিখানি পুরী মার্কণ্ডেশ্বর-সাহীর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণজগদ্দেব রায়ের বাটীতে ছিল। কিন্তু ঐ পুথির প্রথম ভাগে 'নববৃন্দাবন বিহার'ও শেষভাগে 'প্রেমসুধানিধি' নামক গ্রন্থদ্বয় সংযুক্ত থাকায়, উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আমি সৌভাগ্যক্রমে উহা দেখিতে পাইয়া পুথিখানি লইয়া আসিয়াছি। এ পুথিখানি তেমন প্রাচীন নহে, তবে সন্ধান পাইয়াছি যে, উড়িষ্যার একটি গ্রামে কোন প্রাচীনা বৈষ্ণবীর একখানি ঐ গ্রন্থের অতি প্রাচীন পুথি ছিল। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর, এখন তাহা খুব সম্ভবতঃ তাঁহার শিষ্যার নিকট আছে। আমি ঐ শিষ্যার সন্ধানও পাইয়াছি; শীঘ্রই পুনরায় উড়িষ্যায় যাইয়া প্রাচীন পুথিগুলির সন্ধান করিব।

এখানি উড়িয়া-ভাষায় লিখিত একখানি অতি সুন্দর কাব্য। ইংরাজীতে এ শ্রেণীর কাব্যকে

Dramatic Poem বলিয়া থাকে। কবির নাম মাধব। তিনি যে বেশ পণ্ডিত লোক ছিলেন ও ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শন ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা কাব্যখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। গ্রন্থারম্ভে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোকটি লিখিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে লিখিয়া আনিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শুনাইয়াছিলেন। তৃতীয় শ্লোকটি—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো" প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে যে ব্রহ্মসংহিতা আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঐ শ্লোক লিখিত আছে দেখিয়াছি। দ্বিতীয় শ্লোকটি খুব সম্ভবতঃ কবির স্বকৃত; কারণ, এ পর্য্যন্ত অন্য কোন গ্রন্থে শ্লোকটি পাই নাই। শ্লোকটি অতিমধুর,—

অবিরতকৃতরাধাধ্যানসংকল্পগৌরঃ
ক্ষিতিপতিরমণীয়ং পূর্ণচন্দ্রাননশ্রীঃ।
পতিতগতিনিধার্য্যো ভূতলে খ্যাতকীর্ত্তিঃ
জয়তু জয়তু কৃষ্ণঃ পূর্ণচৈতন্যমূর্ত্তিঃ॥

একজন উৎকলবাসীর নিকট শ্রীচৈতন্যের যে ভাব সর্ব্বপ্রথমেই মনে জাগিয়া উঠে, ইহাতে তাহারই বর্ণনা আছে। তৃতীয় চরণে "নিধার্য্যো" পদটি বোধ হয়, বিশুদ্ধ ব্যাকরণসম্মত নহে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন যে, যে সময় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রবর্ণনায় যাইতেছে, তাহা উত্তমভাবেই যাইতেছে, অন্য সকল সময় বৃথা যায়। ঐ অংশ এবং পরে, কৃষ্ণকে না ভজিলে, জন্ম অজন্ম হয়, নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি বৃথা হয়, এই অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের দুইটী স্থলের অবিকল অনুবাদ। ঐ অনুবাদ অতি হৃদয়গ্রাহী। কবি অতি সরল ভাষায় অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিয়া বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত কিরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি,—

সেহু সর্ব্বনাম সর্ব্বরূপরে বিখ্যাত।
এমন্তে সে ব্রহ্ম বলি বোলন্তি জগত হে॥
বনলতা তরুজল সবরূপ সেহি।
সব্বজীবঠারে পরমব্রহ্ম অছি রহি যে॥
এমন্ত বোলিণ জ্ঞানী, এহু অন্তি ভ্রম।
এহু দুইটী নিশ্চে, শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম যে॥
বন ঘন জল ব্রহ্মা বোলি বোলু যেবে।
এহাঙ্কর নাম ধরি দেখু থাই সর্ব্বে যে॥
কাহারি ত মুক্তি নোহে সুখ দুঃখ হোএ।
ঈশ্বরের মায়া এহু তহিঁ রে ভ্রমায়ে যে॥
শুন মোহ তত্ত্ব দিব্য, তত্ত্বর বিধান।
ক্লেশ মাত্র রহে ন, লভন্তি সুখমান যে॥

বিষ্ণু নারায়ণ বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ হরি।
এ আদি নাম তাঙ্কর অটে গতিকারী যে॥
রাজার যেমন্ত রাজ্য পালহে অটঈ।
তাহার দেবার সর্ব্বজনকু হুঅঈ হে॥
তহিঁ অন্তেপুর হই অছয়ি তাহার।
তহিঁ অন্য ঠাকু গলে, দিশে বলৎকার হে॥

এই অংশ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক বি এ ভাগবতরত্ন মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ব্রহ্মের বিশ্বানুগত্ব বা বিশ্বময়ত্ব (Immanence) অনেক সময়ে আরাধনা বা পূজার ভাব নষ্ট করিয়া দেয়। Pantheism অনেক সময়ে জড়-বাদে পরিণতি লাভ করে। 'তরু-লতা আদি সকলই ব্রহ্ম'—এই মত উল্লেখ করার পর, গ্রন্থকারের মনে যেন ভয়ের উদয় হইয়াছে। এই কারণে তিনি ব্রহ্মের Transcendence বা বিশ্বাতীতত্ব বর্ণনা করিতেছেন। এই প্রকাশিত বিশ্ব ঈশ্বরের মায়া-বৈভব, ইহা ছাড়া তাঁহার স্বরূপ-বৈভব আছে। রাজা স্বরূপে অন্তঃপুরে থাকেন, সেখান হইতে শক্তি চালন করিয়া কর্ম্মচারিগণের দ্বারা তিনি যেমন রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান্ সেইরূপ নিজের স্বরূপ-বৈভবে থাকিয়া মায়াশক্তির সাহায্যে দেবগণের দ্বারা বিশ্ব শাসন করিতেছেন। স্বরূপশক্তির এই বর্ণনা গৌড়ীয় ভক্তিবাদের একটি বিশেষ শিক্ষা। কবি এই তত্ত্ব বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়াছেন।"

কবি মাধবের জীবনী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারি নাই। তিনি নিজে নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

সেহি শ্রীচৈতন্য কথা কিছিহি বর্ণিবি।
এহি মনকু মোহর সুফল করিবি যে॥
বন্দাঈ যে গদাধর গুরু মহেশ্বর।
সে পাদকমলে চিত্ত রহু মাধবর যে॥

এই গদাধর শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত হইলে, মাধবের তাঁহার শিষ্য হওয়া খুবই সম্ভব হয়—কেন না গদাধর পণ্ডিত টোটা গোপীনাথের সেবা করিতেন। তাঁহার উৎকল-বাসী শিষ্য সেবক ছিল। এরূপ একজন শিষ্য এই মাধব হইবেন। 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তি-রত্নাকর' খুঁজিয়া আমরা পাঁচ জন বিভিন্ন মাধবের পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জনকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে আছে,—

শ্রীহরি ভট্ট বন্দোঁ মাহাতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥

উক্ত মাধব পট্টনায়ক কি এই গ্রন্থের লেখক হইতে পারেন? মাধব পট্টনায়কের সম্বন্ধে অন্য

কোথাও যখন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, তিনি একখানি সুন্দর লীলাগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বৈষ্ণব-বন্দনায় স্থান পাইয়াছে। আর উৎকলের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ যখন শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তখন বিদ্বান্ কায়স্থ-কুলে এই কবির জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে। তবে এসম্বন্ধে আপাততঃ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে না।

এই কাব্যখানি ঐতিহাসিকের তোলদণ্ডের কঠোর ওজনে কোথায় স্থান পাইবে জানি না, তবে মনে হয় যে, কবিত্বগৌরবের জন্য ইহা ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য হইবে।

মাধব গ্রন্থশেষে বলিতেছেন,—

যেতে চরিত গৌরব ব্রহ্মাশিবে অগোচর
ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।
তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি উৎকল-ভাষারে যঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস॥
সাধুজনে ন ধেন দোষ কহই মাধব তুম্ভ পদেরে আশ॥

ঐ ঠাকুর শব্দের অর্থ যদি গুরু ধরা যায় এবং উদ্ধৃত পদের অর্থ যদি এরূপ করা যায় যে, গদাধর বঙ্গভাষায় যে সকল কথা মাধবকে বলিয়াছিলেন, মাধব তাহাই কাব্যাকারে উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত মুল্যবান্ হয়।

এরূপ হওয়া যে একেবারে অসম্ভব নহে, তাহার কয়েকটি কারণ নিম্নে লিখিতেছি,—

১। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করার পর, বৃন্দাবনে গমন করেন। তথা হইতে পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া যে দ্বাদশ বৎসরকাল নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মাধব এই কাব্য রচনা করিতে পারেন। যেহেতু,—

(ক) মাধব, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তগণসঙ্গে নীলাচলেই বাস করিতে লাগিলেন, ইহা বলিয়াই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন,—

ভকতঙ্কু ঘেনি সঙ্গে বঞ্চন্তি ভাবতরঙ্গে
তঁহু নেউটি আইলে শ্রীনীলাচলে।
কৃষ্ণসুখে বঞ্চন্তি দিন পরম হরষ ভক্ত জনছি মন॥

(খ) নীলাচলে অবস্থানকারী শ্রীচৈতন্যকে আহ্বান করিলেই ভূমিকায় লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গতি হয়,—

পতিতপাবন তুম্ভে গৌর অবতার।
যুগে যুগে এহিরূপে জনঙ্কু নিস্তার যে॥

(গ) পুনরায় ভূমিকায় নীলাচলে শ্রীচৈতন্য বাস করিতেছেন, এইরূপ বর্ত্তমানকাল উল্লেখ-পূর্ব্বক লেখা হইয়াছে,—

বৃন্দাবনে করি বাস ছাড় কুবাসনা।
হরিনাম গাঈ হর ধন্য তো রসনা যে ॥
চৈতন্য রূপরে এহা কৃষ্ণ ভগবান।
প্রকাশ করি অছন্তি কহি শাস্ত্রমান যে ॥

২। গ্রন্থখানি যদি শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী কালে লেখা হইত, তবে কোন না কোন পরবর্ত্তী মহাজনের বন্দনা থাকিত, কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন, অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ, মুরারি, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর, শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া, হরিদাস, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, কেশব ভারতী—এই কয়টী নাম ব্যতীত আর কোন নামের উল্লেখ নাই। কবির গুরু যদি গদাধর পণ্ডিত না হইতেন, তিনি যদি কেবলমাত্র গদাধরের শাখাভুক্ত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই কবি তাঁহার সাক্ষাৎ গুরুর বন্দনা করিতেন।

৩। যাঁহাকে চোখের উপর সর্ব্বদা দেখা যায়, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস থাকিলেও, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকে কৃষ্ণলীলার নিক্তিতে ওজন করিয়া কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালা যায় না। মুরারি ও গোবিন্দ স্বচক্ষে শ্রীচৈতন্যের কার্য্য-কলাপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই, বৃন্দাবন দাসের ন্যায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলার উপমা টানেন নাই। কবি মাধব ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, এ কথা বলিলেও গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্যকে মানুষ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—তাঁহার অলৌকিক শক্তি বা কৃষ্ণলীলার সহিত তাঁহার কার্য্যের সামঞ্জস্য লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করেন নাই। চোখের উপর শ্রীচৈতন্যকে না দেখিলে, শুধু তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পড়িয়া তাঁহাকে সাধারণ মানুষরূপে বর্ণনা করা কিছু কঠিন বলিয়া মনে হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীলোচন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার জীবনী আলোচনায় যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিচার ঢুকাইয়াছেন, তাহার হাত হইতে কোন পরবর্ত্তী লেখকের নিস্তার পাওয়া কিছু কঠিন বলিয়াই মনে হয়।

'তাহাঙ্ক ভাষারু মুহি　　উৎকল ভাষারে তঁহি
কহিলি প্রভু সন্ন্যাস রসবিলাস।'

এই পদের অর্থ যদি অন্য কোন গ্রন্থের তিনি অনুবাদ করিতেছেন, ইহা হয়, তাহা হইলে সে গ্রন্থকার কে, তাহা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

'ঠাকুর শ্রীমুখে এহা কলে প্রকাশ।'

এই পদের 'ঠাকুর শ্রীমুখ' শব্দ দ্বারা যথার্থ মুখের বাক্যকে না বুঝাইয়া যদি গ্রন্থই বুঝায়, তাহা হইলে এই ঠাকুর কে? বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন লেখকের নামের পশ্চাতে ঠাকুর শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও লোচনদাস ঠাকুর। বৃন্দাবন দাস মহাশয় মাধবের বর্ণিত সন্ন্যাস-কাহিনী অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। লোচনদাস ঠাকুরের সহিত মাধবের গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের মিল আছে, সুতরাং ঐ 'ঠাকুর' শব্দ দ্বারা লোচনদাস উপলক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু এসম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।

(১) লোচনের বন্দনা ও ভূমিকা অতি সাধারণ ধরণের, তাহাতে গণেশ, সরস্বতী, হরগৌরী প্রভৃতির ও নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বন্দনা আছে। মাধবের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে একই বলিয়া বন্দনা করা হইয়াছে; আর কাহারও নামোল্লেখ তাহাতে নাই। মাধবের বন্দনাই বৈষ্ণবোচিত। তদ্ব্যতীত মাধবের ভূমিকা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ ও বৈষ্ণব-দর্শন দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া অতি প্রসন্নগম্ভীর হইয়াছে।

(২) লোচনদাস মুরারির 'চৈতন্য-চরিত' অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহা ভূমিকায় বলিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে কিন্তু বৃন্দাবন দাসের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবের গ্রন্থ যদি অনুবাদ হইত, তাহা হইলে ঐ দুই গ্রন্থকারের নামেরও উল্লেখ থাকিত। মাধব মূর্খ নহেন—তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈষ্ণব-দর্শনবাদ, বিদগ্ধমাধব ও ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখা থাকিলে, তাহা তিনি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। একমাত্র লোচনের নাম করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতেন না। বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ কখনও পরের লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, লোচনের গ্রন্থে যেরূপ সাম্প্রদায়িক আভাস আছে, মাধবের মধ্যে তাহা কোথাও দেখা যায় না। লোচন গ্রন্থ আরম্ভই করিয়াছেন গোলোক, রুক্মিণী ও ভগবানের কথাবার্ত্তা লইয়া ও যেথানেই পারিয়াছেন—হয় কৃষ্ণলীলা, না হয়, রামলীলার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যলীলার মিল করিয়াছেন। লোচনের শ্রীচৈতন্য বেশ জানেন যে, তিনি ভগবান স্বয়ং। আর মাধবের চৈতন্য কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর যুবক। অথচ মাধব শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

(৩) লোকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হইলেই মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে—

তুম্ভর চরিত যেনু করিবি বর্ণন।
তেনু সুখ পাইবে এথিরে সাধুজন হে॥

এরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া কে বলিবে যে, কবি অনুবাদ করিতে যাইতেছেন?

(৪) লোচন শ্রীচৈতন্যের ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি পরিণতবয়স্ক হইয়া গ্রন্থ লিখিবেন; পরে সেই গ্রন্থ উৎকলে আসিবে এবং তাহাই দেখিয়া গদাধরের শিষ্য তাহার অনুবাদ করিবেন, এ যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

(৫) মাধবের প্রথম পাঁচ সর্গে ও শেষ দশমছন্দে লোচনের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কবিত্বময় পদগুলি নাই; প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে লোচনের সে পদগুলি উদ্ধার করিলাম না।

(৬) অনেকগুলি ভাব ও ঘটনা লইয়া লোচনের সহিত মাধবের বৈষম্য দেখা যায়,—

(ক) কেশব ভারতী নবদ্বীপে একবার আসিয়াছিলেন, একথা মুরারি, লোচন ও মাধব—তিনজনেই বলিয়াছেন, কিন্তু লোচন একটি নূতন কথা বলিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে একরাত্রি কেশব ভারতীকে স্বগৃহে রাখিতে বলিলেন এবং পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে না দেখিয়া সন্ন্যাস করিতে প্রস্তুত হইলেন।

লোচন বলেন যে, কেশব ভারতী যখন চৈতন্যকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রথমে শুক, প্রহ্লাদ ও কৃষ্ণ বলিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য বলিলেন যে,—

'তোর কৃষ্ণ অনুরাগ অতি বড় হয়।
তে কারণে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময়॥'

মাধবের চৈতন্যকে ভারতী—

"কহে অংশ স্বয়ং তুম্ভে জগতেশ্বর।
এ বাণী শুনিন প্রভু হৃদকাতর॥"

শ্রীচৈতন্যকে যখনই কেহ ভগবান্ বলিতেন, তখনই তিনি অতি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। এস্থলেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(খ) লোচনের গ্রন্থে নিমাই সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া মুরারি বলিতেছেন,—

"তুমি দেশান্তরে যাবে সবারে এড়িয়া।
খাইব সংসার ব্যাঘ্রে সভারে ধরিয়া॥"

শ্রীচৈতন্য বলিতেছেন,—

"আত্মসুখ লাগি তোরা মোরে দেও দুখ।
কেমন পিরিতি কর মোরে তোরা লোক॥"

শ্রীচৈতন্যকে ভক্তগণ প্রীতিবশেই রাখিতে চাহিয়াছিলেন। ঐহিক বা পারত্রিক কোন স্বার্থের জন্য নহে। লোচন এস্থলে স্বার্থের অবতারণা করিয়া কিছু রসভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মুরারি নিজে তাঁহার গ্রন্থে এরূপ কথাবার্ত্তা-সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

মাধবের চৈতন্য ভক্তগণের নিকট প্রেম ও নম্রতার সহিত বিদায় চাহিতেছেন—সে বিদায়ের মধ্যে প্রীতির রস উছলিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য কাতর হইয়া বলিতেছেন,—

"শুন সর্ব্বজনে মোরে আশীষ কর।
কৃষ্ণভক্তি হোই, দুঃখ পলাই দুর॥"

(গ) লোচন বলিয়াছেন যে, শচীদেবী নিমাই সন্ন্যাস করিবেন, এ কথা লোকমুখে শুনিয়া নিজে যাইয়া নিমাইকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অন্যান্য সকল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সন্ন্যাসের কথা অন্তরঙ্গ কয়েকটি ভক্ত ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াই নিমাই মায়ের নিকটে আসিতেছিলেন, ইহার মধ্যে শচীদেবীর অন্য লোকের নিকট সন্ন্যাস-সংকল্প শুনিবার অবসর কোথায়?

মাধব বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের নিকট স্বসংকল্প প্রকাশ করিয়া মায়ের নিকট নিজেই সন্ন্যাসের কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেন। মাতা একথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। এই চিত্র কেমন স্বাভাবিক! নিমায়ের মধুর চরিত্রের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হয়।

লোচনের নিমাই শচীর ক্রন্দন দেখিয়া বলিতেছেন,—

অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন।
মিছা কাজে দুখ চিত্তে কর কি কারণ॥
বারে বারে কহি তারে নাহি অবধান।
মিছা কর লোহমোহ ক্রোধ অভিমান॥

আসন্নপুত্রবিরহকাতরা জননীর প্রতি এরূপ বাণী একটু রূঢ় শুনায় না কি ?

শচীর ক্রন্দন শুনিয়া মাধবের চৈতন্যেরও উক্তি অনুরূপ,—

বেলুঁ বেলুঁ সুত বদন নিরেখি, জননী করন্তি রোদন।
কাতর হোইণ গৌরাঙ্গ মাতাঙ্কু কহি ন পারন্তি বচন। (মাতাঙ্কু)
চাহিঁণ স্থকিতে রহিলে
কিছু বেল অন্তে প্রবোধবচন কহিবাকু সে আরম্ভিলে॥
মিথ্যা এ সংসার, দণ্ডকে জীবন নরহিম যাই সম্বরে।
যাকু বোলু সুত বন্ধু ইষ্ট ভ্রাত, কেহু যিব তোর সঙ্গরে (ভো মাত)
ন লভ় বিঅর্থ কথারে, মোঠারে মমতা কলা প্রায় করি মমতা কর
কৃষ্ণ ঠারে॥
কেতে জন্মে মুহি তোহর জনক, কেতে জন্মে তু মোর ভগিনী।
কেতে জন্ম পাশু মনুষ্য হেলু নিএথক, চিতে শোক ভেলি (ভো মাত)॥

এইরূপ স্থল বর্ণনা করিতে যাইয়া বৃন্দাবন দাসের নিমাই শ্রীভগবানের যত অবতার আছেন, তাঁহাদের মাতাই শচী দেবী ও নিজে তিনি সেই সকলের অবতার ইহা বলিয়াছেন।

মাধবের বর্ণিত শচীর বিলাপ অতি সুন্দর, অতি মর্ম্মস্পর্শী। শচী বলিতেছেন,—

গৌরদেহকু কোলরে বসাঈ মুখরে দেঅন্তি চুম্বন।
মাথারে কুলিশ পকাঈ জীবন ছাড়ি যিবু তুহি নন্দন॥ (ভো সুত)
কে তোতে এহু শিক্ষা দেলা
কহুঁ কহুঁ তোর কঠিন শরীর ফাটি ন যাঈত রহিলা॥
তু মোর অন্ধর লউড়ি, গলা হার, নেত্র পিতুলি, জীব জীব।
তোতে ন দেখি মু জীবন রাখিবি এহা মোর দেহ সহিব॥ (ভো সুত)

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা' বলিয়া যাঁহাদের নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও এক উপেক্ষিতা রমণী আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্যহানির ভয়েই হউক, আর শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্থান নাই বলিয়াই হউক, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস করিয়া যাইবার পূর্ব্বে বা পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও মুরারি গুপ্তও বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকের উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্য ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; শচীদেবীর দুঃখ হইল—ভক্তবৃন্দের দুঃখ হইল—নদীয়াবাসী সকলের দুঃখ

হইল—আর যে অভাগিনীর অমন স্বামী চিরতরে চলিয়া গেল, সে কি পাষাণী—যে, তাহার চোখ দিয়া এক বিন্দু অশ্রুও পড়িল না? বৈষ্ণব কবিরা কি তাঁহাদের সম্প্রদায় লইয়া এতই ব্যস্ত যে, বিষ্ণুপ্রিয়ার এক বিন্দু অশ্রুজলের কথা লিখিবার অবসর তাঁহাদের হইল না? কবি লোচন দাস, বাসুঘোষ, কি জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে লোচনের বর্ণনাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বা কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আর মাধব কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি;—

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক কথা বলিয়া, বলিতেছেন,—

শুন শুন প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিব
এ নবযৌবনে দিবে হাত ॥

ইহার পর বলিতেছেন যে, তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন; নিমাইয়ের সন্ন্যাস করিয়া কাজ নাই।

লোচনের বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই কোনরূপে সান্ত্বনা দিয়া বিলাসাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন। পরে শেষরাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে জাগাইয়া আবার সন্ন্যাসবিষয়ে কাতরে জিজ্ঞাসা করায়, নিমাই তাঁহাকে চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন। আর মাধবের বিষ্ণুপ্রিয়ার বর্ণনা শুনুন—একটু বড় হইলেও, ইহা কাব্যামোদীদের প্রীতি উৎপাদন করিবে জানিয়া উদ্ধার করিতেছি,—

গদগদ হোঈ রামাবর।
কহি ন পারে কিছি উত্তর ॥
পুন পুন গাড়ে রোদন করন্তি।
কান্ত পাদ নিবেশিণ শির হে ॥ (সুন্দরী)
বসাঈলে কান্ত কোলে আনি।
ভুতে আলিঙ্গন কলে পুনি ॥
বধুলি অধরে চুম্বন দেঈণ।
স্নেহে করন্তি মধুর বাণী সে ॥ (গৌরাঙ্গ)
আগো ন মুঞ্চ নয়ন আপ।
মনু ছাড় কঠোর সন্তাপ ॥
দয়ানিধি তোর এসন দেখিণ।
শার সম্ভুছি কুসুমচাপরে ॥ (সুন্দরী)
নানা মতরে উচাট কলে।
গাঢ় রতিরে মন তোষিলে।

তনু ঘর্ম্মবিন্দু সুখাঈ বহন ।
মনিভূষণ মান খঞ্জিলে সে ॥ (নাগর)
যেঁউ অঙ্গ অত্যন্ত রুচির ।
তহিঁ লাগি সার্গ অলঙ্কার ।
কি শোভা দিশিলা উপমা দেবাকু নহিঁ ।
নব পঞ্চ ভুবনর রস ॥ (শ্রীঅঙ্গ)
কাণ্ড কোমল চরণ ধরি ।
কহে বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহারী ।
এহি কমল চরণে যাউথির ।
খরা বরষারে দম্ভ ধরি হে ॥ (জীবন)
দীর্ঘ নীল কুঞ্চিত কুন্তল ।
কিছিন থিব শির কমল ।
এমন্ত শোভাকু ধরি থিব তুম্ভে ।
এহা দেখিব নেত্রযুগল হে ॥ (সুন্দর)
দিব্য কুণ্ডল ন থিব কর্ণ ।
তৈল বিনু শরীর বিবর্ণ ।
ঘর তেজি যাঈ সন্ন্যাস মাত্র
কেতে মনোরথ হেব পূর্ণ হে ॥ (জীবন)
তেজি দিব্য সুখীহু বসন ।
ডোর কৌপীন পিন্ধিব ধন ।
ধিক ধিক্ প্রাণ ন থাউ দণ্ডে হে ।
ফাটি যাউ শরীর বহন হে ॥ (জীবন)
যেবে মুই যোগাইলি নাহি
দিব্যকন্যা ত আছন্তি মহী
যেতে ইচ্ছা তেতে বিভা হুঅ তুম্ভে
প্রাণনাথ ! গৃহ ছাড় নাহি হে ॥ (সুন্দর) ।
সাত গর্ভ যাঈছি মাতার ।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিধুর ।
তাঙ্কঠারে দয়া নোহিলা হৃদরে ।
এরে কঠোর হেলে সুন্দর হে ॥ (জীবন)
ধর্ম্ম ন সাধি গৃহরে যাঈ ।
ঈহা কেঁউ পুরাণে পঢ়ঈ ।

অন অপরাধী রমণী তেজিলে।
জানি অছ ত ধরস হৈ হে॥
শচীহৃদয় লোহে পাষাণ।
প্রাণ তেজিবে তুম্ভ বিহীন।
বৃদ্ধ মা'পা ভজিথিবা, কান্ত তেজি।
পুণ্যমাণ লভিব সুজান হে॥ (জীবন)
শিশুকাল যাহাঙ্কর তুলে
খেলু আছ নানা কুতুহলে
সে সখামানঙ্কু দয়া ন বসিলা
এহু কোমল হৃদকমল হে॥ (সুন্দর)
নদীয়ার নরনারী শিরে।
বজ্র পকাই যিব হেলারে।
কেতে পৌরষ লভিব জগতে
এহু শিক্ষা দেলা কে তুম্ভরে হে॥
পুন পুনঃ করন্তি রোদন।
কান্তপাদ করি আলিঙ্গন।
যেবে যিব মোতে সঙ্গে ঘেনি যাঅ।
ঘটিথিবি জানি তুম্ভ মন হে॥ (জীবন)

মাধবের দশম সর্গে বর্ণিত ভাব, ভাষা বা ঘটনা, কিছুরই সহিত লোচনের কোনরূপ মিল নাই। লোচনের মুদ্রিত গ্রন্থ বোধ হয়, অসম্পূর্ণ—তাহাতে প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করার পর, বিভীষণের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, মাধবের গ্রন্থে ঐরূপ অলৌকিক কোন ঘটনা নাই। শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, ইহাই বর্ণনা করিয়া মাধব গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত আমি লোচনের সহিত মাধবের কেবল পার্থক্যই দেখাইয়া আসিতেছি। খুঁটীনাটীতে পার্থক্য থাকিলেও, মূলতঃ উভয়েই এক বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। কিন্তু মাধবের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম ছন্দ একেবারে লোচনের সহিত মিলিয়া যায়। কেবল ভাষা ও অক্ষরে মাত্র ভেদ—নহিলে ভাব ও ঘটনা অবিকল একরূপ। প্রথম পাঁচ সর্গ ও শেষ সর্গ পড়িয়া দুইজন যে পৃথক্ কবি, তাহা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু মধ্যের এই চারি সর্গ পড়িয়া এককে অপরের অনুবাদক বলিয়া মনে হয়। লোচন মুরারির নিকট হইতে লইয়া লিখিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু যে কয়েকটী অধ্যায়ে মাধবের সহিত তাঁহার লেখার মিল দেখা যাইতেছে, সে কয়টী অধ্যায়ের বিষয় মুরারির গ্রন্থে কিছুই নাই। এ বিষয়ে তিনি মাধবের নিকট ঋণী হইলেও হইতে পারেন। আবার মাধব, আমার ওকালতী সত্বেও, সত্য সত্যই লোচনের গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ

করিতে পারেন। অথবা উভয়েই কতকগুলি প্রচলিত গীতি হইতে স্ব স্ব কাব্য লিখিয়াছেন, ইহাও হইতে পারে। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম। এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ভার সুধীগণের হস্তে দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতে চাই।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

—o—

জৈন-দর্শনে স্যাদ্‌বাদ

(১)

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিপূরণকল্পে যে যে সম্প্রদায় তাঁহাদের আপন আপন স্বাধীন চিন্তার ফলস্বরূপ বহুমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, জৈনগণ তাঁহাদের অন্যতম। কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দ:শাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে জৈনাচার্য্যগণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্কশাস্ত্রে বা প্রমাণশাস্ত্রে তাঁহারা যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই চিন্তাধারারই নাম "স্যাদ্‌বাদ"। জৈন-সম্প্রদায় প্রধানত: দুই শাখায় বিভক্ত—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। এই দুই প্রধান শাখা আবার বহু প্রশাখায় বিভক্ত। এইরূপ এক একটী প্রশাখার নাম গচ্ছ। শুনা যায়, প্রায় এরূপ ৮৪টী গচ্ছ উদ্ভূত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর শাখার মধ্যে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও দার্শনিক মতবাদে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, যে স্বতন্ত্র চিন্তার ধারা স্যাদ্‌বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার উদ্ভবের কারণ কি? ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈদিক। আর অবশিষ্টগুলি অবৈদিক। এইরূপে বৈদিক ও অবৈদিক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা ভিন্ন আরও অন্যান্য উপায়ে ভারতীয় দর্শনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়; যেমন আস্তিক ও নাস্তিক, সেশ্বর ও নিরীশ্বর; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে শেষোক্ত বিভাগগুলির কোন বিশেষ উপযোগিতা নাই। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্ব্বাক-দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহারা অবৈদিক। অবশিষ্টগুলিতে বেদের প্রমাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা বৈদিক। বৈদিক দর্শনগুলিকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—শ্রুতিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা—এই দুইটী দর্শন শ্রুতিপ্রধান। কারণ, শ্রুতিবাক্যই ইহাদের প্রধান প্রমাণ। যদিও যুক্তি-তর্ক প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি সে যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ কেবল শ্রুত্যর্থ উপপন্ন করিবার জন্য, কোন বিষয়ের অঙ্গীকার বা প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য নহে। ন্যায়-বৈশেষিকাদি অবশিষ্ট দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান, অর্থাৎ ঐ সকলে প্রধানত: যুক্তিবলেই স্বমত সংস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করা হইয়াছে। যুক্তিই তাহাদের মূলভিত্তি। ঐ সকল দার্শনিকেরা যুক্তির সাহায্যে স্বমতবিসংবাদী শ্রুতিবাক্যের অর্থান্তর করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মোট কথা, যে দর্শন যতটা পরিমাণে যুক্তির উপর নির্ভর করিতে সাহস পাইয়াছে, তাহা ততটা পরিমাণে শ্রুতির নিগড় বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অতএব বেশ বুঝা যায় যে, যে দর্শনগুলি অবৈদিক, তাহাদের বস্তুগত্যা একমাত্র অবলম্বন যুক্তি-তর্ক[১]। কারণ, তাহারা ত বেদের নিকট পৃষ্ঠপোষণের প্রত্যাশা রাখে না, কেবলমাত্র যুক্তি-

---

১। পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষ: কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য তস্য কার্য্য: পরিগ্রহ:।

তর্কের উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। এই জন্যই দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শনে যুক্তি-তর্কই একমাত্র অবলম্বন —এজন্যই তাঁহাদের মতবাদগুলি একটা প্রবল সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—এজন্যই তাঁহারা যাহা প্রতীতি অথবা অনুমানসিদ্ধ, তদতিরিক্ত কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব বা কার্য্যকারিতা স্বীকার করেন না, বা করিতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ যুক্তি-তর্ক সংস্কৃত প্রবল সাধারণ জ্ঞান বৌদ্ধ ও জৈন—উভয় চিন্তাধারাকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল বটে, আমরা কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইব যে, বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন আরও একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সেই খানে, যেখানে উহা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এককথায় ব্যবহারোপযোগিতাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপিত করে। আমাদের জ্ঞান বস্তুসম্বন্ধে এমন সংবাদ দিবে, যাহা দ্বারা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা লাভ করা যায়। এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন একই কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মতপার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতার জন্য বস্তুর স্বরূপ কীদৃশ হওয়া উচিত, এই খানেই জৈন বৌদ্ধ হইতে পৃথক্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এস্থলে এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জৈনগণ উক্ত প্রকার প্রবল সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাবহারিক জীবনের অপ্রতিকূল, প্রতীতি ও অনুমানসিদ্ধ জগতের স্বরূপসম্বন্ধে যে মতবাদে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই নাম "স্যাদ্‌বাদ"। এই স্যাদ্‌বাদ জৈন-দর্শনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। অগ্রে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি গোড়ার কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

জগৎ-সংসারকে বুঝিবার চেষ্টা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি এবং সেই চেষ্টার পরস্পর বিভিন্নতা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি। আমরা সেই সমুদায় চেষ্টাগুলিকে মোটামুটি দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ একপ্রকার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা জগতের বস্তুজাতকে কয়েকটী সামান্য ভাবের (Abstract Concepts) ছাঁচে ফেলিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়, আর বস্তুবিশেষের যে বৈশিষ্টতা, তাহাও সেই সামান্য ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র বলিয়া ধরা হয়। আবার এই কথাটীকেই আরও একটু বড় করিয়া ধরিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল সামান্য ভাবগুলিও একটী চরম সামান্যের (Highest General Concept) অন্তর্ভূত। এইরূপে বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে জগতের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য হইতে পরিশেষে নির্ব্বিশেষ সত্তা বা একত্বে পৌছান হয়। দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটী চিরন্তন প্রণালী। ইহাতে বাস্তব জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বহুত্বের নিকট বিদায় লইয়া কেবল ভাব-জগতের (Subjective) একটানা একত্ব, নিত্যত্ব অথবা সংরূপ চরম-সামান্যের আশ্রয় লইতে হয় সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারা মনন বা চিন্তনের সৌকর্য্য সাধিত হয়। এই প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য দর্শনের আদি আচার্য্য থালিস্ বলিয়াছিলেন, "অপই সকল বস্তুর উপাদান"। স্পিনোজা বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সর্ব্বগ্রাসী সত্তাতেই সকল বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচার করিতেছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের সমুদায় বস্তুই একমাত্র জড়শক্তির প্রকারভেদমাত্র। আর এই প্রণালী অবলম্বনেই ভারতে অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে বাহ্য জগতকে বুঝিবার আর একটী ঠিক ইহার বিপরীত প্রণালী আছে। আমাদের প্রতীতি জানাইয়া দেয় যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা বিলক্ষণ অথবা প্রত্যেক বস্তুই স্বলক্ষণ। কেননা, প্রত্যেক বস্তু কতকগুলি গুণের সমষ্টিমাত্র এবং প্রত্যেক সমষ্টিই অপর সমষ্টি হইতে ভিন্ন, এবং শুধু ইহাই নহে,—এই গুণগুলিও নিয়তপরিবর্ত্তনশীল। নিত্য অপরিণামী এবং বস্তুসমুদায়ে অনুগামী কোন সামান্য সত্তা আমাদের প্রতীতির গম্য নহে, অনুমানেরও যোগ্য নহে। মোট কথা হইতেছে এই যে, যাহা কিছু আমরা প্রতীতির সাহায্যে অনুভব করিতে পারি, তাহা কেবল অনুক্ষণ পরিণম্যমান বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। কতকটা এই প্রথা অবলম্বনে জগতে বহুত্ববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকটা এইরূপ চিন্তা-প্রণালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য জগতে হব্‌স্‌, গ্যাসেণ্ডি প্রভৃতি মনীষিগণ বহুত্ববাদ (Pluralism) ও স্বলক্ষণবাদে (Individualism) উপনীত হইয়াছেন। আর সম্পূর্ণ এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধেরা ক্ষণভঙ্গবাদ ও স্বলক্ষণবাদে উপস্থিত হইয়াছেন।

এখানে আমরা দেখিতে চেষ্টা পাইব যে, পূর্ব্বোক্ত দুই বিপরীত চরম চিন্তা-পদ্ধতির সামঞ্জস্য হইতে স্যাদ্‌বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কেবল স্যাদ্‌বাদ কেন, যে কোন মতবাদই এইরূপ ভাব-সংঘর্ষ ব্যতিরেকে বিকাশ লাভ করে না। এস্থলে ভাবজগতে পূর্ব্বপক্ষ (Thesis) ও উত্তরপক্ষের (Antithesis) সংঘর্ষে সমন্বয় বা সমাধান (Synthesis) সম্ভাবিত হয়, এই প্রকার হেগেলের অভিমতের যাথার্থ্য কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়[১]। যে সময়ে জিনমতাবলম্বিগণ তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, ঠিক সেই সময়ে দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদের প্রবাহ ভারতে বহিয়া যাইতেছিল। এক দিকে উপনিষদ্‌ গুরুগম্ভীরস্বরে প্রচার করিতেছিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয় যে বহু এবং নানা গুণ বা রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বহু এবং নানারূপের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই—আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বস্তুসমুদায়ের যে বর্ণ, গঠন, বা আকার, দ্রবত্ব, কাঠিন্য বা সংঘাতত্ব, তাপ বা শৈত্য, মিষ্টতা, তিক্ততা বা সৌরভ প্রভৃতি বিবিধ গুণের গ্রহণ করে, সে গুণসকল আমাদের ভ্রান্তির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারা সর্ব্বৈব মিথ্যা বা অবাস্তব। উহাদের সকলের মধ্যে অনুগত যে একটী দ্রব্যত্ব বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য এবং অপরিণামী। বর্ণ, গঠন, দ্রবত্ব, কাঠিন্য প্রভৃতি গুণসকল অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক বিকারমাত্র। উহারা নিয়তপরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব কিছুই নাই। একই মৃৎপিণ্ড হইতে ভাণ্ড কলসাদি বহুবিধ মৃন্ময়পাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহাদের মধ্যে অনুগত একমাত্র মৃৎপিণ্ডই সত্য[২]। ইহাকেই আরও একটু বড় করিয়া দেখিলে বলা যায়, যেমন মৃৎপিণ্ড সকল মৃন্ময়-বিকারের মধ্যে অনুগত, ঐরূপ সুবর্ণকুণ্ডল-বলয়াদির মধ্যেও অনুগত ও নিত্য। আবার ঐ সুবর্ণ, মৃত্তিকা এবং ঐরূপ অন্যান্য দ্রব্যমধ্যে অনুগত একটী বস্তু আছে, যাহার নাম সত্তা (Being) উহার অপর নাম সামান্য বা জাতি। উহা সকল বস্তুতে অনুগত এবং নিত্য, অর্থাৎ উহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন নাই।

১। Schwegler's History of Philosophy, Introduction.

২। ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৬।১।৪

অপরদিকে বৌদ্ধ বলিতেছিলেন যে, সামান্য এবং নিত্যত্ব বলিয়া কোন বস্তু নাই। আমাদের সহজ প্রতীতি বলিয়া দেয় যে, যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, তাহার সমুদায়ই বিশেষ বিশেষ গুণ। সেই বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আবার সতত পরিবর্ত্তনশীল। এই নিয়তপরিবর্ত্তনশীল বিশেষ গুণের অতিরিক্ত, সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন নিত্য সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। সেরূপ সামান্য বা জাতির অস্তিত্ব প্রতীতি বা অনুমানসিদ্ধ নহে। যাহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল বিশেষ গুণ বা গুণব্যক্তি। ফলতঃ প্রত্যেক পরিণম্যমান বিশেষ গুণ প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন অস্তিত্বের সৃষ্টি করিতেছে।

জৈনেরা বলিলেন যে, পদার্থতত্ত্বসম্বন্ধে ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধমত—উভয়েই একদেশদর্শী বা একান্তবাদী। তাঁহাদের মতে প্রয়োজনসিদ্ধিই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পদার্থের জ্ঞান এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহার দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়; উহা আমাদের ব্যবহারে সহায়তা করে। এই কথাটাই আরও একটু অন্যভাবে বলা যায় যে, যে জ্ঞানকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তাহার কর্ম্মই হইল, পদার্থের ব্যবহারোপযোগিতা প্রদর্শন করা[১]। বস্তুর ব্যবহারোপযোগিতাসূচক জ্ঞানেরই মূল্য আছে। কারণ, যদি আমার কোন বস্তুবিষয়ে এমন জ্ঞান হইয়া থাকে, যাহার সাহায্যে আমি সেই বস্তুটা হেয়, কি উপাদেয়, তাহা দ্বারা আমার প্রয়োজনসিদ্ধি হইবে, কি না হইবে, ইহা বুঝিতে না পারি, তেমন জ্ঞান আমার বাস্তবিক কোন উপকার সাধন করে না। উহার ব্যবহারিক জগতে কোন মূল্য নাই। সে জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, তাহার নাম বিপর্য্যয়।

তবেই দেখা যাইতেছে, সম্যগ্ জ্ঞান বা প্রমাণের স্বরূপই হইতেছে যে, তাহা পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবে এবং পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বই হইতেছে, **অর্থক্রিয়াকারিতা**[২] অর্থাৎ জ্ঞাতার **প্রয়োজনসাধকতা**। পদার্থের পদার্থত্ব নিষ্পন্ন সেইখানে, যেখানে সে জ্ঞাতার প্রয়োজনসিদ্ধি করে। প্রতীতি (Experience) আমাদের এই কথাই পরিস্ফুটরূপে জানাইয়া দেয়। এই প্রকার ব্যবহারোপযোগিতামূলক প্রামাণ্য জ্ঞান কেবল জৈন দর্শনের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা বৌদ্ধ প্রমাণবাদেরও মূলসূত্র। বৌদ্ধ ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য তাঁহার ন্যায়বিন্দুটীকায় দেখাইয়াছেন যে, যে জ্ঞান অবিসংবাদী অর্থাৎ অভীপ্সিত অর্থের প্রাপক, তাহাই সম্যগ্[৩] জ্ঞান। বাৎস্যায়ন ঋষি ন্যায়সূত্রভাষ্যের মুখবন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়া গিয়াছেন।[৪] ঐরূপ পঞ্চদশী ও বেদান্তপরিভাষাকার মহোদয়গণও সংবাদিজ্ঞানের প্রামাণ্য ও বিসংবাদি-জ্ঞানের ভ্রমাত্মকতা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মধ্যেও এই ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ বহুলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এই মতবাদের নাম দিয়াছেন—(Pragmatism) প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্। এই প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্ বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ প্রাচীন পাশ্চাত্য

১। প্রমাণাদর্থসংসিদ্ধিস্তদাভাসাদ্বিপর্য্যয়ঃ—পরীক্ষামুখসূত্র।১।

২। বস্তুনস্তাবদর্থক্রিয়াকারিত্বং লক্ষণম্—ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন, মণিভদ্রকৃত টীকা।

৩। অবিসংবাদকং জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানং। জ্ঞানমপি প্রদর্শিতমর্থং প্রাপয়ৎ সংবাদকমুচ্যতে—ন্যায়বিন্দুটীকা, ৩।পৃঃ

৪। ন্যায়সূত্র, (বাৎস্যায়ন-ভাষ্য) প্রারম্ভ প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাৎ অর্থবৎ প্রমাণম্।

মতবাদে অন্তর্নিহিত থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকটভাবে দর্শনজগতে প্রথম বিকাশ লাভ করে, উহার কিছু পরে William James, Dr. Schiller এবং Dewey প্র্যাগম্যাটিজ্‌মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন।

James বলিয়াছেন, প্রমাণ বা সম্যগ্‌জ্ঞান তাহাকে বলি, যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, আমাদের জীবন-যাত্রার বিশেষ সুবিধা হয়। আমার সম্মুখবর্ত্তী এই টেবিলটীর সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, তাহা প্রমাণ, কারণ আমি দেখিতেছি, এই জ্ঞানে আস্থা স্থাপন করিয়া আমার কার্য্যের সুবিধা হইতেছে, আমি দেখিতেছি যে, আমি উহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি; আমার কাগজ-পত্রগুলি রাখিবার সুবিধা হইতেছে[১]। Dr. Schiller ইহারই নাম দিয়াছেন—"Humanism." কারণ, তিনি বলিতে চান যে, মানবের সর্ব্বপ্রকার জিজ্ঞাসার বা জ্ঞান-পিপাসার মূলে একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নিহিত আছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিলেই, সকল অনুসন্ধিৎসা সার্থক হয়। সুতরাং কোন জ্ঞান প্রমাণ বা অপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, উহা সেই উদ্দেশ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল[২]।

এই Pragmatism বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ লইয়া আজ পাশ্চাত্য দর্শন-জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, এই প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্ বা ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদ ভারতে নূতন নহে, বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনেই, অল্প-বিস্তর-রূপে উহা নিহিত রহিয়াছে। যাহা হউক, পাশ্চাত্য ব্যবহারপ্রামাণ্যবাদী দার্শনিকেরা বলিতেছেন যে, আমরা এমন কোন জ্ঞানের সত্যতা বা প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, যাহা মানবের জীবনযাত্রার সহিত বাহ্য জগতকে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট করে না। জ্ঞান বলিতে এমন কিছু বুঝিতে পারি না, যাহা কেবল জ্ঞাতার আন্তর ভাব-জগতে একটি সামঞ্জস্য (Formal Consistency) স্থাপন করে মাত্র। জ্ঞানের সাফল্য সেইখানে, যেখানে উহা জ্ঞাতাকে বাহ্য বস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক উহা হেয়, কি উপাদেয়, তাহা জানাইয়া দেয়। সুতরাং বস্তুনিরপেক্ষভাবে কেবল আন্তর ভাব-জগতের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্ঞানের কার্য্য নহে। পরন্তু, প্রতীতির সাহায্যে পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণয়পুরঃসর উহা হিত বা অহিত, ইহা বলিয়া দেওয়াই জ্ঞানের সার্থকতা। এই জন্যই আজকাল পাশ্চাত্য জগতে আরিষ্টটলের বস্তুনিরপেক্ষ প্রামাণ্যশাস্ত্র (Formal Logic) মহাগোলে পড়িয়াছে। উহা আর তর্কশাস্ত্রের জনক আরিষ্টটলের নামের অথবা কেবল নিজের প্রাচীনতার দোহাই দিয়া প্র্যাগম্যাটিক লজিকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া উঠিতেছে না। কারণ, Schillerপ্রমুখ আধুনিক Prgmatic Logicianএরা যুক্তিসহকারে ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বাহ্য জগতের হেয়

১। "The true is the name of whatever proves itself to be good in the way of belief and good too, for definite assignable reasons."—James' Pragmatism, P. 76.

২। In an actual knowing the question whether an assertion is true or false is decided uniformly by its consequences,—by its relation to the purpose which put the question."—Schiller's Humanism, p. 154.

জ্ঞানের উপাদান উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের আকারের সামঞ্জস্য লইয়া থাকিলে সত্যের অপলাপ করা হয়[১]। কারণ, উহা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয় না।

অনেকটা এইরূপ ব্যবহারোপযোগিতার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তব-জগতের প্রতীতিসিদ্ধ ও অনুপেক্ষণীয় বস্তুস্বভাবের জিজ্ঞাসাই জৈন-দর্শনের প্রারম্ভ। অবশ্য ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য প্র্যাগম্যাটিক লজিক ও জৈন-দর্শনের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কি না, অথবা প্র্যাগম্যাটিক প্রামাণ্যবাদের প্রামাণ্য কতদূর গ্রাহ্য, সে সকল বিষয় আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জৈন বলিতে চান, বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিতে পাই, উহার স্বরূপ কেবল উপনিষৎ-কথিত নিত্য সত্তাতেই পর্য্যবসিত নহে। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহাও বলা যায় না যে, উহা কেবল ক্ষণবিনাশী ও পরস্পর অসংবদ্ধ গুণ-ব্যক্তির প্রবাহমাত্র। উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্যসত্তা, তাহা অর্দ্ধসত্য; আবার বৌদ্ধ যে বলিয়াছেন, নিত্যসত্তা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, প্রতীতির সাহায্যে যাহার উপলব্ধি করি, তাহা কেবল ক্ষণভঙ্গুর গুণপ্রবাহ, তাহাও অপরার্দ্ধ সত্য। সম্পূর্ণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—উভয়ের সমবায়ে। প্রকৃত বস্তুস্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখা যায়, উহা নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। উহা সামান্যের আধার; আবার বিশেষেরও আধার। এক দিকে যদি বস্তুকে কেবল নিত্য বলা যায়, তাহা হইলে একান্ত পক্ষ আশ্রয় করা হয়; আবার, অপর দিকে যদি উহাকে কেবলমাত্র নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য গুণসমষ্টি বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও একান্ত পক্ষ অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বস্তু অনেকান্তধর্ম্মাত্মক। উহা নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে[২]। (Permanent in the midst of Changes). নিত্যাংশে উহার নাম দেওয়া হয়, "দ্রব্য"; অনিত্য অথবা নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল গুণসমষ্টি অংশে উহার নাম দেওয়া হয়, "পর্য্যায়"। জৈন-দর্শনে দ্রব্য ও পর্য্যায়—এই দুইটী শব্দ উক্তরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলকথা, বস্তু দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক, বস্তুমাত্রই দ্রব্যও বটে, আবার পর্য্যায়ও বটে। এ ত্রিভুবনে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা ঐরূপ দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক নহে[৩]। ইহাই জৈনদিগের "অনেকান্তবাদ"। তাঁহারা বলিতে চান যে, বস্তুকে মাত্র একরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিলে, অন্যরূপ বিশেষণের আর অবকাশ থাকিল না। বস্তুকে কেবল নিত্য বলিলে, তাহাকে অনিত্য বলিবার আর উপায় রহিল না, সামান্য বলিলে, আর বিশেষ বলিবার উপায় রহিল না; দ্রব্য বলিলে, পর্য্যায় বলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুর স্বভাব হইল এই যে, উহা একান্তস্বরূপ নহে, নিত্য হইলে যে আবার অনিত্যও নহে,

১। It is not possible to abstract from the actual use of the logical material and to consider forms of thought in themselves without incurring thereby a total loss, not only of truth, but also of meaning.—Preface to Schiller's Formal Logic.

২। "আদীপমাব্যোমসমস্বভাবং। স্যাদ্বাদমুদ্রানতিভেদি বস্তু"—স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পঞ্চম শ্লোক।

৩। "দ্রব্যং পর্য্যায়বিযুক্তং পর্য্যায়া দ্রব্যবর্জ্জিতাঃ।
ক কদা কেন কিংরূপা দৃষ্টা মানেন কেনচিৎ॥"

এ কথা বলা চলে না ; সামান্য হইলে যে বিশেষ হইবে না, তাহা নহে, বা দ্রব্য হইলে পর্য্যায় হইবার নহে, এরূপ একান্তপক্ষ আশ্রয় করা সঙ্গত নহে। কারণ, উহা বস্তুর স্বভাববিরুদ্ধ, সুতরাং একের অপেক্ষায় অন্য বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে এই বিষয় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

এই স্থানে গ্রীক্-দর্শনের ইহার ঠিক অনুরূপ একটী চিন্তার ধারার কথা মনে পড়ে। ইলিয়াটিক দার্শনিক পার্মেনাইডিস্ বলিয়াছিলেন যে, শুধু নিত্য অপরিণামী বিশ্বব্যাপী সত্তারই (Being) অস্তিত্ব আছে ; উহাই জগতের মূলভিত্তি। গতি (motion), পরিণাম (change), উৎপাদ (origin) বা বিনাশ (decay) বহুত্ব, বিশেষ বা বৈচিত্র্য বলিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। উহারা আমাদের ভ্রান্তিমাত্র। যাহা অস্তিত্ববান্, তাহা কেবল একমাত্র নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক নিত্যসামান্য সত্তা। আবার এই ইলিয়াটিক দর্শনের নির্ব্বিশেষ সত্তাবাদের প্রতিপ্রসবস্বরূপ হিরাক্লাইটাস্ প্রচার করিলেন যে, বস্তুর গতি, পরিণাম, উৎপাদ ও বিনাশ, এককথায় জগতের প্রপঞ্চপ্রবৃত্তির অনন্তপ্রবাহই বাস্তবিক সত্য। নিত্যনির্ব্বিশেষ ধ্রুবসত্তা আমাদের ভ্রান্তির ফল। এইরূপে দেখা যায়, এক দিকে ইলিয়াটিক দার্শনিকগণ বাস্তব-জগতের অনন্ত ধর্ম্মবৈচিত্র্য ও বিশেষের কথা ভুলিয়া সত্তামাত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, আবার অন্য দিকে হিরাক্লাইটাস্ নির্ব্বিশেষ অপরিণামী সত্তার কথা উড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র অনন্ত পরিণাম-প্রবাহের (Ceaseless Becoming) কথাই ধরিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, পরে আরিষ্টটল্ এই দুই বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোত—এই দুই একান্তপক্ষ মিলিত করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, বাস্তবিকপক্ষে বস্তুর স্বরূপ এই উভয়ের সামঞ্জস্যেই পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন যে, বস্তু সামান্যও বটে, বিশেষও বটে ; উহা এক হিসাবে নিত্য ও আবার অনিত্যও বটে, উহা "দ্রব্য"ও বটে, "পর্য্যায়"ও বটে। বস্তুর যাহা সামান্য বা নিত্য, তাহা বিশেষ ও পরিণামের মধ্য দিয়া, যাহা দ্রব্য, তাহা পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করে। বস্তুর স্বরূপই হইল সামান্য-বিশেষাত্মক বা দ্রব্য-পর্য্যায়াত্মক। আরিষ্টটলের ভাষায় উহা *Universalia in robus.*

এক্ষণে জৈনের অনুমোদিত বস্তুস্বরূপ আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রাচীন জৈন-দার্শনিক উমাস্বাতি তাঁহার "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে" বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বস্তু বলিতে বুঝি, "উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ"। বস্তুমাত্রেই আমরা তিনটী ধর্ম্মের সদ্ভাব লক্ষ্য করি, যথা,—উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রৌব্য। শেষোক্তটীকে পূর্ব্বে ধরিলে আমরা বলিতে পারি যে, প্রত্যেক বস্তুরই এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা ধ্রুব অর্থাৎ অপরিণামী, উহারাই এক হিসাবে বস্তুর নিত্যত্ব বজায় রাখে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, উহার কতকগুলি ধর্ম্মের অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হইতেছে, এবং ঐ বিনষ্ট ধর্ম্মগুলির স্থলে কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে। একখণ্ড সুবর্ণ স্বর্ণকারহস্তে কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কারে পরিণত হয়। সুবর্ণের এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা ঐ কুণ্ডল-বলয়াদি উৎপাদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির মধ্যে সুবর্ণের সুবর্ণত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

পক্ষান্তরে উহার অপর কতকগুলি ধর্ম্ম নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুবর্ণখণ্ডের কুণ্ডলাকারে পরিণতির পূর্ব্বে যে ধর্ম্মগুলি উহার প্রাথমিক আকার সম্পাদন করিয়াছিল, কুণ্ডলাকারে পরিণতির পরে আর সে ধর্ম্মগুলির অস্তিত্ব নাই। তাহাদের বিনাশ হইয়াছে এবং সেই বিনষ্ট ধর্ম্মগুলির স্থলে অপর কতকগুলি নূতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া সুবর্ণখণ্ডের বর্ত্তমান কুণ্ডলাকার সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপে কুণ্ডলের বলয়াকারে পরিণতিতেও কতকগুলি পুরাতন ধর্ম্মের নাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, বস্তুর স্বরূপ একান্ত নিত্য সত্তা নহে; আবার একান্ত অনিত্য পরিণমমান ধর্ম্মসমষ্টিও নহে। ইহা এক হিসাবে নিত্যও বটে, আবার অন্য হিসাবে অনিত্যও বটে। ইহা ধ্রুবও বটে, আবার উৎপাদ এবং ব্যয়শীলও বটে।

এইখানে পাতঞ্জলভাষ্যকার শ্রীব্যাসদেবের বিবৃত ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা অনুসারে দ্রব্যের ত্রিবিধ পরিণামের কথা মনে পড়ে। স্যাদ্বাদমঞ্জরীকার মল্লিষেন সূরিও স্বীয় অনেকান্তবাদের সমর্থন-প্রসঙ্গে যোগ-দর্শনের এই ত্রিবিধ পরিণামবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাসদেব পরিণামের স্বরূপ কি?—এই প্রশ্ন স্বয়ং উত্থাপিত করিয়া বলিতেছেন[১], অবস্থিত অর্থাৎ কোনরূপে স্থির পদার্থের পূর্ব্বধর্ম্ম বিগত হইয়া অন্যধর্ম্মের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে পরিণাম বলা হয়। সেই পরিণাম আবার ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-ভেদে তিন প্রকার। মৃত্তিকারূপ ধর্ম্মী পিণ্ডাকার ধর্ম্ম হইতে ঘটরূপ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে, ধর্ম্মপরিণাম লাভ করে। এক কথায় মৃৎপিণ্ডের ধর্ম্মপরিণাম মৃদ্ঘট। ঘটরূপ ধর্ম্ম অনাগত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। ইহাই লক্ষণ-পরিণাম। লক্ষণ শব্দে কাল বুঝায়। অনন্ত কালপ্রবাহে (Time Continuum) পতিত পদার্থনিচয় অনাগত বা ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া অতীতে গিয়া মিশিতেছে। এইরূপে কালের অপেক্ষায় বস্তুর পরিণাম হইয়া থাকে। আবার ঐ ঘট নূতন ও পুরাতন ভাব গ্রহণ করিয়া প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার নাম অবস্থা-পরিণাম। ভাষ্যকার আরও দেখাইয়াছেন যে, এই ত্রিবিধ পরিণামকে আবার একমাত্র অবস্থা-পরিণাম—এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, কোনও একটী ধর্ম্মীর এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম পরিগ্রহ করাও অবস্থা-পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ রূপ ধর্ম্মেরও এক লক্ষণ হইতে লক্ষণান্তর প্রাপ্তিকে অবস্থা-পরিণাম বলা যাইতে পারে। অতএব প্রকৃতপক্ষে একমাত্র দ্রব্য বা ধর্ম্মীরই পরিণাম হয় এবং এই একদ্রব্যপরিণামই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাভেদে ত্রিধা কল্পিত হইয়া থাকে; এবং ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই ত্রিবিধ পরিণামের একটীও ধর্ম্মীর স্বরূপ অতিক্রম করে না অর্থাৎ সকলেই ধর্ম্মীতে অনুগত থাকে। ফলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং উক্ত ত্রিবিধ পরিণামও একমাত্র ধর্ম্মপরিণামেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে।

মল্লিসেন সূরি কিন্তু এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ স্বীকার করেন নাই। তিনি যোগ-দর্শনের এই

১। পাতঞ্জল-দর্শন, বিভূতিপাদ ১৩শ সূত্র ও তদুপরিভাষ্য দ্রষ্টব্য। অথ কোহয়ং পরিণামঃ? অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ।

২। স্যাদ্বাদমঞ্জরী, পৃষ্ঠা ১৮ এবং পরবর্ত্তী (চৌখাম্বা-গ্রন্থমালা)।

ত্রিবিধ পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে এই পরিণমমান ধর্ম্ম, ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, কিন্তু একান্ত বা অত্যন্ত ভিন্নও নহে, আবার একান্ত অভিন্নও নহে। ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে একান্ত ভিন্ন হইলে, এই ধর্ম্মীর বা দ্রব্যের এই সকল ধর্ম্ম, অথবা এই ধর্ম্মী এই সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ভূত, এইরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবের লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। আরও একটী দোষ এই হয় যে, অন্য পদার্থের ধর্ম্মও আলোচ্য পদার্থের সহিত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মী ধর্ম্ম হইতে একান্ত অভিন্ন হইলে ধর্ম্মী অথবা দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বজায় থাকে না। উহা পরিণমমান অসংখ্য ধর্ম্মপ্রবাহে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদের প্রসক্তি হয়।

ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। কিন্তু একান্ত নিত্যও নহে, আবার একান্ত অনিত্যও নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জৈনগণ ঘোর ব্যবহারবাদী, তাঁহাদের মতে বস্তুস্বরূপ এরূপ হওয়া চাই যে, উহা দ্বারা কোনরূপ অর্থক্রিয়া বা কার্য্যোৎপত্তি সাধিত হয়। এখন যদি বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম নিত্য বলিতে কাহাকে বুঝি, তাহা জানা চাই। নিত্যের লক্ষণ দেওয়া হয় এইরূপ,—"অপ্রচ্যুতানুৎপন্নস্থিরৈকরূপো হি নিত্যঃ"। যাহা নিত্য, তাহার স্বরূপ 'অপ্রচ্যুত' অর্থাৎ যাহার প্রচ্যুতি বা ব্যত্যয় হয় না। এককথায় যাহা অব্যয়। দ্বিতীয় বিশেষণটী হইল, 'অনুৎপন্ন' অর্থাৎ নিত্য বলিতে এমন কোন দ্রব্য নহে, যাহার পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল না, পরে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে; 'স্থির' অর্থাৎ স্থিতিশীল এবং 'একরূপ' অর্থাৎ যাহার রূপান্তর হয় না বা অপরিণামী। এখন যদি নিত্যের স্বরূপ হইল এই প্রকার, তবে দেখিতে হইবে, বস্তুকে একান্ত নিত্য বলা যায় কি না। বস্তু যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত নিত্যের লক্ষণানুসারে বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, অর্থক্রিয়া দুই প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে—হয় ক্রমে, না হয় অক্রমে, অর্থাৎ যুগপৎ[১]। অর্থক্রিয়া ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু ক্রমে কালক্ষেপ বুঝায় এবং যে কারণ অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহার কালক্ষেপ সঙ্গত হয় না। কালক্ষেপ মানিয়া লইলে, কারণে সামর্থ্যাভাব স্বীকার করিতে হয়। কেননা, যদি কারণের সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা ক্রিয়ার প্রথম অবস্থাতেই কালান্তরভাবিনী ক্রিয়ার সম্পাদন করিয়া ফেলিত। আবার যদি বলা যায়, কালক্ষেপেও কারণের অসামর্থ্য প্রতিপন্ন হয় না, তাহা হইলেও আর এক প্রকার অসামর্থ্য কারণে আরোপিত হইয়া পড়ে। তাহা এইরূপ,—মনে করুন, কোন কারণ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রিয়ার প্রথম ক্ষণেই সম্পূর্ণ ফল উৎপাদ না করিয়া, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং আরও পরবর্ত্তী ক্ষণের অপেক্ষা করে, তাহার কারণ এই যে, অন্যান্য সহকারি-ভাবের সমাবেশ (Collateral Collocation of Circumstances) প্রথম ক্ষণেই হইয়া উঠে না। সুতরাং ফলসমাপ্তির জন্য কারণকে সহকারী ভাবের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এজন্য কারণ ফলোৎপাদনে স্বয়ং অসমর্থ। কেননা, সে সহকারী ভাবের অপেক্ষা করে। এইরূপে জৈন বলিতে চান যে, কার্য্য কারণ-সম্বন্ধ আলোচনায় দেখা যায় যে, বস্তুর স্বভাব একান্ত নিত্য—এইরূপ কল্পনা করিলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রমে সম্পাদিত

১। বস্তুনোঽর্থক্রিয়াকারিত্বং ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তম্"—স্যাদ্বাদমঞ্জরী।

হইতে পারে না। আবার অক্রমেও সম্ভব নহে। কেননা, বস্তু যে অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ বা এককালে অন্যকালভাবিনী সমুদায় ক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহা প্রতীতিবিরুদ্ধ। আর এতক্ষণে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন হইয়া গেলে, পরক্ষণে করিবার আর কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে বস্তু ক্রমে ক্রিয়া সম্পাদন করে, এ কথা বলিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষের প্রসক্তি হয়। এইরূপে দেখা গেল যে, বস্তুস্বরূপ একান্ত নিত্য কল্পিত হইলে, 'ক্রমে' অথবা 'যুগপৎ' কোন ক্রমেই অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে।

আবার বস্তু একান্ত অনিত্য হইলেও, উহা দ্বারা অর্থক্রিয়াকারিত্ব নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কেননা, যাহা অনিত্য, তাহা প্রতিক্ষণবিনাশী, সুতরাং তাহা 'ক্রমে' অর্থক্রিয়া করিতে পারে না। ক্রমে দেশকৃত বা কালকৃত ব্যাপ্তি বুঝায়, কিন্তু প্রতিক্ষণবিনাশীর ব্যাপ্তি অসম্ভব। পক্ষান্তরে অনিত্য বস্তু 'অক্রমে' বা যুগপৎ অনেক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। কারণ, উহাও প্রতীতিবিরুদ্ধ। বীজ একটী বস্তু। উহা যুগপৎ রসশোষণ, অঙ্কুরোদ্ভাবন, প্রভৃতি অন্যান্য ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না, ইহা প্রতীতি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। এইরূপে দেখা গেল, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য কল্পিত হইতে হইলে, উহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না; কিন্তু অর্থক্রিয়াকারিত্বই হইল, বস্তুর প্রাণস্বরূপ। এককথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, বস্তু একান্ত নিত্য, অথবা একান্ত অনিত্য হইলে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-কারণ-ভাবের লোপ হয়। সুতরাং বস্তুস্বরূপ নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। এইরূপ যুক্তি-তর্ক-সাহায্যে জৈনেরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, বস্তু অনেকান্তস্বভাব। তাহার সম্বন্ধে কোন একটী মাত্র একান্তধর্ম্মজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমবায়েই বস্তুর বস্তুত্ব সিদ্ধ হয়। বস্তুকে যেরূপ একান্ত নিত্য বা একান্ত অনিত্য বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ উহাকে কেবল সামান্য বা কেবল বিশেষ, এইরূপ নির্দ্দেশ করাও যায় না। এ স্থলে সামান্য ও বিশেষ—এই দুইটী পারিভাষিক শব্দের অর্থ আমাদের স্পষ্ট করিয়া জানিয়া রাখা আবশ্যক।

প্রশস্তপাদ বলেন যে, যে ধর্ম্ম অনেক বস্তুতে অনুবৃত্ত হয় এবং যাহা নিত্য, তাহার নাম সামান্য। যে ধর্ম্ম এই পুস্তকে, ঐ পুস্তকে, রামের পুস্তকে, শ্যামের পুস্তকে ও অন্যান্য পুস্তকে বিদ্যমান আছে, এবং যাহা বিদ্যমান আছে বলিয়াই, এই সকল পুস্তককে পুস্তক বলা যাইতেছে, অথবা যাহা দ্বারা এই সকল পুস্তকের পুস্তকত্ব নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহারই নাম সামান্য। শুধু তাহাই নহে, সামান্য ধর্ম্মটী নিত্য, অর্থাৎ এ পুস্তক, সে পুস্তক বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু উহাদের সকলে অনুগত যে পুস্তকত্বস্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম আছে, তাহার বিনাশ নাই। এই সামান্যের অপর নাম জাতি। এই সামান্যে আমরা বস্তুনিচয়ের সাধারণ ধর্ম্মের সংগ্রহ করি এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাকে বাদ দিয়া থাকি। এই সামান্য আবার ব্যাপকতার তারতম্যানুসারে পর. অপর এবং পরাপর,—এইরূপ ত্রিবিধ বিবেচিত হইয়া থাকে। যে সামান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, তাহার নাম পরসামান্য, যে সামান্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যাপক, তাহার নাম অপরসামান্য। আবার যে সামান্য এক সামান্যের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাপক, কিন্তু অন্য সামান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্পব্যাপক, তাহার

নাম পরাপরসামান্য। ফলকথা, পর, অপর, এবং পরাপর—এই প্রকার ভেদ তুলনামূলক। এই হিসাবে সত্তারই ব্যাপকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং সত্তাই পরসামান্য। আর দ্রব্যত্ব পরাপর-সামান্য; কেননা, সত্তার অপেক্ষায় উহা অল্প এবং পুস্তকত্বের অপেক্ষায় অধিকব্যাপ্তিবিশিষ্ট। কারণ, পুস্তক যেমন দ্রব্য, ঐরূপ লেখনী, মসীপাত্রও এক একটী দ্রব্য। সুতরাং পুস্তকত্ব দ্রব্যত্বের অপেক্ষায় অপরসামান্য।

আবার যে ধর্ম্ম বস্তুর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া একরকে অপর হইতে ব্যাবৃত্ত করে, তাহাই বিশেষ। এক কথায় বিশেষ বস্তুর ইতর-ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্ম। আমার হস্তস্থিত লাল পুস্তকখানির যে ধর্ম্ম, উহাকে অন্যান্য নীল, পীত বা এমন কি, অপর লাল পুস্তক হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইয়া দেয়, তাহারই নাম বিশেষ।

এই সামান্য ও বিশেষ লইয়া বস্তুর স্বরূপনির্ণয়সম্বন্ধে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত উত্থিত হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে, সামান্যই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চে রাম, শ্যাম, অশ্ব, গো, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদায় বস্তুরই মধ্যে একমাত্র সত্তাই অনুগত আছে এবং ইহাই তত্ত্ব। ইহা ভিন্ন বিশেষের পৃথগস্তিত্ব কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। মীমাংসক এবং অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকেরা এই-ভাবে বস্তুর স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বৌদ্ধেরা বলিয়াছেন যে, আমাদের বাস্তবিক উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। যখন গো, অশ্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়, তখন সেই প্রত্যক্ষীভূত গো বা অশ্বের বিশিষ্ট বর্ণ এবং অবয়ব-সংস্থান ভিন্ন গো, অশ্ব প্রভৃতিতে অনুগত সত্তারূপ কোন অতিরিক্ত পদার্থের অনুভব হয় না। এ কথাটী বৌদ্ধেরা নিম্ন-লিখিত শ্লোক দ্বারা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। ঐ শ্লোকটী পাঠ করিলে হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। শ্লোকটী এই,—

এতাসু পঞ্চস্ববভাসিনীষু
প্রত্যক্ষবোধে স্ফুটমঙ্গুলীষু।
সাধারণং রূপমবেক্ষতে যঃ
শৃঙ্গং শিরস্যাত্মন ঈক্ষতে সঃ॥[১]

মানুষের হাতের আঙ্গুল পাঁচটী। কোনটী ছোট, কোনটী বড়, কোনটী স্থূল, কোনটী ক্ষীণ। লোকে কথায় বলে, হাতের পাঁচটী আঙ্গুল কখনও সমান হয় না। সেই পাঁচ আঙ্গুলকে যে সমান দেখে, তাহার মত মূর্খ পৃথিবীতে কে আছে? বৌদ্ধ তাঁহাকে আর কিছুই বলেন নাই, কেবল বলিয়াছেন যে, তাহার মস্তকে নিশ্চয়ই শৃঙ্গ আছে। ইহাতে আপনারা যাহা বুঝিতে হয়, বুঝুন।

ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ এই সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সামান্য ও বিশেষ পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র এবং সামান্য এবং বিশেষ পরস্পর বিরুদ্ধ। যে সামান্য, সে সামান্যই। আবার যে বিশেষ, সে বিশেষই। যেমন—জল ও অগ্নি একত্র থাকিতে পারে

১। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃত্তশ্লোকঃ।—ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, পৃঃ ৪৫—৪৬।

না, তেমনই সামান্য ও বিশেষ একত্র সমাবিষ্ট হইতে পারে না। একই মাত্র বস্তুতে সামান্য ও বিশেষ-ভাব কল্পনা করা যায় না। যদি বলা যায় যে, সামান্য গোত্বাদি শবল ধবলাদি বিশেষের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরুদ্ধ হইলে, আমরা এতদুভয়ের ঐক্য প্রত্যক্ষ করি কি প্রকারে, তাহার উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ বলেন যে, উহা সত্য নহে, সামান্য ও বিশেষ সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা পৃথক্, কিন্তু জ্ঞাতার প্রবৃত্তি অনুসারে বিশেষ অথবা সামান্যের উপলব্ধি হয়। জ্ঞাতা যদি বিশেষের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, বিশেষ; আবার জ্ঞাতা যদি সামান্যের পক্ষপাতী হন, তবে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হয়, সামান্য। সুতরাং বস্তুস্বরূপ সামান্য-বিশেষাত্মক নহে। সামান্য ও বিশেষ প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং বিপরীত, এজন্য একই বস্তুতে যুগপৎ সামান্য ও বিশেষ—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কল্পনা করা যায় না।

জৈনগণ উপরি উক্ত সামান্য ও বিশেষ-বিষয়ক ত্রিবিধ একান্তবাদের নিম্নলিখিতরূপ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এস্থলেও আমাদিগকে অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ বস্তুতত্ত্বের স্মরণ করাইয়া দিয়া সপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বস্তুস্বরূপ অনেকান্তরূপ না হইলে, তদ্দ্বারা ব্যবহারোপ-যোগিতা সিদ্ধ হয় না। গো এই শব্দটী উচ্চারিত হইলে বাস্তব-জগতের যে প্রাণিবিশেষ আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, তাহাতে যেমন খুর, ককুদ, লাঙ্গুল, সাস্না, বিষাণাদি অবয়ববিষয়ক সর্ব্বগোব্যক্তিতে অনুবৃত্ত একটী সামান্য ভাবসমষ্টির অনুভূতি হয়, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে গো, মহিষাদি হইতে ব্যাবৃত্ত, এইরূপ বিশেষেরও প্রতীতি হয়। এইরূপে যে স্থলে 'শবলা গৌঃ'—এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে স্থলেও গোত্ব এই সামান্যের সঙ্গে সঙ্গে শবলরূপ এই বিশেষেরও প্রতীতি হয়। সুতরাং বেদান্তী বা মীমাংসক যে একান্ত অথবা বিশেষবিরহিত সামান্যের কথা বলেন, তাহা প্রতীতি-বিরুদ্ধ, এবং বৌদ্ধও যে একান্ত বা সামান্যবিরহিত বিশেষের কথা বলেন, তাহাও প্রতীতি-বিরুদ্ধ।

স্বতন্ত্র সামান্য-বিশেষবাদী ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণের মতও অশ্রদ্ধেয়। কারণ, সামান্য বা জাতি প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত কথঞ্চিৎ অভিন্নও বটে, আবার উহা হইতে ভিন্নও বটে। এই কথাটী তাঁহারা সাংখ্যের সদৃশ-পরিণাম ও বিসদৃশ-পরিণামবাদের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাংখ্য-মতে সৃষ্টিকালে যখন বিসদৃশ-পরিণাম ঘটে, তখন গুণত্রয়ের গুণপ্রধানভাবহেতু বস্তুস্বভাবের যেমন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্য অবস্থান করিয়াও অপ্রধানভাব অবলম্বন করায়, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আবার প্রলয়কালে যখন সদৃশ-পরিণাম হয়, তখন যেমন সত্ত্ব সত্ত্বরূপে রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হইয়া জগত-বৈষম্যের তিরোভাব সাধন করে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বৈচিত্র্য, বা বৈশিষ্ট্য গুণীভূত করিয়া তাহাদের সকলে অনুবৃত্ত সামান্যকে প্রধানভাবে ধরিয়া লইয়া, এই গো-ব্যক্তি, ঐ গো-ব্যক্তির সমান, এরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে; এবং ইহা প্রতীতিসিদ্ধও বটে, পক্ষান্তরে বিশেষও সামান্য হইতে একান্ত পৃথক্ নহে। কারণ, বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, যদি তাহার সর্ব্বাংশই সামান্যের দ্বারা অধিকৃত হইত, অর্থাৎ সামান্য যদি সর্ব্বগত হইত, আমাদের

বস্তু-সম্বন্ধে ধারণার সবটাই যদি একমাত্র নির্ব্বিশেষ-সামান্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে বিশেষ নিরাশ্রয় হইত, অর্থাৎ বিশেষ অসর্ব্বগত হইত এবং এইরূপে সর্ব্বগতত্ব ও অসর্ব্বগতত্বরূপ দুইটী একান্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একই বস্তুতে সমাবেশ ধারণা করা অসম্ভব হইত। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বিসদৃশ পরিণাম-রীতিতে সামান্যেরও অনেকত্ব কল্পনা অসঙ্গত হয় না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিতে সামান্যের অপ্রধানভাবে অস্তিত্ব আছেই, যদিও আমরা বস্তুর অবগতিকালে কেবল উহার বিশেষ ধর্ম্মেই প্রাধান্য অর্পণ করি। এই হিসাবে বস্তুতে সামান্য-বিশেষরূপ ধর্ম্মের অধ্যাস প্রতীতি বা অনুমানবিরুদ্ধ নহে।

জৈনেরা বস্তুর স্বরূপনির্ণয়-প্রসঙ্গে আরও এক প্রকার উভয়াত্মকতা বা অনেকান্ততা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বস্তু সৎও বটে, আবার অসৎও বটে।[১] কারণ, বস্তুমাত্রকে যদি কেবল সৎ অর্থাৎ আছে মাত্র—এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারা কেবলমাত্র এক অনির্দ্দিষ্ট সত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বস্তু-স্বরূপের আভাস পাওয়া যায় না। কেবল বলিতে হয়, only that it is, and not what it is. আবার উহাকে যদি একান্ত অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলেও বস্তুর সত্তার একেবারে লোপ হয়। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, বস্তুর স্বরূপনির্দ্দেশ কিরূপে সুসঙ্গত হয়? জৈন বলিতেছেন যে, বস্তুস্বরূপ সদসদাত্মক। সৎ ও অসৎ—এই উভয়াত্মক। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন বস্তুরই নিজের একটী সত্তা আছে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, করিলে বস্তুর কোন নির্দ্দেশই চলে না।[২] ঘটের সত্তাই যদি না থাকিত, তাহা হইলে, ইহা একটী ঘট, এই প্রকার স্বরূপ-নির্দ্দেশ অসম্ভব হইত। সুতরাং নিজ স্বরূপাংশে বস্তু সৎ, ইহা সিদ্ধ হইল। পক্ষান্তরে ঘটে ঘট-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য পদার্থের ধর্ম্মসকলের অস্তিত্ব নাই। ঘটে পটধর্ম্মের অসদ্ভাব। ঘটে পট নাই, সুতরাং পটত্ব অপেক্ষায় ঘটের বিদ্যমানতা নাই। অর্থাৎ পটাপেক্ষায় ঘট অসৎ। ফল-কথা, সকল বস্তুই স্বরূপাংশে সৎ আবার স্বব্যতিরিক্ত অন্য যে কোন দ্রব্য অপেক্ষায় অসৎ[৩]। এ যাবৎ যাহা বলা হইল, তাহা যে কেবল অজীব (পুদ্গল) সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে। জীব অথবা আত্মা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, উহাও নিত্যত্বানিত্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আধার। সুতরাং উপরি উক্ত সকল কথাই আত্মা সম্বন্ধে সমভাবেই খাটে।

উল্লিখিত যুক্তি-প্রণালী-সাহায্যে জৈনগণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, পরিদৃশ্যমান বস্তুজাত নিত্যও বটে, আবার অনিত্যও বটে। তাহাদিগকে সামান্যও বলা যায়, আবার বিশেষও বলা যায়। তাহারা সৎও বটে, আবার তাহাদিগকে অসৎ বলিলেও প্রতীতিবিরুদ্ধ হয় না। এককথায়

১। স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)—পৃ° ২৩১; ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা) —পৃ° ৪৭।

২। "একান্তসত্ত্বে বস্তুনো বৈশ্বরূপ্যং স্যাৎ। একান্তাসত্ত্বে চ নিঃস্বভাবতা ভাবানাং স্যাৎ।"

৩। "সর্ব্বমস্তি স্বরূপেন পররূপেণ নাস্তি চ।
অন্যথা সর্ব্বসত্ত্বং স্যাৎ স্বরূপস্যাপ্যসম্ভবঃ।"—ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়।

বস্তু অনেকান্তস্বরূপ এবং উহার ধর্ম্মও অনন্ত। ঘট একটী বস্তু। উহার নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব দ্রব্যাত্মকতা, পর্য্যায়াত্মকতা, সামান্য ভাব, বিশেষ ভাব, আমত্ব, পাকজরূপাদিমত্ত্ব, আকার, গঠন, দিগধিকার, জলাদিধারকত্ব, পুরাণত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম অনন্ত। ঐরূপ জীব-জগতেও দেখা যায় যে, কোন মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব, অমূর্ত্তত্ব, বিষাদ, শোক, দুঃখ, সুখ, গতি, আহার, বিহার, সক্রিয়ত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রভৃতি অপরিমেয় ধর্ম্ম রহিয়াছে। সুতরাং জীবাজীবলক্ষণ বস্তুজাতের মধ্যে কোন একটী বস্তু-সম্বন্ধে কোন এক প্রকার নির্দ্দেশ ঐকান্তিক সত্য (absolutely true) হইতে পারে না। উহা কেবলমাত্র পাক্ষিক সত্য (relativcly true) এইরূপ বলাই সুসঙ্গত। একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি মৃদ্ঘটের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। আমি বলিতে পারি, আমার সম্মুখে অবস্থিত এই মৃদ্ঘটটী একটী দ্রব্য। এস্থলে দ্রব্য বলিতে আমি বুঝি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং এরূপ নির্দ্দেশ এক প্রকার সত্য। কারণ, মৃদ্ঘটটী মৃদ্দ্রব্যাংশে মৃৎপরমাণুর সমষ্টি ত বটেই। আবার জৈনমতে আকাশ একটী দ্রব্য[১]। কিন্তু আকাশ পরমাণুর সমষ্টি নহে। সুতরাং মৃদ্ঘটটী আকাশ যে অর্থে দ্রব্য, সে অর্থে দ্রব্য নহে। এজন্য এই মৃদ্ঘটটী একটী দ্রব্য, এ বাক্য সত্য; আবার অন্য হিসাবে সত্য নহে। এককথায় মৃদ্ঘটটী দ্রব্যও বটে, আবার অদ্রব্যও বটে। এইরূপে এই 'মৃদ্ঘটটী কতকগুলি পরমাণুর সংস্থানবিশেষ,' এ কথাটী একটী পাক্ষিক সত্য। কারণ, উহা মৃৎপরমাণুর-সংস্থান-বিশেষ ত বটে, আবার উহা পরমাণুর সংস্থানবিশেষ নহে, এ কথাও সত্য। কারণ, উহা জলীয় পরমাণুর সংস্থানবিশেষ ত নহে। আবার উহাকে মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ বলিতে পারি এবং উহাও পাক্ষিক সত্যরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ, ঐ সংস্থানের সাধক কুম্ভকার দেবদত্ত। পক্ষান্তরে উহা মৃৎপরমাণুসংস্থানবিশেষ নহে, ইহা বলিলেও সত্য কথা বলা হইল। কারণ, ঐ সংস্থান যজ্ঞদত্ত কর্ত্তৃক সাধিত হয় নাই। অর্থাৎ দেবদত্তের কর্ত্তৃত্বাপেক্ষায় এই মৃদ্ঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থানবিশেষ। আবার যজ্ঞদত্তের অকর্ত্তৃত্বাপেক্ষায় ঐ মৃদ্ঘট মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। আরও এক পদ অগ্রসর হইলে বলা যায় যে, এই মৃদ্ঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু সংস্থানবিশেষ এ কথা সত্য। আবার যেহেতু মৃদ্ভৃঙ্গারের পরমাণু-সংস্থান এই মৃদ্ঘটে নাই, সে জন্য মৃদ্ভৃঙ্গারপরমাণুসংস্থানের অপেক্ষায় এই মৃদ্ঘট দেবদত্ত-রচিত মৃৎপরমাণু-সংস্থান-বিশেষ নহে। এইরূপে জৈনগণের মতে কোন বস্তু-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার বচন-বিন্যাস (Judgment) কেবল পাক্ষিক সত্য বলিয়া ধরা উচিত। কোন একপ্রকার বচন-বিন্যাস একান্ত সত্য প্রদান করে, এ কথা বলা চলে না। কারণ, বস্তু অনন্ত ধর্ম্মের আধার এবং একপ্রকার বচন-বিন্যাসে একটীমাত্র ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া তাহাকে একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, ধর্ম্মান্তরের নির্দ্দেশকালে সেই নির্দ্দেশক বাক্য উক্ত বচন-বিন্যাসের সহিত বিরোধ উপস্থিত করে, সুতরাং উহাকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে। ফলে কোন এক বচন-বিন্যাস কোন এক বস্তুর ধর্ম্মবিশেষ উদ্দেশে

১। ধর্ম্মাধর্ম্মাকাশপুদ্গলকালজীবলক্ষণং দ্রব্যষট্কম্। দ্রব্যের অপর নাম অস্তিকায় (বোধ হয়, ইংরেজিতে category শব্দের তুল্যার্থক)।

প্রযুক্ত হইলে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই একই বচন-বিন্যাস সেই বস্তুরই ধর্ম্মান্তরের অপেক্ষায় প্রযুক্ত হইলে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, জৈনেরা নয় বলিতে কি বুঝেন। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, জৈনমতে বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত॥ এই অনন্ত ধর্ম্মের সদ্ভাব সত্ত্বেও আমরা উহার কোন কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ নিরুদ্ধ করিয়া যে ভিন্ন ভিন্ন বচন বিন্যাস সাহায্যে এই বস্তু এবম্ভূত, এইরূপ বস্তু নির্দ্দেশ করি, উহার পারিভাষিক নাম **নয়**[১]।

আর এক কথা। যদিও বস্তুর অনন্ত ধর্ম্মাত্মকতাবশতঃ অনন্ত প্রকারে বস্তু নির্দ্দেশ করা যায়, সুতরাং অনন্ত নয়ের সৃষ্টি হইতে পারে, তথাপি সেই সমুদায় নয়গুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রধানতঃ দুই উপায়ে বস্তুস্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এক উপায় হইতেছে যে, আমরা উহাকে একটী সংহত দ্রব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। তখন উহার যে অনন্ত ধর্ম্ম আছে, তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা চিন্তা করি না, মনে করি যেন তাহারা দ্রব্যের সত্তার সহিত মিলিত হইয়া আছে। আবার অন্য উপায় হইতেছে যে, বস্তুর দ্রব্যত্ব উড়াইয়া দিয়া কেবল উহা যে অসংখ্য ধর্ম্মের সমষ্টি, সেই ধর্ম্মগুলিকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বাস্তব বলিয়া চিন্তা করিতে পারি। কারণ, কেবল উহারাই আমার প্রতীতি-গম্য। এই যে স্থূলতঃ দুইটী উপায়ের উল্লেখ করা হইল, উহার প্রথমটীর পারিভাষিক নাম **দ্রব্য নয়**, দ্বিতীয়টীর নাম **পর্য্যায় নয়**। এই দ্রব্য নয়ের আবার তিনটী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। যথা—**নৈগম নয়, সংগ্রহ নয়** এবং **ব্যবহার নয়**। এইরূপ পর্য্যায় নয়েও চারিটী বিভাগ আছে, যথা—**ঋজুসূত্র নয়, শব্দ নয়, সমভিরূঢ় নয়** এবং **এবম্ভূত নয়**।

এক্ষণে উক্ত নয়গুলির প্রকৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, বস্তুর স্বরূপনির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, উহাতে সামান্য ও বিশেষ—উভয়েরই সমাবেশ আছে। কিন্তু এই উভয়ের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যদি আমরা একের পরিবর্ত্তে অপরটী ব্যবহার করি, অর্থাৎ বস্তুর সামান্য-বিশেষরূপ উভয়াত্মকতা সত্ত্বেও যদি বস্তুকে কখন বা সামান্য, কখন বা বিশেষ কল্পনা করি, তাহা হইলে ঐরূপ কল্পনার পারিভাষিক নাম **নৈগম নয়**[২]। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণ বস্তু-সম্বন্ধে ঐরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, সুতরাং জৈনেরা ন্যায়-বৈশেষিকাচার্য্যগণকে নৈগম-নয়ানুগামী নাম দিয়া থাকেন। আবার যদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য ভুলিয়া গিয়া সকলকে কোন একরূপ সামান্যে সংগৃহীত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইল **সংগ্রহ নয়**[৩]। সংগ্রহ দ্বিবিধ। পর ও অপর। যদি নিখিল বস্তুকে একমাত্র সত্তায় সংগৃহীত করা হয়, তবে তাদৃশ সংগ্রহের নাম পরসংগ্রহ। কিন্তু আবার যদি সকল দ্রব্যকে

১। "তত্র অনিরাকৃতপ্রতিপক্ষো বস্ত্বংশগ্রাহী জ্ঞাতুরভিপ্রায়ো নয়ঃ।—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। নিগমো হি সংকল্পস্তত্রভবস্তৎপ্রয়োজনো বা নৈগমঃ।—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৩। স্বজাত্যবিরোধেনৈকধ্যমুপনীয়ার্থানাক্রান্তভেদান্ সমস্তসংগ্রহণাৎ সংগ্রহঃ। প্রমেয়, ষষ্ঠ।

দ্রব্যরূপ সামান্যে সংগৃহীত করা হয়, তবে তাহার নাম অপরসংগ্রহ। ইহাকে অপর বলিবার কারণ এই যে, ইহা হইতে পর বা চরমসংগ্রহ আছে। কারণ, দ্রব্যত্ব সত্তাতে সংগৃহীত হয়। অদ্বৈত বেদান্ত পরসংগ্রহ গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য জৈনেরা অদ্বৈতবাদিগণকে সংগ্রহনয়াবলম্বী নাম দিয়াছেন।

সংগৃহীত অর্থের বিধিপূর্ব্বক অবহরণ অর্থাৎ বিভজন (বি-অবহরণ) বা বিভাগ করার নাম ব্যবহার নয়[১]। জৈন বলিতে চান যে, বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বনে অনন্ত বিশেষ বা বৈচিত্র্যের নিরাস করিতে করিতে আমরা যে কেবল সদাত্মক পর বা চরম সংগ্রহে উপনীত হই, তাহা দ্বারা ব্যাবহারিক জগতে কোন ফললাভ হয় না। ব্যাবহারিক জগতে দেখিতে পাই যে, বস্তু অনন্ত এবং তাহাদের ধর্ম্মও অনন্ত। ব্যবহার-জগৎ চায় কি যে, তোমার অখণ্ড, অভিন্ন, একটানা কল্পিত 'সৎ'কে ভাঙ্গিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ফেলিয়া বাস্তব ঘট পট প্রভৃতি অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বস্তুর সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া দাও। পরসংগ্রহ বলিতে চায়, নিখিল বস্তুই সৎ। ব্যবহার নয় বলিতে চায়, তোমার ঐ সৎকে আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিব যে, যাহা সৎ, তাহা হয় দ্রব্য, না হয় পর্য্যায়, অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম্ম। অপরসংগ্রহে সর্ব্বদ্রব্য দ্রব্যত্বে সংগৃহীত হয়, সকল পর্য্যায় পর্য্যায়ত্বে সংগৃহীত হয়। কিন্তু ব্যবহার নয় বলিতে চায়, যাহা দ্রব্য, তাহা জীব, অজীব (পুদ্গল) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কাল—এই ছয়টী পদার্থে বিভাজ্য। যাহা পর্য্যায়, তাহাও দ্বিধা বিভাজ্য। কারণ, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের সহিত সহভাবী (Co-extensive), আর কতকগুলি ক্রমভাবী (Successive)। পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, জৈনগণ বস্তুস্বরূপ বলিতে দ্রব্যপর্য্যায়াত্মক বুঝিয়াছেন। ইহা দ্বারা সামান্য বিশেষ-ভাবেরও কথঞ্চিৎ একত্র সমাবেশ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য, ব্যবহার-প্রামাণ্যবাদী জৈনগণের ব্যবহার নয়ই অনুমত। কারণ, ইহার সাহায্যে বস্তুস্বরূপ নির্ণয়ে ব্যাবহারিক জীবনে সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।[২]

উপরে দ্রব্য নয় তিনটীর পরিচয় দেওয়া গেল। পর্য্যায় নয়ের আবার চারিটী বিভাগ আছে। কথা ঋজুসূত্র নয়, শব্দ নয়, সমভিরূঢ় নয় ও এবম্ভূত নয়। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত তিনটীর দার্শনিক উপযোগিতা কিছুই নাই, সে কারণ উহাদের আলোচনা করা হইল না। প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ডকার ঋজুসূত্র নয়ের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। ঋজু বলিতে প্রাঞ্জল অথবা স্পষ্ট। বর্ত্তমান ক্ষণ আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট, উহাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষায় সহজে বুঝি। যাহা দ্বারা বর্ত্তমান ক্ষণস্থায়ী বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয়, তাহারই নাম ঋজুসূত্র নয়। ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধেরা এই ঋজুসূত্রনয়াবলম্বী। তাঁহারা বলেন, সর্ব্ববস্তুই ক্ষণিক। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন বস্তুই নাই। কোন বস্তু বলিতে এইমাত্র বুঝি যে, উহা কতকগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ ধর্ম্মের সমষ্টি এবং বর্ত্তমান ক্ষণে ক্রিয়ার জনক। প্রতিক্ষণেই নব নব ধর্ম্মসমষ্টির উৎপত্তি হইয়া পরক্ষণেই বিনাশ

১। সংগৃহীতার্থানাং বিধিপূর্ব্বকমবহরণং বিভজনং ভেদেন প্ররূপণং ব্যবহারঃ।...ব্যবহারস্তু তামিতাগমভিপ্রৈতি।
—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডে ধৃত শ্লোকাংশঃ—"ব্যবহারানুকূল্যাত্তু প্রমাণানাং প্রমাণতা"।

প্রাপ্ত হইতেছে। বস্তু বলিতে এই প্রতিক্ষণে জায়মান নূতন নূতন ধর্ম্মসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা হইল, দ্রব্য ও পর্য্যায়-নয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এতক্ষণে স্যাদ্‌বাদের পরিচয় আরও সুগম হইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বস্তুর অনন্ত ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া বচন-বিন্যাস করার পারিভাষিক নাম "নয়"। যেমন বস্তুর ধর্ম্ম অনন্ত এবং ঐ ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধও অনন্ত, সেইরূপ নয়ও অনন্ত হইতে পারে। সুতরাং নয়গুলি কেবল পাক্ষিক সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ। উহারা একান্ত সত্য প্রকাশ করিতে পারে না; এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত এবং বৌদ্ধ আচার্য্যগণ উহাঁদের আপন আপন মতবাদকে একান্ত সত্যের প্রকাশক বলিয়া বিবেচনা করায়, কিরূপ গোলে পড়িয়াছেন। তাঁহারা নয়ের পরিবর্ত্তে নয়াভাস প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ জৈন আচার্য্যগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, যে কোন নয়াবলম্বনে বস্তুস্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের কোন নির্দ্দেশ বা বচন-বিন্যাসই একান্ত বা অখণ্ড সত্য প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। সকল প্রকার নির্দ্দেশই পাক্ষিকভাবে সত্য। অতএব যাহাতে আমাদের বস্তুনির্দ্দেশ কোনরূপে বাধিত না হয়, সেই জন্য সকল প্রকার বচন-বিন্যাসের পূর্ব্বেই "স্যাৎ" এই শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। "এই বস্তুর প্রকৃতি এইরূপ", এইভাবে বচন-বিন্যাস করিলে, সেই বস্তুর প্রকৃতির অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বস্তু অনন্তধর্ম্মাত্মক। বস্তুর এইরূপ হওয়ার যতদূর সম্ভাবনা, এতদতিরিক্ত যে কোন অন্যরূপ হওয়ারও ঠিক ততদূর সম্ভাবনা। সুতরাং "এই বস্তু হয় ত এইরূপ", এ কথা বলিলে, উহার অন্যরূপ হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা হইল না। এইরূপে সকল প্রকার বাক্যবিন্যাসেই "স্যাৎ" এই শব্দের প্রয়োগ করা বিধেয়। ইহারই নাম "স্যাদ্বাদ"। কিন্তু সে যাহা হউক, স্যাদ্‌বাদ শব্দটি একটি প্রহেলিকার মত মনে হয়। বোধ হয়, এটীকে বাঙ্গালায় "হয়তবাদ" বলিলে আমরা ততটা চমকিয়া উঠি না।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই স্যাদ্‌বাদের চরম পরিণতি কিরূপ। আমরা দেখিয়াছি যে, বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধে সকল প্রকার বাক্যই 'স্যাৎ'-শব্দপুরঃসর প্রয়োগ করিতে হইবে; কারণ, কোন এক প্রকার বাক্যই কোন বস্তুর প্রকৃতি-সম্বন্ধে একান্ত সত্য প্রদান করিতে সমর্থ নহে। উহা এক হিসাবে সত্য হইলেও, অন্য হিসাবে আবার অসত্য, এক হিসাবে যে বাক্য বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ করা যায় (affirmation), অন্য হিসাবে আবার তাহাকেই নিষেধপূর্ব্বক প্রয়োগ (negation) করা যাইতে পারে। আবার এই বিধি ও নিষেধের ক্রম ও যৌগপদ্য কল্পনা করিয়া জৈনাচার্য্যগণ স্যাদ্‌বাক্যের সপ্তধা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই স্যাদ্‌শব্দপুরঃসর এবং বিধি ও নিষেধ-সহকারে ঐ বিধি-নিষেধের ক্রম এবং যৌগপদ্য অনুসারে যে সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ সম্ভব হইতে পারে, উহাদিগের সমুদায়ের নাম **সপ্তভঙ্গী নয়**। এই সপ্তপ্রকার বচনভঙ্গের সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা যাইবে। **এই সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গের সাধারণতঃ নাম দেওয়া হয়—স্যাদ্‌বাদ।** কিন্তু 'স্যাদ্‌বাদ'—এই শব্দটী আরও একটী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুর অনন্তধর্ম্মত্ববশতঃ জৈনগণ যে অনেকান্ত-

বাদরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেই অনেকান্তবাদেরও অপর নাম দেওয়া হয়—'স্যাদ্‌বাদ'[১]। অতএব দেখা গেল যে, বস্তুর অনন্তধর্ম্মত্বহেতু বস্তুস্বরূপনির্ণায়ক অনেকান্তবাদকে যেমন স্যাদ্‌বাদ বলা হয়, আবার সেই অনন্তধর্ম্মাত্মক বস্তুর পরিচায়ক বচনভঙ্গেরও নাম দেওয়া হয়—স্যাদ্‌বাদ। এক অর্থে ইহা বস্তুর স্বরূপনির্ণায়ক, অপর অর্থে ইহা সেই নির্ণীত বস্তুর প্রকাশক। বলা বাহুল্য, তত্ত্বনির্ণয় এবং উহার প্রকাশের চেষ্টা অভেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, অর্থ এবং বাক্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, ভাব ও ভাষা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। ফলে স্যাদ্‌বাদ বলিতে জৈনাচার্য্যগণের বস্তুতত্ত্ববাদ এবং বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক সপ্ত প্রকার বচনভঙ্গ অর্থাৎ সপ্তভঙ্গী নয়, এই উভয়ই বুঝিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিমোহন ভট্টাচার্য্য

১। স্যাদিত্যব্যয়মনেকান্তদ্যোতকং, ততঃ স্যাদ্‌বাদোঽনেকান্তবাদো নিত্যানিত্যাদ্যনেকধর্ম্মশবলৈকবস্ত্বভ্যুপগমঃ ইতি।
—স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী, পৃঃ ১৪ (চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)।

শুদ্ধিপত্র

শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৫০শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত "চৌম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" প্রবন্ধের ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৫	৬	২য়	রজ্জ	রজ্জু
”	৯	১ম	Sccondary	Secondary
৯৬	৫	২য়	বিদ্যুৎযন্ত্র	বিদ্যুদ্‌যন্ত্র
”	৯	১ম	Couloumb	Coulomb
”	”	২য়	তাড়িৎ	তড়িৎ
”	১২	”	Electrove	Electrode
”	১৫	১ম	Valtaic	Voltaic
”	১৭	”	elecrtity	electricity
”	২০	”	Defleetion	Deflection
”	২২	”	অঙ্গম	অঙ্গন
৩	২৩	২য়	Eletro-typing—তড়িদাঙ্কন	Electro-typing—তড়িদঙ্কন
”	৩২	১ম	ধারাস্ফরণ	ধারাস্ফুরণ
৯৭	১৪	”	তড়িদ্‌মানাক্ষ	তড়িদ্‌মানাঙ্ক
”	২২	২য়	Leydengar	Leyden jar
”	২৩	”	Lightening	Lightning
”	২৬	”	Luminons	Luminous
৯৮	২০	”	পাদবিদুন্মান	পাদবিদ্যুন্মান
”	২১	”	পাদ-বিদুদ্বীক্ষণ	পাদ-বিদ্যুদ্বীক্ষণ
৯৯	১৬	”	Valtameter	Voltameter
”	২১	”	তাড়িদ্‌	তড়িদ্‌

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ঊনত্রিংশ সাংবৎসরিক

কার্য্য-বিবরণ

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৩১

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টাবিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

নং	বিবরণ	টাকা
১ ।	চাঁদা	৮১৪৯৮৩
২ ।	প্রবেশিকা	১৩৩৲
৩ ।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৮০৪৮৶৬
৪ ।	পত্রিকা বিক্রয়	৭১৮।৶০
৫ ।	বিজ্ঞাপনের আয়	৯০৲
৬ ।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	১০৪৮।৶৬
৭ ।	এককালীন দান	৩১৫৫৲
৮ ।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৯৮২৩॥৶০
৯ ।	পদক ও পুরস্কার	১৯২৲
১০ ।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৪১৴০
১১ ।	বিবিধ আয়	১৩৯।৬
১২ ।	হাওলাত আদায়	১২২০॥৴০
১৩ ।	হাওলাত জমা	১০০০৲
১৪ ।	আমানত জমা	৩৪১৶০
১৫ ।	পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	১০০০৲
১৬ ।	স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা	৭৲
১৭ ।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা	৩১৭৲
১৮ ।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান	১০০৲
১৯ ।	সাহিত্য-সংরক্ষণ সমিতি খাতে জমা	১৭০৲
২০ ।	সাহিত্য-সম্মিলন খাতে জমা	৩৩।৴৬
		২০৫৮৪৸৶৩

ব্যয়

নং	বিবরণ	টাকা
১ ।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৭৪॥৴০
২ ।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৫১০॥৶০
৩ ।	পুস্তকালয়	১৪৭৮৶০
৪ ।	পুথিশালা	৬৮৯।/৩
৫ ।	চিত্রশালা	৭৮৬৴৩
৬ ।	বিবিধ মুদ্রণ	৪৬৩।/০
৭ ।	ডাকমাশুল	১০১৮॥/০
৮ ।	বাড়ী মেরামত	১০৯২৸৯
৯ ।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	১৬॥০
১০ ।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২৲
১১ ।	ইলেক্ট্রিক লাইট ও তার বদলান বিল	৩৪১।৩
১২ ।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১১৫।০
১৩ ।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৭॥০
১৪ ।	দপ্তর সরঞ্জামী	১৯২।৯
১৫ ।	নূতন আসবাব	২১৶০
১৬ ।	গাড়ীভাড়া	১৩০৴৬
১৭ ।	সাহিত্য-সম্মিলন	৩১৴৬
১৮ ।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৭৮৫৴৬
১৯ ।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৬৲
২০ ।	” ” খরচ	৩৯॥৬
২১ ।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
২২ ।	বিবিধ ব্যয়	৩৮৫৸৴৩
২৩ ।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	৫১॥৶০
২৪ ।	বেতন	৩২৫০৸৶৬
২৫ ।	কমিশন	৪৩১৸০
২৬ ।	হাওলাত দাদন	১৪৫৩॥৶০
২৭ ।	পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১৩৭৫।৶৬
২৮ ।	আমানত শোধ	৬১০৸৴৩
২৯ ।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা	৩৬৭৲
৩০ ।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৪৲
৩১ ।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ	১০০৲
		১৯৮১১৸৶৯

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২৫৩৮৪৸৶৬
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের আয়— (বাদ ডাকঘর হইতে জমা)	১৮৫৮৪৸৶৩
	৪৩৯৬৯৸৯
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ-তহবিলের ব্যয় (বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)	১৮৪৩৬।৶৩
	২৫৫৩৩।৬
এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ মজুত	১০০৲
উদ্বৃত্ত	২৫৬৩৩।৬

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

জের ১৩২৩৶৬

(ক) সাধারণ-তহবিল—	১৩২৩৶৬	(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার—	২৪৩১০৶০
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	৯২৫৲৬	কোম্পানীর কাগজ মজুত	১৪৮০০৲
কার্য্যালয়ে ও সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	২০৭৲৩	পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲
ডাকঘরে মজুত	১৮৫৶৩	টারমিনেবল্ ওয়ারলোন	১০০০৲
কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট মজুত	৫৸৶৩	ওয়ার বণ্ড	৫০০৲
		ডাকঘরে মজুত	২৫২৯৷৶৯
		কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	৪৮০৷৩
	১৩২৩৶৬		২৪৩১০৶০
			২৫৬৩৩।৬

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল

শ্রীগিরিজাকুমার বসু। শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

১৮।২।১৩২৯

শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।

১২।২।২৯

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অষ্টাবিংশ বার্ষিক-অধিবেশনের সভাপতি।

১১।৩।১৩২৯

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—কোষাধ্যক্ষ

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—সম্পাদক

অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি এবং

সহঃ সম্পাদক—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি।

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয় — নগদ	সুদ	বই বিক্রয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা — কোম্পানীর কাগজে	ডাকঘরে	কো.বা-ব্যাঙ্কের নিকট মজুত	[illegible] তহবিল
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	১০৩৩৫।৶৯	—	—	—	১০৩৩৫।৶৯	...	১০৩৩৫।৶৯	৬৩০০৲	৩০২।৶৯	...	৩৪৩২৸০
২	লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী-তহবিল	১৩৭২২৮৩	—	৪৩৩৲	২৯৫৩৷/৬	১৪৪০২৸৯	১১৬৯।৶০	১৩০০৩।৶৯	১৩০০০৲	...	...	৩।৶৯
৩	রজনীকান্ত স্মৃতি তহবিল	৩২॥৶০	--	৮৶০	—	৩৩॥০	...	৩৩॥০	...	৩৩॥০	...	...
৪	কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল	২৭০৸৶৯	—	৭৲	—	২৭৭৸৶৯	...	২৭৭৸৶৯	...	২৭৭৸৶৯	...	...
৫	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৪২॥৩	—	১৮৸০	১।০	৬৬২॥৩	৩২৲	৬৩০॥৩	...	৬৩০॥৩	...	...
৬	গ্রন্থ প্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার তহবিল	২৩০০৲	—	৬০৲	—	২৩৬০৲	...	২৩৬০৲	...	৩৬০৲	...	২০০০৲
৭	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	১৪৭০॥৶৯	২৩৩৲	১৩৲	—	১৭১৫॥৶৯	৪২৸০	১৭০৭৸৶৯	...	৬০০৲	...	১১০৭৸৶৯
৮	অক্ষয়চন্দ্র সরকার „ „	১১৩৸৯	১৲	—	—	১১৪৸৯	১০০৲	১৪৸৯	...	...	১৪৸৯	...
৯	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৭৩।০	—	—	—	৭৩।০	...	৭৩।০	...	...	৭৩।০	...
১০	অক্ষয়কুমার বড়াল „ „	২০০৲	—	১০৲	—	২১০৲	..	২১০৲	২০০৲	...	১০৲	...
১১	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-তহবিল	১০২॥/৬	২০৸০	—	—	১২৩॥/৬	২৭৸৶০	৯৮।৶৬	...	...	৯৮।৶৬	...
১২	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার	৫০৲	৫০৲	—	—	১০০৲	৫০৲	৫০৲	...	...	৫০৲	...
১৩	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল	৭৪৲	—	—	—	৭৪৲	...	৭৪৲	...	...	৭৪৲	...
১৪	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী „ „	৫০৲	—	—	—	৫০৲	...	৫০৲	...	...	৫০৲	...
১৫	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি „ „	১০০৲	—	—	—	১০০৲	...	১০০৲	...	...	১০০৲	...
১৬	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৫০৪৲	১০০৲	—	—	১৬০৪৲	৪৲	১৬০০৲	১৬০০৲	...	...	...
১৭	সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি	--	১৭০৲	—	—	১৭০৲	...	১৭০৲	...	২৫৲	...	১৪৫
১৮	কুমারদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত-ভাণ্ডার	—	৬৲	—	—	৬৲	...	৬৲	...	...	৬৲	...
১৯	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মর-মূর্ত্তি-তহবিল	—	১৪২৮৲	—	—	১৪২৮৲	১৪২৮৲	...	...	...	...	...
	মোট	৩১২৪৬/০	২০৪০৸০	৫৬৬॥৶০	২৯৬৸/৬	৩৪১৫০।৩	৩১৫১/০	৩০৯৯৯৸৩	২১৩০০৲	২৫২৯॥/৯	৫৮০॥৩	৬৫৮৯/৩

শ্রীগিরিজাকুমার বসু
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক। ১৯।২।২৯

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

গৃহীত হইল—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি। ১১।৩।২৯

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাবরক্ষক। ১৯।২।২৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক

১৩২৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন—	২০৫৬৶০
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন—	১৪৫৩৷৶০
	৩৫০৯৷৶০
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়—	১২২০৷৶০
	২২৮৯৶০

জায়

১।	নবীনচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি	১০৲
২।	মেসার্স এস্, কে, লাহিড়ী	৫৲
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
৪।	ম্যানেজার, কটন প্রেস	৪৯১৷০
৫।	বঙ্কিমচন্দ্র মর্ম্মরমূর্ত্তি-তহবিল	১৪৫০৲
৬।	মেসার্স ঘোষ ব্রাদার্স	১৯০৷৶০
৭।	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ (দঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন)	১৫৲
৮।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের সুদ আদায় সাপেক্ষ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে সাহায্য	২৭৲
		২২৮৯৶০

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
১৭।১।২৯

১৩২৮ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গতবর্ষের আমানত জমা	৫৫৪।৶৩
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা	৩৪১৶০
	৮৯৫৷৴৩
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ	৬১০৷৶৩
	২৮৪৷৶০

জায়

১।	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৲
২।	,, এককড়ি কুণ্ডু	১০০৲
৩।	,, পশুপতিনাথ আচার্য্য	৮০৲
৪।	,, শরৎকুমার মিত্র	৪৮৷৶০
৫।	,, পাঁচু জমাদার	৫০৲
		২৮৪৷৶০

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
২৭।১।২৯

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	১৫০৲	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৯৸৹
„ স্যর আশুতোষ চৌধুরী	৫০৲	পত্র ছাপাইবার ব্যয়	৩৲
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲		৪২৸৹
„ মন্মথমোহন বসু	১৫৲		
„ সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৫৲		
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	১০৲	কৈঃ	
গুণমুগ্ধ ২৫৲ মধ্যে	১০৲	গতবর্ষের জের	১৪৭০৷৵৯
..ঘরে গচ্ছিত টাকার সুদ আদায়	১৫৲	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	২৮০৲
	২৮০৲		১৭৫০৷৵৯
		বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৪২৸৹
		উদ্বৃত্ত	১৭০৭৸৵৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
..যুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর	১৲	চিত্রশিল্পীর পারিশ্রমিক	১০০৲
	১৲		১০০৲
		কৈঃ	
		গতবর্ষের জের	১১৫৸৵৯
		বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১৲
			১১৬৸৵৯
		বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	১০০
		উদ্বৃত্ত	১৬৸৵৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব রক্ষক।
২৫।১।২৯

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতিরক্ষা-তহবিল

আয়		ব্যয়	
কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায়	১০৲		

কৈঃ

গত বর্ষের জের	২০০৲
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১০৲
উদ্বৃত্ত	২১০৲

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
২৭.১।২৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাৎসরিক উৎসব-সমিতির আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়		ব্যয়	
রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	১০৲	ডাকখরচ	৫৷৷০
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	২৲	প্লাকার্ড ছাপাই খরচ	১০৷৷০
" শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	২৲	ফুলমালা	৪৵০
" চিত্তসুখ সান্যাল	১৲	সাদা কার্ড খরিদ	৷৷০
" যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲	দ্বারবানের বক্‌শিস	২।০
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১৲	ট্রাম ও গাড়ীভাড়া	২/০
" জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲		২৪৸৶০
" উপেন্দ্রনাথ রাহা	১৲		
" নারায়ণচন্দ্র ঘোষ	১৲		
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	৷৷০		
" গিরিশচন্দ্র দত্ত	।০	কৈঃ	
		গত বর্ষের জের	১০২৷৷/৬
	২০৸০	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	২০৸০
			১২৩৷/৬
		বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আয়	২৪৸৶০
		উদ্বৃত্ত	৯৮।৵৬

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
২৭।১।২৯

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-তহবিল

চাঁদাদাতৃগণ

নাম	টাকা
কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০১৲
,, ,, শরৎকুমার রায়	১০০৲
শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা	৫০৲
,, সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক	৫০৲
,, সত্যচরণ লাহা	৫০৲
,, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০৲
,, কুমারকৃষ্ণ দত্ত	৫০৲
মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র	৫০৲
ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০৲
,, ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র	২৫৲
,, শরচ্চন্দ্র বসু	২৫
কলিকাতা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট	২৫৲
শ্রীযুক্ত রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর	২৫৲
,, শিশিরকুমার মৈত্র	২৫৲
,, প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক	২৫৲
,, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	২৫৲
,, হরিদাস বসু	২৫৲
,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৲
,, হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী	২৫৲
,, কালিদাস রায় চৌধুরী	২৫৲
,, প্রমথনাথ চৌধুরী	২৫৲
মিঃ পি কে চাটার্জ্জি	২৫৲
শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী	২৫৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	২০৲
,, শ্যামলাল বসু	২০৲
,, এ এন্ চৌধুরী	২০৲
,, বি সি ঘোষ	১৭৲
	৯৭৮৲

নাম	টাকা
জের	৯৭৮৲
শ্রীযুক্ত রাইমোহন রায় চৌধুরী ও ,, রেবতীমোহন রায় চৌধুরী	১৫৲
,, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক	১৫৲
,, এস্ এন্ ব্যানার্জ্জি	১৫৲
,, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১০৲
,, কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন	১০৲
,, মহিমচাঁদ মিত্র	১০৲
,, যতীন্দ্রনাথ মিত্র	
,, বি, সি, চাটার্জ্জি	১০৲
,, এস্ এম্ বসু	১০৲
,, বিজয়কুমার বসু	১০৲
,, দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	১০৲
,, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০৲
,, জে কে দত্ত	১০৲
,, ভুজঙ্গেশ্বর শ্রীমানী	১০৲
,, জে সি দত্ত	১০৲
,, অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
,, দাশরথী পাত্র	১০৲
,, এস্ ঘোষ	১০৲
,, এস্ সি সেন	১০৲
,, খগেন্দ্রনাথ সেন	১০৲
,, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	১০৲
,, অক্ষয়কুমার বসু	১০৲
,, সুকুমার রায় চৌধুরী	১০৲
,, নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি	১০৲
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী	১০৲
শ্রীযুক্ত পি এন্ সেন	১০৲
	১২৫৩৲

জের	১২৫৩৲
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত	১০৲
,, এ কে রায়	১০৲
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	১০৲
,, হরিপদ দত্ত	১০৲
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	৫৲
,, বি এন্ ঘোষ	৫৲
,, এস্ সি সেন	৫৲
,, ক্ষিতিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫৲
,, নরেন্দ্রনাথ শেঠ	৫৲
,, রবীন্দ্রচন্দ্র দেব	৫৲
,, এচ্ কে ঘোষ	৫৲
,, এ সি ঘোষ	৫৲
,, লছমীপৎ খৈতান	৫৲
,, গোপালদাস চৌধুরী	৫৲
,, মণিলাল সেন	৫৲
,, রাজকুমার বসু	৫৲
,, এন্ জি দত্ত	৫৲
,, সতীশচন্দ্র বিশ্বাস	৫৲
,, এস্ সি মিত্র	৫৲
,, এম্ সি নাথত	৫৲
,, কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	৫৲
	১৩৭৮৲

জের	১৩৭৮৲
শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য	৫৲
,, শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত	৫৲
,, শ্যামলাল মল্লিক	৫৲
,, নিবারণচন্দ্র দত্ত	৫৲
,, শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি কোং	৫৲
,, কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত	৫৲
,, নিতাইচরণ লাহা	৪৲
,, কমলকুমার সান্যাল (৬৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ মেসবাসীর পক্ষে)	৩৲
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
,, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	২৲
,, ডাঃ রায় হরিনাথ ঘোষ বাহাদুর	২৲
,, এম্ এন্ কাঞ্জিলাল	২৲
,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
,, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	১৲
,, যোগেশচন্দ্র সেন	১৲
,, অজিৎচন্দ্র ঘোষ	১৲
,, জনৈক বন্ধু	১৲
	১৪২৮৲

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।
২৭।১।২৯

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার চাঁদাদাতৃগণ

পরিষৎ সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্ত		৫০৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৩৫৲
" মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর		২৫৲
" রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	...	২০৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	...	২০৲
" মহারাজাধিরাজ স্তর বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর	...	১৬৲
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	...	১৫৲
" কুমার মন্মথনাথ মিত্র	...	১০৲
" কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা	...	১০৲
" দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী	...	১০৲
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	...	১০৲
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	১০৲
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০৲
" স্তর জগদীশচন্দ্র বসু	...	১০৲
" কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	...	১০৲
" চিন্তামণি ঘোষ	...	১০৲
" সুধীরচন্দ্র সরকার	...	১০৲
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী	...	১০৲
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	...	৬৲
" গিরিজাকুমার বসু	...	৫৲
" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	...	৫৲
" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়	...	৫৲
" গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	...	৪৲
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	...	৪৲
" গোপালদাস চৌধুরী	...	৪৲
" জনৈক বন্ধু	...	৪৲
" সতীশচন্দ্র ঘোষ	...	৪৲
" বিধুভূষণ সিংহ	...	৩৲
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	২৲
		৩৩৭৲

জের	...	৩৩৭৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	২৲
" কিরণচন্দ্র দত্ত	...	২৲
" সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়		২৲
" নরেন্দ্রচন্দ্র দেব	...	২৲
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৲
" পান্নালাল মল্লিক	...	২৲
" গোকুলচন্দ্র লাহা	...	২৲
" রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	...	২৲
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	...	২৲
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	২৲
" সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ	...	২৲
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত	...	১৲
" ভুবনেশ মুস্তফী	...	১৲
" ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু		১৲
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়		১৲
" কেশবচন্দ্র গুপ্ত	...	১৲
" ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস	...	১৲
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়		১৲
" প্রিয়লাল মল্লিক	...	১৲
		৩৬৭৲

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, (সভাপতি,) শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, পি আর এস্ (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্, সি আই ই, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল্, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পি এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত স্তর প্রফুল্লচন্দ্র রায় কে টি, সি আই ই, ডি এস্‌সি, পিএচ্ ডি, (সভাপতি), শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্, আই এস্ ও, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্‌সি, শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধি এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ বি, ডি এস্‌সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ (আহ্বানকারী), সভাপতি এবং সম্পাদক।

আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি এস্, আই এস্ ও, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত আমোদকৃষ্ণ বাগ্চী, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এস্সি, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীভবানীচরণ লাহা চিত্রকলারঞ্জন, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি এচ্ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, (চিত্রশালাধ্যক্ষ), সভাপতি এবং সম্পাদক।

পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র (গ্রন্থাধ্যক্ষ), পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আহ্বানকারী)

ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত শাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)

রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা শাখা-সমিতি

১। পরিষদের সভাপতি, ২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ,বি এল্, ৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ, ৬। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৮। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি এ ৯। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, ১১। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, ১২। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), ১৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (আহ্বানকারী)।

পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika,
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Englishman.
৫। The Indian Mirror.
৬। আনন্দ-বাজার পত্রিকা
৭। প্রভাকর
৮। মোহম্মদী (পরে "সেবক")
৯। স্বরাজ
১০। হিন্দুস্থান

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Gazette of India.
৩। The Hindoo Patriot.
৪। The Mussalman.
৫। The Patent Office Notification.
৬। The Reformed Inida,
৭। The Telegraph.
৮। The World and the New Dispensation.
৯। আত্মশক্তি
১০। এডুকেশন গেজেট
১১। খুলনা
১২। খুলনা-বাসী
১৩। গৌড়-দূত
১৪। চারুমিহির
১৫। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১৬। জাগরণ
১৭। ঢাকা-প্রকাশ
১৮। তরুণ ভারত
১৯। নব-সঙ্ঘ
২০। নীহার
২১। নোয়াখালি-সম্মিলনী
২২। পল্লীবার্ত্তা
২৩। পল্লীবাসী

২৪। প্রবাস-জ্যোতিঃ
২৫। প্রসূন
২৬। ফরিদপুর–হিতৈষিণী
২৭। বঙ্গবাসী
২৮। বঙ্গরত্ন
২৯। বরিশাল-হিতৈষী
৩০। বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী
৩১। বাঁকুড়া-দর্পণ
৩২। বাঙ্গালার-কথা
৩৩। বার্ত্তাবহ
৩৪। বিজলী
৩৫। বীরভূম-বার্ত্তা
৩৬। বীরভূম-বাসী
৩৭। মালদহ-সমাচার
৩৮। মেদিনীপুর-হিতৈষী
৩৯। মেদিনী-বান্ধব
৪০। মোহাম্মদী
৪১। শঙ্খ
৪২। সঞ্জয়
৪৩। সঞ্জীবনী
৪৪। সময়
৪৫। সুরমা
৪৬। স্বরাজ
৪৭। হিতবাদী

পাক্ষিক

১। The Collegian.
২। ধর্ম্মতত্ত্ব
৩। সম্মিলনী
৪। প্রবর্ত্তক [মাঘ মাস হইতে মাসিক আকারে]

মাসিক

১। American Anthropologist.
২। The Central Hindu College Magazine.
৩। The Calcutta Review.
৪। Commercial India.
৫। Devalaya Review.
৬। Industry,
৭। Monthly Labor Review.
৮। Hindu School Magazine.
৯। The Vedanta Kesari.
১০। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১২। The Mahamandal Magazine.
১৩। The Calcutta Medical Journal
১৪। Indian Medical Record.
১৫। Museum of Fine Arts.
১৬। অর্চ্চনা
১৭। আঙুর
১৮। আমার দেশ
১৯। আয়ুর্ব্বেদ
২০। আলোচনা
২১। আশীর্ব্বাদ
২২। ইসলাম্ দর্শন
২৩। ইতিহাস ও আলোচনা
২৪। উৎসব
২৫। উদ্বোধন
২৬। উপাসনা
২৭। কর্ম্মী
২৮। কায়স্থ-পত্রিকা
২৯। কায়স্থ-সমাজ
৩০। কৃষক
৩১। কৃষি-সম্পদ্
৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ
৩৩। জন্মভূমি

৩৪। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন
৩৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩৬। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৭। তাম্বুলী-সমাজ
৩৮। ত্রিশূল
৩৯। দিনাজপুর পত্রিকা
৪০। ধর্ম্মপ্রচারক
৪১। নবযুগ
৪২। নব্যভারত
৪৩। নারায়ণ
৪৪। পরিচারিকা
৪৫। পল্লীবাণী
৪৬। প্রজাপতি
৪৭। প্রতিভা
৪৮। প্রবাসী
৪৯। বঙ্গবাণী
৫০। বঙ্গনূর
৫১। ব্রহ্মবাদী
৫২। ব্রহ্মবিদ্যা
৫৩। ব্রাহ্মণসমাজ
৫৪। ভক্তি
৫৫। ভারতবর্ষ
৫৬। ভারতী
৫৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৮। মাহিষ্য-সমাজ
৫৯। মোসলেম ভারত
৬০। যমুনা
৬১। যোগিসখা
৬২। লক্ষ্মী (হিন্দী)
৬৩। শিক্ষক
৬৪। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক
৬৫। শ্রীসজ্জন-তোষিণী
৬৬। সবুজপত্র
৬৭। সন্দেশ
৬৮। সরস্বতী (হিন্দী)
৬৯। সাহিত্য
৭০। সাহিত্য-সংবাদ
৭১। সাহিত্য-সংহিতা
৭২। সুবর্ণবণিক্-সমাচার
৭৩। সেবক
৭৪। সৌরভ
৭৫। স্বাস্থ্য-সমাচার
৭৬। স্বার্থ (হিন্দী)
৭৭। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

১। প্রভাতী [বসন্ত সংখ্যার পর মাসিক আকারে]
২। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
২। ভূমিলক্ষ্মী
৩। সংস্কৃত-ভারতী
৪। Indian Academy of Art.
৫। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)

কার্য্যালয়ে মজুত গ্রন্থাবলীর হিসাব

(১৩২৮ সালের চৈত্র শেষে)

গ্রন্থের নাম	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ...	০	০	০	২২
২। রসমঞ্জরী ...	০	০	০	১৭
৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ...	০	০	০	৬৯
৪। ছুটীখানের মহাভারত ...	০	০	০	২০
৫। বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র ...	১	৫	৬	৭৪
৬। বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ...	১	৪	৫	৭৭
৭। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ...	০	২	২	২২
৮। ধর্ম্মমঙ্গল ...	০	০	০	২৮
৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ...	০	১	১	২৮
১০। গৌরপদতরঙ্গিণী ...	০	৮	৮	২৬
১১। কাশীপরিক্রমা ...	০	০	০	২৬
১২। রাধিকার মানভঙ্গ ...	০	১	১	১১৫
১৩। রামায়ণতত্ত্ব (১ম খণ্ড) ...	০	০	০	৮
১৪। রাধিকামঙ্গল ...	০	০	০	২৬
১৫। বৌদ্ধধর্ম্ম ...	১	৫	৬	৮৬
১৬। ব্রজপরিক্রমা ...	০	০	০	৩১
১৭। শঙ্কর ও শাক্যমুনি ...	১	৩	৪	৬৮
১৮। শূন্যপুরাণ ...	০	০	০	২৩
১৯। নবদ্বীপপরিক্রমা ...	০	০	০	৪
২০। বিদ্যাপতির পদাবলী ...	১	১৮	১৯	১
২১। শতপথব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড) ...	০	১	১	৩৬
২২। শতপথব্রাহ্মণ (২য় খণ্ড) ...	০	১	১	৩৩
২৩। চন্দ্রনাথ বসু ...	০	০	০	২৮
২৪। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর ...	০	০	০	৩৯
২৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ...	১	৪৫	৪৬	১৪৮২
২৬। মায়াপুরী ...	১	৪৫	৪৬	২০৭
২৭। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ...	১	৩	৪	৪৪
২৮। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ...	০	০	০	২৭
২৯। কবি হেমচন্দ্র ...	০	৪৭	৪৭	২১৫
৩০। শ্রীভাষ্য (১।২য় খণ্ড) ...	০	২	২	২৯
৩১। শ্রীভাষ্য (৩য় খণ্ড ...	০	১	১	৪৪
৩২। ঐ (৪র্থ খণ্ড) ...	০	১	১	৪৬
৩৩। ঐ (৫ম খণ্ড) ...	০	২	২	৫৭
৩৪। অবদানকল্পলতা (১ম ও ২য় খণ্ড) ...	০	১২	১২	৪২
৩৫। ঐ (৩য় খণ্ড) ...	০	৬	৬	২১৮
৩৬। ঐ (৪র্থ খণ্ড) ...	০	৬	৬	২৩৮

গ্রন্থের নাম	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
৩৭। শব্দকোষ (১।২।৩ খণ্ড)		৩০	৩০	২৭২
৩ । ঐ (৪র্থ খণ্ড)		১১	১১	২১৬
৩৯। ব্রতকথা		২	২	১২
৪০। রাসায়নিক পরিভাষা		০	০	২৪
৪১। কল্কিপুরাণ		৪৭	৪৭	৭৬
৪২। জ্যোতিষ-দর্পণ		৪৭	৪৭	১৯৩
৪৩। প্রাচীন পুথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)	১	৫১	৫২	৬৬
৪৪। ঐ (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা)	১	৪৫	৪৬	৫১
৪৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)		৪৬	৪৮	২৪৩৯
৪৬। দুর্গামঙ্গল		৪৭	৪৭	১৭১
৪৭। সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)	১	৭	৮	৮৭৩
৪৮ ঐ (২য় খণ্ড)	১	৭	৮	৮৬৮
৪৯। ঐ (৩য় খণ্ড)	২	৮	১০	৮৫০
৫০। চণ্ডীদাসের পদাবলী	১	৫২	৫৩	৩৫
৫১। তীর্থমঙ্গল	১	৪৭	৪৮	৪২৩
৫২। মৃগলুব্ধ		৪৬	৪৬	৬০৮
৫৩। সত্যনারায়ণের পুথি		৪৬	৪৬	৮৯
৫৪। পদকল্পতরু (১ম খণ্ড)	২	৮৭	৮৯	৮৩৯
৫৫। ঐ (২য় খণ্ড)	২	৮৭	৮৯	১৫৬৭
৫৬। মৃগলুব্ধ-সংবাদ	০	৪৬	৪৬	৪৫৫
৫৭। তীর্থ ভ্রমণ	১	৫০	৫১	২৯০
৫৮। গঙ্গা-মঙ্গল	১	২	৩	১০৮
৫৯। বৌদ্ধগান ও দোহা	২	৬২	৬৪	১৬৭
৬০। ধর্ম্মপূজা-বিধান	১	৪৭	৪৮	৪০৬
৬১। মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	১	৪৬	৪৭	৯২
৬২। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	১	৫৬	৫৭	৪৯৩
৬৩। জ্ঞানসাগর	১	৪৯	৫০	১৮৩
৬৪। সারদা-মঙ্গল	১	৪৫	৪৬	২০১
৬৫। নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১	৪৬	৪৭	১৭৭
৬৬। গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	১	৪৫	৪৬	১৮৫
৬৭। ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড)	১	৫৪	৫৫	৫৮৯
৬৮। ঐ (২য় খণ্ড)	০	৯	৯	৮৩৬
৬৯। শ্রীকৃষ্ণবিলাস	১	৯	১০	৪৫৯
৭০। সর্ব্বসংবাদিনী	২৮	৩৫	৬৩	৯৩১
৭১। মনোবিজ্ঞান	৩৬	৫০	৮৬	৯২১

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী--সভাপতি
২৮।২।২৯

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

ভাগলপুর-শাখা—১৩২৮

গত বৎসর শাখা-পরিষদে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়,—

১। শরৎ-সাহিত্য—রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর।

২। বিলাস—শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র সিংহ বি এ।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত সতীনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল্।

৪। ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ।

৫। ৺পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় শোকসভা আহূত হয় এবং নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তন্মধ্যে ইঁহাদের শোক-সভায় বিশেষভাবে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়।

১। ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী,—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্।

২। ৺মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ ও শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ ঘোষ। শাখা-পরিষদের সভাপতি—শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ এম্ এ।

,, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ।

গত বৎসর শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ মহোদয়কে শাখা-পরিষদের আজীবন-সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

শাখা-পরিষদের সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়ের অকালমৃত্যুতে স্থানীয় পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

গত বৎসরের সভ্য-সংখ্যা—২১

আয়—১৩২৭ সালের উদ্বৃত্ত ২৭৸৵১০, ১৩২৮ সালের আয় ২৮৲

১৩২৮ সনের ব্যয়— ৪৩৵০ উদ্বৃত্ত— ১২৸১০

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

সহকারী সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা—৯ম বর্ষ

গত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ নন্দ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

বার্ষিক ও মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,—

প্রবন্ধ	লেখক
১। বঙ্গ-সাহিত্যে প্রেমের কথা—	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল্।
২। মেদিনীপুর জেলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা, অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়।	৺ হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ	লেখক
৩। নৃতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
৪। মাতৃভাষার অনুশীলনে জাতীয় জীবন গঠন	,, মহেন্দ্রনাথ দাস
৫। কালীমঙ্গল (পুথির বিবরণ)	,, ভুবনচন্দ্র আর্য্যশিরোমণি
৬। প্রেম	,, অতুলচন্দ্র বসু বি এল্
৭। আমাদের বিলাসিতা	,, বিপিনচন্দ্র দাস
৮। কবি হরিবোল দাসের কথা	,, চারুচন্দ্র সেন
৯। কাব্য ও দর্শন	,, মন্মথনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
১০। কবি রজনীকান্তের হাসপাতালে সাহিত্য-সাধনা	,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

নিম্নলিখিত প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদকগুলি এই শাখা কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়াছে—

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রদত্ত 'অবিনাশচন্দ্র মিত্র রৌপ্য-পদক"—মেদিনীপুরের গড়সমূহের ইতিবৃত্ত।

২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত "সুষমা রৌপ্য-পদক"—আদর্শ-হিন্দুনারীর চরিত্র।

৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু মহাশয়-প্রদত্ত "সিদ্ধেশ্বরী-রৌপ্য পদক"—শিশু।

৪। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়-প্রদত্ত "বিদ্যাসাগর স্মৃতি রৌপ্য-পদক"—অধিক সংখ্যক পুথি সংগ্রহের জন্য এই পদক দেওয়া হইবে।

৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়-প্রদত্ত "গিরিবালা-স্মৃতি রৌপ্য-পদক"—পাথরার ইতিবৃত্ত।

৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-প্রদত্ত "বরদাকান্ত-স্মৃতি-রৌপ্য-পদক"—চন্দ্রকোণার ইতিহাস।

৭। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত "কৃষ্ণলাল দত্ত-স্মৃতি রৌপ্য-পদক।

শাখা হইতে নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে ;—

১। নাড়ুগোপাল কৃষ্ণমূর্ত্তি—	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।
২। অষ্টভুজমূর্ত্তি—	,, সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ,,
৩। প্রস্তর ফলক—	,, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক চন্দ্রকোণা হইতে সংগৃহীত।
৪। বুদ্ধমূর্ত্তি—	কংসাবতীর গর্ভ হইতে সংগৃহীত।

শাখার বার্ষিক অধিবেশনে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ, রাজা, জমিদার, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়িগণ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বাধিকারিগণ, মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-লাল খান বাহাদুর এবং চিড়িমারসাহির কনসার্টপার্টী নানাভাবে শাখাকে উপকৃত করিয়াছেন। শাখা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সদস্য-সংখ্যা। সাধারণ—১৪০, অভিভাবক—১১ এবং অধ্যাপক—৬।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধরলদেব বি এ ; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্।

পরিষৎ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বি এল্ মহাশয় দুই বিঘা জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায়, কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব মহাশয়ের গৃহে শাখার কার্য্যালয় এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাপ্তাহিক ৩৭, মাসিক ৫, বিশেষ ৬, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ৩, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি ৭ এবং নাট্য সমিতি ২।

শাখার অধিবেশনাদি—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ বি টমসন্ সাহেবের অনুমোদনে ও বেলী হলের কর্ত্তৃপক্ষগণের সাহায্যে বেলী হলে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শাখার পুস্তকালয়—নানা শ্রেণীর সর্ব্বসমেত ৯০১ খানি পুস্তক এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৭০ খানি প্রাচীন পুথিও সংগৃহীত হইয়াছে।

মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৯৬৸৵৭॥ টাকা আদায় হইয়াছিল এবং পুস্তক বাঁধাই, অধিবেশনাদির খরচ ইত্যাদিতে ১৫১৸০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ৪৫৵৭॥ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। বার্ষিক উৎসবের ব্যয়াদির জন্য পৃথক্ চাঁদা বদান্য দেশবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত হয়।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক।

নদীয়া-শাখা—১৩২৮

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্। আলোচ্য বর্ষে চারিটি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়। ৺চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এক অধিবেশন আহূত হয়।

১। সাহিত্য ও নীতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

২। উদ্বোধন শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্

৩। সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ। এতদ্ব্যতীত অধিবেশনে ৺রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ-পাঠ ব্যতীত সঙ্গীত ও কবিতাদির আবৃত্তি হয়।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা—১৩২৮

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ, ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ১৯৩। আলোচ্য বর্ষে আনন্দকুমার চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি প্রভৃতি পাঁচজন সদস্যের পরলোকগমনে সভা আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর এককালীন

২৫০৲ শত টাকা দান করিয়া শাখা-পরিষদের আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায়, শাখা-পরিষৎ সবিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

অধিবেশনের সংখ্যা :—সাধারণ মাসিক অধিবেশন—১০, বিশেষ অধিবেশন—৫, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন—৫।

মাসিক অধিবেশনগুলিতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাবলী পার্শ্বলিখিত লেখকগণ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল—

১।	কবি হরকুমার	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
২।	চার্ব্বাক দর্শন	শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী
৩।	বৈশেষিক দর্শন	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
৪।	কাশীর জঙ্গমবাড়ী মঠ	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
৫।	কথা-সাহিত্যে নবযুগ	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী
৬।	নূতনের দাবী	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৭।	কাব্যের উদ্দেশ্য	শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
৮।	পাশ্চাত্ত্য দর্শনে চিন্তার ধারা	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ
৯।	ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বি এ, এল্ টি
১০।	বিশ্বপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয়—গতবর্ষের উদ্বৃত্ত ৪২৵০ লইয়া আলোচ্য-বর্ষের শাখা-পরিষদে ১১২০৮১০ মোট আয় হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ৮১১॥৵৭॥০। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ৩০৯৵২॥।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২০০৮। গত বর্ষের ছিল ১৬০০, আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত ৪০৮।

আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সভাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

শাখা-পরিষৎ কাশীতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কথা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। এতন্মধ্যে অনেকগুলি সংগৃহীত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
সম্পাদক।

কালনা শাখা—১৩২৮

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ 'পল্লীবাসী' সম্পাদক পণ্ডিত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শাখার সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধাদির মধ্যে নিম্নে তিনটির নাম উল্লিখিত হইল—

(ক) মানবের আশা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার সেন এম্ এ

(খ) উপনিষৎ-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ কাব্য-সাঙ্খ্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ

(গ) টলষ্টয়ের ভাব—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ।:

আলোচ্য বর্ষে কালিদাস-সমিতির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় শাখা-পরিষদের সহিত কালনা মহকুমায় কালিদাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন।

সভ্যগণের নিকট কোন চাঁদা আদায় হয় নাই।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

মেদিনীপুরের ত্রয়োদশ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য

প্রথম প্রস্তাব—সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনাসূচক পত্র-প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে এই সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; সম্মিলনের কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব, তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সর্ব্বজনবিদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সাহিত্য-সম্মিলন সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতেছেন এবং বঙ্গদেশবাসিগণের নিকট এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক গৃহীত মন্তব্য,—

(ক) তাঁহার একটি মূর্ত্তি (bust) পরিষদে রক্ষা করা হইবে। মূর্ত্তির নিম্নদেশে একটি প্রস্তর-ফলক (marble tablet) থাকিবে।

(খ) তাঁহার একখানি তৈলচিত্র পরিষদে রক্ষিত হইবে।

(গ) তাঁহার গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলীর উপযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। তাহার সহিত তাঁহার একটি জীবনচরিত দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবনচরিত স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে।

(ঘ) তাঁহার নামে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঙ) গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধের বা পুস্তকের জন্য তাঁহার নামে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(চ) তাঁহার নামে একটি স্মৃতি-ভবন নির্ম্মিত হইবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিজড়িত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে।

(জ) আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় প্রস্তাব—(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমনভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও যাযাবর (সার্কুলেটিং) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়নকে এবং ইংরেজী স্কুল ও কলেজসংসৃষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত-সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(ঘ) তৃতীয় (ক) প্রস্তাবসম্পর্কে "রমেশ-ভবন" কমিটির ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে,'রমেশ-ভবন' কমিটি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরের সহিত সংলগ্ন হইয়া 'রমেশভবন' নির্ম্মিত হইবে এবং তজ্জন্য আনুষঙ্গিক আয়োজনাদি হইতেছে। প্রায় ২৫০০০৲ টাকার উপযুক্ত একতল বাড়ী সংপ্রতি প্রস্তুত করা হইবে এবং কিঞ্চিদধিক ২০০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ প্রস্তাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং ইংরেজি ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা হওয়া উচিত। বি এ শ্রেণীর পাঠ্যমধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষাবিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত এবং বি এ পরীক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইস্‌লামীয় দর্শন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(গ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিদ্যাবিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হউক।

(ঙ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধারসাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও বঙ্গ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, সভ্যতা (Indian Antiquities and Culture) প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও সায়ান্স ফ্যাকাল্‌টীর সদস্যগণ, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্য ব্যতীত যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগ্রহণ বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত পঠন পাঠন ও পরীক্ষা হইবে—এইরূপ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এই সম্মিলন সানন্দে অনুমোদন করিতেছেন এবং এই প্রস্তাব অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সেনেট সভাকে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন আশা করেন যে, উচ্চতর পরীক্ষাসমূহেও যাহাতে এই বিধি সত্বর প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই সম্মিলন বিশ্বাস করেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বি এ, এম্ এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষা বঙ্গভাষাতেই গৃহীত হইবে—এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন, তবে অল্পদিনের মধ্যে সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ অচিরকালমধ্যে বহুল-পরিমাণে বঙ্গভাষায় রচিত হইবে।

উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্ ও সেকেণ্ডারি বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। মেদিনীপুর জেলায় এই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার উপর ভার অর্পিত হউক। এবং তত্তদ্দেশবাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে এইরূপ সমিতি প্রত্যেক জেলায় গঠিত হয়, তাহার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক ও প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করা হউক।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—প্রত্যেক জেলায় ঐতিহাসিক তথ্য ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্য (grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্ট হইতে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হইতে প্রতিবৎসর কতক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখুন; এই কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতিবৎসর দশজন করিয়া ছাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের নির্দ্দেশ-মত যাহাতে প্রতিবৎসর শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, যেন তাঁহারা স্ব স্ব জেলার প্রত্নতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্বসংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

সপ্তম প্রস্তাব—বঙ্গদেশে যে সকল মেডিকাল স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্মেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

অষ্টম প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজিষ্টারীর ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঁকীপুর ও হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতির কার্য্য এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। তদবস্থায় মেদিনীপুরে সমবেত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দিতেছেন যে, সম্মিলন রেজেষ্টারী করা আবশ্যক কি না, সে সম্বন্ধে পুনর্বিচার করিয়া, যদি রেজেষ্টারী করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে হাওড়ায় নিযুক্ত সমিতির সহিত এক-যোগে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। রেজিষ্টারী করা স্থির হইলে যেন এইরূপ নিয়ম করা হয় যে, সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে সম্মিলনের রেজিষ্টার্ড কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

নবম প্রস্তাব—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাফল্য কামনা করিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে, প্রতিবর্ষে এই প্রস্তাব প্রথম প্রস্তাবরূপে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

দশম প্রস্তাব—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক। (স্থানাভাবে তালিকা দেওয়া গেল না।)

একাদশ প্রস্তাব—পালিগ্রন্থ অনুবাদ সহ প্রকাশ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক।

দ্বাদশ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—মানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মিলন সেই প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সত্বরে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য শাখা-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক এবং এই সংবাদ কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হউক।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব—বঙ্গদেশ ও আসামের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ (Director of Public Instruction) এই সম্মিলনে যোগদানে ইচ্ছুক শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণের ছুটীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য এই সম্মিলন উক্ত শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উনত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী

উনত্রিংশ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৪এ ভাদ্র ১৩২৯, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
রসায়নাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়ঃ—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। শোক-প্রকাশ—(ক) অনাথবন্ধু দে, (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনঃ—(ক) শ্রীমতী কনকলতা দত্ত ও শ্রীমতী মহামায়া দত্ত মহোদয়ার প্রদত্ত কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টী আলমারী ও ২টী র‍্যাক্, (খ) শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ৭টী আলমারী ও ১টী র‍্যাক্ এবং (গ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণী মহাশয়-প্রদত্ত পুস্তক। ৫। প্রবন্ধ পাঠঃ—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় স্বরবিদ্যা," (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লিখিত "ব্রহ্মার আলোচনা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত "আলোক-বিজ্ঞানের পারিভাষা" নামক প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। প্রদর্শন—শ্রীমতী মহামায়া দত্ত মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত ৩টী আধার সমেত প্রাচীন মুদ্রা, জীবাশ্ম, প্রবাল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তর। ৮। বিজ্ঞাপনঃ—(ক) স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টী আলমারী ও ২টী র‍্যাক্ পরিষদে দান-সম্বন্ধে কবির পত্নীর এবং মাতার পত্র, (খ) ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এক হাজার টাকার ওয়ার বণ্ড পরিষদে দান সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পত্র। ৯। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভের প্রথমে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বড়ই শোকের কথা যে, স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালা দেশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়াছে। তিনি প্রায় ৫০ বর্ষ ধরিয়া সংবাদপত্রের সংস্রবে ছিলেন। তিনি নির্ভীকচেতা ছিলেন। দেশকে ও জাতিকে কতদূর ভালবাসা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি ও সংবাদপত্র-পরিচালনে অতি উচ্চ আসন তিনি পাইয়াছিলেন। 'অমৃত-বাজার-পত্রিকার' স্থান ভারতবর্ষের দেশীয়গণের পরিচালিত সংবাদপত্রের শীর্ষদেশে। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, মতি বাবুর মত লোককে হারাইতে হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় লোক বাঙ্গালায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,

"দেশমাতৃকার বরেণ্য সুসন্তান স্বদেশ-প্রেমিক স্বজাতিবৎসল স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী স্বধর্ম্মানুরাগী মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন এবং এই সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই শোক প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আগামী বুধবারে পরিষৎ কার্য্যালয় বন্ধ দেওয়া হউক।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় প্রস্তাবকর্ত্তা বলিলেন,—"মতিলাল বর্ত্তমান যুগে ভারতের একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র ছিলেন। ভারতের ধ্রুবনক্ষত্র খসে পড়েছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মতিলাল। মতিলাল বাঙ্গালার মাটিতে—বাঙ্গালার জলেতে, বাঙ্গালার বায়ুতে-মতিলাল বাঙ্গালার মেদমজ্জা রক্ত-মাংসেতে যে আস্তরণ পেতে গেছেন—তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী অটল অচল হয়ে থাক্‌বে। মতিলাল দেশ-মাতার সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। মতিলাল দাতাকর্ণ ছিলেন না বটে, পরন্তু মতিলালের কাছে দেশমাতা অনেক পেয়েছেন। মতিলাল বিধাতার এক মহা ইচ্ছাশক্তি। মতিলালের কোন আড়ম্বর ছিল না তথাচ শাসননীতি-তন্ত্র সন্ত্রাসিত। মতিলালের কোন অত্যাচার ছিল না—তবুও শত্রুরা ত্রাসিত। মতিলালের প্রতিভা স্বদেশ ও বিদেশকে মোহিত করেছিল। যখন আমার ১৫ বৎসর বয়স, তখন হইতে আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে আসি। প্রায় ৩০ বৎসর মতিলালের পাশে পাশে সদাই ছিলাম। সর্ব্বদাই দেখেছি—তিনি কাজ খুঁজিতেছেন—সকল সময়েই কাজ কচ্ছেন—সেই ধীর স্থির নীরব নিশ্চল নিশ্চিন্ত পুরুষ সর্ব্বদাই কাজ খুঁজিতেছেন—কি যেন কাজ বাকি আছে। স্বধর্ম্মপরায়ণ মতিলাল, পাশব ইচ্ছাশক্তি দলন করিয়া দেবত্বের—মহাপুরুষত্বের আসন পাতিয়া গেলেন। মতিলাল জাতীয়তার আগ্নেয়গিরি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জাতীয়তার কেন্দ্র। আমি পরিষদে ত্যাগী সংযমী মতিলালের রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৩। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) পরলোক-গত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী ও সহধর্ম্মিণী পরিষৎকে কবির লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক ও দশটী আলমারী দান করিয়াছেন। এই বিষয়ের দানপত্র খ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। (খ) স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহার স্বামীর লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত পুস্তক ও সাতটী আলমারী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (গ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি মহাশয় প্রায় ১৫০ খানি পুস্তক দান

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য পরিষদের হস্তে এক হাজার টাকার ওয়ারবণ্ড (War Bond) দান করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, উক্ত তিন দফায় প্রাপ্ত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া গ্রন্থ-সংখ্যা সঠিক জানাইতে পারা গেল না। এই বলিয়া উক্ত গ্রন্থপ্রদাতৃগণকে এবং শ্রীযুক্ত অধর বাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। এই দানপত্র গ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত পুথি ও গ্রন্থাবলীর নাম ও প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন (এই তালিকা ঘ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল) এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় সুদবিদ্য।" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় "ব্রহ্মার আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "ব্রহ্মা" নামক প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে। এ বিষয়ে যে সকল ইতিহাস বা Myths আছে, তাহার আলোচনা মূল প্রবন্ধে রহিয়াছে। ইউরোপীয় কাগজে এই প্রবন্ধ বাহির হইলে বহু প্রশংসা বাহির হইত। দেশে Scholarship, বা সম্যক্ জ্ঞানী নাই বলিয়া এই প্রবন্ধের তত আদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। ইহাতে কিছু কিছু শ্লেষ রহিয়াছে। মূল প্রবন্ধলেখক বহু প্রমাণ প্রয়োগ দিয়াছেন—তাহার প্রতিবাদ খুব সাবধানতার সহিত করা আবশ্যক। এই প্রতিবাদে সারবান্ কিছুই নাই—নূতনত্ব কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"ব্রহ্মা" প্রবন্ধের আলোচনা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় করিয়াছেন ও তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। তিনিই এই বর্ত্তমান 'আলোচনা' সম্বন্ধে কিছু বলিলে ভাল হইত। এই আলোচনার পদ্ধতি আমার ভাল লাগিল না। 'হংস ডিম্ব,' ব্রহ্মার বাচ্ছা' এইরূপ না বলিলেই ভাল হইত। "দ্যাবাপৃথিবী" সুমেরুর স্থান নির্ণয় করিয়াছে। ইলাবৃতবর্ষ যে দ্যাবাপৃথিবী, তাহা স্বীকার করিতে আমি রাজী নই।

তৎপরে লেখক মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার শ্লেষ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিলেই চলিবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় তাঁহার "আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উপস্থিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থোক্ত পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় লিখিত হইলে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধা হইবে। এই জন্য পরিষৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার ইহা একটি উদ্দেশ্য। আমাদের সময়ে Text Book Committeeতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্রের নানা পরিভাষা

প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন'।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (ঙ)—পরিশিষ্টে এই বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৭। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সংগৃহীত তিনটি আধার সমেত প্রাচীন মুদ্রা, জীবাশ্ম, প্রবাল প্রভৃতি দান করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাত্রী মহাশয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। পরিষদের সদস্য (ক) অনাথবন্ধু দত্ত ও (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত স...চরণ নন্দী সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত কুটবিহারী নাথ ৩২ ... লেন উল্টাডিঙ্গা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে, ১৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায়, ৭ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ বীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী, ১১এ গৌর দে লেন, বৌবাজার; নীলরতন ভট্টাচার্য্য, কমার্শিয়াল কমার্স ডিপার্টমেণ্ট, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। প্রঃ- রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, ১০এ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কেদারনাথ দাস এম্ ডি, সি আই ই, ২২ বিডন রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ছোটেলাল জৈন, ৫৩১ বড়তলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ ১৪ হেয়ার ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী বি এ, ম্যানেজার ওয়েষ্ট নায়েক ডি কলিয়ারী, পোঃ নিরসাচটী (মানভূম); শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কবিশেখর, ৮, বি লাল-বাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ, ৫১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনগুপ্ত, ১৮।১ শিবনারায়ণ দাসের লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হীরালাল সিংহ, ১৫।১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তরুণচন্দ্র দত্ত বি এ,

১৭১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ১৯ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী, হেড্ ক্লার্ক, আসাম লেবার বোর্ড, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, শ্রীমতী তমাললতা বসু, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুর বাড়ী. ১৪।৪এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ- শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় বি এস্ সি, ৫৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।

পরিশিষ্ট—(খ)

৪৬, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
৩১ শে আষাঢ়, শনিবার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করা হবে। এই ইচ্ছা তিনি বহুবার তাঁর বন্ধু বান্ধবদের ও আমাদের কাছে প্রকাশ, মৃত্যুশয্যাতেও এই ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন ও অনুরোধ করেছিলেন। সেই ইচ্ছা অনুসারে আমরা আপনাদের অনুরোধ কচ্ছি যে, তাঁর লাইব্রেরীর সমস্ত বই ও আলমারি আপনারা পরিষৎ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সংযুক্ত ক'রে রেখে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করলে স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তি সাধন হবে। শীঘ্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে অনুগৃহীত হব। ইতি

শ্রীমতী কনকলতা দত্ত
সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী।

মহামায়া দত্ত
সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা মাতা।

পুঃ—পুস্তক সমেত দশটা আলমারী
পুস্তক সমেত দুইটা র‍্যাক।

পরিশিষ্ট—(গ)

51 Beadon Row,
Calcutta, 14 th July, 1922.

মান্যবর
শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

বিহিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন,

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

মহাশয়ের হস্তে আমি একখানি এক হাজার (১০০০৲) টাকার 5½ P. C. এর War-Bond (No. 002595) দিলাম ; উক্ত বাবু অনুগ্রহ করিয়া তাহা আপনার হস্তে দিবেন।

এ বিষয়ে আমার মন্তব্য :—

(১) এই হাজার টাকা আপনাদের Trust fundএ থাকিবে, এবং এই মূলধনে কখনও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং ইহা হইতে কখনও কিছু খরচ করিতে পারিবেন না।

(২) কেবল এই টাকার বাৎসরিক সুদ আপনারা প্রতিবৎসর for the encouragement of Research work in History খরচ করিবেন। কি ভাবে এবং কি shapeএ এই encouragement দেওয়া হইবে, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাঁহার মত লইয়া আপনারা স্থির করিবেন।

আমি অনেক বৎসর কাল পরিষদের সভ্য আছি, কিন্তু শরীর ভাল না থাকায়, পরিষদের কোন কার্য্যই কখনও করিতে পারি নাই ; কিন্তু পরিষৎ হইতে দেশের যে মহৎ উপকার হইতেছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি এবং এই কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য আমার এই সামান্য চেষ্টা। আশা করি, আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার প্রদত্ত এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করিবেন।

বিনয়াবনত

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Emeritus Professor of History,
Scottish Churches College, and,
Fellow, Calcutta University.

পরিশিষ্ট—(ঘ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—উপহৃত পুস্তক—(১) Statistics of British India, Vol. I. (Commercial Statistics). (২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle for 1920-21, (৩) Statistics of British India, Vol. IV. (Administrative, Judicial and Self-Government), (৪) Index to Archaeological Memoirs, Nos. 1 to 6. The Registrar, Calcutta University—(৫) Journal of the Department of Letters, Vol. VII, 1922. (৬) The Researcher Research. (৭) Calcutta University and its Critics. The Secretary, Museum of Fine Arts. Boston—(৮) 46th Annual Report of the Museum of Fine Arts for the year 1921. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(৯), Thirty-sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology. (১০) Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature, (১১) A New Sauropod Dinosaur from the Qjo Alams formation of New Mexico. (১২) The Melikeron—an approximately

Black-Body Pyranometer. শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(১৩) Imperial Dictionary of the Universal Biography. Vol. I. (১৪) Do. Vol. II. (১৫) Memoirs, Asiatic Society of Bengal. (12 copies), The Superintendent Government Printing, (Bihar & Orissa) Patna—(১৬) Annual Progress Report of the Archaeological Survey of India, Central Circle, for 1920-21. মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(১৭) Inaugural Address of the Hon'ble Dr. Sir Deva Prasad Sarvadhicary Kt., C. I. E., LL.D., M. A. at the Carmichael Medical College, Belgachia, on Wednesday, the 30th June, 1920. (১৮) Notes and Extracts, 1891-1912. The Officer in charge, Bengal Sectt. Book-Depôt—(১৯) Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1921-22. (২০) Report on Public Instruction in Bengal for 1920-21. (২১) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. VII. No. 3. (২২) Do. Vol. VII. No. 4. (২৩) Do. Do. No. 5. (২৪) Do. Vol. VIII. (২৫) Appendix to Vol. VII. No. 3. (২৬) Do. Vol III. Third Session. (২৭) Do. Vol. IV. Fourth Session. (২৮) Do. Vol. VI. and V. Fifth Session. (২৯) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Gardens, Darjeeling, for the year 1921-22. (৩০) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year 1920-21. (৩১) Administration Report on the Jails of Bengal Presidency for the year 1921 The Secy. Lowis Jubilee Sanitariam, Darjeeling—(৩২) Thirty-fifth Annual Report of the Lowis Jubilee Sanitariam, 1921. The Asst. Secretary to the Government of Punjab.—(৩৩) Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Hindu and Buddhist Monuments, (Northern Circle) for the year ending 31st March 1921. Parishat Office—(৩৪-৩৫) Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya-Parishad. শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—(৩৬) Dissertation on Painting. Le Editeur, Libraire Arcienne Honore' Champion. (৩৭) La Forme Slave Du Nominatif Accusatif Singulier. The Honorable Justice Sir John Woodroffe.—(৩৮) The Seed of Race. (৩৯) Shakti and Shakta. 2nd Edition. (৪০) Tantrik Texts. Vol. V. (৪১) Do. Vol. VI (৪২) Do. Vol. VIII. (৪৩) Principles of Tantra, Part. II. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—(৪৪) Wine in Ancient India. The Curator, Government Book-Depôt. Burma—(৪৫) Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1922. The Director, Geological Survey of India.—(৪৬) Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part I The Superintendent, Naval Observatory, Washington D. C.—(৪৭) The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year 1923. (৪৮). Do. Do. 1924. শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,—(৪৯) ইন্দুমতী কাব্য, (৫০) গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী কাব্য বা পঙ্ক-কাদম্বরী। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৫১) মুক্তিস্নান। শ্রীযুক্ত

বিমলাচরণ লাহা—(৫২) সৌন্দরনন্দ কাব্য। শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(৫৩) মাইকেল স্মৃতি-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর অভিভাষণ। শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত—(৫৪) মণি মঞ্জুষা। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত—(৫৫) পুণ্যতীর্থে গুরুপূজা (২খানি)। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৫৬) সই মা ও অন্যান্য গল্প। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটী—(৫৭) গোবর্দ্ধনলীলা, (৫৮) কাম্যকূপ, (৫৯) বীণাবাদিনী ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬০) বসুধা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬১) জাহ্নবী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬২) ভাণ্ডার, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬৩) ঐ—২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, (৬৪) ধর্ম্ম (সাপ্তাহিক পত্র), ৬ষ্ঠ, ৯ম, ২১শ ও ২৭শ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিংহ সিংহী—(৬৫) দেবসিরাহ প্রতিক্রমণ। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(৬৬) হীরকদুল, (৬৭) মুখরক্ষা, (৬৮) চাঁদমুখ, শ্রীযুক্ত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী—(৬৯) কাশীরাম দাসের মহাভারত, (শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত) শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়—(৭০) চন্দ্রনাথদর্পণ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(৭১) গৈরিক, (৭২) তাজ, (৬৯) পাষাণ,, (৭৩) ঐ (৭৪) চিত্র ও চরিত্র, (৭৫) চিতোরোদ্ধার, (৭৬) কাব্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ, (৭৭) ঐ—২য় ভাগ, (৭৮) ঐ ৩য় ভাগ, (৭৯) আখ্যায়িকা, (৮০) পাথেয়, (৮১) পাথার, (৮২) আকেলসেলামী, (৮৩) জয় পরাজয়, (৮৪) ভাগ্যচক্র, (৮৫) গান, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর—(৮৬) কায়স্থতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র—(৮৭) অম্লমধুর, (৮৮) যুথিকা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা, কাশী,—(৮৯) ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত—(৯০) যুগল-জীবন, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম এ—(৯১) বন্দীর ডায়েরী, (৯২) স্পষ্টকথা, (৯৩) ছায়াবাজি, (৯৪) উল্টোকথা, (৯৫) স্বরাজ কোন্ পথে ? (৯৬) যুগ শঙ্খ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৯৭) জন্মান্তর বা কাদম্বরী, শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—(৯৮) তুলসী-প্রতিভা বা ভক্তকবি তুলসীদাস। (৯৯) বসন্তপ্রসূন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কাশী (১০০)—আচারতত্ত্ব-১ম খণ্ড।

পুথির তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, তন্ত্ররত্ন—(১) অশোকমালিকা (মুগ্ধবোধ টি, সমাসপাদ, (২) ঐ (স্বে, তৃণ, ক্তাদি পাদ), (৩) ঐ (স্ত্রীত্ব ও কারক), (৪) ঐ (সন্ধি ও শব্দ), (৫) ন্যায়টিপ্পনী (ব্যাপ্তিগ্রহ), (৬) মুক্তি-বিচার, (৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৮) বেদান্তসার, (৯) অমরকোষ।

পরিশিষ্ট—(ঙ)

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১৭। দেবক রাজার পরাশরী নাম্নী কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণাট-কুমারীর সহিত বিদুরের বিবাহ হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

দেবক রাজার পরাশরী কন্যা।

কাশীদাসী মহাভারত

১৮। কুন্তিভোজ নৃপতি অতিথিগণের সেবার জন্য নিজ কন্যা কুন্তীকে অতিথিশালায় নিযুক্ত করেন। এক দিন দুর্ব্বাসা সেই অতিথিশালায় আসিলে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানানন্তর, কুন্তী নিজহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিলেন এবং পক্কান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করাইয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিলে, দুর্ব্বাসা কুন্তীকে একটি মন্ত্র দান করিয়া যান।

সপ্তরী মহাভারত

কুমারী অবস্থায় কুন্তী পিতৃভবনে বাস করিতেছেন, এমন সময় চাতুর্ম্মাস্য যাপনের জন্য দুর্ব্বাসা সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে কম্পবান্। কুন্তী বলিলেন, আমাকে মুনির নিকট পাঠাইয়া দিন, আমি ভক্তিতে তাঁহাকে বশীভূত করিব। রাজা কুন্তীকে লইয়া মুনির নিকটে আসিয়া বলিলেন,—এই কুমারী সারা বর্ষাকাল আপনার সেবা করিবে। এখন আপনি শাপ দিন বা বর দিন, তাহাতে আমার কোন দায় নাই। কুন্তী কায়মনোবাক্যে মুনির সেবা করেন। মুনি দিবানিশি তাঁহাকে শাপ দিবার অবসর খুজিয়া বেড়ান, কখন তপ্ত, কখন শীতল, কখন দুর্ল্লভ বস্তু তিনি চাহিয়া বসেন। একদিন পরমান্ন চাহিলেন, সোনার থালে করিয়া কুন্তী তাহা আনিয়া দিলেন, তখনই হুকুম হইল, পদ্মপত্রে করিয়া দাও। পদ্মপত্র আনিতে দেরী হইতেছে, অমনি মুনি সেই তপ্ত পরমান্ন কুন্তীর পিঠের উপর ঢালিয়া আহার করিলেন। কুন্তীর ধৈর্য্য ও সেবায় তুষ্ট হইয়া মুনি তাঁহাকে একটি মন্ত্র দিয়া যান।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৯। দুর্ব্বাসার মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই মন্ত্রে কুন্তী সূর্য্যকে আহ্বান করেন।

সপ্তরী মহাভারত

স্বামী লাভ কামনা করিয়া কুন্তী মাঘ মাসে দুর্ব্বাসার প্রদত্ত মন্ত্রে সূর্য্যের উপাসনা করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২০। অক্ষয় কবচের সহিত কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তরী মহাভারত

কর্ণের জন্মের পর সূর্য্য নিজ অঙ্গ হইতে কবচ কাটিয়া কর্ণকে দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২১। তাম্রকুণ্ডে ভরিয়া কুন্তী কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দেন।

সপ্তরী মহাভারত

কুন্তী কর্ণকে অল্প জলে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে, সে জলে ভাসিতেছে। তখন সূর্য্য রক্ষা করিবেন বলিয়া গভীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

মূল মহাভারত

জলে ভাসাইয়া দেওয়ার কথামাত্র মূলে আছে। কিসে করিয়া ভাসাইয়া দেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

২২। এক সূত সর্ব্বদা যমুনায় স্নান করিত। একদিন স্নানের সময় একটা তাম্রকুণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে তাহা ধরিয়া দেখে যে, মধ্যে একটি পুত্র। তাহাকে লইয়া আসিয়া রাধার নিকট অর্পণ করিল এবং তাহার নাম রাখিল বসুসেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাধা পুত্র কামনা করিয়া, স্বামীর সহিত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ সূর্য্যের উপাসনা ও তপস্যা করিতেছিল। সূর্য্য তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, কল্য প্রাতে কর্ণ নামে এক শিশু জলে ভাসিয়া আসিবে। সেই পুত্রে তুমি পুত্রবতী হইবে—আর তপস্যা করিও না। পরদিন প্রাতে রাধার স্বামী সূত, গঙ্গার তীরে গিয়া কর্ণকে প্রাপ্ত হন।

মূল মহাভারত

সূতনন্দন রাধাভর্ত্তা কর্ণকে জলে প্রাপ্ত হন, ইহা ছাড়া মূলে আর কোনও কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা কার্ত্তিক, ২১ এ অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"ব্রাত্য কাহাকে বলে"-বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এফ্ আর এস্, এম্ এ।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্, মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহার অভাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক। যদিও তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম প্রণয়নের অল্পকাল পরেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই পুস্তকখানি লেখকের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন।

তৎপর তিনি তাঁহার "ব্রাত্য কাহাকে বলে" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯এ কার্ত্তিক ১৩২৯, ৫ই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার সন্ধ্যা ৫। টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয় :—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। শোক প্রকাশ :—(ক) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, (খ) যতীন্দ্রনাথ পাল, (গ) বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, (ঘ) ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ঙ) আমোদকৃষ্ণ বাগচী, (চ) অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ (কুমিল্লা), (ছ) রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমলা), (জ) সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৫। প্রবন্ধ পাঠ :—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) এচ্ এম্ এস্ ওয়াই মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীর বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২। শোক প্রকাশ :—(ক) ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আমরা প্রথম জীবনে স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা পাঠ করি। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। এই বহিখানিতে তিনি যে রচনা-শক্তি এবং দার্শনিকভাবের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এই বহিখানিকে বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল বাঙ্গালা ভাষা কেন, জগতের যে কোন ভাষা এইরূপ পুস্তক অঙ্কে ধরিয়া গর্ব্ব করিতে পারে। এই বই রচনার কিছু দিন পরে তিনি 'উপাসনায়' অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইরূপ চিন্তাশীল মনীষী লেখক যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ গৌরবান্বিত হয়। আমি ঐ স্বর্গীয় সাহিত্য-মহারথীর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺চন্দ্রশেখর বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর স্মৃতি-রক্ষার ভার অর্পিত হইল।

(খ) তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺যতীন্দ্রনাথ পাল মহোদয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ইনি অতি অল্পবয়সে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র। ইঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ছিল। মাত্র ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় ১০০ বই লিখিয়া বঙ্গ-

সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(গ). ৺বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর বিচিত্র সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর যে সকল গুণাবলীর পরিচয় দান করিলেন, তাহার পর আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-সেবীদিগের মৃত্যুতেই সাহিত্য-পরিষৎ শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সাহিত্যিকগণের বন্ধু, উৎসাহদাতা ও পোষণকর্ত্তা, তাঁহাদের কথাও মাঝে মাঝে এখানে বলা আবশ্যক। স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবু একজন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। বরেন্দ্র বাবুকে চিনিতে হইলে, তাঁহার পিতার পরিচয় জানা আবশ্যক। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ মেসার্স জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর একরূপ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—আর এক পরিচয় তিনি শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন রোগ-শয্যায় শায়িত, তখন তাঁহারই আশ্রিত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পদগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক জানিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এইরূপ অসাধারণ ত্যাগশীল পিতার উপযুক্ত পুত্র বরেন্দ্র বাবু ব্যবসায়ক্ষেত্রে একজন প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আহ্মদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ মিল ও বিবেকানন্দ মিলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিল তাঁহার পরামর্শে ও সুব্যবস্থায় অনেক ক্ষতি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। ব্যবসায়ে সততা তাঁহার আদর্শ ছিল। বন্ধু-বাৎসল্য অল্পবিস্তর কিছু কিছু সকলেরই আছে। কিন্তু তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্যের বিশালতা ও বৈশিষ্ট্য অনুকরণীয়। এরূপ একজন আদর্শ লোকের জন্য যে-কোন সভা শোক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবু চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ এই ছিল যে, অধীন কর্ম্মচারিগণের সহিত তিনি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। এ বিষয়ে তিনি আদর্শ ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন পরহিতব্রত কর্ম্মী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত এরূপ সহৃদয়তা প্রায়ই দেখা যায় না। আরও আমাদের গৌরবের কথা এই যে, তিনি একজন বাঙ্গালী হইয়া, ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠস্থানে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এই সকল হিতৈষী সদস্যগণের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ও সমবেত সভায় শোক প্রকাশ করিতেছেন :—

(ঘ) ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ঙ) আমোদকৃষ্ণ বাগচী, (চ) অনুকূলচন্দ্র রায় বিএ (কুমিল্লা), (ছ) রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমলা), (জ) সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া)।

ইহার পর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন "আর একটি বিষয় যদিও আমাদের কার্য্য-তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই—কেন না এই ঘটনার পূর্ব্বেই কার্য্য-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল—তথাপি তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। নানা সদ্‌গুণের আকর এবং সামাজিকতার আদর্শ, দানশীল পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় গত শুক্রবার শেষরাত্রে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর ৩ মাস হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারও পরিষদের প্রতি অসীম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাকে হারাইয়া পরিষৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—

"পাইকপাড়ার প্রাতঃস্মরণীয় "লালা বাবুর" বংশধর, বহু সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সুশিক্ষিত, সামাজিকতার ও সৌজন্যের আদর্শ, অক্লান্তকর্ম্মা, দানে মুক্তহস্ত, চরিত্রবান্ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়া আজ এই সমবেত সভায় গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অকালে পরলোকগত এই মহানুভাব সুহৃদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাদের নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়, তাঁহার নানা সদ্‌গুণের এবং উদার হৃদয়ের প্রশংসা করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন,—"রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পিতা আমার সমবয়স্ক। যখন মণীন্দ্রের জন্ম হয়—তখন আমরা আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম। আজ সেই বন্ধুপুত্রের অতর্কিতভাবে প্রস্থানের সংবাদ লইয়া আপনাদের সান্নিধ্যে উপস্থিত। আমার ভাগ্যে আজ বিধাতার কি নির্ম্মম বিদ্রূপ! মণীন্দ্রচন্দ্রের বংশের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রাজা মণীন্দ্রের বংশমর্য্যাদা—মণীন্দ্রের আভিজাত্য—মণীন্দ্রের আতিথেয়তা ইতিহাসের অধ্যায়ে সাক্ষ্য দিতেছে। মণীন্দ্রের অর্থপ্রাচুর্য্য ছিল ব'লেই সে বড়লোক নহে—মণীন্দ্রের বড় জমিদারী ছিল ব'লে সে বড়লোক নহে—এমন কি বড় খেতাব ছিল ব'লেও বড়-লোক নহে—মণীন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল—স্বর্গের কুসুমসম দেবোপম চরিত্র! সে চরিত্র অতুলনীয়—নিখাদ—অনুপম। মণীন্দ্রের জন্য আমার বেদনা নাই। দেবশিশু দেবভাবে প্রস্থান করিয়াছে। আমার দুঃখ—আমার অসহনীয় বেদনা—মণীন্দ্রের পিতামহী রাণী দেবেন্দ্রবালার জন্য, আর তাঁহার মাতা রাণী হর্ষমুখীর জন্য, আর মণীন্দ্রের বিধবা বালিকা রাণী হতভাগিনীর জন্য।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"পরিষদের শোক-প্রকাশ-প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হউক ও তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় আগামী কল্য বন্ধ রাখা হউক।" ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পরিষৎকে সাহায্য করিবার বিষয়ে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের মুক্তহস্তার

কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন "এমন একজন সুহৃৎকে আজ আমরা অকালে হারাইলাম। তাঁহার বিয়োগ-বেদনা আমাদের হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা থাকিবে। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন্।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে যথারীতি সমর্থনাদির পর, তাঁহারা সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (ক—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপহৃত পুস্তক এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (খ—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৫। প্রবন্ধ পাঠ।—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "আরবী ও পারসী ভাষার বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

৬। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্যশাস্ত্রী, সহকারী সম্পাদক, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, ২১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্ প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই, এম্ আই, সি ই, (লণ্ডন), ১২ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট্, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, এসিষ্টাণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টর ফরেষ্ট কলেজ, দেরাদুন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ,সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস,৭ গোঁসাই লেন, বাগবাজার। প্রঃ— শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কুমারনাথ ঘোষ বর্দ্ধন, Box $\frac{k}{44}$ কাশীপুর রোড, বরাহনগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, ৫২ মধুরায় লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত

হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র আচার্য্য এম্ এ, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, টাকী, ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, উপহৃত পুস্তক—(১) টুলটুল, শ্রীযুক্ত সীতেশ-চন্দ্র সিংহ—(২) সত্যেন্দ্র-তর্পণ, শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি কোম্পানির প্রকাশক—(৩) অসাধ্য-সাধন, (নিরুপমা পুরস্কার, ৬ষ্ঠ বর্ষ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(৪) বন্দনা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়—(৫) প্রবৃত্তিমার্গ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—(৬) দীক্ষাতত্ত্ব (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৭) ভৃগুসংহিতান্তর্গত যোগাবলিঃ, শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী—(৮) পিতৃস্মৃতি, (৯) শ্রাদ্ধিকী (১০), সাধ্বী কমলমণির পুণ্যস্মৃতি, (১১) অপরাজিতা, (১২) নবলীলা, (১৩) বিরাজমোহন, (১৪) ভিখারী, (১৫) মুরলা, (১৬) যোগজীবন, (১৭) শরৎচন্দ্র, (১৮) জ্যোতিঃকণা, (১৯) দীপ্তি, (২০) দ্যুতি, (২১) প্রসাদ, (২২) বিবেকবাণী, (২৩) সোপান, (২৪) ভ্রমণবৃত্তান্ত, (২৫) ঐ (উৎকল), (২৬) নব্যভারত, ১ম খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড, (১২৯০—১২৯৩) ঐ ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড (১২৯৫—১২৯৬), ঐ ৯ম হইতে ১১শ খণ্ড (১২৯৮—১৩০০), ঐ ১৩শ খণ্ড—১৩০২, ঐ ১৫শ খণ্ড হইতে ৩৭শ খণ্ড, (১৩০৪—১৩২৬), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—(২৭) গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—(২৮) দিক্‌ভুল, (২৯) পুরাণ তত্ত্ব, ২য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী—(৩০) রাধানাথ-সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৩১) কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩২) Patent Office Journal, April to June, 1922. শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়—(৩৩) Census of India, 1921. vol. xvii. Baroda-State, Part 1. (Report.) Royal Siamese Consulate General—(৩৪) Four Nikyas of the Sutantapitaks of Buddha Ghosa in a set of 12 vols. (1) Sumangalavilasini Dighani-kayatthakatha ; (ii) Papancasudani Majjhimanikayatthakatha in 3 vols (iii) Saratthapakasini Sannttanikayatthakatha, each in 3 vols. (IV) Manorathapurani, Auguttaranikayatthakatha. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩৫) Picture Album. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(৩৬) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1921. The Secretary, Smithsonian Institution (৩৭) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1920. Registrar, Calcutta University—(৩৮) Reports of the two Committees appointed by the Senate. The Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(৩৯) Progress Report of the *Archæological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st*

March 1921. The Chief Inspector of Explosives in India—(৪০) Twenty-third Annual Report of Chief The Inspector of Explosives in India being his annual Report for the year ending 31st March, 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪১) Epigraphia Indica —vol xvi. Part I, January—1921, (৪২) Do—part II, April 1921. The Secretary, Smithsonian Institution—(৪৩) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪৪) Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year 1920-21. (৪৫) Statistics of British India, vol. II (Financial Statistics.)

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২৩। কর্ণ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ এবং অতিশয় দাতা হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্র ইতিমধ্যে একদিন ব্রাহ্মণরূপ ধরিয়া পুত্রহিতার্থে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করায়, কর্ণ নিজ অঙ্গ কাটিয়া তাহা দান করিলেন এবং ইন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে একঘ্নী শক্তি দিয়া গেলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণ ভৃগুরামের নিকট অস্ত্র-শিক্ষার জন্য গিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। একদিন রাম, সকল শিষ্য লইয়া বনে মৃগয়া করিতে গেলেন এবং মৃগয়ান্তে পরিশ্রান্ত হইয়া কর্ণের উরুদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। এই সময়ে এক শাল-তরু কর্ণের উরু ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। পরশুরাম তদ্দর্শনে কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, মৃত্যুসময়ে আমার প্রদত্ত মহামন্ত্র তুমি বিস্মৃত হইবে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৪। ভীষ্ম, মদ্ররাজ শল্যের নিকট গিয়া বন্ধুত্ব-স্থাপন-পুরঃসর ধন দান করিয়া পাণ্ডুর জন্য মাদ্রীকে আনায়ন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডু, মদ্ররাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, মাদ্রীকে বিবাহ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৫। এই সময়ে পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে দিলে, ধৃতরাষ্ট্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং পাণ্ডু বনে সস্ত্রীক মৃগয়া করিতে যান।

সঞ্জয়ী মহাভারতে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ নাই। বিবাহের পর পাণ্ডু যুবরাজ এবং ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। পরে পাণ্ডু ভীষ্মের সহিত পৃথিবী ভ্রমণান্তে সস্ত্রীক মৃগয়ায় গমন করেন।

মূল মহাভারত

পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে আহৃত ধন, বিদুর, মাতা সত্যবতী ও ভীষ্মকে দেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর সাহায্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অন্ধত্বপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারেন না বলিয়া পাণ্ডু রাজা হইলেন।

কাশীদাসী মহাভারত

২৬। মৃগরূপ ধরিয়া মৈথুনাসক্ত ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া, পাণ্ডুকে শাপ প্রদানানন্তর দেহত্যাগ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

মৃগরূপে মৈথুনাসক্ত ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া তাহাকে শাপ প্রদানানন্তর-তপোবনে গমন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৭। পাণ্ডুর ব্রহ্মশাপের কথা শুনিয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোকে আকুল হইলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোকাকুল হইয়া পাণ্ডুকে নিজ গৃহে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পাণ্ডু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থভ্রমণ করতঃ দেহত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়া, সস্ত্রীক মুনিগণের সহিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৮। গান্ধারী দুই বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিলেন। তথাপি তাঁহার সন্তান হইল না। ইতিমধ্যে কুন্তীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবে, গান্ধারীর পুত্র রাজা হইবে না, এই চিন্তায় তিনি অধৈর্য্যভাবে গর্ভের উপর লোহার মুদ্গর প্রহার করিলেন। মুদ্গরাঘাতে গর্ভ হইতে একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হইল। ইহা হইতেই দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের উদ্ভব হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দ্বাদশ বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিয়াও যখন গান্ধারী প্রসব করিলেন না, তখন তাঁহার উদর চিরিয়া ফেলা হইল এবং গর্ভ হইতে একটি মাংসপিণ্ড বাহির হইল। ব্যাসদেব,

এই মাংসপিণ্ড একশত এক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঘৃতদ্রোণীতে রাখিয়া দিলে ক্রমে তাহা হইতে দুর্য্যোধনাদির উদ্ভব হয়।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে লৌহমুদ্গর এবং কুন্তীর পুত্র রাজা হইবে, গান্ধারীর পুত্র হইবে না, এ কথা নাই।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬এ কার্ত্তিক ১৩২৯, ১২ই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ, (খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী মহাশয়-লিখিত "যোগেন্দ্রবাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ" সম্বন্ধে আলোচনা, ৫। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এখনও প্রস্তুত হয় নাই, সেইজন্য অদ্যকার অধিবেশনে উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে, তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ক—পরিশিষ্টে নির্ব্বাচিত উক্ত সদস্যগণের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৩। পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিগণ পরিষৎকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। খ—পরিশিষ্টে উপহৃত পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক তাঁহার প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার লিখিত "যোগেন্দ্রবাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, ২১ গোপীমোহন দত্ত লেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৪।১।এ সেন লেন, হাটখোলা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত বি এল্, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, ৫৮ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল; মৌলবী মহম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী, ৮০ বেকার হোষ্টেল, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বিদ্যাবিনোদ বি এস্‌সি, ২৮।১ সিপলা রোড, বোম্বাই; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৬২ জঙ্গমবাড়ী, কাশী; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, কালিয়া গলি, কাশী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, উপহৃত পুস্তক—(১)মুন্সীপাল-লীলা, (২) বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যবিবরণী—১ম বর্ষ। (৩) ঐ—১২শ বর্ষ, (৪) ঐ—১৩শ বর্ষ, (৫) ঐ—১৪শ বর্ষ, (৬) ঐ—১৬শ বর্ষ, (৭) ঐ—১৭শ বর্ষ, (৮) ঐ—অভিভাষণ—(কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের) (৯) ঐ—(কুমার রাধিকাভূষণ রায়ের),(১০) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্মকথা। The Director, Geological Survey of India—(১১) Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part 2. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১২) Statements showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1920-21. The Director of Meteorological Observatories, Alipur,—(১৩) Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Government of India in 1921-22. The Superintendent, Govt. Press, Madras—(১৪) A Triennial Catalogue of Manuscripts collected during the Triennium 1916-17 to 1918-19 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras

Vol III, Pt. I. Sanskrit—A. (১৫) Do. Part I. Sanskrit B., (১৬) Do. Part I. Sanskrit—C. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(১৭) Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1920-21. (১৮) Resolution reviewing the Reports on the working of the Municipalities in Bengal during the year 1920-21. Le´Editeur, Librairie Ancienne Honore´ Champion—(১৯) Bulletin de La Socie´te´de Linguistique [Proce´s Verbaux des Seances du 19. November 1921. au 27 Juin 1922.] (২০) Do. Comptes Rendus.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২৯। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য, নিজ বাল্যসখা দ্রুপদরাজের নিকট অপমানিত হইয়া হস্তিনানগরে কৃপাচার্য্যের নিকট আগমন করেন। হস্তিনানগরের বাহিরে কুরুবালকগণ এক দিন ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময় তাহাদের একটি লোহার ভাঁটা এক জলশূন্য কূপে পতিত হয়। অনেক চেষ্টাতেও তাহারা যখন উহা তুলিতে পারিল না, এমন সময় দৈবাৎ দ্রোণ তথায় আসিয়া ঈষিকাস্ত্র দ্বারা তাহা তুলিয়া দেন। পরে বালকগণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম আসিয়া দ্রোণকে দেখিতে পান। দ্রোণ, ভীষ্মের নিকট প্রসঙ্গক্রমে নিজ দারিদ্র্য ও অপমানের বিষয় উল্লেখ করিলে, ভীষ্মের অনুরোধে তিনি কুরুবালকগণের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীমের বিষপানের পর পাণ্ডবগণ শঙ্কিত হইয়া আছেন। ইতিমধ্যে একদিন ভীষ্মের মনে হইল যে, এই সকল রাজপুত্র, ইহাদের কাহারই অস্ত্রশিক্ষা হইল না। ইহার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এই ভাবিয়া পরশুরামের শিষ্য দ্রোণাচার্য্যকে তিনি যত্নপূর্ব্বক আনাইয়া, বালকগণের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩০। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দুর্য্যোধন রাজা হইলেন। যুবরাজ দুঃশাসন, শকুনি অমাত্য এবং কর্ণ তাঁহার সেনাপতি হইলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩১। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় কি উপায়ে নিরস্ত করা যায়, সে সম্বন্ধে মন্ত্রী কণিকের সহিত ধৃতরাষ্ট্র পরামর্শ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডবগণের উন্নতি ব্যাহত করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র শকুনীর সহিত পরামর্শ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩২। দুর্য্যোধন, পুরোচনকে জতুগৃহনির্ম্মাণে আদেশ দান করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্র, পুরোচনকে জতুগৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৩। যাজ ও উপযাজ নামে দুইজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সহোদর ভ্রাতা। তন্মধ্যে যাজ, দ্রুপদের প্রার্থনায় যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উদ্ভব হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নিল ও অনিল নামে দুইজন পুরোহিত দ্রুপদরাজের যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞ হইতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন উৎপন্ন হন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৪। ব্যাসদেবের পরামর্শ অনুসারে রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ব্যাসদেবের পরামর্শের কথা নাই। রাজা দ্রুপদ নিজেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করেন।

মূল মহাভারত

মূলে এ বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৫। ব্রাহ্মণবেশধারী যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় জানিবার জন্য রাজা দ্রুপদ প্রথমে পুরোহিতকে প্রেরণ করেন। পুরোহিত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে, নিজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে ছয়খানা রথ সহ প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে আনয়ন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজা দ্রুপদ স্বয়ং পুরোহিত সঙ্গে করিয়া, কুম্ভকারালয়ে পাণ্ডবগণের নিকটে আসেন এবং কৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যান।

মূল মহাভারত

প্রথম পুরোহিত, পরে অন্য এক ব্যক্তি বা দূত।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

১৫ই পৌষ ১৩২৯, ৩০এ ডিসেম্বর ১৯২২, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ,—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—জয়দেব ও চণ্ডীদাস। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর এ এস্।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহার "জয়দেব ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় তাহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। কেহ আলোচনা করিতে উপস্থিত না হওয়ায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই পৌষ ১৩২৯, ৩১এ ডিসেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত একটি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনে

কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উক্ত পদে নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র" নামক প্রবন্ধ। ৮। শোক-প্রকাশ—(ক) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার এম্ ডি, (গ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি এল্, (ঘ) ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত ও (ঙ) যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 'ক' পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। 'খ' পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত আইহাই পোষ্ট অফিসের অধীন রসুলপুর গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে যে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিলেন। এই মূর্ত্তি পরিষৎকে দান করার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। 'গ'—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৭। সভাপতি মহাশয় ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়কে "ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বলিলেন, যে তিনি তাঁহার ইউরোপে অবস্থানকালে সেখানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোনও বই বা কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। বিলাতে এবিষয়ে দুই চারিটি জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তিনি তাহা পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন, আশা করেন; জিনিসগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনকারীর নিকট কৌতুককর হইবে, তিনি মনে করেন। লণ্ডনে ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পাঠাগারে যখন তিনি অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, তখন ব্রিটিশ-মিউজিয়মের বাঙ্গালা পুথি-পত্রের সংগ্রহে কি কি আছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পান। ব্লুমহার্ট সাহেবের বাঙ্গালা পুথির তালিকা তাঁহাকে এবিষয়ে পথনির্দ্দেশ করিয়াছিল। পাঠ্যমান প্রবন্ধে তিনি ব্রিটিশ-মিউজিয়মে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজপত্র নকল করিয়া আনিয়াছেন ও তাহাদের উপর কিছু কিছু টীকা টিপ্পনীও দিয়াছেন। অতঃপর তিনি

তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৯শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইল)।

প্রবন্ধ পাঠ শেষে তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ-মিউজিয়মে আর কোনও প্রকাশযোগ্য বাঙ্গালা পুথি বা হাতে লেখা কাগজ তিনি পান নাই। তবে আর একটি জিনিস তিনি পাইয়াছেন, সকল বাঙ্গালীর কাছে সেটির বিশেষ মূল্য আছে। জিনিসটি হইতেছে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত-বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দসংগ্রহ। বইখানি পোর্ট্গীস ভাষায়; পোর্ট্গীস পাদরী Manuel-da-Assumpsam মানুএল-দা-আস্সুম্প্সাও-র কৃত পোর্ট্গীস ভাষায় লেখা ছোট একখানি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোর্ট্গীস এবং পোর্ট্গীস-বাঙ্গালা শব্দকোষ; ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান অক্ষরে লিস্বন্ নগরে ছাপা। এই বই এবং একই গ্রন্থকারের লেখা Crepar Xaxtrer Orthbhed অর্থাৎ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সব চেয়ে পুরাতন ছাপার বই; রোমান অক্ষরে ছাপা হইলেও তাহাদের ভাষার বাঙ্গালা-ত্বই বজায় আছে। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" সম্বন্ধে পূর্ব্বে পরিষদে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও তিনি, উভয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা)। ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পুস্তকালয়ে এই অমূল্য পুস্তকের তুইখানি প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে। সুনীতিবাবু মানুএলের বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি সমস্তটা নকল করিয়া আনিয়াছেন, বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত পরিষদের সমক্ষে তাহা আনয়ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা-পোর্ট্গীস শব্দ-কোষ হইতে বহুশব্দ, বাঙ্গালা শব্দার্থতত্ত্ব আলোচনা করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে মনে করিয়া,উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। বইখানির কতকগুলি পাতার ফটোও আনিয়াছেন। পরিষদের অর্থ থাকিলে পুরা বইখানি আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যাইত।

এতদ্ভিন্ন কেম্ব্রিজে নেপালী-পুঁথির সংগ্রহে নেপালে লিখিত একখানি পুরাতন বাঙ্গালা নাটকের অনেক অংশ তিনি পুথি হইতে অনুলিখন করিয়া আনিয়াছেন। কেম্ব্রিজে যে নেপালী পুথির সংগ্রহ আছে, তাহার একটি বর্ণনাময় তালিকা বেণ্ডল্ সাহেব করেন; এই তালিকা হইতে সুনীতি বাবু জানিতে পারেন যে, কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে বাঙ্গালার গোপীচন্দ্রের উপর একখানি বাঙ্গালা নাটক রক্ষিত আছে। বেহুলার কথা, শ্রীমন্ত সদাগরের কথা, কালকেতুর কথা ও ধর্ম্মমঙ্গল-গাথার মত, রাজা গোপীচন্দ্রের গাথা বাঙ্গালার একটি নিজস্ব জিনিস; বাঙ্গালার বাহিরেও ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে, সুদূর পাঞ্জাব ও গুজরাটে এবং মারহাট্টা দেশের লোকে এখনও গোপীচন্দ্র রাজার কথা শুনিয়া থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে গান গাহে। বাঙ্গালা-ভাষায় গোপীচাঁদের কথার উপর এ পর্য্যন্ত চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন কাব্য বা গাথা বাহির হইয়াছে। নেপালে-পাওয়া গোপীচাঁদ-কথার ঐ নূতন রূপটি এই কাহিনী আলোচনার পক্ষে সাহয্যক হইবে মনে হয়। নাটকখানির কথাবস্তু ভিন্ন ইহার আরও উপযোগিতা আছে। ইহার ভাষা অতি ভুল বাঙ্গালা; পড়িয়াই মনে হয়, লেখকের বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ অধিকার ছিল না। নেপালে কিছুকাল হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা ও মৈথিল নাটক পাওয়া গিয়াছে, বক্ষ্যমান পুস্তক তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নেপালে

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালার ধর্ম্মের ও রীতি-নীতির অনেক চিহ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে ; প্রাচীন বাঙ্গালার কীর্ত্তি অনেক নেপালে রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের পূজনীয় সভাপতি মহাশয় নেপালের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন ; তিনি নেপাল হইতে বহু অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির পুরাতন কথা বাহির করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত চর্য্যাপদের গানকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সাধারণ উৎকর্ষ-বিষয়ে নেপাল কতটা সাহায্য করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। পুরাতন বাঙ্গালায় যে নাটক লেখা হইত, তাহার প্রমাণ আমরা নেপালে পাইলাম। কিছুকাল হইল, পরিষৎ "নেপালে বাঙ্গালা নাটক" নাম দিয়া চারিখানি নাটক প্রকাশ করিয়াছেন ; এই নাটক চারিখানির মধ্যে একখানি বাঙ্গালায়। আর কয়খানি মৈথিলে। ১৮৯১ সালে জারমানীতে অধ্যাপক আউগুস্ট্ কোন্‌রাডি (August Conrady) "হরিশ্চন্দ্রনৃত্যম্" নাম দিয়া এইরূপ একখানি নাটক প্রকাশিত করেন ; ঐ নাটকের গদ্য অংশ বাঙ্গালায়, গান ও কবিতাগুলি মৈথিলে ও পূর্ব্বী হিন্দীতে। কেম্‌ব্রিজের গোপীচন্দ্র নাটকও এই শ্রেণীর। কেম্‌ব্রিজে এই বাঙ্গালা নাটকখানি ছাড়া মৈথিলে নাটকও একখানি আছে, সুনীতি বাবু তাহার নকল লয়েন নাই। পরিষদের নিকট শীঘ্রই এই নাটক যেমন যেমন নকল করিয়া আনিয়াছেন, তেমনটা উপস্থিত করিবেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "সুনীতি আমাদের ঘরের ছেলে, দেশে-বিদেশে নানা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টির জন্য নানা জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি আমাদের ও আমাদের মাতৃভাষাকে ভুলিয়া যান নাই। অধিকন্তু যে সকল অমূল্য জিনিস আনিয়াছেন, তাহার নমুনা আজ পাইয়া প্রীত হইলাম। আজিকার প্রবন্ধে অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত হইবে। তখনকার সামাজিক অবস্থার বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে। আশা করি, তিনি যখন গোপীচাঁদ নাটকের আলোচনা করিবেন, তখন অনেক বিষয় জানিতে পারিব।"

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় নিজের পক্ষে, পরিষদের পক্ষে ও সকলের পক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, সুনীতি বাবুই বোধ হয়, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজের নিকট ভাষাতত্ত্ববিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "সুনীতি বাবু যখন বিলেতে যান, তখনও তিনি এখানে বিশেষ নাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়া আরও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি যে এককালে বড়লোক হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপরে তিনি প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ইংরেজেরা যখন এদেশে আসে, সেই ১৬৩৩ খৃঃ হইতে দেশের ইতিহাসের সমস্ত গ্রাম উইলসন সাহেব চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করেন ও দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন।

ঐ সকল নাম এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না। যে দলিলে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর দাতারাম রায় চৌধুরীর কাছ থেকে কেনা হয়, তাহাতে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৯ খৃঃ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রাচীন কলিকাতার বিবরণে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার নমুনা পাওয়া যায়। তার পর হ'তে কলিকাতার ও সঙ্গে সঙ্গে ভাষার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার পর, সুনীতি বাবু প্রসঙ্গক্রমে কেম্ব্রিজ, প্যারী প্রভৃতি নগরে যে সকল নেপালী পুথির সন্ধান পাইয়াছেন বলিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, নেপালী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খৃঃ হজসন্ সাহেব ডাক্তার হয়ে নেপালে যান। তিনি সেখানে রেসিডেন্সির হেডপণ্ডিত অমৃতানন্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ও নেপালের ইতিহাস রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি যখন ১৯০৭ খৃঃ নেপালে গমন করেন—সেখানে ধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা পড়েন—পড়ে দেখেন যে, উহাও সাহেবার্থে অমৃতানন্দেন লিখিতং। ১৮২৬ খৃঃ বৃদ্ধ ইন্দ্রানন্দ পুথি সংগ্রহ করেন। ১৮৪৩ খৃঃ রাইট সাহেব নেপালে গেলেন। রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম যখন রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে গিয়া ধৃত হইলেন, সেই সময় রাজ্যমধ্যে রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ইংরেজের সাহায্যে তরাই-প্রদেশে উপস্থিত হন, তথায় তিনি বৌদ্ধ বিহার দখল করেন এবং মন্দির হতে বহু পুথি ফেলে দিলেন। রাইট্ সাহেব পুথিগুলি নিলেন। বেণ্ডল সাহেব সে সব পুথির ক্যাটলগ তৈয়ারী করেন। তৎপরে তিনি ১৮৮৪ খৃঃ এদেশে আসেন। নেপালের অনেক ছোট ছোট পাহাড়ের মঠে বাঙ্গালীর লিখিত অনেক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। নেপাল ভিন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার নাই। এত ধর্ম্মবিপ্লব, এত নরহত্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীরা নেপালে যাইতেন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি তথায় রাখিয়া গিয়াছেন। এ সকল দেখবার চোখ তৈয়ার করা দরকার। কাটামুণ্ড হইতে ১০।১২ মাইল দূরে সাঁকু সহরের মাইল খানেক দূরে বজ্রযোগিনীর মন্দিরে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মত পাঁচ ছয় শত গান রহিয়াছে। বঙ্গদেশে হতে অনেক সিদ্ধপুরুষ তথায় যাইতেন। ছয় শত পঞ্চাশ বছর আগে ঠাকুর আনন্দবজ্র তথায় থাকতেন। ঢাকার বজ্রযোগিনী একটি বিখ্যাত স্থান। সেখানে সব ঠাকুর ছিল; তথায় কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস। বোধ হয় পূর্ব্বে সে স্থানটী বৌদ্ধদের গ্রাম ছিল। বজ্রযোগিনীর ধ্যান হিন্দুদের দেব-দেবীর ধ্যানের মত। এইরূপে কত প্রাচীন ভাষার ও সাহিত্যের নমুনা নানা দেশে বিদেশে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালীর দ্বারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পরে বিদেশীয়গণ কর্তৃক উক্তরূপে উদ্ধার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুনীতি বাবু যে এই বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।"

৮। শোক-প্রকাশ :—(ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর ভাই পূর্ণ বাবু ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমযুগের অন্যতম শেষ যোগ। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন; তাঁহার 'শৈশব সহচরী'র সহিত অনেকেই পরিচিত। তিনি প্রথম বি এ।

(খ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার কার্য্য-তালিকা ছাপা হইবার পর, বঙ্গদেশের গৌরব ও মহদাশয় স্বনামখ্যাত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ চিকিৎসক-সমাজের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালায় চিকিৎসা-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৭৪ খৃঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধান অনুসারে হিন্দুমতে বিধবাবিবাহ করেন।

(ঘ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি এল্ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছোট গল্পরচনা ও উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

(ঙ) চট্টগ্রামের ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(চ) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ক্যানিং লাইব্রেরীর যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম-যুগের গ্রন্থপ্রকাশক ছিলেন। তিনি উৎসাহ দিয়া অনেক লেখককে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে সকলেই দুঃখিত।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত, ৭১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল পাল, ১৯।৭ নয়ান-চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ বৃন্দাবন মল্লিকের ফাষ্ট লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার নাথ, ৯।১ জহরলাল দত্তের লেন, উল্টাডাঙ্গা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই; সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, সদর সাব-ডিবিশনাল অফিসার, ২ মুলেন ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, দুমকা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে, মোহনবাগান রো; শ্রীযুক্ত সজনীরঞ্জন লস্কর বি এ, ১৫এ হোগলকুড়িয়া গলি; প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত খোকালাল মিত্র, জমীদার, হুগলী; ৬২।২।২ বীডন ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র আচার্য্য, ২৭এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার; শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৪২।২ মহিম হালদার ষ্ট্রীট্, কালীঘাট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—ঐ; সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস এম্ এ, ৫।১ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট্: প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মেসার্স কে কে

মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, ৭ সোয়ালো লেন; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি, বি এস এম্, ৯ ইডেন হাসপাতাল রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাধু-খাঁ, ১৫১ আপার সার্কুলার রোড; শ্রীযুক্ত মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকিল, ১৩।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ১৩ প্যারীমোহন সুর লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮০।১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, গ্রাম জৌলী, পোঃ মাঝগাঁও, জেলা জব্বলপুর; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর, ৩।২ হরিপালের লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল; সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ; সদঃ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ২৪২ আপার সার্কুলার রোড, নন্দনবাগান; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সঙ্গমলাল আগরওয়ালা, ৬।এ শিবুঠাকুরের লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, উপহৃত পুস্তক—(১) নীরবভাষা বা ধাত্রীবাণী, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—(২) ব্রহ্মময়ী, শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী—(৩) বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা, (৪) চিকিৎসা-বিধান Vol. I.—II. (৫) ঐ Vol. III. (৬) ঐ Vol.—IV. (৭) ঐ Vol. V.—VI. (৭) সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষাল—(৮) বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বেৎকার ঘোষাল-বংশ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—(৯) শকুন্তলা, (১০) সীতার বনবাস, (১১) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগ—(১২) ধাতুপরিচয়, শ্রীযুক্ত "ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার" সম্পাদক—(১৩) পরকালতত্ত্ব, ১ম খণ্ড। The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(১৪) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1921. The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—(১৫) Munirabad Stone Inscription of the 13th year of Tribhuvanamala (Vikramaditya VI), (১৬) The Journal of the Hyderabad Archaeological Society for 1919-20, No. 5. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(১৭) Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1921. (১৮) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১৯) Epi-

graphia Indica, Vol. XVI Part V, January 1922. (২০) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December, 1921. (২১) Annual Report of the Director General of Archaeology in India 1919-20. (২২) Catalogue of the Museum of Archaeology at Sanchi, Bhopal State, 1922. The Registrar, Calcutta University—(২৩।২৪) Report of the Registration Fee Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922 (3 copies)—(২৫) Preliminary Report of the Reconstruction Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot—(২৬) Sixtieth Annual Report of the Government Cinchona Plantations and Factory in Bengal for the year 1921-22. The Registrar, Calcutta University—(২৭) Report of the Government Grant Committee appointed by the Senate on the 9th September, 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot—(২৮) Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1921-22. (২৯) Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1920-21. Dr. I.J.S. Taraporewala, Ph.D,—(৩০) Selections from Avesta and Old Persian, Part I (First Series). The Agricultural Adviser to the Govt. of India, Pusa—(৩১) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1921-22. (৩২) Report on the Diseases of Silkworms in India. The Officer-in charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(৩৩) Annual Report of the Lunatic Asylums in Bengal for the year 1921. (৩৪) Report on the working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩৫) Patent Office Journal, July to September 1922. The Registrar, Calcutta University—(৩৬) Minutes of the Senate for the year 1922, No. 21. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(৩৭) Report on the Administration of the Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1328 B. S. (1921-22). শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(৩৮) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1920. The Secretary, Smithsonian Institution—(৩৯) Early History of the Creek-Indians and their neighbours—(৪০) Northern Ute Music. The Secretary

Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(৪১) Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, for the year 1921-22. The Director, School of Oriental Studies, London Institute—(৪২) Report of the Governing Body and Statement of Accounts for the year ending 31st July, 1922.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৩৬। দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের বিবাহান্তে, দ্বারকায় যাইবার পথে, বিদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদির বিবাহবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া যান। বিদুরের মুখে ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ শুনেন এবং পরে পাঞ্চালরাজ্য হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের মুখে পাণ্ডব-বিবাহবার্ত্তা অবগত হয়েন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডবগণের বিবাহের সংবাদ প্রথমতঃ দুর্য্যোধন চরমুখে অবগত হন। পরে শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া পাণ্ডবদের পরাভবের জন্য বিদুরের অজ্ঞাতে পরামর্শ করেন।

মূল মহাভারত

অন্যান্য রাজগণ এবং দুর্য্যোধন, পাঞ্চালরাজ্যে অবস্থানকালেই চরমুখে পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ-সংবাদ অবগত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৭। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য বিদুর পাঞ্চালরাজ্যে গমন করেন এবং দ্রুপদের অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তিনায় লইয়া আসেন। যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনায় অসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য বিদুর, পাঞ্চালরাজ্যে গিয়া, দ্রুপদের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। কৃষ্ণ পাঞ্চালনগরে আসিলে, আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় যাইতে আদেশ দিলেন এবং দ্রুপদও তাহা অনুমোদন করিলেন।

মূল মহাভারত

বিদুর যখন পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য পাঞ্চালরাজ্যে যান, তখন দেখেন যে, অন্যান্য সকলের সহিত রামকৃষ্ণও তথায় আছেন। কৃষ্ণ ও দ্রুপদের কথামত তাঁহারা হস্তিনাপুরে আসেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৮। ধৃতরাষ্ট্র, কুরুরাজ্যের অর্দ্ধঅংশ পাণ্ডবগণকে বিভাগ করিয়া দেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

কুরুরাজ্যের অর্দ্ধ এবং পাঞ্চালরাজ্যের অর্দ্ধ অংশে যুধিষ্ঠির রাজরূপে অভিষিক্ত হন। দ্রৌপদী পাটেশ্বরী, ভীম যুবরাজ, অর্জ্জুন সেনাপতি, নকুল অমাত্য এবং সহদেব দ্বারপাল হন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৯। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর সহোদর ভাই। তাহারা ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করে যে, ভাই ভাই কলহ না হইলে, তাহাদের মৃত্যু হইবে না। এইরূপে তাহারা ত্রিলোকের উদ্বেগজনক হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ, তিলোত্তমা-নাম্নী কন্যাকে উভয়ের নিকট প্রেরণ করেন। সেই কন্যার জন্য দুই ভাইয়ে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

সপ্তয়ী মহাভারত

চান্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ব্যক্তি (মানব, অসুর, কি দেবতা, তাহার উল্লেখ নাই) ; (পাণ্ডবগণের ন্যায়) তাহাদের এক স্ত্রী। এই উভয়ের মধ্যে সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪০। একদিন কোন এক ব্রাহ্মণের গাভী, তস্করে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ, অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে, অর্জ্জুন অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গিয়া দেখেন যে, তথায় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী রহিয়াছেন। পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারও সহিত দ্রৌপদীর নির্দ্দিষ্ট অবস্থান-কালে যদি অপর কোনও ভাই তথায় উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে, এই নিয়ম ছিল। তদনুসারে অর্জ্জুন বনবাসে গমন করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির অস্ত্রাগারে বিহার করিতেছিলেন। দ্বারে যুধিষ্ঠিরের পাদুকা ছিল, এক কুকুরে মুখে করিয়া তাহা দূরে নিয়া যায়। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। এমন সময় নগরে "চোর চোর" ধ্বনি উঠিল। তখন অর্জ্জুন নিদ্রোত্থিত হইয়া অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গেলেন ; দ্বারে কাহারও পাদুকা নাই দেখিয়া, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেখানে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন। অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া অর্জ্জুন প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, যুধিষ্ঠির কুকুরজাতিকে শাপ দিলেন,—দরজা হইতে পাদুকা সরাইয়া নিয়া, তুই যেমন কনিষ্ঠ ভাইকে আমার শৃঙ্গার দেখাইলি, সেই পাপ জন্য কুকুরজাতির শৃঙ্গার সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইবে। পরে অর্জ্জুনকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া প্রাণত্যাগ-সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং পুরোহিত ধৌম্যের ব্যবস্থায় তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২২এ পৌষ ১৩২৯, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বৌদ্ধ-দর্শন (মনস্তত্ত্ব, বৌদ্ধন্যায়, বৌদ্ধনীতিতত্ত্ব এবং জ্ঞানবাদ ও সত্তাবাদ)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধদর্শন" নামক প্রবন্ধের মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র অংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণকে মন্তব্য দিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন কথা জানা গেল। বৌদ্ধদিগের বিশ্লেষণ-শক্তি যে কতদূর ছিল, তাহা নলিনাক্ষ বাবু "বৌদ্ধ-দর্শন ও মনোবিজ্ঞান"-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। একটা কথা আমার বড় মনে লাগিয়াছে। নলিনাক্ষ বাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধদর্শনটা একটা খাপ-ছাড়া জিনিস নহে। উহা হিন্দুদিগের ধারাবাহিক চিন্তারই একটী ধারা। বৌদ্ধযুগটা জ্ঞানের যুগ। বৈদিকযুগে কর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। তাহার পর একটা প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়া আমরা উপনিষদে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। বৌদ্ধদর্শনও এই প্রতিক্রিয়ারই ফল। যে জ্ঞানের প্রবাহ উপনিষদে বহিতে আমরা দেখিতে পাই, উহাই অপ্রতিহতগতিতে বৌদ্ধযুগে চলিয়া গিয়াছে। যে শাঙ্কর-বেদান্ত বৌদ্ধদর্শনের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহাও সেই একই জ্ঞানের ধারা হইতে উৎপন্ন। এমন কি, শাঙ্কর-বেদান্তকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিলে বিশেষ ভুল হয় না। একমাত্র জ্ঞানকে স্বীকার করিলে, একপ্রকার সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, যাহা হইতে বৌদ্ধদর্শন এবং শঙ্করের মত, এই দুইএর কোনটাই, সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। কাজে কাজেই আবার জ্ঞানকে ছাড়িয়া, অন্য কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা আমরা রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাই। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন আলোচনা করিলেও আমরা ঠিক এইরূপ জ্ঞানের জগৎ হইতে মুক্তি পাইবার নানা প্রকার চেষ্টা দেখিতে পাই।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "প্রবন্ধের প্রথম অংশ শুনিবার আমার সুযোগ হয় নাই। লেখককে আমি জানি। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে না জানিলে লেখেন না—এ ভাবের রচনা বিরল হইয়া আসিতেছে। কোন বিষয়ের

আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে যখন তাঁহার ধারণা ঘনীভূত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত সংযত সংহত হইয়া দক্ষতার সহিত বিষয়টিকে সজ্জিত করিয়া বলেন। তিনি হিন্দু বা ভারতীয় চিন্তার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং ভাবের প্রাচুর্য্য এই প্রবন্ধে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শন না জানা থাকায়, নব্য ন্যায়ের প্রাখর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মতের সংঘর্ষ চলিতেছে—তাহা এই প্রবন্ধে জানিতে পারা যায়। আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ চাই—বৌদ্ধ-যুগের একটা আলোচনার স্তর সম্পূর্ণ দেখিতে চাই। প্রবন্ধলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় সূত্রাকারে অনেক কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধ যে ভারতছাড়া, তাহা কেহ বলেন নাই। এই বলিয়া প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

—o—
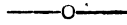
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৩এ পৌষ ১৩২৯, ৭ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয়-লিখিত "পরিভাষা" (General Physics and Acoustics) এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত "চুম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা।" ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ-পরিশিষ্টে এই পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষৎ সমস্ত কবির রচিত মহাভারত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদে অনেক মহাভারত রহিয়াছে। সঞ্জয়ের মহাভারতও আছে। আর একখানি মহাভারত কোচবিহারে আছে; তাহার ভাষা বাঙ্গালা নহে—অসমীয়া। এখনও এই মহাভারতে কাহার ভণিতা আছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; জানিবার চেষ্টা হইতেছে। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড) বাহির করিয়াছেন। পুথিখানি অতি বৃহৎ। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে রঙ্গপুর শাখার সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ দিতে পারা যাইতেছে না। মূল পরিষৎ এবিষয়ে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। পরিষৎ হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের যতগুলি কবির পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা লইয়া সকল পুথির পাঠ মিলাইয়া ও পাঠান্তর দিয়া, এই দুই মহাকাব্য প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের জাতীয় ইতিহাসের বহু অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করা হইবে।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় তাঁহার লিখিত পরিভাষা (General Physics and Acoustics) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে (খ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় "চুম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় উভয় পরিভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, পরিষৎকে শক্তির কেন্দ্র করিয়া পরিভাষাসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গভাষাকে সম্পৎশালী করিতে হইলে পরিভাষা প্রচুরপরিমাণে হওয়া উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "আমি বৈজ্ঞানিক নহি। এই প্রবন্ধ দুইটি শুনিয়া অনেক জ্ঞান হইল। প্রবন্ধলেখকগণ ইংরেজি শিখিয়া বাঙ্গালায় পরিভাষা লিখিতে শিখিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যখন ইংরেজি না পড়িয়া সকলে পরিভাষা শিখিতে পারিবে এবং সেই সকল পরিভাষা দিয়া বই লেখা হইবে।—তখন মিস্ত্রীকে কল-কারখানার নাম শিখাইতে হইলে গ্রামে বাঙ্গালা স্কুলে পড়াইতে এবং পরে "practical training" দিতে হইবে। পরিভাষাকে কটমট করিলে চলিবে না—সহজবোধ্য করিতে হইবে এবং অবোধ্য সংস্কৃতানুযায়ী করিলেও চলিবে না। বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ একমত হইয়া বিচারপূর্ব্বক এই শ্রেণীর পরিভাষা করিবেন, তবেই সকলের গ্রাহ্য হইবে। কোন কথার অর্থ বুঝাইতে হইলে, বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি

ব্যবহার না করিয়া সেই জিনিসের চিত্র দিয়া তাহা বুঝাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। বিবিধ।—(ক) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও "চণ্ডীদাস" প্রভৃতির সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই স্বর্গীয় প্রবীণ সাহিত্যিকের জন্য শোক-প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হউক।

(খ) সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী ৭ই মাঘ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাঙ্খ্যদর্শনের প্রথম বক্তৃতার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর অসুবিধা হওয়ায়, ঐ দিন উক্ত বক্তৃতা হইবে না। আগামী ১৩ই মাঘ শনিবার ও পরবর্ত্তী ৩টি শনিবার তাঁহার ধারাবাহিক বক্তৃতা হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদস্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু, ১৪ পার্শীবাগান লেন; শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন, এসিষ্টাণ্ট ইনেস্‌পেক্টর, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুধেন্দু-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ২৭ বাদুড়বাগান লেন; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৪ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সান্যাল, ডোমকল-আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-নাথ শেঠ এম্ এ, ৩৯।১ বলদেওপাড়া রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, ১০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঝাঁঝা; শকুন্তলা মাইন, ই আই রেলওয়ে, প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, পঞ্চকোট রাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-চরণ ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ক্যাশিয়ার, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিসাধন কুণ্ডু, ৬ মনোমোহন বসু লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল—উপহৃত পুস্তক (১) মর্ম্মবাণী।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৪১। দ্বাদশ বর্ষ তীর্থভ্রমণের সংকল্প করিয়া অর্জ্জুন, অনেক তীর্থভ্রমণের পর, একদিন হরিদ্বারে যান। তথায় গঙ্গাজলে নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় কৌরব্য নাগের কন্যা উলূপী তাঁহাকে পাতালে লইয়া যায় এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পুরোহিত ধৌম্য, অর্জ্জুনকে দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং তন্মধ্যে একবর্ষ পাতালে থাকিতে আদেশ দেন। তদনুসারে অর্জ্জুন প্রথমেই পাতালে গেলে, মণিমন্ত নামে নাগ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কাতরভাবে বলে যে, মণিকর্ণ নামে আমার এক পুত্র আছে; উলূপী-নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সন্তান হইতেছে না। আপনি উক্ত বধূকে একটি পুত্র দান করুন। মণিমন্তের প্রার্থনায় অর্জ্জুন এক বৎসর তথায় বাস করেন এবং তাঁহার ঔরসে ও উলূপীর গর্ভে ইরাবন্ত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪২। মণিপুরে চিত্রভানু নামে রাজা। তাঁহার চিত্রাঙ্গদা-নাম্নী কন্যাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন এবং ইহাঁর গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে পুত্র হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাতাল হইতে বাহির হইয়া অনেক বন উপবন ভ্রমণান্তে অর্জ্জুন এক সরোবর দেখিলেন। সেই সরোবরের জলমধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা (নাম নাই) তপস্যা করিতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসায় জানিলেন, সেই কন্যা পতি অভিলাষে তপস্যা করিতেছে এবং মহাদেবের নিকট বর পাইয়াছে যে, অর্জ্জুন তাহার স্বামী হইবেন। অর্জ্জুন নিজ পরিচয় দিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে পুত্র উৎপন্ন হইলে, তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়, তবে মূলে নাম চিত্রবাহন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৩। অর্জ্জুন, অনেকানেক তীর্থভ্রমণ করিয়া, অবশেষে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ অবগত হইয়া, প্রভাসে আসিয়া, অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইলেন। অর্জ্জুন বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৪। সুভদ্রা, অর্জ্জুনকে দেখিয়া অনুরাগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সত্যভামাকে তিনি বলেন যে, অর্জ্জুনের সহিত আজই মিলন করাইয়া না দিলে, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সত্যভামা, অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব বিবাহ দেন। পরদিন কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ জন্য বলরামকে ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু তিনি একেবারে নারাজ। তিনি দুর্য্যোধনকে পাত্র স্থির করিয়া, তাঁহার নিকট দুত পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন বরবেশে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুন সরস্বতীতীরে সুভদ্রাকে হরণ করেন। যাদবগণ যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়। কৃষ্ণের অনুরোধে বলরাম শান্ত হইলে দুর্য্যোধন হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া কৃষ্ণের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—তোমার যদি ইহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি রথ দিতেছি; তাহাতে চড়িয়া ইহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাও। অর্জ্জুন, কৃষ্ণের কথামত কাজ করিলে, বলরাম, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে কৃষ্ণের সান্ত্বনায় নিবৃত্ত হইয়া তিনি অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দেন।

মূল মহাভারত

অর্জ্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া, কামবশীভূত হন। কৃষ্ণ, তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করেন। তখন অর্জ্জুন কি উপায়ে সুভদ্রাকে পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিলে, কৃষ্ণ হরণ করিয়া লইবার পরামর্শ দেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৫। ময় দানব, তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, এবং পক্ষিরূপী মন্দপাল ঋষির চারিটী শাবক, এই ছয়টী প্রাণী খাণ্ডবদাহের সময় রক্ষা পাইয়াছিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ইন্দ্র, খাণ্ডবে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে,

দেবমাতা সুরভি, মহামুনি লোমশ, দানবেন্দ্র ময় ও বিশ্বকর্ম্মা, এই চারিজনকে রক্ষা করিয়া, আর সকলকে ইচ্ছামত সংহার কর।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৬। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট অগ্নি আসিয়া খাণ্ডবদাহে সাহায্য করিতে বলিলে, তাঁহার উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব জানাইলেন এবং অগ্নি তখন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ, রথ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা প্রভৃতি আনিয়া দেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

খাণ্ডবদাহে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি, অর্জ্জুনকে, গাণ্ডীব ধনু, রথ ও অক্ষয় তূণ দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

৩০এ পৌষ ১৩২৯, ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৹টা।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—নেপালে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি। বক্তা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবীণ সাহিত্যিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তৎপরে তিনি মৃত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিলেন এবং আগামী সোমবার মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পরিষৎ কার্য্যালয় বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার জন্য প্রস্তাবক ও সমর্থকগণকে

ধন্যবাদ দিয়া, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়কে তাঁহার "নেপালে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ উনত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে; ইহা প্রকাশিত হইলে, এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং পরিষদের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর পরবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠের দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৭ই মাঘ ১৩২৯, ৩১এ জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীয় ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায়, উহাদের পাঠ স্থগিত রাখা হইবে।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, অদ্যকার প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত নাই। তাঁহার উপস্থিতিতে প্রবন্ধের আলোচনার সুবিধা হইত। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীয় ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অক্ষুলিখন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষাল মহাশয়গণ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এই সকল আলোচনা তাহার সহিত সংযুক্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, পূর্ব্বে যে অক্ষুলিখন-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত করা দরকার।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় বহুদিন হইতে এ বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বহু পরিশ্রমসহকারে এই প্রবন্ধ দিয়াছেন। প্রবন্ধের মন্তব্য চূড়ান্ত নহে। বিষয়টি খুব কঠিন। নূতন বিষয় প্রচলনের পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন বিতণ্ডার আবির্ভাব হইবেই। নূতন অক্ষর চালাইতে সময় আবশ্যক হইতে পারে এবং তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাহা যত সহজে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রবন্ধটি ছাপা হউক এবং আলোচনা হউক। সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিক অক্ষুলিখন-সমিতির পুনর্গঠন করিয়া তাহার কাজ হউক এবং সমিতির মন্তব্য সময় সময় প্রচারিত হউক।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, তাঁহার বক্তব্য তিনি সমিতির নিকট লিখিয়া জানাইবেন; সমিতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৬। বিবিধ—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযুক্ত হরিদাস সেনগুপ্ত এম্ এ, বিদ্যারত্ন, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সংস্কৃতাধ্যাপক; ভিক্টোরিয়া কলেজ, কোচবিহার; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, সদঃ—শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ, ১।১ কেদার বসুর লেন, ভবানীপুর; প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব, উত্তরপাড়া, হুগলী, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ১০ আতাবাগান লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ৯।১ হরিপাল লেন; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩০ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন; শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, ৫ ছিদাম মুদীর লেন; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ, ৫ ছিদাম মুদীর লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সাহা, ২৩।১ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড়; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ, এসিষ্ট্যাণ্ট হেড্ মাষ্টার, মিউনিসিপাল স্কুল, রাধানগর, বর্দ্ধমান; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র, ২৬ তেলীপাড়া লেন; মৌলবী এ এফ্ এম্ আবদুল আলি এম্ এ, এফ্ আর্ এস্ এল্, সেক্রেটারী, ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল্ রেকর্ডস্ কমিশন্, ৩ গভর্ণমেণ্ট প্লেস্, ওয়েষ্ট; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম্ এ, বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল্, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু বি এস্‌সি, বি এল্, উকীল, ৫৫ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু এম্ এ, বি এল্, উকীল, আলিপুর জজকোর্ট, হাজরা লেন, কালীঘাট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্টার অব ষ্টেট একাউন্টস্, বিকানীর; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, ৯৮ বেলতলা রোড, প্রঃ—ঐ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত বি এ, সহকারী সম্পাদক—"হিন্দুস্থান," ১৩৪ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু,—উপহৃত পুস্তক—(১) অব্যক্ত, (২) Romanized School Dictionary (English and Urdu). The Secretary, Smithsonian Institution, (৩) New Timaline Birds from East Indies, The

Director of Public Instruction, Bengal, (৪) Second Report on the Expansion And Improvement of Primary Education in Bengal, by Evan E. Biss, 1922. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(৫) Report on Inland Emigration for the year ending 30th June, 1922, The Superintendent, Govt. Press, Allahabad—(৬) Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey of India (N. Circle) Muhammadan and British Monuments for the year ending 31st March, 1921. B. K. Thakore Esqr.—(৭) The Text of Sakuntala. (৮) Savakar (a Guzrati Poem), শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেববর্ম্মণ—(৯) A Case of Axial Floral Prolification of the flower Nymphaea Rubra Roxb. (১০) Some Observations on the Anchoring Pods of Gymnopetalum Cochin-Chineuse Kurz and some other Cucurbitaceons plants.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৪৭। সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহের পর, অর্জ্জুন দ্বারকায় থাকিতেই খাণ্ডবদাহ হয় এবং খাণ্ডবদাহের পর, অর্জ্জুন কিছুদিন প্রভাসতীর্থে থাকিয়া পরে সুভদ্রার সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন এবং ইহার পর অভিমন্যু প্রভৃতির জন্ম হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সুভদ্রার বিবাহের পর, অর্জ্জুন দ্বারকায় থাকিতে খাণ্ডবদাহ হয়, খাণ্ডবদাহের পর অর্জ্জুন দ্বারকায় আসেন। এই সময় একদিন গর্ভবতী সুভদ্রার নিকট অর্জ্জুন চক্রব্যূহ ভেদ ও নির্গমের বিষয় বলেন। কিন্তু সুভদ্রা ঘুমাইয়া পড়ায়, নির্গমের কথা শুনিতে পান নাই। কাজেই গর্ভস্থ অভিমন্যুও তাহা শুনিতে পাইলেন না। অভিমন্যু দ্বারকায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন। ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণের সহিত সুভদ্রা ইন্দ্রপ্রস্থে যান।

মূল মহাভারত

সুভদ্রার সহিত বিবাহের পর, অর্জ্জুন এক বৎসর দ্বারকায় থাকেন। পরে কিছুকাল পুষ্করতীর্থে থাকিয়া দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে ইন্দ্রপ্রস্থে যান। তথায় অভিমন্যু প্রভৃতির জন্মের পর, খাণ্ডবদাহ হয়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৮। কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ময়দানব, যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করেন।

সঞ্জয় মহাভারত

দানবরাজ ময় কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ সঞ্জয়ী মহাভারতে সভাপর্ব্বের প্রথমে নাই। রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ আছে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৯। যমালয়ে নারদের সহিত পাণ্ডুরাজার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি নারদের নিকট যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বলিয়া পাঠান।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নারদের সহিত ইন্দ্রালয়ে পাণ্ডুর দেখা হয়। তিনি নারদকে বলেন যে, আমি এখানে বড় কষ্টে আছি। আপনি যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, সে যদি রাজসূয় যজ্ঞ করে, তবে আমি ইন্দ্রের সভায় সম্মানিত হইতে পারি।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫০। যজ্ঞ-সম্বন্ধে পরামর্শ [illegible] র জন্য যুধিষ্ঠির দূত পাঠাইয়া কৃষ্ণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ, যে সকল রাজাকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ মুক্তির জন্য সকলে মিলিয়া কৃষ্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূতের নিকট তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫১। [illegible] জাকে রুদ্রপূজায় বলি দিবার জন্য জরাসন্ধ বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

নরমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য বিংশতি সহস্র রাজাকে জরাসন্ধ বন্দী করিয়াছিলেন।

মূল মহাভারত

সকল রাজ—তেন রুদ্ধা হি রাজানঃ সর্ব্বে জিত্বা গিরিব্রজে। রুদ্র যজ্ঞের জন্য।

কাশীদাসী মহাভারত

৫২। রাজা বৃহদ্রথ পুত্রার্থী হইয়া অনেক যজ্ঞ করেন। কিন্তু পুত্র না হওয়ায়, তিনি সস্ত্রীক বনে চলিয়া যান। এক দিন গৌতমপুত্র চণ্ডকৌশিকের সহিত দেখা হইলে, রাজা নিজের

দুঃখবার্ত্তা নিবেদন করেন। রাজার দুঃখ দেখিয়া, মুনি তাঁহাকে একটি আম্রফল দেন এবং বলেন যে, প্রধানা মহিষীকে ইহা খাইতে দিলে তাঁহার পুত্র হইবে। রাজা দুই মহিষীকে উক্ত ফল সমান ভাগ করিয়া দেন এবং উভয়ে যথাকালে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করেন। পরে জরা রাক্ষসী উভয় অংশ সংযোজিত করিলে, জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অপুত্রক রাজা বৃহদ্রথ পুত্রার্থী হইয়া, দুর্ব্বাসা ঋষিকে দিয়া যজ্ঞ করান। যজ্ঞীয় চরু দুইজন মহিষী সমানভাবে ভক্ষণ করিলে, উভয়ে অর্দ্ধ অর্দ্ধ পুত্র প্রসব করেন। পরে জরা রাক্ষসী উভয় খণ্ড সংযোজিত করিলে, জরাসন্ধের উৎপত্তি হয়।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। কাক্ষীবান্ গৌতমপুত্র চণ্ডকৌশিক।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

১৩ই মাঘ ১৩২৯, ২৭এ জানুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

[এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সাঙ্খ্য-দর্শন সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন]।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতা এক সপ্তাহ পিছাইয়া যাওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশপূর্ব্বক ত্রুটি স্বীকার করিলেন। পরে জানাইলেন যে, এই সকল গুরুতর বিষয়ে বক্তৃতা এরূপে হওয়া উচিত, যাহাতে শ্রোতা সেই বিষয়ের সম্যক্ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এই জন্য পাণ্ডিত্য হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া, ধ্যান-ধারণা-সমাধি প্রভৃতির দ্বারা এই বিষয় বুঝিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানযোগ ও সাঙ্খ্যযোগ—এই দুইটিই একপর্য্যায়ভুক্ত। মহাভারত বলিয়াছেন, "নাস্তি সাঙ্খ্যসম জ্ঞানম্"। কালসহকারে এই মূল দর্শনের পঠন পাঠন লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল।

বঙ্গদর্শনে ৺বঙ্কিমচন্দ্রই সাঙ্খ্য-সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ৺কালীবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ও বঙ্গভাষায় সাঙ্খ্যদর্শনের গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'কপিল আশ্রম' হইতে কয়েক-খানি সাঙ্খ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কোলব্রুক সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'সাঙ্খ্যতত্ত্বকারিকা'র এক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। দেশে-

বিদেশে যাবতীয় সাঙ্খ্য-গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সার সঙ্কলনপূর্ব্বক একখানি সাঙ্খ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত বন্ধুবর্গকে অনুরোধসহকারে জানাইলেন যে, সময়াভাবে তিনি ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিষেশতঃ সাঙ্খ্য-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। সাঙ্খ্যসূত্রে পঞ্চশিখের ষষ্ঠীতন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থখানি যাহাতে উদ্ধার হয়, তাহার চেষ্টা সকলেরই কর্ত্তব্য। এইরূপ অবতরণিকা করিয়া তিনি সাঙ্খ্য নামের নিরুক্তি, সাঙ্খ্যোক্ত দুঃখবাদ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে অদ্যকার বক্তা মহাশয়ের বিদ্যাবত্তা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি যে এই নীরস ও দুরূহ বিষয় যেরূপ সরসভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার। এরূপ সভায় সভাপতির প্রয়োজন হয় না। তথাপি আমি সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কপিল হিন্দুদর্শনের আদি প্রবর্ত্তক—এই মত অবিসংবাদিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাঙ্খ্য-সম্বন্ধে গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বিষেশতঃ সাঙ্খ্যপ্রবচনসূত্র যে কপিল-প্রণীত, তাহা সন্দেহজনক—এই কথা হীরেন্দ্র বাবু সুন্দরভাবে আমাদের বুঝাইয়াছেন। সাঙ্খ্য-মত যে অপবাদদুষ্ট, তাহা শঙ্করের সাঙ্খ্যমত নিরাস করায় বেশ বুঝা যায়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ　　　　শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১৪ই মাঘ, ১৩২৯, ২৮এ জানুয়ারী ১৯২৩ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়:—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ। অনুবাদক ও পাঠক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৩০এ মাঘ ১৩২৯, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়ঃ—সাঙ্খ্যদর্শন (দ্বিতীয় অংশ)। বক্তা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় 'সাঙ্খ্যদর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। এই দিন তিনি 'পুরুষতত্ত্ব' বিষয়ে সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে তাঁহার বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৭এ মাঘ ১৩২৯, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সাঙ্খ্যদর্শন-সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা দিলেন এবং বলিলেন যে, অদ্য তাঁহার বক্তৃতা একরূপ শেষ হইলেও, আরও বক্তব্য বিষয় রহিয়াছে।

অদ্য তিনি সাঙ্খ্যের মুক্তি—পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ, সাঙ্খ্যোক্ত উপলব্ধি-তত্ত্ব-বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয় সভার পক্ষে অনুরোধ করায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু আগামী শনিবারে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা দিবার প্রতিশ্রুতি জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

ানেন্দ্রনাথ ঘোষ	শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩২৯, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—'সাঙ্খ্যদর্শন' সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাঙ্খ্যদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা করিলেন। এই দিন তিনি সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতির তত্ত্ব—প্রকৃতির স্বতঃপরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শেষ হওয়ায়, দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "এতদিন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছিলাম, আজ তাহার শেষ হওয়ায়, আমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে। সাঙ্খ্যের নীরস বিষয়টিকে সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন।" তৎপরে তিনি হীরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

সকলের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার ঐ চারিটি বক্তৃতা একত্র ছাপাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় তজ্জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, ৪ঠা মার্চ্চ, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য
আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

আলোচ্য-বিষয়—প্রবীণ সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহূত হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ৺বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ছিলেন। কতকগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া তিনি বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "শৈশব-সহচরী" এবং "মধুমতী" বঙ্গ-সাহিত্যের বহুমূল্য সম্পদ্। তিনি বঙ্কিমযুগে 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিতেন, পরে অন্যান্য সাময়িক পত্রেও লিখিতেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতকামনা সর্ব্বদাই করিতেন। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত ও পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' অনেকেই দেখিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থ সম্পাদনে তিনি যেরূপ অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'বীরভূমি' নামক এক মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত তিনি নানাভাবে জড়িত ছিলেন। এই পরিষদের গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জানিতেন। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা। বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক। সেই যুগে যে সকল উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন বলিয়া বঙ্গ-সাহিত্য আজ এত উন্নত—সেই সকল রত্নের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র অন্যতম। সে যুগের "একে একে নিবিছে দেউটি"—সকলেই গিয়াছেন, এখন একজন মাত্র অবশিষ্ট। তিনি বৃদ্ধবয়সে এখন যুবকের ন্যায় উৎসাহী। পূর্ণবাবুর নিকট সে যুগের অনেক ছবি আমরা পাইয়াছি। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত—তাঁহার স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু বলিলেন যে, পরিষদ্প্রতিষ্ঠাতৃ উদ্যোক্তৃগণের মধ্যে নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম। তিনি সে সময় পরিষদের কার্য্যে বিশেষ ব্রতী ছিলেন এবং পরিষদের জন্য প্রাণপণে খাটিতেন। তিনি 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন—চণ্ডীদাসের দেশের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন—চণ্ডীদাসকে তিনি অতি নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন—চণ্ডীদাসের একজন পরমভক্ত ছিলেন। পরিষদের জন্য ঐ পদগ্রন্থ সম্পাদন করেন নাই—প্রাণের টানে ও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তাহা সম্পাদন করিয়া পরিষদের হস্তে দিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ রসজ্ঞ ছিলেন—ভাবুক ছিলেন। আর 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' নীলরতন বাবু সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া এত মধুর হইয়াছে—এত সুন্দর হইয়াছে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন—কি করিয়া তিনি সময় পাইতেন, তাহা জানি না। এই মহৎকার্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এ কথা কেহ কখনই ভুলিবে না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, তিনি অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনের সংবাদ যথাসময়ে পান নাই বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারেন নাই। স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর বিষয়ে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় অনেক কথা অবগত আছেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি ৺নীলরতন বাবুর জীবনচরিত্র পাঠ করিতে পারিতেন। নীলরতন বাবু ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে বীরভূম জেলার জামনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কান্দী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বর্দ্ধমানে পড়িতে আসিয়া বর্দ্ধমানের রাজ-লাইব্রেরীর গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। বি এ পাশ করিয়া তিনি মুরশিদাবাদের বেলডাঙ্গার স্কুলে হেডমাষ্টার হন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া কলিকাতায় আইন পড়িতে আসেন। এখানে কটন স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ঐ সময় বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার (Bengal Academy of Literature) স্থাপিত হয়, তৎপরে ইহা বর্ত্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়। সে সময় তিনি পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। Bengal Academy of Literatureএর পত্রিকায় প্রথম বাঙ্গালা যে প্রবন্ধটি বাহির হয়, তাহা তাঁহারই লিখিত। প্রবন্ধের নাম "ইংরাজ অধিকারে বাঙ্গালা কাব্য"। দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি কীর্ণাহার হইতে ১৮৯৭খৃঃ 'বীরভূমি'

নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। তথায় নূতনভাবে সাহিত্যালোচনার প্রবাহ চালাইয়াছিলেন। তৎপরে ১১ বৎসর রামপুরহাটের স্কুলে হেডমাষ্টারের কাজ করেন—সেখানে 'বীরভূম-বাসী' নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র চালাইয়াছেন। তিনি একজন আদর্শ হেডমাষ্টার ও আদর্শ গৃহী ছিলেন; ইংরেজি শিক্ষা পাইয়াও তাঁহার সেকেলে ধরণ ধারণ বজায় ছিল। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' বাঙ্গালা-সাহিত্যের ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌরবের সামগ্রী। এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য তিনি ১৪ বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রকাশিত হওয়ার পর, তাঁহার চণ্ডীদাসের পদাবলী'র নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছা ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ব্রজকথা' নামক এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বীরভূমবাসীর পক্ষে যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার মন্তব্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, ৺নীলরতন বাবুর জীবনচরিত্রের জন্য শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়কে জানাইলে ভাল হইত এবং আরও বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া ৺নীলরতন বাবুর বিষয়ে অনেক সংবাদ জানিতে পারা গেল এবং তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইল। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার সঙ্কলিত কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইল না বলিয়া, তিনি পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করিলেন। তৎপরে তিনি ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত মন্তব্য দুইটি উপস্থিত করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রবীণ সদস্য ও ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'-সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বঙ্গ-সাহিতের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পবিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত মৃত মহাত্মাগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা বীরভূমবাসীর পক্ষে ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিবেন।

সভাপতি মহাশয় এই সাধু সঙ্কল্পের জন্য বীরভূমবাসীর পক্ষে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবুকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে এই দুইটির অধিবেশনের কার্য্য ৬৷৹টার সময় শেষ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ　　　　শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

(দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়)।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ :—(ক) শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়-লিখিত “ব্রহ্মা” এবং (খ) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-লিখিত “মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা” নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) শ্রীকান্ত বিশ্বাস, (খ) নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (গ) পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে এবং ৭। বিবিধ।

সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। গত চতুর্থ ও পঞ্চম মাসিক ও পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণগুলির বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং উক্ত কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, এতদিন এইসকল কার্য্যবিবরণ অধিবেশনে উপস্থিত না করা উচিত হয় নাই, যাহাতে অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অতঃপর সেইরূপ ব্যবস্থাই হইবে। কার্য্যবহুল্যবশতঃ এত দিন হইয়া উঠে নাই।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় অদ্য সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত 'ব্রহ্মা' নামক প্রবন্ধ ইতিহাস-শাখার অনুমোদিত হইয়াছে এবং ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়-লিখিত এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 'ব্রহ্মা' নামক প্রবন্ধের ইহা আলোচনা। পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে সকলের আলোচনার সুবিধা হইবে। তৎপরে এই প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় "মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ তাঁহার প্রণীত উক্ত নামীয় গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া লেখক পাঠ করিলেন এবং বলিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার সত্বরেই প্রকাশ্য গ্রন্থ হইতে যে সকল নমুনা দিলেন, তাহা শুনিয়া বোধ হইল যে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্ হইবে এবং তাহা প্রকাশিত হইলে, সমালোচনার অবসর পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগে বাঙ্গালায় সব জিনিস সস্তা ছিল, কিন্তু টাকা ও যানের দুর্ভিক্ষ ছিল। এ অবস্থা খুব সুবিধাজনক নহে। তখন সোণা-রূপা সস্তা ছিল—সাত হাত কাপড়ে চলিত। এখনকার অবস্থার সহিত তখনকার অবস্থা তুলনা করা চলে না। ১৩শ শতাব্দীতে কোন লোকের ১২৲ টাকায় বৎসর কাটিয়া যাইত—শুনিয়া মনে হয়, স্বপ্ন। তখন দুর্ভিক্ষ হইত, কিন্তু তাহা স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকিত—দেশব্যাপী হইত না। তুলনার সময় কেহ যেন ভুল করিয়া মনে না করেন যে, তখনকার অবস্থা এখনকার অবস্থার অপেক্ষা ভাল ছিল। এখন টাকা বেশী—অবশ্য তাহা আমরা খাই না। তখনকার সুখ এখনকার দুঃখের নামান্তর। এই বলিয়া বক্তা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুকে তাঁহার নিজের ও পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যদিও তিনি আংশিকভাবে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তথাপি তিনি মধ্যযুগের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে দেশে সে সময়ে যে অন্নকষ্ট ছিল না এবং নানা কৃত্রিম অভাব পূরণ করিবার জন্য লোক পাগল হইয়া বেড়াইত না, তাহা বেশ বোঝা গেল। অন্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া এ দেশের লোকের কৃত্রিম অভাব যে বাড়িয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বাবু যাহাই বলুন, লোকবিশেষের মধ্যে টাকা বেশী হইলেও এখন দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে অন্নকষ্ট অধিক হইয়াছে। সে কালে যানের ও টাকার অভাব ছিল সত্য এবং তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্থানান্তরে পাঠাইয়া স্থানীয় অভাব মোচন অথবা টাকা আনিতে সুবিধা ছিল না, কিন্তু তখন দেশে এত প্রচুরপরিমাণে ফসল জন্মিত যে, দীর্ঘকালব্যাপী অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্যপ্রকার প্রাকৃতিক বিপ্লব না হইলে কোথাও দুর্ভিক্ষ হইত না। বিদেশের পণ্ডিতগণ

এদেশে বেড়াইতে আসিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় যে, কখনই ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ এদেশে হইত না। তখন দুর্ভিক্ষ কদাচ স্থানবিশেষে হইত, দেশ জুড়িয়া হইত না। প্রবন্ধ শুনিয়া মনে হইতেছিল, যেন আমরা কোন স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছি। তখন ডাকাত প্রভৃতির উপদ্রব থাকিলেও, এখনকার মত অসুখী কেহ ছিল না। সংসারের অসচ্ছলতাই সকল অসুখের নিদান। পেটের ভাতের সংস্থান থাকিলে লোক অন্য অসুবিধা তত গ্রাহ্য করে না। কালীপ্রসন্ন বাবুর তখনকার এই চিত্র পড়িয়া এবিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

৬। সভাপতি মহাশয় পরিষদের সদস্য শ্রীকান্ত বিশ্বাস, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ — শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, সদস্য—শ্রীযুক্ত পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক, 'বন্দে-মাতরম্', ৭৮।১ বলরাম দে ষ্ট্রীট্; কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট্; কবিরাজ শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেনগুপ্ত বি এ, এম্ বি, ৮৮ বলরাম দে ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদঃ—মোহন্ত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ মালীপাড়া লেন, বরাহনগর, পোঃ আলাম-বাজার; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত, ৯।১ শোভারাম বসাক গলি, বহুবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ৫৭।২এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম্ এ, ৭ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ নিয়োগী, ২৫।২ বৃন্দাবন পাল গলি; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, পুলিশ হাঁসপাতাল, রসারোড় নর্থ, প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র সান্যাল এম্ এ, বি এল্, ১০ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ১১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১৫ ব্রজনাথ দত্ত লেন, বৌবাজার; শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, ৮ রামমোহন রায় রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, ১৫ শোভারাম বসাক লেন, কলুটোলা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন পাইন, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২১ গ্রে ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত রাসগৌর ঘোষাল, ১২১ গ্রে ষ্ট্রীট্, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বর্দ্ধমানরাজ, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ সাহা, রাধানগর, বর্দ্ধমান; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মণ্ডল, ৮ হরচরণ মল্লিক লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ, বর্দ্ধমান, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্যামবাজার, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ময়ূরমহল, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বড়-বাজার, বর্দ্ধমান। প্রঃ—রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ উকীল, জলপাইগুড়ি; শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গতিমাধব রায় চৌধুরী, ৭৪ বদরী-দাস টেম্পল ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৪৭ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্‌সি, ২৯ মদন মিত্র লেন; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বসু বি এ, ২৯ মদন মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ রায়, ১৪।১ সুবলচন্দ্র লেন; শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসু বি এ, ৬৫ আমহার্ষ্ট রো, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখো-পাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বি এ, ৫৯বি বাগবাজার ষ্ট্রীট্, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত বি টি, ১৪ পামার বাজার রোড, এণ্টালী; কুমার শ্রীযুক্ত শক্তি-শেখরেশ্বর রায় বি এ, ৫৬।১ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রাহা এম্ এ, বি এল্, প্রাইভেট সেক্রেটারী, দ্বারভাঙ্গারাজ; শ্রীযুক্ত ডাঃ মনোমোহন রায় এল্ এম্ এস্, চিফ মেডিকেল অফিসার, দ্বারভাঙ্গা; শ্রীযুক্ত বি, সি, রায় বি এস্‌সি, এ এম্ আর এ এস্ ই, চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার, ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন, ব্রোচ্ (বোম্বাই); শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এ, অফিঃ হেড্ মাষ্টার, রাজ হাই স্কুল, দ্বারভাঙ্গা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মল্লিক, ৩২ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া; শ্রীযুক্ত হীরালাল নন্দী, ৪৫ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লেন, সাউথ ব্যাঁটরা. হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ এস্ এন্ রায়, এম্ বি, এফ্ আর সি এস্ (এডিন), ডি বি এস্ (লণ্ডন), ৪৯ চক্রবেড়ে নর্থ, পোঃ এলগিন রোড; অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধাময় ঘোষ এম্ এ, বি এস্ সি (এডিন) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, মেডিক্যাল কলেজ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন নাগ, ৬৩।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্ ; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকৃষ্ণ মিত্র, ২০।১ মদন মিত্র লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মুন্সী, ৫৫ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত লালবিহারী মিত্র পোষ্ট মাষ্টার, বাঁকুড়া ; শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার, বাঁকুড়া, প্রঃ—শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীরঘুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান ; শ্রীযুক্ত বনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তকের তালিকা

পুথি

চৈতন্য-চরিতামৃত (আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ড) ; উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়।

পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র—উপহৃত পুস্তক—(১০) যম-জব্দ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৌলিক—(২) ময়মনসিংহের কথা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩) চতুর্ব্বেদ, (৪) সোনার কাঠি, (৫) স-জীবনী কালিদাসের কবিতা, (৬) মালসংক্রান্ত আইন ও অপরাপর নিয়মের সার সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী—(৭) বুদ্ধবোধ বর্ণপরিচয়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(৮) যজুঃসংস্কার-পদ্ধতি, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(৯) 'সুব্রাহ্মণ' মাসিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র মজুমদার—(১০) ব্রহ্মবাদ ও ঈশ্বর-মীমাংসা। The Officer-in-Charge. Bengal Sectt. Book Depot—(১১) Report on the Administration of the Salt Department in Bengal during the year 1921-22, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্র-নাথ বসু—(১২) The Social History of Kamarupa, Vol. I. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১৩) Statistical Tables relating to Banks in India, 1921. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৪) Popular Tales of Bengal, (১৫) Creative Unity, (১৬) Lion's Pilgrims, (১৭) George V. Our Sailar King. The Superintendent, Archaeological Survey of India. Western Circle—(১৮) Progress Report of Archaeological Survey of India, Western Circle. (Archaeology) for the year ending 31st March 1921. শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(১৯) Nadir Shah. শ্রীযুক্ত জে, সি, দত্ত,—(২০) Toru Dutt. শ্রীযুক্ত বামনদাস মজুমদার—(২১) Lord Sree Gauranga's Teactings to Sanatan Goswami. The Director, Geological Survey of India—(২২) Records of the Geological Survey of India, Vol. LIII. Part 4.

খ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৫৩। জরাসন্ধের রাজধানীর চতুর্দ্দিকে চৈত্য ও রথ প্রভৃতি পাঁচটি পর্ব্বত ছিল। শত্রু এই পর্ব্বতে আরোহণ করিলেই পর্ব্বত গর্জ্জন করিয়া উঠিত। ইহা ছাড়া তিনটি ভেরী শত্রুর আগমন বুঝিলেই গর্জ্জন করিতে থাকিত এবং দুইটি নাগ, রাজধানী প্রবেশে শত্রুদিগকে বাধা দিত। ভীম, পদাঘাতে শিখর চূর্ণ করিয়া পর্ব্বতকে, অর্জ্জুন বাণদ্বারা ভেরীত্রয়কে এবং কৃষ্ণ, গরুড়কে স্মরণ করিয়া নাগদ্বয়কে বিনাশপূর্ব্বক জরাসন্ধের রাজধানীতে প্রবেশ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সঞ্জয়ী মহাভারতে এ কথা নাই।

মূল মহাভারত

কৃষ্ণসমেত ভীম ও অর্জ্জুন বৃষরূপধারী দৈত্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত তিনটি ভেরী এবং চৈত্যশৃঙ্গ ভঙ্গ করিয়া পুরপ্রবেশ করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৪। জরাসন্ধ, যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া উপবাসী অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের সহিত অন্তঃপুরে ছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ, একাদশীর উপবাস করিয়া, পরদিন পারণার সময় ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে ছিলেন, এমন সময় কৃষ্ণ প্রভৃতি তথায় গমন করেন।

মূল মহাভারত

কৃষ্ণ প্রভৃতি যখন পুরপ্রবেশ করেন, সেই সময় বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া রাজা জরাসন্ধ, তৎশান্তির জন্য উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ভীম, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৫। জরাসন্ধ-বধের পর তৎপুত্র সহদেব কৃষ্ণের শরণাগত হইলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধ-বধের পর, জরাসন্ধের তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সৈন্যসকল নিহত হইলে, কৃষ্ণ জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

মূল মহাভারত

ভীমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জরাসন্ধ নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এবং জরাসন্ধবধের পর, সহদেব কৃষ্ণের শরণাগত হইলে, তিনিও তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৬। রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত দিগ্বিজয় করিতে অর্জ্জুন উত্তরে, ভীম পূর্ব্বে, নকুল পশ্চিমে এবং সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন।

সপ্তরথী মহাভারত

রাজসূয় যজ্ঞে দিগ্বিজয় করিবার জন্য ভীম উত্তরে, অর্জ্জুন দক্ষিণে, নকুল পূর্ব্বে এবং সহদেব পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন।

মূল মহাভারত

অর্জ্জুন উত্তর, ভীম পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্ব্বদিক্ জয় করেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৭। কাশীদাসী মহাভারতে এই উপাখ্যান নাই।

সপ্তরথী মহাভারত

অর্জ্জুন, দক্ষিণে সিন্ধুকূলে মন্দার পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে চন্দ্রানদীর তীরে স্বর্ণকন্দলী বনে হনূমান্ বাস করেন। সাক্ষাতে উভয়ের পরিচয় হইলে, অর্জ্জুন তাঁহার নিকট নিজের লঙ্কাগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অর্জ্জুনের পক্ষে সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া হনূমান্ মত প্রকাশ করিলে, অর্জ্জুন বলিলেন যে, ইহা অতি অল্পায়াসেই হইতে পারে। তখন অর্জ্জুন সমুদ্রের উপর একটি শরময় সেতু নির্ম্মাণ করিলে, হনূমান্ পর্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন। হনূমান্ পূর্ণ বলপ্রয়োগ করিয়াও সেতু টলাইতে না পারিয়া, সমুদ্রে অবতরণ করিয়া দেখেন যে, সেই সেতুর প্রত্যেকটি শর স্বয়ং নারায়ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হনূমান্ তখন পরমভক্তজ্ঞানে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

মূল মহাভারত

মূলে নাই।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ ফাল্গুন, ১৩২৯, ৭ই মার্চ্চ ১৯২৩, বুধবার অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (দ্বাদশ অধ্যায়)। বক্তা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজো-লিখিত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন। এই অনুবাদ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে, সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, এই অনুবাদ শুনিয়া মনে হইল না যে, ইহা অনুবাদ; ইহা মৌলিক প্রবন্ধ বলিয়া মনে হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ ফাল্গুন ১৩২৯, ১০ই মার্চ্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬৷৹টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—বৌদ্ধ-দর্শন (বৌদ্ধ-নীতিতত্ত্ব, জ্ঞানবাদ ও সত্তাবাদ) নামক ২য় প্রবন্ধ। বক্তা—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৌদ্ধদর্শনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক বিষয়েরই অবতারণা করিয়াছেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইতেছে। আশা করি, তিনি যখন তাঁহার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিবেন, তখন যে যে বিষয়ে তিনি সংক্ষেপ করিয়াছেন, সেগুলি যেন বিস্তারিতভাবে বলেন। আমরা আরও আশা করি, তিনি মনোবিজ্ঞানের মত বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়েও একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। ঋত ও সত্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহা কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণার অনুযায়ী হইলেও, তাঁহার মত গ্রাহ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যেরা বলেন যে, প্রাচ্য নীতিবাদ (Ethics) পরার্থসাধক নহে এবং অসঙ্গতরূপে Ascetic, বক্তা ইহার সঙ্গত প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমরা একমত।"

তাহার পর সভাপতি মহাশয় আরও কয়েকটি বৌদ্ধদর্শনের গুরুতর কথার আলোচনা করিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২৯, ২৫এ মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২৪টি প্রাচীন মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "অগ্নি" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সকল কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্ট লিখিত উপহারপ্রাপ্ত প্রাচীন পুথি ও পুস্তকগুলির নাম পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত ২৪টি নিম্নলিখিত শ্রেণীর প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

মুদ্রার শ্রেণী	ধাতু	সংখ্যা
তুরাণীবংশীয় তৈমুর	রৌপ্য	৭
মোগলবংশীয় সাহ্‌জাহান	„	১
„ সাহ্‌আলম ২য়	„	১
সুরবংশীয় ইস্‌লাম সাহ্‌	তাম্র	১১
মালবদেশীয় খিলজিবংশীয়	„	২
প্রাচীন সুলতান কোবাচা		
নাসিমুদ্দিন কোবাচা (?)	„	১
মহম্মদ সাহ বিন (?)	„	১
		২৪

৬। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যগণ আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোটপরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী
৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার।

৭। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরমহিতৈষী সদস্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী এবং বিখ্যাত উকীল মনোজমোহন বসু বি এল্ মহাশয়ের এবং মুরশিদাবাদ-রঘুনাথগঞ্জের জমিদার তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। মনোজ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি পরিষদের পক্ষে মৃত মহাত্মাগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহাদের নিকট পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হইবে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৮। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "অগ্নি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, রায় শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিলেন। এই সকল আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে,

'অগ্নি' বিষয়ে এত আলোচনার জিনিস রহিয়াছে যে, ২।৩টী অধিবেশনে সেই সকল আলোচনার ফল জানাইতে পারা যায় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদস্য—শ্রীযুক্ত শ্যামচন্দ্র রায়, ১৩ বিডন রো; শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস, ১০৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ বাগবাজার ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভড়, ৩১ ক্লাইব ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র নন্দী, ২।১।১ সার্পেণ্টাইন লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দে, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ শচীন্দ্রভূষণ পাল বি এ, এল্ এম্ এস্, ৩০ মথুরসেন গার্ডেন লেন; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল্, উকীল স্মল কজ কোর্ট, ৬ স্লাকোয়ার স্কোয়ার; শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, ৪।৩ হেমকর লেন; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ৭ প্রাণনাথ চৌধুরী লেন, কাশীপুর ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হারাণকুমার চট্টোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার, বি, এন্, আর্; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ওভারসিয়ার, বি, এন্, আর, H. C. Construction Dist. No. 2. Sub division, No. 2. Camp. প্রঃ—শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, চাঁইবাসা; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, উকীল, চাঁইবাসা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মণ্ডল, জমিদার, গ্রাম কশাড়িয়া, পোঃ খেজরী, (মেদিনীপুর)। প্রঃ—শ্রীযুক্ত হারাচন্দ্র দাস, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, ২৫ শোভারাম বসাক লেন, কলুটোলা; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর বি এল্, ২৫।১।১ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, হেডমাষ্টার, হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুল; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, চুঁচুড়া; মৌলবী খলিলুর রহমান খাঁ এম্ এ, চুঁচুড়া, ইংলিশ রোড; শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ পাইন, জমিদার, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাইন, এটর্ণি-এট্-ল, ঘুটিয়া-

বাজার, হুগলী; শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক বি এল্, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার বসু, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কন্জারভেটর অব ফরেষ্ট, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং; শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু বি এস্‌সি, জিয়লজিষ্ট, রামগড় পোঃ, হাজারিবাগ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এস্‌সি, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কন্জারভেটর অব ফরেষ্ট, বাগডোগরা পোঃ, দার্জ্জিলিং; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, উকীল, নড়াইল, যশোহর; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, ৯৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র রায়, উকীল, ৪।ই মোহনলাল ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত অম্বিকামোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা, মধুপুর, রংপুর, প্রঃ—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব ডাঃ শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী, চিফ্ মেডিকেল অফিসার, জামসেদপুর; ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, হেল্‌থ অফিসার, জামসেদপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বসু, এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার, রাভেন্সা কলেজিয়েট স্কুল, কটক; শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বালুবাজার, কটক। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী পাল, ১১৩ হ্যারিসন রোড; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আঢ্য, লালচাঁদ আঢ্য এণ্ড কোং, মীরবহর ঘাট, রাজার চক, বড়বাজার, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এস্‌সি, ৭৪ বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ পাল, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গ্রাম কালীয়ারা, পোঃ, চন্দননগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ১।১ হরিতকীবাগান লেন; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধায়ের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় জমিদার, আরমাণিটোলা, ঢাকা; শ্রীযুক্ত কেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার ও মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ার-ম্যান্, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধারমণ সাহা, উকীল, জজকোর্ট পাবনা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার আয়কত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, চাঁইবাসা, সিংহভূম। শ্রীযুক্ত মুরলীধর মিত্র, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, চাঁইবাসা, সিংহভূম। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নৃপতিকান্ত রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার বি এ, ২ বেণীনন্দন লেন, ভবানীপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ—শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ দত্ত, ১০।২ অবিনাশ মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী. সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার মণ্ডল, ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিস, ৬৫বৌড্‌ন্ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন এম্ এ, কৃষ্ণনগর।

খ—পরিশিষ্ট

উপহৃত পুথি ও পুস্তক

পুথি—

চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ)—উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ শরৎকুমার দত্ত এল্ এম্ এস্।

পুস্তক—

উপহারদাতা—The Registrar, Calcutta University—(১) *Journal of the Department of Letters, Vol. IX.* 1923, (২) Calcutta University Calendar for the year 1920. Part III. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩) Lover's Gift and Crossing (Tagore), (৪) The Gardener (Tagore), (৫) Sakuntala or Fatal Ring, (৬) The Meghduta or Cloud Messenger, (৭) Bhagabat Gita or Sacred Song. Le Editeur, Librairie Ancienne, H. Champion—(৮) Bulletin De La Societe De Linguistique De Paris. Tome XXIII No 3. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat. Book Depot—(৯) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1921-22. (১০) Report on the Working of the Co-operative Societies in Bengal, 1921-22. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১১) Statements showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1921-22. Agricultural Advisor to the Govt. of India—(১২) Review of Agricultural Operations in India, 1921-22, The Officer-in-charge, Bengal Sect. Book-Depot—(১৩) Report on Administration of Bengal during 1920-21. শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়—(১৪) মোগল বাদসা, (১৫) একটা-কিছু, (১৬) খেয়াল ; শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু—(১৭) প্রতিষ্ঠা, (১৮) চরকার উৎসর ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর—(১৯) গান্ধি-কীর্ত্তন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২০) মুক্তধারা, (২১) বিবাহ-তত্ত্ব ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ব-বিশারদ—(২২) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (১ম খণ্ড সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-তত্ত্ব), (২৩) ঐ ২য় খণ্ড মেরুতত্ত্ব ; শ্রীযুক্ত সম্পাদক, ব্রাহ্মণরক্ষা-সভা, কাশী—(২৪) ত্রিসন্ধ্যা-তত্ত্ব, (২৫) শিবার্চ্চন-তত্ত্ব, (২৬) রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য, (২৭) তুলসী-মাহাত্ম্য, (২৮) গঙ্গোদক-মাহাত্ম্য ; শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, (২৯) কবিকথা, ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৩০) আর্ট ও সাহিত্য ; শ্রীযুক্ত প্রকাশক, জ্ঞান-মণ্ডল, কাশী, (৩১) সারনাথ কা ইতিহাস (হিন্দী), (৩২) ব্রিটিশ ভারত আর্থিক কা ইতিহাস, (৩৩) রাজনীতি-শাস্ত্র (৩৪) রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়-শাস্ত্র, (৩৫) আঙ্গেজ জাতি কা ইতিহাস।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৫৮। জরাসন্ধবধের পর, কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন। তৎপরে অর্জ্জুন প্রভৃতির দিগ্বিজয়যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

জরাসন্ধবধের পর, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করেন। পরে অর্জ্জুন প্রভৃতি দিগ্বিজয় করিয়া আসিলে, তিনি দ্বারকায় যান।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৫৯। ময়-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব সভামধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভার

যুধিষ্ঠির ভাগীরথীতীরে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিয়া দ্রৌপদীর সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, এমন সময় ময় দানব আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং পরে সেই সভায়ই যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

মূল মহাভারত

এবিষয়ে মূলে কিছু উল্লিখিত নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

৬০। রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে কৃষ্ণ ও অন্যান্য রাজগণ স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলে, দুর্য্যোধন কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন। একদিন শকুনির সহিত তিনি ময়-নির্ম্মিত যুধিষ্ঠিরের সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় স্ফটিক-নির্ম্মিত বেদী দেখিয়া তাঁহার জলাশয়ভ্রম হইল; অমনি ভিজিবার ভয়ে বস্ত্র গুটাইতে লাগিলেন। এইরূপ জলাশয়ে স্থলভ্রম করিয়া তাহাতে পড়িয়া গেলেন; প্রাচীরে দ্বার বোধ করিয়া গমন সময়ে কপালে আঘাত পাইলেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে সভাস্থিত সকল লোক হাসিয়া আকুল হইল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ সময়ে অন্যান্য রাজগণের সহিত দুর্য্যোধন যখন ইন্দ্রপ্রস্থে আসেন, সেই সময় ময়-নির্ম্মিত সভায় প্রবেশ করিয়া দুর্য্যোধনের স্থলে জল, জলে স্থল ও অদ্বারে দ্বারভ্রম হয় এবং তজ্জন্য সকলের নিকট তিনি হাস্যাস্পদ হয়েন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসার ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬১। ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পঞ্চপাণ্ডব পাশা খেলিবার জন্য হস্তিনায় আসিলেন এবং দ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উনত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সদস্যগণ ও সাধারণের সমীপে বিগত উনত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ উপস্থিত করা হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের তিনজন বান্ধব ছিলেন, মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব বাহাদুর কে টি, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্ এবং রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

সদস্য

বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট—৮, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৫, মৌলবী—০, সহায়ক—২২, সাধারণ—২১৯১, (কলিকাতা ১১৭৯, মফস্বল ১০১২) মোট ২২৩২।

শ্রেণীভেদে সদস্যগণের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য—বর্ষারম্ভে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। পরে বিগত বার্ষিক অধিবেশনে ফরাসী-দেশীয় পণ্ডিত ডাঃ সিলভেঁ লেভি মহোদয় বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) আজীবন-সদস্য—পূর্ব্ববৎসরে যে ৬ জন আজীবন-সদস্য ছিলেন, এ বৎসরেও তাঁহারাই রহিয়াছেন। এই শ্রেণীর কোন নূতন সদস্য পাওয়া যায় নাই।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ও বর্ষাশেষে এই শ্রেণীর ৫ জন সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে কোন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত হয় নাই।

(ঘ) মৌলবী-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে কেহই পরিষদের মৌলবী-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে ২ জনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় এবং একজনের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহাদের পদ শূন্য হইয়াছে এবং বর্ষমধ্যে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব বর্ষশেষে সহায়ক-সদস্য-সংখ্যা ২০ জন হইয়াছে।

পুরাতন সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের নিকট পরিষৎ নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অন্নদা-

কুমার তন্ত্ররত্ন, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ও বিবিধ বিষয়ে পরিষদের কার্য্য করিয়াছেন।

(চ) সাধারণ-সদস্য—(১) আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কলিকাতায় ১১৭৯ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৯ জন কলিকাতাবাসী মফস্বলে গিয়াছেন, ১১ জন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং ১০৮ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনাদির পর, বর্ষশেষে কলিকাতায় ১২৬৯ জন সদস্য ছিলেন।

(২) বর্ষারম্ভে ১০১২ জন মফস্বলবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১৮ জন সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ১১জন মফস্বলবাসী কলিকাতায় আসিয়াছেন, ৯ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন এবং ১৭ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্যগণের সংখ্যা ১০০৯ হইয়াছে।

বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফস্বলের সদস্য লইয়া সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২২৭৮ হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৭০০ জন সদস্য দুই বৎসরের অধিককাল চাঁদা দিতেছেন না বলিয়া ৪২ (ঘ) নিয়মানুসারে তাঁহাদের নিকট পত্রিকাদি প্রেরণ বন্ধ রহিয়াছে। সুখের বিষয়, পত্র-ব্যবহারের ফলে এই ৭০০ জনের মধ্যে ৩০ জন রীতিমত চাঁদা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, আগামী বর্ষমধ্যে তাঁহারা আবার পরিষদের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্ব অনুরাগ ও কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ করিয়া দিবেন। সদস্যগণের নিকট হইতে যে চাঁদা পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হয়। দুঃখের বিষয়, এইভাবে চাঁদা অনাদায় হওয়ায়, বর্ষশেষে আরব্ধ কাজগুলি শেষ করিতে পারা যায় না। তজ্জন্য পরিষদের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, এই সকল অসুবিধা দূর করা অচিরেই আবশ্যক। তজ্জন্য যাঁহাদের নিকট চাঁদা বহু দিন হইতে বাকী পড়িয়া আছে, তাঁহাদিগকে পরিষৎ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন যে, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বাকী চাঁদা শোধ করিয়া দিবেন।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের বলবৃদ্ধির জন্য নূতন সদস্য সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য বর্ষের শেষভাগে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত সকল সদস্যকে দুই জন করিয়া নূতন সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। মাত্র ৭০ জন নূতন সদস্যের প্রস্তাব আসিয়াছে। তাঁহাদের নিকট যথারীতি নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। এখনও নির্ব্বাচিত সমস্ত সদস্যগণের নিকট হইতে চাঁদা ও প্রবেশিকা পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, যে সকল সদস্য এখনও দুই জন করিয়া নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বরেই দুইজন করিয়া নূতন সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবেন। নানা বিষয়ে ব্যয়-বাহুল্য ঘটায়, আয়-বৃদ্ধির জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে,—

বিশিষ্ট——৯	সহায়ক————২০
আজীবন—৬	সাধারণ————২২৭৮
অধ্যাপক—৫	কলিকাতা—১২৬০
মৌলবী——০	মফস্বল———১০০৯
	২২৭৮
	২৩১৮

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত এক জন সহায়ক এবং ৩৮ জন সাধারণ-সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহাদের পরলোকগমনে বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য

১। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর)।

সাধারণ-সদস্য

১। অনাথবন্ধু দে (কলিকাতা)।
২। অনুকুলচন্দ্র রায় বি এ (কুমিল্লা)।
৩। ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ (কলিকাতা)।
৪। অমৃতলাল দত্ত (কলিকাতা)।
৫। আমোদকৃষ্ণ বাগচা (কলিকাতা)।
৬। আশুতোষ চক্রবর্ত্তী (রাণীগঞ্জ)।
৭। ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম)।
৮। গিরিজামোহন রায় (কোচবিহার)।
৯। গিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (তালজঙ্ঘা, ময়মনসিংহ)।
১০। জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)।
১১। তারিণীপ্রসাদ ধর (কান্দী)।
১২। নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আলমবাজার)।
১৩। নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ (জামনা, বীরভূম)।
১৪। পতিতপাবন রায় (চন্দনপুর, খুলনা)।
১৫। পয়োধিনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)।
১৬। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কাঁটালপাড়া)।
১৭। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্ ডি (কলিকাতা)।
১৮। রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বি এ বাহাদুর (ফরিদপুর)।
১৯। বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (কলিকাতা)।

২০। বিজয়কৃষ্ণ বসু বি এ (কোতলপুর, বাঁকুড়া)।
২১। বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ (মালদহ)।
২২। রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি আই ই, বি এল্ (বহরমপুর)।
২৩। মনোজমোহন বসু বি এল্ (কলিকাতা)।
২৪। ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ (কলিকাতা)।
২৫। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এম্ বি ই (কান্দী ও পাইকপাড়া)।
২৬। রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, (চুঁচুড়া)।
২৭। রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সিমলা)।
২৮। রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় (লাভপুর, বীরভূম)।
২৯। রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল্ (ময়মনসিংহ)।
৩০। ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।
৩১। শরচ্চন্দ্র মল্লিক (কলিকাতা)।
৩২। শ্রীকান্ত বিশ্বাস (কলিকাতা)।
৩৩। সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি এল্, এটর্ণি (কলিকাতা)।
৩৪। সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া)।
৩৫। সত্যচরণ মজুমদার (কামারখালি, রাজসাহী)।
৩৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)।
৩৭। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাঁচী)।
৩৮। হীরালাল সান্যাল (কলিকাতা)।

এই সকল সদস্যের পরলোকগমনে পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনে শোকপ্রকাশ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যবন্ধুগণের পরলোকগমন ঘটিয়াছে। ইহাঁরা মৃত্যুকালে পরিষদের সদস্য না থাকিলেও, বহু দিন পরিষদের সদস্যপদে থাকিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

১। অম্বিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ (ফরিদপুর)।
২। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্ (বহরমপুর)।
৩। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ (কলিকাতা)।
৪। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন (কলিকাতা)।
৫। মতিলাল ঘোষ (কলিকাতা)।
। যতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)।
। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি এল্ (মুঙ্গের)।

সাহিত্যাদি চারি শাখা

(ক) সাহিত্য-শাখা—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এই শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই শাখার আহ্বানকারী ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে এই শাখার তিনটি অধিবেশন হয়। এবং সার্কুলার দ্বারা একটি প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ৫টি প্রবন্ধ এই শাখায় আসিয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠের জন্য এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হয়,—

(১) আরবী ও পারসী ভাষায় বাঙ্গালা অনুলিখন—লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন)।

(২) ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গলা কাগজপত্র—লেখক—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় ডি লিট্, এম্ এ।

(৩) জয়দেব ও চণ্ডীদাস—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

অবশিষ্ট দুইটি প্রবন্ধ বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(খ) ইতিহাস-শাখা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই শাখার ৩টি অধিবেশন হয়। সর্ব্বসমেত ১০টি প্রবন্ধ এই শাখায় আলোচনার্থ উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রবন্ধ-সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্ব্বাচিত হয়।—

মধ্যযুগে বাঙ্গালার অবস্থা—লেখক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ দুইটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হয়,—

(১) চিত্র-লক্ষণ—লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

(২) সভাপতির অভিভাষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি অধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়,—

(১) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

(২) অগ্নি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(৩) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী।

(৪) নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

(৫) পবনদূতের বিজয়পুর কোথায় ?—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্।

(৬) আসামের নানা কথা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

(৭) মৌর্য্যযুগে ভারতীয় সভ্যতা (৩য় অধ্যায়)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

উপরি-উক্ত প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন ব্যতীত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-সম্পাদিত

"কামন্দকীয় নীতিসার" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব-সম্বন্ধে এই শাখায় এখনও আলোচনা চলিতেছে। বর্ষশেষে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কৈলাস, মানস সরোবর, আদি বদ্রীনাথ প্রভৃতি স্থানের চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করেন এবং তত্তৎ বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(গ) দর্শনশাখা—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই শাখায় কোন প্রবন্ধাদি না পাওয়ায়, ইহার অধিবেশনের প্রয়োজন হয় নাই। এই শাখার আয়োজনে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় চারিটি বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধদর্শন' সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা পুস্তকাকারে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

(ঘ) বিজ্ঞানশাখা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ সি এস্ মহাশয় এই শাখার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আহ্বানকারী নির্ব্বাচিত হন। এই শাখার ৩টি অধিবেশন হয় এবং সার্কুলার দ্বারা দুইবার সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। সর্ব্বসমেত ৬টি প্রবন্ধ এই শাখায় আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়। দুইটির বিষয়ে এখনও আলোচনা চলিতেছে। বাকী নিম্নোক্ত চারিটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠের এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নির্ব্বাচিত হয়।—

(১) আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

(২) যোগেন্দ্র বাবুর "ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ" আলোচনা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী।

(৩) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (নাদবিজ্ঞান ও ধ্বনি-বিজ্ঞান)—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

(৪) চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

এতদ্ব্যতীত এই শাখা কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, এপর্য্যন্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিজ্ঞান-শাখার তত্ত্বাবধানে যে সকল পরিভাষা সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি একত্র সম্পাদিত করিয়া, বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশিত করা হইবে এবং এই পরিভাষা গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুরকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত চারি শাখার নির্ব্বাচিত সভাপতি, আহ্বানকারী এবং সভ্যগণ শাখার অধিবেশনাদিতে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের উপর অর্পিত কার্য্যভার সম্পাদন করিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের ধন্যবাদভাজন। ঐ সকল শাখার সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

উপরি-উক্ত চারি শাখা ব্যতীত বিগত বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত দুইটি প্রশাখা-সমিতি

গঠিত হইয়াছিল।—(ক) ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত-প্রশাখা-সমিতি এবং (খ) চিকিৎসা-প্রশাখা-সমিতি। আলোচ্য বর্ষে শেষোক্ত প্রশাখা-সমিতির কোনই কার্য্য হয় নাই। প্রথম প্রশাখা-সমিতির দুইটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের মন্তব্যানুসারে জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি দেশ-বিদেশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে, কোষ্ঠীর নকল সংগ্রহ করা হইতেছে এবং জ্যোতিষের পারিভাষিক অভিধান-সঙ্কলনের কিছু কিছু কাজ হইয়াছে।

নদীয়া-সমিতি

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থানের নির্দ্ধারণ ও মৃত্তিকাস্তরের পরীক্ষা না করিলে, প্রকৃত সত্যে পৌঁছিতে পারা যাইবে না। এইজন্য Trial boringএর প্রয়োজন এবং উহা অর্থ-সাপেক্ষ। ইহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি তাঁহার মন্তব্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। জরিপ, পরিমাণ ও পুরাতন দলিল প্রভৃতি সম্বন্ধে মনোমোহন বাবু যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকাস্তরের পরীক্ষা না করিলে পূর্ব্বোক্ত তথ্যগুলি তত প্রয়োজনীয় হইবে না। আশা করা যায়, শীঘ্রই boringএর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে।

প্রাচীন, আধুনিক ও সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে যে সমস্ত ভৌগোলিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্দ্দেশের পক্ষে প্রমাণগুলি পর্য্যাপ্ত নহে। আরও উপাদান সংগ্রহের আবশ্যক।

অধিবেশন

অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন—আলোচ্য-বর্ষের (১৩২৯) ১১ই আষাঢ় রবিবার পরিষদের অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কতিপয় সদস্যের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের পর অষ্টাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়, তৎপর ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইলে পর, বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হয় এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়। তৎপরে কতিপয় প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি প্রদর্শিত ও চারিখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এতদ্ব্যতীত এই অধিবেশনে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা-ভাষার-পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যবস্থা করিয়া পরিষদের জন্মাবধি যে একটি প্রচেষ্টাকে সফল করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এগারটি মাসিক অধিবেশন হয়। নিম্নে এই সকল মাসিক অধিবেশনের দিন, অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের তালিকা এবং সভাপতির নাম প্রদত্ত হইল।

(১) প্রথম মাসিক অধিবেশন—২৪এ ভাদ্র ১৩২৯ রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) ভারতীয় সূদবিদ্যা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(খ) ব্রহ্মা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়।

(গ) আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা। লেখক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

(২) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—১৯এ কার্ত্তিক ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আরবী ও পারসীয় ভাষার বাঙ্গালা অনুলিখন। লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এম্ পি এস্ (লণ্ডন)।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায়, ঐ দিন এই প্রবন্ধ-পাঠ স্থগিত রাখা হয়। পরে ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে লেখক মহাশয়ের সত্বরে কলিকাতা আসিবার সম্ভাবনা না থাকায়, তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা পাঠ করেন।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

(৩) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৬এ কার্ত্তিক ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বৈদিক ভাষার স্বরের সুর। লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(খ) যোগেন্দ্র বাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ। লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

(৪) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৬ই পৌষ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গলা কাগজপত্র। লেখক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

(৫) পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৩এ পৌষ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (General Physics and Acoustics). লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

(খ) চৌম্বক ও তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা। লেখক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বিএ, বিই।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(৬) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—৭ই মাঘ ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আরবী ও পারসীয় ভাষার অনুলিখন। লেখক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ সি এস্ (লণ্ডন)।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

(৭) সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—(ক) ব্রহ্মা। লেখক—শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী।

(খ) মধ্যযুগের বাঙ্গালার অবস্থা। লেখক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

(৮) অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১১ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—অগ্নি। লেখক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্।

(৯) নবম মাসিক অধিবেশন—১৮ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—আসামের নানা কথা। লেখক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

(১০) দশম মাসিক অধিবেশন—১৮ই চৈত্র ১৩২৯, রবিবার। প্রবন্ধ—পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়? লেখক—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ।

(১১) একাদশ মাসিক অধিবেশন—২৫এ চৈত্র, ১৩২৯ রবিবার। প্রবন্ধ—মৌর্য্য যুগে ভারতীয় সভ্যতা (তৃতীয় প্রবন্ধ)। লেখক—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্।

প্রবন্ধ-পাঠাদি ব্যতীত এই সকল মাসিক অধিবেশনে পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত মূল সংস্কৃত, কাশীদাসী ও সঞ্জয়ী মহাভারতের প্রাচীন পুথির রাশি হইতে সঙ্কলন করিয়া মহাভারতের বর্ণিত বিষয়ের উপাখ্যানগত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পঠিত হয়। পরিষদের পুথিশালার রক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পাঠ সঙ্কলন করেন এবং তিনিই সেগুলি মাসিক অধিবেশনে পাঠ করেন। আলোচ্য-বর্ষে এগারটি অধিবেশনে তিনি এই বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের সহিত এই পুথির বিবরণ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে একুশটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে, তন্মধ্যে সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য দুইটি (১ম, ২০শ) মৃত সাহিত্যিকগণের জন্য শোকপ্রকাশার্থ তিনটি, (২য়, ১২শ এবং ১৫শ) সাহিত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার জন্য ১৫টি (৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ এবং সভাপতি মহাশয়ের বার্ষিক অভিভাষণের জন্য একটি (২১শ)।

১। প্রথম বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার। এই দিন প্রাতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে সাধারণে পত্রপুষ্পে সজ্জিত করেন ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল বক্তৃতাদি করেন। অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, এল্ এল্ ডি মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ষ্টার থিয়েটারের গায়কগণ কবির

রচিত গীত গান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় 'কবির রচনা হইতে দেশাত্মবোধ-বিষয়ক রচনা উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যসখা সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় কবির বিভিন্ন কাব্য ও রচনা হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ আবৃত্তি ও পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল মহাশয় স্বরচিত 'মধুসূদন' নামক কবিতা পাঠ করেন।

২। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৮এ আষাঢ় ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কবির রচিত গান গাহিলে পর, সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তৎপরে কবির মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি লিট্, সি আই ই মহাশয় কবির বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। কুমারী আশালতা রায় কবির এক রচনা আবৃত্তি করেন এবং কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বি এ, শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়গণ তাঁহাদের রচিত কবিতাগুলি পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়গণ কবির বিষয়ে আলোচনা করেন। কবির স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়।

৩। দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন—২০এ ফাল্গুন ১৩২৯, রবিবার। প্রবীণ সাহিত্যিক ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন আহূত হয়। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় মৃত মহাত্মগণের বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূমবাসীর পক্ষে পরিষৎকে ৺নীলরতন বাবুর একখানি তৈলচিত্র দান করিবেন, জানাইয়াছিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই দুই পরলোকগত সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

৪। পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন—৩রা চৈত্র ১৩২৯, শনিবার। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই অধিবেশন আহূত

হয়। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার কর্ত্তৃক ৺সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত 'ভারত-সঙ্গীত' গীত হইলে পর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মৃত মহাত্মার রচিত 'ইব্রাহিম ও অগ্নি-উপাসক' কবিতা আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺সত্যেন্দ্র বাবুর বিষয়ে বহু আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয় ৺সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত একটি গান গাহিলেন। এই সভায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষৎকে দান করেন ও তাহা প্রদর্শিত হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হয়।

৫। বিংশ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই আষাঢ় ১৩৩০। এই অধিবেশনে পরলোকগত কবি মাইকেল দত্ত মধুসূদন মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। এই দিন প্রাতে কবির সমাধি-স্তম্ভে পুষ্পমাল্য দান করা হয় এবং অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় কবির রচনা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, ডি এস্‌সি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ বক্তৃতাদি করেন।

৬। তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৪ঠা কার্ত্তিক ১৩২৯ রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর্ এস্ মহাশয় 'ব্রাত্য কাহাকে বলে' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৭। চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—১৫ই পৌষ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর্ এস্ মহাশয় 'জয়দেব ও চণ্ডীদাস' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৮। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২২এ পৌষ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধদর্শন' (প্রথম অংশ) পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

৯। ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—৩০এ পৌষ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় "নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ।

১০। সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—১৩ই মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি মহাশয় 'সাংখ্যদর্শন' বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১১। অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১৪ই মাঘ ১৩২৯, রবিবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

১২। নবম বিশেষ অধিবেশন—২০এ মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় 'সাংখ্যদর্শন' সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৩। দশম বিশেষ অধিবেশন—২৭এ মাঘ ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি মহাশয় 'সাংখ্যদর্শন' সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৪। একাদশ বিশেষ অধিবেশন—৫ই ফাল্গুন ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ এটর্ণি মহাশয় 'সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ।

১৫। ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন—২৩এ ফাল্গুন ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

১৬। চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন—২৬এ ফাল্গুন ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বৌদ্ধদর্শন' সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্।

১৭।১৮। স্থগিত ষোড়শ ও সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন—১৪ই চৈত্র ১৩২৯, বুধবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্।

১৯। অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন—১০ই চৈত্র ১৩২৯, শনিবার। এই অধিবেশনে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় 'শিবাজীর সেনাদল' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্।

২০। ঊনবিংশ বিশেষ অধিবেশন—৫ই বৈশাখ ১৩৩০, বুধবার। এই অধিবেশনে

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় কৈলাস, মানস-সরোবর, আদি বদরীনাথ প্রভৃতি-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে উক্ত স্থানগুলির ছায়া-চিত্র প্রদর্শন করেন। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২১। একবিংশ বিশেষ অধিবেশন—১৬ই আষাঢ় ১৩৩০, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি বিদ্যাপতি-রচিত বীররসাত্মক কাব্য 'কীর্ত্তিলতা'র আলোচনা করেন। বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে এই অভিভাষণ পাঠ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের জন্য এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত প্রথমোক্ত পাঁচটি বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত অপর যে ষোলটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, বিষয়ের বৈশিষ্ট্যে সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অধিবেশনে যাঁহারা বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-পাঠাদি করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ ব্যতীত দুইটি গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় গিজো-রচিত ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের শেষ চারিটি অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়া চারিটি বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ সত্বরই প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত একখানি অত্যাবশ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু চিরদিনই পরিষদের হিতৈষী, তিনি বিদেশে বাস করিয়াও সর্ব্বদা পরিষদের হিতচিন্তা করিতেছেন। সত্বরই যাহাতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করে, তাহা পরিষদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিভিন্ন বিষয়ে যে ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আলোচ্য বর্ষে তাহা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া পরিষৎ আনন্দ বোধ করিতেছেন।

অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(ক) অষ্টাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১। বিষ্ণুমূর্ত্তি (ধাতুমূর্ত্তি)।
২। বজ্রসত্ত্ব ঐ

নেপাল হইতে আনীত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৩। মহাকাল ধাতুমূর্ত্তি।

নেপাল হইতে আনীত এবং শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত।

৪। ঊর্দ্ধপাদ বজ্রবারাহী (ধাতুমূর্ত্তি)।

৫। পিঙ্গলমূর্ত্তি (প্রস্তরমূর্ত্তি)।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ।

৬।৯। চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ প্রস্তর চৈত্য।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর।

১০। একটি প্রাচীন মুদ্রা

প্রদাতা—রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ্ এল্ এস্।

১১।১২। দুইখণ্ড খোদিত ইষ্টক।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী।

(খ) প্রথম মাসিক অধিবেশন

১৩। কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা।

১৪। প্রবাল, সামুদ্রিক ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি (আধার সমেত)।

১৫। নানা শ্রেণীর প্রস্তর জীবাশ্ম প্রভৃতি।

১৬। একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর চৈত্য।

১৭। কতকগুলি ধ্যানী বুদ্ধ-সন্নিবিষ্ট একখণ্ড প্রস্তর।

এই সমস্ত ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত এবং তাঁহার পুত্রবধূ এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত।

(গ) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৮। মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি (প্রস্তর)।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়।

(ঘ) অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৯। ২৪টি প্রাচীন নানা শ্রেণীর রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

কার্য্যালয়

আলোচ্য-বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সহকারী সভাপতি—(কলিকাতার পক্ষে)

১। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৩। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(মফস্বলের পক্ষে)

৫। মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।

৭। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

৮। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—১। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

২। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

(ইনি বর্ষের শেষ ভাগে পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন)।

৩। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী।

৪। " কিরণচন্দ্র দত্ত।

৫। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

৬। " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

কোষাধ্যক্ষ—রাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

পরে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রন্থাধ্যক্ষ— " অনঙ্গমোহন সাহা।

ছাত্রাধ্যক্ষ— " রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যভার, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর ছাপাখানা ও গ্রন্থ-প্রকাশ সংক্রান্ত কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এবং স্মৃতি-রক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। দুঃখের বিষয়, বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু কয়েক বৎসর পরিষদের সেবা করিয়াছেন,

এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ—পরিষদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে, গত অগ্রহায়ণ মাসে কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি এতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি নিতান্ত নবীন বয়স হইতেই পরিষদের নানা কাজে উৎসাহ প্রদর্শন ও বহু বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ বন্ধুর মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার শূন্যপদে বৎসরের শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। পরিষদের অর্থাদি রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। চিত্রশালার পৃথক্ কার্য্যবিবরণ হইতে তাঁহার কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার নিকট পরিষৎ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, এম্ আর এস্ আই মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলেন। বহুদিন হইতে ছাত্র-সভ্য-সংক্রান্ত কার্য্যের রীতিমত প্রসার হয় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় বৎসরের শেষভাগে ছাত্র-সভার সংস্কার সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন। ছাত্র-সভ্যগণের দ্বারা পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের সাহায্য ও তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের প্রথা প্রচলন করা কি ভাবে সাধ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ ও তাহার প্রবর্ত্তনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ছাত্র সভার পৃথক্ কার্য্য-বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় বিশেষ যত্নসহকারে পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাধ্যক্ষগণ এবং নিম্নোক্ত নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া আলোচ্য-বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল:—

সাধারণ-সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।
২। " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
৩। " মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪। ডাক্তার আবদুল্লা গফুর সিদ্দিকী।
৫। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।
৬। " মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৭। " মন্মথমোহন বসু এম্ এ।
৮। " ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এস্‌সি, এম্ ডি।
৯। " রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ।
১০। " ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, বি এ।
১১। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)।
১২। " রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।
১৩। মৌলবী মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ।
১৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।
১৫। " রাখালরাজ রায় এম্ এ।
১৬। " ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি।
১৭। " নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ।
১৮। " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
১৯। " বিনোদবিহারী রায় পুরাতত্ত্ববিশারদ।
২০। " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি।

শাখা-পরিষৎ হইতে নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
২। " ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্।
৩। " যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ।
৪। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
৫। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৬। " হরিহর শাস্ত্রী।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির যে সকল সভ্য সভায় উপস্থিত হইয়া এবং পরিষদের কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়া সম্পাদকের সহায়তা করিয়াছেন, সম্পাদক তাঁহাদের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির চৌদ্দটি অধিবেশন হইয়াছিল এবং ছয় বার সার্কুলার

পত্র পাঠাইয়া সভ্যগণের মতামত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে আলোচিত বিবিধ বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক মৌলিক অনুসন্ধানের জন্য এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ পরিষদের হস্তে দান করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় ঐ অর্থ ব্যয় করা সম্বন্ধে যে সকল সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহা গৃহীত হয়।

(২) যবদ্বীপ, শ্যাম প্রভৃতি দেশে ঐতিহাসিক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য দুই জন বিশেষজ্ঞ ও এক জন ফটোগ্রাফার প্রেরণের প্রস্তাব ও তজ্জন্য আবশ্যক অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) মিষ্টার ই ই বিস্ সাহেব বঙ্গদেশের প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্টে বঙ্গাক্ষরের সংখ্যা কমাইবার জন্য রোমান অক্ষর প্রচলন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য ও উপায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিষদের মন্তব্য প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া প্রতিবাদ প্রেরিত হয়। (উত্তরে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, মিষ্টার বিস্ সাহেবের মন্তব্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই)।

(৪) ভারত সরকার কলিকাতা হইতে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড অফিসের কাগজ-পত্র স্থানান্তরিত করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ মন্তব্য ভারত সরকারে প্রেরিত হইয়াছে।

(৫) বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটির মন্তব্য অনুসারে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ এবং মাদ্রাসা যাহাতে লোপ না হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা হইয়াছে।

(৬) হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের নিকট হইতে বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য অর্থ সাহায্য চাহিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৭) হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি পাঠাইবার জন্য উক্ত কমিশনের অনুরোধপত্র গৃহীত হইয়াছিল এবং দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(৮) পরিষদের মহিলাসদস্যগণের এবং যে সকল মহিলা পরিষদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না তাঁহাদের সুবিধার জন্য ত্রিংশ বর্ষ হইতে প্রতি মাসে একটি দিন তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হইবে। এই দিনে তাঁহারা পরিষদে আসিয়া গ্রন্থাদি পাঠ করিতে ও গ্রন্থাগার ও পরিষৎ মন্দির দেখিতে পাইবেন।

(৯) আগামী শীতকালে কলিকাতায় যে একজিবিসন্ হইবে, তাহাতে পরিষৎ কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য আহূত হইয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহকে-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যদি রক্ষণাবেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে পরিষদের দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে পাঠাইতে বাধা নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১৫ জন সদস্য পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন। [সভ্যগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।]

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় গ্রন্থাগারের কার্য্যে গ্রন্থাধ্যক্ষকে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষের জন্য কলিকাতা করপোরেশন গ্রন্থাদি ক্রয়ার্থে ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে ওয়ার্ড কমিশনর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য আছেন। করপোরেশনের প্রদত্ত অর্থে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুস্তক খরিদ করা হইয়াছে। গতবর্ষে সর্ব্বসমেত মোট ৬৮৬৴০ টাকার পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। আগামী বৎসর হইতে যাহাতে আরও বেশী সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, কলিকাতা করপোরেশনের নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ৩৩৯ খানি বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ২৩৫ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ২০৫ খানি সংগৃহীত ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ২৩ খানি ক্রীত ও অবশিষ্ট ১৮২ খানি উপহার পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ৫৪৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের আজীবন সংগৃহীত মূল্যবান্ লাইব্রেরীর সমুদয় গ্রন্থ ও ১০টি সুদৃশ্য আলমারী ও দুইটি র‍্যাক্ এবং স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত ৭টি আলমারী ও ১টি র‍্যাক্ সমেত গ্রন্থগুলি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপহৃত পুস্তকগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ২৯২ খানি এবং ইংরেজী ১৯৫১ খানি, সর্ব্বসমেত ২২৪৩ খানি গ্রন্থ উপহার পাওয়া গিয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইব্রেরীর প্রদাত্রীগণের (কবির মাতা শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত এবং স্ত্রী শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত) সর্ত্ত অনুসারে পুস্তকালয়-সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হয় যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি ব্যতীত সদস্যগণ সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরীর গ্রন্থ পাঠার্থ বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবেন না। আবশ্যক হইলে তাঁহারা পরিষদে বসিয়া পাঠ করিতে পারিবেন। স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়ার নিকট হইতে তাঁহার স্বামীর সংগৃহীত গ্রন্থরাজির মধ্যে বাঙ্গালা ৫৬৭ খানি ও ইংরাজী ১৬৩১ খানি মোট ২১৯৮ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূতপূর্ব্ব 'নব্যভারত'-সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং বর্ত্তমান 'নব্যভারত'-সম্পাদিকা শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া প্রথম হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত 'নব্যভারত' দান করিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণী মহাশয় ১৭১ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও উপহার দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পরিষদ্ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে

যাঁহারা এরূপ নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের সংগৃহীত গ্রন্থাদি উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

পরিষদের সদস্য এবং গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের রচিত বা প্রকাশিত পুস্তকের এক এক খণ্ড পরিষদ্ গ্রন্থাগারে উপহার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাধারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু এ বৎসরেও পুস্তকাধার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আগামী বৎসরে যে কোন উপায়ে পুস্তকাধার প্রস্তুত করিতেই হইবে।

আমেরিকার স্মিথ্সোনিয়ান্ ইনষ্টিটিউশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কাশীর তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কাশীর জ্ঞানমণ্ডল, Royal Siamese Consulate General, ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন এবং কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়, ক্যাল্কাটা ওরিয়াণ্টাল সিরিজ, হৃষীকেশ সিরিজ ও দুর্গাচরণ সিরিজের গ্রন্থগুলি উপহার দিয়াছেন। ফ্রান্সের La Societe De Linguistique De Paris, আমেরিকার Museun of Fine Arts, American Anthropological Association তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের মধ্যে ১০ খানি দৈনিক, ৪৩ খানি সাপ্তাহিক, ৩ খানি পাক্ষিক, ৬৮ খানি মাসিক ও ৬ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও পেটেণ্ট অফিস নোটিফিকেশন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তিত নিয়মানুসারে গত জানুয়ারী মাস হইতে ইণ্ডিয়া গেজেট পাওয়া যাইতেছে না। [সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল]।

Indian Autiquary ও Modern Review পত্রিকা দুইখানির গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া গিয়াছে।

পরিষদের পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ ২ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত সাধারণের পাঠের জন্য খোলা ছিল। প্রত্যহ প্রায় ১০০ জন পাঠক সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। প্রতিদিন পড়ে ৫০ খানি গ্রন্থ সদস্যগণ বাড়ীতে পাঠার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের পাঠাগারে বসিয়া সাময়িক-পত্র, পুস্তক ও মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিবার জন্য সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এসিয়াটিক সোসাইটির হলে হিষ্টরিক্যাল্ রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনীতে পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য ও প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

পুথিশালা

১৩২৯ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ছিল ৪৫৩৪। তৎপরে বর্ষমধ্যে পরিষদের বন্ধুগণের নিকট হইতে ১৫ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয়

১২ খানি শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায় ১ খানি, ডাঃ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত ১ খানি, এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১১ খানি সংস্কৃত এবং ৪ খানি পুথি বাঙ্গালা। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইয়াছে—৪৫৪৯।

পুথির শ্রেণী

বাঙ্গালা পুথি	২৯২৭
সংস্কৃত "	১৩৫৭
অসমীয়া "	৩
ওড়িয়া "	৩
হিন্দী "	২
ফার্সী "	১২
তিব্বতীয় "	২৪৪
ইংরেজ	১
	৪৫৪৯

উপরে পুথির যে সংখ্যা দেওয়া গেল, তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য বর্ষে পুথি সংগ্রহ একরূপ কিছুই হয় নাই। এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অসংখ্য পুথি অযত্নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহদের মধ্যে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের কত যে অমূল্য রত্ন উপেক্ষায় অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সুবৃহৎ মন্দিরের পুথিরক্ষার অতি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহাদের গৃহে পুথি আছে, অথচ তাহা রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্তের অভাব, তাঁহারা যদি সেই সকল পুথি পরিষদে দান করেন, তবে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গৃহীত হইবে। সম্পাদক এবিষয়ে পরিষদের সদস্য এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত পুথির বিবরণযুক্ত তালিকার মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে সদস্যগণ ও সাধারণে ইহার বিষয় অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য পত্রিকার সহিত ইহা প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষেই ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে প্রায় একশত পুথির তালিকা প্রস্তুত সমাধা হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক ২০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী একখানি তালিকা মুদ্রিত হইতে পারিবে।

বাঙ্গালার অনেক প্রাচীন কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীরাম দাস এবং কবি সঞ্জয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা উভয়ে একই মহাভারতের অনুবাদ করিলেও উপাখ্যানভাগে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, তদানীন্তন সমাজের ধর্ম্মবিষয়ক রুচি-বিভিন্নতার কথা আপনিই পরিস্ফুট হইয়া

উঠে। সমাজের ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃগণ একই মূল উপাখ্যান বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রধানতঃ লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বনে বিরচিত মহাভারতে তাই এত পার্থক্য দেখা যায়। এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান এবং আলোচনার সূত্রপাত করিবার জন্য পরিষদের পুথিশালা হইতে কাশীরাম দাস এবং মহাকবি সঞ্জয়ের মহাভারত অবলম্বনে উভয়ের উপাখ্যান-গত বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের প্রতি মাসিক অধিবেশনে পুথিশালা হইতে এইরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালা পুথির একটি বিষয়ানুসারিণী তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিষয় বিভাগ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত এসিয়াটিক সোসাইটির হলে কলিকাতার হিষ্টোরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে প্রদর্শনের জন্য বহু প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথি প্রেরিত হইয়াছিল।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে চিত্রশালার কার্য্যাদি পরিচালিত হইয়াছিল। বর্ষমধ্যে চিত্রশালা-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে চিত্রশালায় প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণের প্রস্তাবালোচনা ব্যতীত হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের নেতৃত্বে এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের প্রদর্শনযোগ্য কতিপয় চিত্র, প্রাচীন পুথি, দুষ্প্রাপ্য প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল; ইহার বিষয় পুথি ও গ্রন্থশালা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। চিত্রশালা হইতে কতকগুলি চিত্র ব্যতীত অন্য কিছুই প্রেরিত হয় নাই। চিত্রশালা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য যাঁহারা উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের চিত্রশালা-সমিতি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রাপ্তদ্রব্যাদি ও প্রদাতৃগণ

১। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মূর্ত্তি (প্যারিস প্লাষ্টারে নির্ম্মিত)—
শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত ব্যারিষ্টার

২। ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীমতী ফুল্লনলিনী দেবী।

৩। ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র } —গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি

৪। ৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র } ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত।

৫। ৺কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র—
পরিষদের স্থাপিত স্মৃতি-সমিতির অর্থ হইতে প্রস্তুত।

৬। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র—
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ ব্যারিষ্টার।

৭। প্রাচীন মুদ্রা—১দফা ৫০টি (৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)
শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত।

৮। প্রাচীন মুদ্রা ১দফা ১৩টি— রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ্‌. এস্‌ এল্‌,

৯। ঐ ১দফা ২৪টি— শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ,

১০। ঐ ১দফা ৪টি— শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত

১১। ধাতুময়ী মুর্ত্তি উর্দ্ধপাদ-বজ্রবারাহী— শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ,

১২। ... বিষ্ণু— মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৩। ... মহাকাল— ঐ

১৪। ... বজ্রসত্ত্ব— শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ,

১৫। প্রস্তরমূর্ত্তি—মহিষমর্দ্দিনী দশভুজা দুর্গা—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায়,

১৬। ... ২০টি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তর খণ্ড (৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)—শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত,

১৭। প্রস্তরমূর্ত্তি, একটি চৈত্য—(৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)— শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত,

১৮। ইষ্টক—ছাতনার লিপিযুক্ত-একখানি—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার বসু,

১৯। „ কামাখ্যা উমানন্দ দ্বীপ হইতে সংগৃহীত দুইখানি—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ,

২০। „ বাঁশবেড়ে বাসুদেব মন্দির হইতে সংগৃহীত—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই,

২১। সামুদ্রিক ঝিনুক, প্রবাল, জীবাশ্ম প্রভৃতি—(আধার সমেত) (৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত)} শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত

২২। সারনাথ হইতে সংগৃহীত মৃন্ময় পাত্রাদির খণ্ড } শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ

এই সমস্ত দ্রব্যাদি পাইয়া পরিষদের চিত্রশালার বিশেষ উপকার হইয়াছে এবং ইহার উপযোগিতা সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট উপলব্ধি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে চিত্রশালায় রক্ষার উপযুক্ত বহুদ্রব্য ইতস্ততঃ মাঠে ঘাটে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সে সকল দ্রব্যে বাঙ্গালী জাতির কত ইতিহাসের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? সহৃদয় বঙ্গবাসী স্বদেশের সেই পুরাতন শিল্প ও ইতিহাসের অযত্নরক্ষিত নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির সম্যক্‌ আলোচনার জন্য পরিষৎ-চিত্রশালায় প্রেরণ করিয়া দেশের নষ্ট-গৌরব উদ্ধারে সাহায্য করিবেন না কি? পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্গবাসিমাত্রকেই এই বিষয়ে যত্নবান্‌ হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

পরিষদের পরম উৎসাহী সদস্য কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্‌ এ, বি এল্‌,

পিএচ ডি মহাশয় প্রাচীন মুদ্রা খরিদের জন্য পরিষদের হস্তে আলোচ্য বর্ষে ৫১৲ একান্ন টাকা দান করিয়াছেন। কুমার বাহাদুরের এই মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার জন্য সদস্যগণকে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। এই দান করিয়া তিনি পরিষদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বিগত বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রশালার প্রস্তর ও পিত্তলমূর্ত্তি ও ইষ্টকাদির বর্ণনাযুক্ত তালিকা-পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পরিষদের বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। এ বৎসরের শেষভাগে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছিলেন। আশা করা যায়, আগামী বৎসরের মধ্যে এ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর উপর পরিষৎ কর্ত্তৃক "বাস্তু-বিদ্যা" নামক শিল্প-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদন ও বঙ্গানুবাদ করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি এ কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং অর্থের ব্যবস্থা হইলে পুস্তকটি শীঘ্রই মুদ্রিত করিতে পারা যাইবে, আশা করা যায়।

'রমেশ-ভবন' নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে পরিষদের সমস্ত চিত্র ও প্রাচীন দ্রব্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাটীতে স্থানান্তরিত করা হইবে। এই বাটীর পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শনের ভার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর উপর প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছেন।

প্রদর্শনী

বিগত জানুয়ারী মাসে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির হলে ঐতিহাসিক পত্র-দলিলাদি ও প্রাচীন চিত্র প্রভৃতির যে প্রদর্শনী হইয়াছিল; সেই প্রদর্শনীতে উক্ত কমিশনের আহ্বানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমতি অনুসারে পরিষদের প্রদর্শনযোগ্য কতকগুলি দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল। মাননীয় বঙ্গেশ্বর লর্ড লিটন বাহাদুর উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে আহূত অধিবেশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ও সংরক্ষণের জন্য যে যে অনুষ্ঠান, যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। পরিষৎ প্রাচীন পুথি, প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক, প্রাচীন চিত্র ও দলিলাদি প্রদর্শন করেন। পরিষৎকে এই প্রদর্শনীতে নিজ সংগৃহীত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের যে অবসর ও সুবিধা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

ছাত্র সভা

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় ছাত্রসভ্য-বিভাগ পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া উক্ত সমিতিতে মন্তব্য উপস্থিত

করিলে পর সমিতির নির্দ্দেশমত, বহুদিন হইতে যাঁহাদের নাম ছাত্রসভ্য-তালিকায় রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম বাদ দেওয়া হয়। বিবিধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা ছাত্রসভ্যগণকে উপদেশ দ্বারা পরিষদের উদ্দেশ্যানুকূল কার্য্য করিবার জন্য ব্যবস্থা হয় এবং তাঁহাদের উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদিগকে পূর্ব্বপ্রথানুসারে পদক বা পুরস্কার দেওয়া হইবে স্থির হয়। তদনুসারে শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এবং ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় নানা উপদেশ দেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রগণকে কলিকাতা মিউজিয়মে মূর্ত্তি-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছেন। একটি ছাত্র প্রাচীন পুথি পাঠ করিতে ও একটি ছাত্র 'সমাচার-দর্পণ' হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ক্রম-বিকাশ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং একজন 'বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৌদ্ধমতের প্রভাব' বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষ হইতে ছাত্রসভ্যগণকে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইবে।

ছাপাখানা-সমিতি

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বর্ষের শেষে কিছুদিনের জন্য সহকারী সম্পাদক হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত কিরণবাবু স্থানান্তরে গমন করায়, ঐ সমিতির সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির ৭ টি অধিবেশন হয়। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে গ্রন্থমুদ্রণ, চারি সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রণ, ২৮শ বার্ষিক ও মাসিক কার্য্যবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ছাপাখানা-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য চলিয়াছিল,—

(১) ন্যায়দর্শন, ৩য় খণ্ড—সম্পাদক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

(২) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

(৩) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(৪) সাধকরঞ্জন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে।

(৫) উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম ও ২য় খণ্ড)—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক।

(৬) শ্রীশ্রীপদকল্পতরু (৩য় খণ্ড)—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

(৭) লেখমালানুক্রমণী—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ—সম্পাদক।

(৮) রসকদম্ব—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ—সম্পাদক।

এই সকল গ্রন্থের মধ্যে পদকল্পতরু ৩য় খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইল। উদ্ভিদ-জ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ডের মূল, লেখমালানুক্রমণী প্রথম খণ্ডের মূল শেষ হইয়াছে। রসকদম্ব মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য চলিতেছে। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হওয়ায়, ছাপিতে দিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য মাননীয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ এবং লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ি-তহবিলের সুদ ৪৫৫৲ এবং গ্রন্থ-বিক্রয়দ্বারা ১২৫।৯ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সুসম্পাদিত গ্রন্থ প্রচার করা। কিন্তু উপযুক্ত অর্থের অভাবে এই কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় না। সহৃদয় দেশবাসী ও সদস্যগণ এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিলে, পরিষৎ বহুবিষয়ে সদ্‌গ্রন্থ প্রচার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অভাব পূরণের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। সম্পাদক এই জন্য তাঁহাদের নিকট ভিক্ষার্থী।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, এম্ এল্ এ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় এই বর্ষে চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার অনুমোদিত কতিপয় প্রবন্ধ এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলি ও তাহাদের লেখকগণের নাম লিখিত হইল,—

প্রাচীন সাহিত্য——————২
সাহিত্য————————১
ইতিহাস———————৩
পরিভাষা———————১
প্রত্নতত্ত্ব———————২

প্রাচীন সাহিত্য—

(১) আসামে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাষা-পুথির বিবরণ (৩য় প্রবন্ধ)—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(২) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—পরিষৎ পুথিশালা হইতে সম্পাদিত ১ হইতে ৩২ পৃঃ।

সাহিত্য—

(১) বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর—লেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(২) ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র—লেখক অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

প্রত্নতত্ত্ব—

(১) নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি—লেখক শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

(২) 'সমতটের পূর্ব্ব' প্রবন্ধের প্রতিবাদের সম্বন্ধে মন্তব্য—লেখক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র।

ইতিহাস—

(১) চণ্ডীদাস—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

(২) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপর তীর্থিকদিগের প্রভাব—লেখক শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্।

(৩) সভাপতির অভিভাষণ—লেখক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ।

শিল্পবিজ্ঞান—

(১) চিত্রলক্ষণ—লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

পরিভাষা—

(১) আলোক বিজ্ঞানের পরিভাষা—লেখক শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই।

স্মৃতি-রক্ষণ

আলোচ্য বর্ষে পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য নিম্নোক্তভাবে সম্পাদন করিতে পারা গিয়াছিল।

(১) নিম্নোক্ত মহাত্মগণের স্মৃতি এইভাবে রক্ষিত হইয়াছে—

(ক) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার এক ভক্ত শিষ্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একখানি ব্রোমাইড চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়া পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(খ) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈলচিত্র গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতিপয় বন্ধুর প্রদত্ত অর্থে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের এবং (ঘ) সুলেখক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়া গত বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঘ) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ ব্যারিষ্টার মহাশয় দান করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার স্মৃতি-সভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) পূর্ব্বসঙ্কল্পিত স্মৃতিরক্ষার কার্য্য-সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য হইয়াছে,—

(ক) পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি প্যারিস প্লাষ্টারে নির্ম্মিত মূর্ত্তি (Bust) তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষৎকে

দান করিয়াছেন। এই মূর্ত্তি এবং পূর্ব্ব বৎসরে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের ভাগিনের শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত তৈলচিত্র আগামী বৎসরে প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(খ) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং তজ্জন্য ১৫৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

(গ) দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আগামী বর্ষে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(ঘ) কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্রের জন্য একখানি ফটো সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একখানি চিত্র কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহাশয় দান করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(চ) রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয় দান করিয়াছেন এবং তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৩) নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের অনেকেরই চিত্রাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহাদের নামে যে সকল তহবিল খোলা রহিয়াছে, তাহার কার্য্য নিম্নোক্তরূপ হইয়াছে,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে এই তহবিলে ৮।০ সুদ পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই তহবিলে ২৮৬৵৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ২২৮৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্কিচন্দ্রের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য গত ৫ বৎসরে ২৫৪২৷৷০ চাঁদা উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪৯৯৷৷/৩ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে ৪২৬৵৯ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা—শ্রীযুক্ত পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জননী শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী দেবী মহাশয়া তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতিবিজড়িত কোন সাহিত্যিক কার্য্য করিবার জন্য পরিষদের হস্তে ৫০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি জানাইয়াছিলেন।

(গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে ২০৷৷৵০ সুদ ও বই বিক্রয় বাবদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫১৵৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থ হইতে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে ৫৯৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে এবং ১৮৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে বর্ষশেষে এই তহবিলে ১৭৮৪৵৯ টাকা উদ্বৃত্ত রহিল। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে সকল সংকল্প গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন কাজ হয় নাই। উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে স্মৃতি-সমিতি অন্যান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ১০/০ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে ও ব্যয়বাদে বর্ষশেষে ৯১/০ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থ হইতে ১৩২৯

ও ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

(চ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-তহবিল—আলোচ্য বর্ষে ৫৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল এবং ব্যয় বাদে ১৷৶৩ উদ্বৃত্ত আছে।

(ছ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—মৃত মহাত্মার চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহের পর, এই তহবিলে ৭৫৷০ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই তহবিল পুষ্ট করিয়া বর্ষে বর্ষে তাহার সুদ হইতে পদক দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(জ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে প্রাপ্ত কোম্পানীর কাগজের সুদ ১০৲ পাওয়া গিয়াছে। বর্ষশেষে ২২০৲ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই অর্থে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সংগৃহীত কবির লিখিত "ওমার খায়ম" প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে।

(ঝ) রজনীকান্ত সেন স্মৃতি-তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৸৵০ সুদ পাওয়া গিয়াছে; বর্ষশেষে ৩৪৷৵০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

(ঞ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে ৫০৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল এবং ২ খানি চিত্র প্রস্তুতের জন্য তাহা ব্যয় হইয়াছে। এই দুইখানি চিত্র অদ্যকার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ট) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিলে—এই তহবিলে পূর্ব্ব বৎসরে ১০০৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে কোন কাজ হয় নাই।

(ঠ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল—পূর্ব্ব বৎসরে ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য ৫০৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।

(ড) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য প্রস্তরফলক প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। উহা তাঁহার জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

(ঢ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল—স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহের পর, এই তহবিলে ২৪৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

এই সকল স্মৃতি-ভাণ্ডারের সৃষ্টিকল্পে যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

(৪) দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ নিম্নলিখিত মহাত্মগণের স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সাধারণের নিকট এবং পরিষদের সহৃদয় সদস্যগণের নিকট এ বিষয়ে পরিষৎ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। বঙ্গদেশের এই একমাত্র প্রতিষ্ঠানেই এতগুলি সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা কেবল সাধারণের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা যাহাতে আরও কৃপাদৃষ্টি করেন, তজ্জন্য সম্পাদক বিনীতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (৩) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (৪) গিরিশচন্দ্র ঘোষ, (৫) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (৬) রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, বাহাদুর (৭) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (৮) দামোদর মুখোপাধ্যায় (৯) শিবনাথ

শাস্ত্রী, (১০) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (১১) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (১২) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (১৩) রায় সাহেব বিহারিলাল সরকার, (১৪) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (১৫) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (১৬) প্রাণনাথ দত্ত, (১৭) অদ্বৈতচরণ আঢ্য এবং (১৮) চারুচন্দ্র ঘোষ।

(৫) আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার ভার পরিষদের উপর অর্পিত হইয়াছে। এ বিষয়ে যতদূর কার্য্য হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

(ক) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—কবিবরের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, যেরূপ চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদনুরূপ স্মৃতি-রক্ষার কার্য্য করা হইবে। সমিতির সভ্যগণ অর্থসংগ্রহের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা যে.ভাবে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় যে, সত্বর কবির উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে ৪৫৲ চাঁদা উঠিয়াছে এবং বিশ্বভারতীর নিকট হইতে ১০০৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। কবির ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার ও তাঁহার পিতামহ ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকগুলি ১০টি আলমারী ও দুইটি র‍্যাকসমেত তাঁহার জননী ও তাঁহার স্ত্রী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল আধারে উক্ত পুস্তকগুলির স্থান সংকুলান হয় না। এই জন্য স্মৃতি-সমিতি আরও দুইটি আলমারী প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আলমারীর উপর সত্যেন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত পিত্তলফলক দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্ট দেওয়া হইল।

(খ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়—'চণ্ডীদাস'-সম্পাদক নীলরতন বাবুর স্মৃতি-রক্ষার বিষয়ে পরিষদের হিতৈষী ও উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি বীরভূমবাসীর পক্ষ হইতে একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিবেন।

(গ) 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেম'-প্রণেতা ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং (ঘ) প্রবীণ সাহিত্যিক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুইখানি ব্রোমাইড্ চিত্র অদ্যকার সভায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঙ) 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পুত্রবধূ, ৺প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া দান করিয়াছেন, তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্রপ্রদাত্রীর নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

(চ) 'অনাথ-বালক'-প্রণেতা ৺চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের একখানি ওয়াটার কলার চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় এই চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। এই চিত্র প্রস্তুত করিতে যাঁহারা সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

পরলোকগত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষা করিতে যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মোট আয় ২১২৬২॥৵৫ টাকা এবং মোট ব্যয় ২১০৬১॥২ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের ১৩২৩৵৬ টাকা এবং বিভিন্ন-বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৪৩১০৵০ টাকা, একুনে সাধারণ ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের উদ্বৃত ২৫,৬৩৩।৬ টাকা ধরিয়া বর্ষশেষ সাধারণ ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের মোট ২৫,৬৩৩৷৷ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই উদ্বৃত্ত টাকার মধ্যে পরিষদের সাধারণ তহবিলের ৮৯২৮৵৯ এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ২৪,৭৪০॥৶২ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। বর্ত্তমান বর্ষে আয় অপেক্ষা ২০১৶৩ টাকা ব্যয় কম হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বজেটের নির্দ্দিষ্ট চাঁদা অপেক্ষা, কম টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। পরিষদের সদস্যগণের নিকট অন্যূন ১৩২৮৩৲ টাকা চাঁদা অনাদায়ী রহিয়াছে, তাহার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ টাকা সদস্য মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদান করিতেন, তাহা হইলে বজেটের নির্দ্দিষ্ট চাঁদার টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা চাঁদা আদায় খাতে বৃদ্ধি হইতে পারিত এবং বর্ষশেষে দেনার পরিমাণও কম হইত। সদস্যগণের নিকট যে টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু পরিষদের সদস্যবৃন্দ সকলেই পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু। পরিষদের উন্নতিকল্পে তাঁহারা এযাবৎ নানাবিধ উপায়ে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের বাকি চাঁদা ও নিজ নিজ প্রতিশ্রুত বার্ষিক দেয় চাঁদা নিয়মিতভাবে প্রদান করিলে, পরিষদের কার্য্য-সম্পাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করা হইবে। পরিশিষ্টে আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত হইল।

পরিষদ্ মন্দির

পূর্ব্ব বৎসরে পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য সদস্যগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরেই মন্দির মেরামতের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনানুযায়ী অর্থাভাবে কণ্ট্রাক্টারদিগের বিল শোধ করিতে পারা যায় নাই। এই বাবদে এখনও প্রায় আড়াই হাজার টাকা দেনা রহিয়াছে। তাঁহাদের বিলের টাকা সত্বর শোধ করা বাঞ্ছনীয়। বঙ্গের লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ এবং পরিষদের হিতৈষী সদস্য মহোদয়গণ কৃপাদৃষ্টি করিলে অল্প দিনের মধ্যেই পরিষদের মন্দির-মেরামতের দেনা পরিশোধ হইয়া উক্ত তহবিলে ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ অভাবের কথা সদস্যগণের গোচর করিতেছি। পরিষদ্ মন্দির মোটামুটিভাবে মেরামত হইলেও ইহার সংলগ্ন ভৃত্যদিগের ঘর ও শৌচাগার এবং জলের কল প্রভৃতি অর্থাভাবপ্রযুক্ত এতদিন প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে

অর্থসাহায্য চাহিতেছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিষদের উন্নতিকল্পে আন্তরিকতা প্রকাশ করা প্রার্থনীয়। মন্দির মেরামতের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পরিষৎ দাতৃ-মহোদয়গণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

১। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর— ৫০০৲
২। রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর— ৩০০৲
৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত— ১০০৲
৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ (হাওড়া)— ৫০৲
৫। „ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ— ৫০৲
৬। „ ভবানীচরণ লাহা— ৫০৲
৭। „ গোকুলচন্দ্র লাহা— ৫০৲
৮। „ গিরিজাকুমার বসু— ১০৲
(গতবর্ষে) „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ— ৫৲

এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, উল্লিখিত সমস্ত টাকাই পরিষদ্-মন্দির মেরামত কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণের সময় যে সকল প্রতিশ্রুত টাকা এখনও আদায় হয় নাই, সেগুলি এবং অন্যান্য বিষয়ে অনাদায়ী টাকা আদায় করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে পরিষদের উন্নতিকামী হিতৈষী বন্ধু বিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এম্ এল্ সি মহাশয় বিশেষ কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। তিনি গতবর্ষেও এবংপ্রকার কার্য্যে পরিষৎকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া পরিষদের সুবিধার জন্য তিনি নানা বিষয়ে যেরূপভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁহার দ্বারা পরিষদের উদ্দেশ্য সাধন অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে। এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের আয়-ব্যয় পরীক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট পরিষৎ যথোচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৭টী অধিবেশন হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

আলোচ্য বর্ষে কতিপয় সাহিত্যিকের চিত্রপ্রতিষ্ঠার দ্বারা পরিষদ্-মন্দিরের শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সঙ্কল্পিত আলমারী ও র‍্যাক প্রভৃতি অর্থাভাবে নির্ম্মিত না হইলেও, পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের পুস্তকালয়ের সুদৃশ্য ১০টি আলমারী ও একটি র‍্যাক

এবং ৺জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের লাইব্রেরীর সহিত ৬টি আলমারী ও একটি সুন্দর র‍্যাক পাওয়ায় পরিষদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভামঞ্চের জন্য একটি ক্লক ঘড়ি দান করিয়া পরিষদের পরম হিতৈষী বন্ধু কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষের চেষ্টায় ও কলিকাতা করপোরেশনের অনুগ্রহে আগামী ১৯২২।২৩ সালের জন্য পরিষদ্ মন্দিরের বার্ষিক ট্যাক্স রেহাই হইয়াছে। এই জন্য করপোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এবং কমিশনারগণকে পরিষৎ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

পদক ও পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

১। **হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক**—জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। **ব্যোমকেশ মুস্তফী বর্ণ-পদক**—(ক) বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ (অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)।

৩। **ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক**—(খ)—২৪ পরগণা ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৪। **হেমচন্দ্র রৌপ্য-পদক**—বঙ্কিমচন্দ্রে ও হেমচন্দ্রে জাতীয় ভাব।

৫। **শশিপদ রৌপ্য-পদক**—বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন।

৬। **রামগোপাল রৌপ্য-পদক**—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের 'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৭। **অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক**—(ক)—বাঙ্গালার গীতি-কাব্যে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের স্থান।

৮। **অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক**—(খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চিত্র।

৯। **নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক**—নবীনচন্দ্রের কাব্যে "জরৎকারু"-চরিত্র।

১০। **সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক**—বাঙ্গালা সাহিত্যে 'সুরেশচন্দ্র'

১১। **স্যার গুরুদাস রৌপ্য-পদক**—৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ।

১২। **আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-স্মৃতি পুরস্কার** (১০০৲)—শতপথ, গোপথ, ঐতরেয় ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

১৩। **শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার** (২৫৲)—খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ।

উক্ত ১৩টি বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই, তাহাদের সংখ্যা ৫ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল বিষয়ে আর প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই এই জন্য তাহাদের পরীক্ষকও নির্ব্বাচিত হয় নাই। ৩য় বিষয়ের প্রবন্ধ এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। ২টি বিষয়ে কোন প্রবন্ধই পাওয়া যায় নাই। অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয়ে প্রবন্ধের পরীক্ষার ফল নিম্নে দেওয়া হইল।

১। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদকের জন্য "বৈষ্ণব-সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ" বিষয়ে শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার ভাগবতরত্ন এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২। শশিপদ রৌপ্য-পদকের জন্য "বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন" বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভক্তিবিনোদ, সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর।

৩। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদকের জন্য "নবীনচন্দ্রের কাব্যে জরৎকারু চরিত্র" বিষয়ে শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র রায় বি এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪। "হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী" সুবর্ণ-পদকের জন্য "জাতীয় জীবন গঠনে দ্বিজেন্দ্র-লালের স্থান" বষয়ে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৫। স্যার গুরুদাস রৌপ্য-পদকের জন্য "৫০টি অপ্রকাশিত বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ" বিষয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

এই সকল পদকের মধ্যে ১ম ও ৩য় পদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ২য়টি সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষে "দেবালয়ের" কর্তৃপক্ষ এবং ৪র্থটি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। ৫ম পদকটি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে দেওয়া হইয়াছে। পরীক্ষক মহাশয়গণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া প্রবন্ধগুলির পরীক্ষা করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

যে সকল বিষয়ে প্রবন্ধ মোটেই পাওয়া যায় নাই বা মাত্র এক একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বিষয়ে আগামী বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য-বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন নূতন শাখা-সভা প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠার সূচনার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যে সকল শাখা-পরিষৎ এক্ষণে রহিয়াছে, তন্মধ্যে গৌহাটী, মেদিনীপুর, কাশী, নদীয়া প্রভৃতি দুই চারিটি শাখার কার্য্যকারিতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখা রীতিমত-ভাবে কাজ করিতেছেন কি না, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। আলোচ্য বর্ষ হইতে মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ 'মাধবী' নামক এক মাসিকপত্রিকা এবং কাশী-শাখা 'বঙ্গ-সাহিত্য নামক ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ বিশেষ আশাপ্রদ। কাশী শাখা-পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করিয়া উত্তর-ভারতের বাঙ্গালী মাতৃভাষানুরাগী সাহিত্যসেবিগণের বিশেষ উপকা' করিয়াছেন। যে সকল শাখা-পরিষৎ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের উক্ত কার্য্য-বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

নিয়ম পরিবর্ত্তন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কতকগুলি নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া পরিষদের সদস্য মৌলবী আবদুল হামিদ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এক শাখা-সমিতি গঠন করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এসম্বন্ধে কার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই। আগামী বর্ষে এই প্রস্তাব আলোচনা করিবার ব্যবস্থা হইবে, আশা করা যায়। পরিশিষ্টে শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের প্রথমেই মেদিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন হয়। তদ্বিষয় বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে নৈহাটীতে সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন বিগত দশহরার ছুটীর সময় ৮ই ও ৯ই আষাঢ় অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার সম্মিলনের বিশেষত্ব এই যে, সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী সম্মিলনের দ্বিতীয় দিন প্রাতে "বন্দে মাতরম্" গান গাহিতে গাহিতে কাঁটালপাড়ায় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহ ও জন্মস্থান দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত

হইয়াছিলেন। সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন, মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্তর বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর সাহিত্য-শাখার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন দর্শন-শাখার, কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ইতিহাস-শাখার এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

পরিষদের পক্ষে এই সম্মিলনের যোগাযোগ করিবার জন্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির ৩টি অধিবেশন হইয়াছে। পরিচালন-সমিতি হইতে সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের খসড়া প্রস্তুত হইয়া মেদিনীপুরে অনুমোদিত হয় ও তৎপরে তাহা মুদ্রিত হইয়া চতুর্দ্দশ অধিবেশনে উপস্থিত করা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে পরিচালন-সমিতির ১০ জন সভ্যের (তাঁহাদের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত) নাম প্রদত্ত হইল।

প্রতিনিধি প্রেরণ

কলিকাতায় হিষ্টরিক্যাল রেকর্ড কমিশনের প্রদর্শনী উপলক্ষে বঙ্গেশ্বরের নেতৃত্বে আহূত সভায়, কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে এবং স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মস্থান কান্দীতে তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ নির্ম্মিত দুইটি পান্থশালা ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে আহূত সভায় পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষের মধ্যভাগে করপোরেশন হইতে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের জন্য অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। এই হেতু রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া যায়। রমেশ-ভবনের জমীর সীমানা লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়; ইহার নিষ্পত্তিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে এবং তদুপরি রমেশ-ভবন-কমিটির নির্দ্দেশমত ভবনের সম্মুখভাগ সমস্তই প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণের আদেশ হয়। প্রস্তরের কার্য্য দ্রুত চালনা অতি দুরূহ ব্যাপার। ভবনের মাঝের হল প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সম্মুখ ভাগ নির্ম্মাণের এখনও ২।৩ মাস বিলম্ব হইতে পারে। আলোচ্য বর্ষের প্রথম হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ পাওয়া যাইলে, বর্ষমধ্যে রমেশ-ভবন মূর্ত্ত হইত—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণে আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত মাত্র কুড়ি হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এখনও দশ হাজার টাকা প্রয়োজন।

উপসংহার

সংক্ষেপে পরিষদের ঊনত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ এই সভায় উপস্থিত করিলাম। এই কার্য্য-বিবরণ হইতে পরিষদে এই বর্ষমধ্যে যে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সহায়তায় আমি সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৎসরের প্রায় প্রথম হইতেই আমি শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পরিষদের সেবায় আশানুরূপ পরিশ্রম করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমি পরিষদের নিকট বিশেষভাবে অপরাধ মনে করিতেছি। কিন্তু

পরিষদের সৌভাগ্যবশতঃ আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও পরিষদের সহকারী সম্পাদকগণ এবং অন্যান্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া পরিষদের উপকার করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদের সকলেরই নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধন করিয়াও সম্পাদকের বহু কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়েরা পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পূর্ব্বাপর যেরূপ করিয়া আসিতেছেন, এ বৎসরও সাহিত্য-সম্মিলন ও স্মৃতি-রক্ষার কার্য্যগুলি এবং পরিষদের গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণতা ও মন্দিরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চিত্রশালাধ্যক্ষ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিষদের চিত্রশালার ও রমেশ-ভবনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয়ও গ্রন্থাগারের কার্য্যে সম্পাদককে অশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বর্ষশেষে সহকারী সম্পাদকপদ ত্যাগ করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত বিভিন্ন শাখা-সমিতি ও স্মৃতি-সমিতি ও প্রশাখা-সমিতির সভ্যগণ আমার বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

আজ দীর্ঘ চারি বৎসর কাল সম্পাদকীয় কার্য্যভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমি সম্যক্‌রূপে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে চেষ্টা সত্ত্বেও আমার নানারূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। আপনারা নিজ উদারতাগুণে মার্জ্জনা করিবেন। আপনারা পরিষদের সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইয়া বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী জাতির এই শ্রেষ্ঠ সারস্বত-মন্দিরের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য উৎসাহের সহিত ইহার সৌষ্ঠব ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে পরিষদের কর্ম্মপরিচালকগণকে সাহায্য করিবেন, এই প্রার্থনা বিনীতভাবে জানাইতেছি। বঙ্গদেশের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পরিষদের ক্ষুদ্র শক্তিতে তাহার সর্ব্ববিভাগে অনুসন্ধান ও আলোচনা সম্ভবপর নহে। আসুন, সকলে পরিষদের শক্তি-বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন; সকল বিবাদ ও মনোমালিন্য ভুলিয়া গিয়া দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন, একক্রিয় হউন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ৬ই শ্রাবণ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(খ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র-নাথ মিত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পিএচ্ ডি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আহ্বানকারী।

(গ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পিএচ্ ডি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি আই ই, বি এল্, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ ডি, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ, এফ্ সি এস্—সভাপতি, শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস্ সি, পি এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, বি এ, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ এস্‌সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই,

আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সাহা এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ এস্‌সি, এম্ বি, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন)—আহ্বানকারী।

(ঙ) ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত প্রশাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)

(চ) চিকিৎসা প্রশাখা-সমিতি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্‌সি, শ্রীযুক্ত ডাঃ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ ডি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ সত্যেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম্ বি (আহ্বানকারী)

(ছ) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ্ সি এস্ (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই (গ্রন্থাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

(জ) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি, বি এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই (চিত্রশালাধ্যক্ষ)—আহ্বানকারী।

(ঝ) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, বৈদ্যমহোপাধ্যায়

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)—সম্পাদক।

(ধ) আয়-ব্যয় সমিতি

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু বি এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, বৈদ্যমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, এবং পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী (ইনি বৎসরের শেষভাগে পদত্যাগ করেন) পরে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি (সহকারী সম্পাদক)—আহ্বানকারী।

(ত) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, মৌলবী কাজি নুজরুল ইস্‌লাম, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম্ এ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(প) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন শাখা-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—আহ্বানকারী।

(ফ) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি—১৪শ বর্ষ

শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ্ আর হিষ্ট এস্, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্, মৌলবী সেখ হবিবর রহমান বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত।

———o———

পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। The Amrita Bazar Patrika.
২। The Bengalee.
৩। The Calcutta Exchange Gazette.
৪। The Englishman.
৫। The Hindu Patriot.
৬। The Indian Mirror
৭। আনন্দ-বাজার পত্রিকা
৮। প্রভাকর
৯। মোহাম্মদী (পরে "সেবক")
১০। স্বরাজ
১১। হিন্দুস্থান
১২। বন্দে মাতরম্

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette.
২। The Gazette of India (অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত)।
৩। World Peace.
৪। The Mussalman.
৫। The Patent Office Notification.
৬। The Reformed India.
৭। The Telegraph.
৮। The World and the New Dispensation.
৯। আত্মশক্তি
১০। এডুকেশন গেজেট
১১। কাঙ্গাল
১২। খুলনা
১৩। খুলনা-বাসী
১৪। গৌড়-দূত
১৫। চারুমিহির
১৬। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ
১৭। জাগরণ
১৮। ঢাকা-প্রকাশ
১৯। ধূমকেতু
২০। নব-সঙ্ঘ
২১। নীহার
২২। নোয়াখালি-সম্মিলনী
২৩। পল্লীবার্ত্তা
২৪। পল্লীবাসী
২৫। প্রবাস-জ্যোতিঃ
২৬। প্রসূন
২৭। ফরিদপুর-হিতৈষিণী
২৮। বঙ্গবাসী
২৯। বঙ্গরত্ন
৩০। বসুমতী
৩১। বরিশাল-হিতৈষী
৩২। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী
৩৩। বাঁকুড়া-দর্পণ
৩৪। বার্ত্তাবহ
৩৫। বিজলী
৩৬। বিশ্ববাণী
৩৭। বীরভূম-বার্ত্তা
৩৮। বীরভূম-বাসী
৩৯। ময়মনসিংহ-সমাচার
৪০। মালদহ-সমাচার
৪১। মেদিনীপুর-হিতৈষী

৪২। মেদিনী-বান্ধব
৪৩। মোহাম্মদী
৪৪। যুগবার্ত্তা
৪৫। শঙ্খ
৪৬। শিশির
৪৭। শ্রীকৃষ্ণ
৪৮। সঞ্জয়
৪৯। সঞ্জীবনী
৫০। সময়
৫১। সুরমা
৫২। স্বরাজ
৫৩। হিতবাদী

পাক্ষিক

১। The Collegian
২। ধর্ম্মতত্ত্ব
৩। সম্মিলনী
৪। তত্ত্ব-কৌমুদী
৫। সনাতন

মাসিক

১। American Anthropologist.
২। The Central Hindu College Magazine.
৩। The Calcutta Review.
৪। Commercial India.
৫। The Devalaya Review.
৬। Industry.
৭। Monthly Labor Review.
৮। Hindu School Magazine.
৯। The Vedanta Kesari.
১০। Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society.
১১। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.
১২। The Mahamandal Magazine.
১৩। The Calcutta Medical Journal
১৪। Indian Medical Record.
১৫। অর্চ্চনা
১৬। আমার দেশ
১৭। আয়ুর্ব্বেদ
১৮। আর্য্য-দর্পণ
১৯। আলোচনা
২০। আশীর্ব্বাদ
২১। ইসলাম্ দর্শন
২২। ইতিহাস ও আলোচনা
২৩। উৎসব
২৪। উদ্বোধন
২৫। উপাসনা
২৬। কর্ম্মী
২৭। কায়স্থ-পত্রিকা
২৮। কায়স্থ-সমাজ
২৯। কৃষক
৩০। কৃষি-সম্পদ্
৩১। গন্ধবণিক মাসিক-পত্র
৩২। চিকিৎসা-প্রকাশ
৩৩। জন্মভূমি
৩৪। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন
৩৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৩৬। তাম্বুলী পত্রিকা
৩৭। ত্রিশূল
৩৮। নব্যভারত
৩৯। পরিচারিকা
৪০। পল্লীবাণী
৪১। পল্লী-শ্রী

৪২। প্রজাপতি
৪৩। প্রতিভা
৪৪। প্রবর্ত্তক
৪৫। প্রবাসী
৪৬। প্রভাতী
৪৭। বঙ্গবাণী
৪৮। বঙ্গনূর
৪৯। বামাবোধিনী পত্রিকা
৫০। ব্রহ্মবাদী
৫১। ব্রহ্মবিদ্যা
৫২। ব্রাহ্মণ-সমাজ
৫৩। ভক্তি
৫৪। ভারতবর্ষ
৫৫। ভারতী
৫৬। মাধবী
৫৭। মাধুকরী
৫৮। মানসী ও মর্ম্মবাণী
৫৯। মাসিক বসুমতী
৬০। মাহিষ্য-সমাজ
৬১। যমুনা
৬২। যোগিসখা
৬৩। শান্তি-নিকেতন
৬৪। শিক্ষক
৬৫। শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক
৬৬। সন্দেশ
৬৭। সরস্বতী (হিন্দী)
৬৮। সাহিত্য
৬৯। সাহিত্য-সংবাদ
৭০। সাহিত্য-সংহিতা
৭১। সুবর্ণবণিক্-সমাচার
৭২। সৌরভ
৭৩। স্বাস্থ্য-সমাচার
৭৪। স্বার্থ (হিন্দী)
৭৫। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বৈমাসিক

১। Museum of Fine Arts Bulletin.

ত্রৈমাসিক

১। বঙ্গ-সাহিত্য
২। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
৩। পুরাতত্ত্ব
৪। সংস্কৃত-ভারতী
৫। নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী)
৬। Indian Academy of Art.
৭। Quarterly Journal of the Mythic Society.
৮। The Karnatak Sahitya Parishad Patrika.

পরিষদ্ পুথিশালার অন্তর্গত

বাঙ্গালা পুথির বিষয়-তালিকা

১।	ডাক-চরিত্র	১
২।	রামায়ণ	২৭২
৩।	রামায়ণের ক্ষুদ্র পালা	১৫৫
৪।	মহাভারত	৬৩৬
৫।	ঐ ক্ষুদ্র পালা	১৩৯
৬।	ভাগবত ও তাহার ক্ষুদ্র পালা	২৯৭
৭।	অন্যান্য পুরাণের অনুবাদ	২২
৮।	ধর্ম্মমঙ্গল	৯
৯।	পদ্মাপুরাণ (মনসা)	৩০
১০।	চণ্ডী ও দুর্গা-মঙ্গল	৬৫

১১	লক্ষ্মীচরিত্র	১৩	২৭	চিকিৎসা	
১২	শীতলা-মঙ্গল	২	২৮	ভ্রমণ ও তীর্থযাত্রা	
১৩	গঙ্গামঙ্গল	২৬	২৯		২
১৪		৯২	৩০	রতিশাস্ত্র	৫
১৫	চরিতাখ্যান	২১০	৩১	স্মৃতি	৩
১৬	বৈষ্ণব রসশাস্ত্র	৯	৩২	অভিধান	১
১৭	সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবাদ	৮৬	৩৩	ধর্ম্ম, উপাসনা ও উপদেশ	৪৬
১৮।	বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও উপাসনা	৫৫৬	৩৪	গীতিনাট্য ও সঙ্গীত	৭
১৯।	সহজিয়া-সাহিত্য	৮৯	৩৫	পদ্য উপন্যাস	২
২০।	শিবায়ন	১৩	৩৬।	মুসলমানী পুথি	৪
২১।	সূর্য্যের পাঁচালী	২	৩৭	বিবিধ	৮২
২২।	সত্যনারায়ণের পাঁচালী	৩৬			
২৩।	শনির পাঁচালী	৬			২৯৩৫
২৪।	রায়মঙ্গল	২			
২৫।	অঙ্ক				
২৬।	জ্যোতিষ				

এই সকল পুথির মধ্যে উড়িয়া ৩, অসমীয়া ৩ এবং হিন্দী পুথি ২ খানি রহিয়াছে।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

গৌহাটী শাখা-পরিষৎ—১৩২৯

চতুর্দ্দশ বর্ষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

সম্পাদক— „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

আলোচ্য বর্ষে সাতটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়,—

(১) পঞ্জিকা-সংস্কার ও অয়নাংশ-মীমাংসা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

(২) পরীক্ষা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

(৩) গৌহাটীর ভাগ্য-বিবর্ত্তন (ইতিহাস)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ।

(৪) কামকটঙ্কটা, ১ম অংশ (পৌরাণিক কাহিনী)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(৫) পরশুরাম (পৌরাণিক কাহিনী)—ঐ।

(৬) কর্ম্ম-জিজ্ঞাসা (তিলক-গীতার উপক্রমণিকা-ভাগের অনুবাদ)—পরিষদের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু।

(৭) মানস-সরোবর (ভৌগোলিক)—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনগুপ্ত।

(৮) পরশুরাম্ (২য় অংশ—পৌরাণিক)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(৯) স্পর্শমণি (রসায়ন-বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস্ এম্ এ।

(১০) পৃথু (পৌরাণিক কাহিনী)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

(১১) বিস্ফোরকের উপাদান (রসায়ন-বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস এম্ এ।

(১২) নরওয়ের পুরাণ কথা—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেনগুপ্ত।

(১৩) নেপোলিয়ন—(ইতিহাস—হল্যাণ্ড রোজ অবলম্বনে)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম্ এ।

(১৪) মিরি-জাতির বিবরণ (জাতি-তত্ত্ব—অসমীয়া হইতে অনূদিত)— শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

বারাণসী-শাখা—১৩২৯

চতুর্দ্দশ বর্ষ

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

সদস্য-সংখ্যা—প্রায় তিন শত।

আলোচ্য-বর্ষে পাঁচটি সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

বারাণসীর ভাস্কর্য্য-পদ্ধতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

ঈশ্বর গুপ্ত ও 'সংবাদ-প্রভাকর'—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

শতবর্ষ পূর্ব্বে ন্যায়-শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।

রস ও সৌন্দর্য্য—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ।

ভূমৈব সুখং—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

আলোচ্য-বর্ষে এই শাখার আহ্বানে কাশীতে উত্তর-ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই শাখা কর্ত্তৃক আলোচ্য-বর্ষ হইতে "বঙ্গ-সাহিত্য" নামে এক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

বর্ষশেষে গ্রন্থাগারে ২২৫০ খানি পুস্তক রহিয়াছে। আয়-ব্যয়—আয় ৮১৫৶২॥, ব্যয় ৭২১॥৶২॥, উদ্বৃত্ত—৯৩॥০।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী

সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা—১৩২৯

দশম-বর্ষ

সভাপতি—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ।

সম্পাদক— „ ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্।

সদস্য-সংখ্যা—১১৮।

অধিবেশন-সংখ্যা—৭৬ (সপ্তাহিক ৪৩, মাসিক ৫, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৫, অভ্যর্থনা-সমিতি ২, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ৬, নাট্য-সমিতি ২, পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি ১৩)।

শাখার নবম বার্ষিক উৎসব বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সময় হয় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য-বর্ষে ৬০টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখ-যোগ্য—

মাতৃপূজা— শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম্ এ, বি এল্।

মাধ্যন্দিন শতপথ-ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয় „

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল-নির্ণয় „

নবীনচন্দ্রের শৈলজা-চরিত্র রৈবতকে, কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে এবং বিস্মৃতির সাধনা—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

কাব্য-দর্শন—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্।

বর্ষশেষে পুস্তক সংখ্যা—৯৩১।

শাখার মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য অর্থ-সংগৃহীত হইতেছে। উপযুক্ত স্থানাভাবে মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হইতেছে না।

শাখা হইতে নিম্নলিখিত পদকগুলি বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল—

(১) অবিনাশচন্দ্র মিত্র রৌপ্য-পদক—প্রদাতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র।
(২) সিদ্ধেশ্বরী „ „ „ নলিনীরঞ্জন বসু।
(৩) সুষমা „ „ „ মন্মথনাথ মিত্র।
(৪) বিদ্যাসাগর স্মৃতি „ „ „ যোগেশচন্দ্র বসু।
(৫) গিরিবালা স্মৃতি „ „ „ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
(৬) বরদাকান্ত স্মৃতি „ „ „ ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা—(১) এই শাখা হইতে “মাধবী” নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

(২) শাখার আহ্বানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আয়-ব্যয়—আয়—২৭৭৵৭৷৷, ব্যয় ১৯৭৷৵১৫, উদ্বৃত্ত—৭৯৷৷৵১২৷৷।

'মতি', 'হিতৈষী', 'কমলা' ও 'লক্ষ্মী'-প্রেসের স্বত্বাধিকারিগণ বিনা ব্যয়ে শাখার মুদ্রণকার্য্য করিয়া শাখাকে উপকৃত করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট শাখা কৃতজ্ঞ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

নদীয়া-শাখা—১৩২৯

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি।

সম্পাদক— " ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্।

অধিবেশন সংখ্যা—৬। নিম্নলিখিত বক্তৃতা হয় এবং প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়—

১। ৺রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুরের এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশ হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় মৃত কবির জীবনী ও কবিতা আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় "রবীন্দ্রনাথের মানসী নারী-প্রতিমা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। ঝঞ্ঝা (কবিতা)—শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।
নারীর ক্রন্দন— "

৩। শাখার বাৎসরিক উৎসবে নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতি হন এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত স্মৃতিকণ্ঠ বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মৌলবী মোজাম্মেল হক মহাশয়গণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ মিত্র "তত্ত্ব-কথা" কবিতা পাঠ করেন ও সভাপতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করেন।

৪। ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ এবং ৺ইন্দিরা (সুরূপা) দেবীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ হয়, পরে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয় "বাজ্ রে বীণা" নামক কবিতা পাঠ করেন।

৫। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় এক অধিবেশনে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরেজি প্রভৃতি গান গাহেন।

৬। শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি এল্ "পৃথিবীর বয়ঃক্রম" এবং রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি এ, এম্ বি বাহাদুর "বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যের ধারা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আয়-ব্যয়—সর্ব্বসমেত ৭৬৷৷৹ আয় এবং সমস্ত টাকা ব্যয় হইয়া ছাপাখানা ও আলো প্রভৃতি বাবদ কিছু টাকা ধার রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

দিল্লী-শাখা—১৩২৯

গত দুই বৎসর নানাকারণে শাখার কার্য্যাদি স্থগিত ছিল। তৎপরে বিগত পৌষে নূতন উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

পুস্তকালয় ও সেবা-সমিতি নামে দুইটি শাখা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শেষোক্ত-সমিতির চেষ্টায় ২ জন ভদ্রলোকের উপকার করা হইয়াছে। বর্ষশেষে ৭৫০ খানি পুস্তক শাখার কার্য্যালয়ে রহিয়াছে। ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত এন্ বি মুখার্জি মহাশয় নিজ বাড়ীর একটি ঘরে শাখার কার্য্যালয়ের স্থান দান করিয়াছেন। বর্ষশেষে প্রায় ১০০ সদস্য ছিলেন। শাখা "অনুসন্ধান-সমিতি" খুলিবার সংকল্প করিতেছেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর বি এ।

সম্পাদক— „ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

উত্তরপাড়া-শাখা—১৩২৯

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ।

সম্পাদক— „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সদস্য-সংখ্যা—৭৯। অধিবেশন-সংখ্যা ৭ (কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৫, সদস্যগণের ১, সাধারণ অধিবেশন—১)।

পঠিত প্রবন্ধ—বঙ্গীয় শব্দ-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ।

চিত্রশালায় ৫টি প্রাচীন মুদ্রা ও ২ খানি প্রাচীন চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তক-সংখ্যা—১৪০০।

আয়-ব্যয়—২৩৫।৶৬, ব্যয় ২৩১৷৶৬, উদ্বৃত্ত—৩৷৶০।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কটক-শাখা—১৩২৯

অধিবেশন সংখ্যা ৩। ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ সমাগম হয় তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল দেব বর্ম্মা নবীনচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভার সমালোচনা করেন।

পুস্তক-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ও উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে শাখার কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ রায়
ব্যবহর্ত্তা।

কার্য্যালয়ে মজুত পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষ উদ্বৃত্ত
১।	কৃত্তিবাসী রামায়ণ	২২	১	...	১	২১
২।	রসমঞ্জরী	১৭	১	...	১	১৬
৩।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত	৬৯	১	২	৩	৬৬
৪।	ছুটীখানের মহাভারত	২০	১	১	২	১৮
৫।	বনমালীদাসের জয়দেব-চরিত্র	৭৪	২	৪	৬	৬৮
৬।	বাসুদেব ঘোষের পদাবলী	৭৭	২	৭	৯	৬৮
৭।	জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল	২২	১	২	৩	১৯
৮।	ধর্ম্ম-মঙ্গল	২৮	১	...	১	২৭
৯।	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	২৮	১	২	৩	২৫
১০।	গৌরপদতরঙ্গিণী	২৬	২	...	২	২৪
১১।	কাশী-পরিক্রমা	২৬	২	...	২	২৪
১২।	রাধিকার মানভঙ্গ	১১৫	২	১০	১২	১০৩
১৩।	রামায়ণ-তত্ত্ব ১ম	৮	...	২	২	৬
১৪।	রাধিকা-মঙ্গল	২৬	৩	১	৪	২২
১৫।	বৌদ্ধধর্ম্ম	৮৬	৩	৫	৮	৭৮
১৬।	ব্রজ-পরিক্রমা	৩১	১	...	১	৩০
১৭।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৬৮	২	৪	৬	৬২
১৮।	শূন্যপুরাণ	২৩	১	২	৩	২০
১৯।	নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৪	২	...	২	২
২০।	বিদ্যাপতির পদাবলী	১	১	১	১	...
২১।	শতপথব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড	৩৬	২	৫	৭	২৯
২২।	,, ২য় ,,	৩৩	২	৫	৭	২৬
২৩।	চন্দ্রনাথ বসু	২৮	...	...	...	২৮
২৪।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	৩৯	...	১	১	৩৮
২৫।	বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়	১৪৮২	৩	১৯	২২	১৪৬০
২৬।	মায়াপুরী	২০৭	২	১৯	২১	১৮৬
২৭।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয়-শিক্ষা	৪৪	১	৫	৬	৩৮
২৮।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৭	২	২	৩	২৪

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
২৯।	কবি হেমচন্দ্র	২১৫	২	১২	১৪	২০১
৩০।	শ্রীভাষ্য ১ম, ২য়	২৯	...	২	২	২৭
৩১।	” ৩য়	৪৪	...	২	২	৪২
৩২।	” ৪র্থ	৪৬	...	...	২	৪৪
৩৩।	” ৫ম	৫৭	...	...	২	৫৫
৩৪।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১ম, ২য়	৫২	...	৪	৪	৫৮
৩৫।	” ৩য়	২১৮	...	৪	৪	২১৪
৩৬।	” ৪র্থ	২৩৮	...	৪	৪	২৩৪
৩৭।	শব্দকোষ ১ম, ২য়, ৩য়	২৭২	৯	৩২	৪১	২৩১
৩৮।	” ৪র্থ	২১৬	৪	১৩	১৭	১৯৯
৩৯।	ব্রতকথা	১২	১	৪	৫	৭
৪০।	রাসায়নিক পরিভাষা	২৪	২	১	৩	২১
৪১।	কল্কিপুরাণ	৭৬	২	১১	১৩	৬৩
৪২।	জ্যোতিষ-দর্পণ	১৯৩	৪	২২	২৬	১৬৭
৪৩।	প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম খণ্ড, ২য় সং	৬৬	২	৩	৫	৬১
৪৪।	ঐ ” ১ম সং	৫১	২	২	৪	৪৭
৪৫।	ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং	২৪৩৯	৩	২০	২৩	২৪১৬
৪৬।	দুর্গামঙ্গল	১৭১	৩	১৯	২২	১৪৯
৪৭।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ১ম	৮৭৩	২	৮	১০	৮৬৩
৪৮।	ঐ ২য়	৮৬৮	২	৯	১১	৮৫৭
৪৯।	ঐ ৩য়	৮৫০	২	১৩	১৫	৮৩৫
৫০।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	৩৫	২	৬	৮	২৭
৫১।	তীর্থমঙ্গল	৪২৩	৪	১৯	২৩	৪০০
৫২।	মৃগলুব্ধ	৬০৮	৩	১৯	২২	৫৮৬
৫৩।	সত্যনারায়ণের পুঁথি	৮৯	২	১১	১৩	৭৬
৫৪।	পদকল্পতরু ১ম খণ্ড	৮৩৯	৩	৫২	৫৫	৭৮৪
৫৫।	” ২য় খণ্ড	১৫৬৭	৩	৪৭	৫০	১৫১৭
৫৬।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৪৫৫	৩	১৯	২২	৪৩৩
৫৭।	তীর্থভ্রমণ	৩০০	৪	২০	২৪	২৭৬
৫৮।	গঙ্গামঙ্গল	১০৮	৩	১২	১৫	৯৩

	গ্রন্থের নাম	১৩২৯ বঙ্গাব্দের শেষে উদ্বৃত্ত	দান হইয়াছে	বিক্রীত হইয়াছে	মোট খরচ	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত
৫৯।	বৌদ্ধগান ও দোঁহা	১৬৭	৪	২৯	৩৩	১৩৪
৬০।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৪০৬	৪	১৯	২৩	৩৮৩
৬১।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা	৯২	৪	১১	১৫	৭৭
৬২।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	৪৯৩	৪	৩৫	৩৯	৪৫৪
৬৩।	জ্ঞানসাগর	১৮৩	৪	১৯	২৩	১৬০
৬৪।	সারদামঙ্গল	২০১	৪	২০	২৪	১৭৭
৬৫।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	১৭৭	৪	১৯	২৩	১৫৪
৬৬।	গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	১৮৫	২	১৪	১৬	১৬৯
৬৭।	ন্যায়দর্শন ১ম	৫৮৯	৯	৪৫	৫৪	৫৩৫
৬৮।	ঐ ২য়	৮৩৬	১৫	৩৬	৫১	৭৮৫
৬৯।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৪৫৯	২০	১৭	৩৭	৪২২
৭০।	সর্ব্বসংবাদিনী	৯৩১	১৬	১৯	৩৫	৮৯৬
৭১।	মনোবিজ্ঞান	১০০৭	৩	৮৩	৮৬	৯২১
৭২।	গোরক্ষ-বিজয়	৬৯৭	৪	৬	১০	৬৮৭

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৪।৩০

—০—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উনত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

নং	বিবরণ	টাকা
১।	চাঁদা	৭৯৯২৸/০
২।	প্রবেশিকা	১২৩৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৩৯৸৬
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭০২৸০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৪৪৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৭৮৫॥/২
৭।	এককালীন দান	৪১১৫॥৶০
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৪১৯৸/০
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৯৲৬
১০।	বিবিধ আয়	৪৩॥৵৬
১১।	হাওলাত আদায়	২৫২৬৸৬
১২।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	৩৮৯৲
১৩।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৩৬।/৩
১৪।	আমানত জমা	৭৩২॥০
১৫।	হাওলাত জমা	৮৫০৲
১৬।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা	১৮৩০৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২৲
		২১২৬২॥৶৫

ব্যয়

নং	বিবরণ	টাকা
১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৩৫৮৶৬
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৪৯৫৸৩
৩।	পুস্তকালয়	১২৩১॥/৬
৪।	পুথিশালা	৬৩৪।০
৫।	চিত্রশালা	৯১৪॥০
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	৪২৫৸৩
৭।	ডাকমাশুল	১১৬৮৶৩
৮।	বাড়ী মেরামত	১৩৫০৲
৯।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	১২৭।৵৬
১০।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭০৸৵৯
১১।	তার বদল ও মেরামতের বিল	১৮২।/৩
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১০০॥০
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	১১৯।০
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	২২২॥৵৯
১৫।	নূতন আসবাব	১৫।৶০
১৬।	গাড়ীভাড়া	৯০৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২১৩।৬
১৮।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১৭৭১॥/৩
১৯।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
২০।	„ „ খরচ	২৫৸/৬
২১।	হাওলাত শোধ	২৫০৲
২২।	বেতন	৩৩৭২৸৶৩
২৩।	কমিশন	৪৯৭৸৶৬
২৪।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	৪৫৸৵০
২৫।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	৪৪৪॥/৬
২৬।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের দেনা শোধ	২৭৲
২৭।	আমানত শোধ	৬৭৮॥৵০
২৮।	বিবিধ ব্যয়	১৬১॥৶৩
২৯।	হাওলাত দাদন	৭১১৶৩
৩০।	পোষ্ট অফিস্ সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ	১২২৯/২
৩১।	কোম্পানীর কাগজ খরিদ খাতে	১০০০৲
		২১০৬১॥২

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত-— ২৫৬৩৩।৬

বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ
তহবিলের আয়— ১৮৫৮২॥৵৫
(বাদ ডাকঘর হইতে) ———— ৪৪২১৫৸৴১১

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ
তহবিলের ব্যয়— ১৯৫৮২।৴০
(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ) ———— ২৪৬৩৩॥১১

এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর
কাগজ মজুত ১০০০৲

উদ্বৃত্ত—২৫৬৩৩॥১১

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

(ক) সাধারণ তহবিল— ৮৯২৸৴৯

ডাকঘরে মজুত— ২০০৲

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট
মজুত— ৩৮৭॥৴৬

কার্য্যালয়ে ও সম্পাদক
মহাশয়ের নিকট
মজুত— ৩০৪৸৵৬

কার্য্যালয়ে ডাক টিকিট
মজুত— ।৴৯

৮৯২৸৴৯

জের— ৮৯২৸৴৯

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার— ২৪৭৪০॥৴২

কোম্পানীর কাগজ মজুত ১৪৮০০৲

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার ৫০০০৲

টারমিনেবল্ ওয়ার লোন্ ১০০০৲

ওয়ার বণ্ড— ১৫০০৲

ডাকঘরে মজুত— ১৩১৩৸৵২

কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট
মজুত ১১২৬৸৴০

২৪৭৪০॥৴২

২৫৬৩৩॥১১

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৪।৩।১৩৩০
সম্পাদক—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি
সহঃ সম্পাদক—রামেন্দ্রসুন্দর ও
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতি।

পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

১৯-৩-৩০

শ্রীচুণীলাল বসু
২৯শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি
৬।৪।৩০

১৩২৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন——————————২২৮৯৵০
বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন—————————৭১১।৶৩

৩০০০।৶৩

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়- --২৫২৬৸৬

৪৭৩৷৯

১। শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়————৬০৲
২। সংবর্দ্ধনার জন্য——————————————৩১৩৷৯
৩। বেঙ্গল প্রিণ্টার্স কোং,————————————১০০৲

৪৭৩৷৯

১৩২৯ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা—- -২৮৪৷৵০
বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা- —৭৩২৷০

১০১৭৵০

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ- ———৬৭৮৷৵০

৩৩৮৷০

জায়—

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—
২। বিদ্যাপতির পদাবলী বিক্রয় জন্য
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র—— ——৭৷০
৩। পাঁচু জমাদার- —-৫০৲
৪। পুস্তক বিক্রয় বাবদ———— ---২৫৲
৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ- —২৫০৲

৩৩৮৷০

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
১৬।৩।৩০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মরমূর্ত্তি-তহবিল

আয়

১৩২৫ বঙ্গাব্দের চাঁদা আদায়—	৬৮৩৲
১৩২৬ " " "	৩১৲
১৩২৭ " " "	১৭২॥০
১৩২৮ " " "	১৪২৮৲
	২৩১৪॥০
১৩২৯ বঙ্গাব্দ	
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু	৫০৲
" পূরণচাঁদ নাহার	৫০৲
" প্রিয়নাথ গুহ	৫০৲
" হরিশঙ্কর পাল	১৫৲
" রায় ফণীন্দ্রলাল দে বাহাদুর	১০৲
" বৈদ্যনাথ সাহা	১০৲
" নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র	১০৲
" কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	৫৲
" রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর	৫৲
" প্রফুল্লকুমার সরকার	৫৲
" পি, এন্, চাটার্জ্জি	৫৲
" গোবর্দ্ধন সঙ্গীত-সমাজ	৫৲
" কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাপ্ত	২৲
" কবিরাজ কালীভূষণ সেন	২৲
" যতীন্দ্রমোহন দত্ত	২৲
" নরেশচন্দ্র সিংহ	২৲
	২২৮৲
	২৫৪২॥০

ব্যয়

মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুতের ব্যয়—	২১০০৲
পাদপীঠ " "	৫২।০
ফটো	১০৲
চাঁদা আদায়ের কমিশন—	২৭৫।৯
গাড়ীভাড়া প্লাকার্ড ও বিবিধ ব্যয়	৬২৻৬
	২৪৯৯॥/৩

কৈঃ—

আয়	২৫৪২॥০
বাদ	২৪৯৯॥/৩
উদ্বৃত্ত	৪২৸৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
১৭।৩।১৩৩০

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

৺ললিতচন্দ্র মিত্র—————১৬৲
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—————১৫৲
" গুণমুগ্ধ—————১২৲
" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—১০৲
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত—————৩৲
" সূর্য্যকান্ত মিশ্র—————৩৲
ডাকঘরে গচ্ছিত টাকার সুদ————১৮৲
৭৭৲

ব্যয়

চাঁদা আদায়ের কমিশন————৸০

কৈঃ—
গত বর্ষের জের—————১৭০৭৸৴৯
বর্ত্তমান বর্ষের আয়—————৭৭৲
১৭৮৪৸৴৯
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়—————৸০
উদ্বৃত্ত————১৭৮৪৴৯

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
১৭।৩।৩০

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-রক্ষা তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

৺ললিতচন্দ্র মিত্র—————৫৲

ব্যয়

প্লাকার্ড ছাপাই—————১২৷৹
ফুলের মালা—————২৲
গাড়ী ভাড়া—————৫৸৴৬
২০৷৴৬

কৈঃ—
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—————১৬৸৴৯
বর্ত্তমান বর্ষের আয়—————৫৲
২১৸৴৯
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়———২০৷৴৬
উদ্বৃত্ত———১৷৶৩

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
১৭।৩।৩০

মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসবের আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর	২৲
„ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	২৲
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	২৲
„ যোগীন্দ্রনাথ বসু	১৷৵০
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ	৷০
	১০৵০

ব্যয়

প্লাকার্ড ছাপাই	১১৲
ফুলের মালা ও গাড়ীভাড়া	৬৷৵৬
	১৭৷৵৬
কৈঃ—	
গত বর্ষের জের	৯৮৷৵৬
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১০৵০
	১০৮৷৶৬
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	১৭৷৵৬
উদ্বৃত্ত	৯১৵০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার

আয়

ব্যয়

চিত্র প্রস্তুতের ব্যয়	৫০৲
কৈঃ—	
গত বর্ষের জের	৫০৲
বাদ ব্যয়	৫০৲
	...

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-সমিতি

আয়

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
„ সুবোধ চট্টোপাধ্যায়	১০৲
জনৈক ভক্ত	১০৲
„ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲
„ অনাথনাথ রায়	৫৲
„ প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়	৫৲
	৪৫৲

ব্যয়

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক
১৭।৩।৩০

দেবেন্দ্রনাথ সেন স্মৃতি-রক্ষা তহবিল

আয়		ব্যয়	
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৲	চিত্র প্রস্তুতের জন্য চিত্রকরকে দেওয়া যায়	১৫৲
„ বামাপদ বসু	৫৲		
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৲		
	১৫৲	কৈঃ—	
		আয়	১৫৲
		বাদ ব্যয়	১৫৲
			০

অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল

আয়		ব্যয়	
২০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায়	১০৲		
		কৈঃ—	
		গত বর্ষের জের	২১০৲
		বর্ত্তমান বর্ষের আয়	১০৲
		উদ্বৃত্ত	২২০৲

সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য প্রাপ্ত দান

১।	মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর	৫০০৲
২।	৺রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর	৩০০৲
৩।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
৪।	„ চারুচন্দ্র সিংহ	৫০৲
৫।	„ গোকুলচন্দ্র লাহা	৫০৲
৬।	„ কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ	৫০৲
৭।	„ ভবানীচরণ লাহা	৫০৲
৮।	„ গিরিজাকুমার বসু	১০৲
		১১১০৲

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন ফণ্ড ও ভাণ্ডারের আয়-ব্যয় বিবরণ

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্তমান বর্ষের আয় — নগদ আদায়	সুদ	বই বিক্রয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায় — কোম্পানীর কাগজ	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত	পরিষৎ তহবিল
১	সাধারণ স্থায়ী-তহবিল	১০৫৩৫।৵৯	...	...	...	১০৫৩৫।৵৯	...	১০৫৩৫।৵৯	৬৫০০৲	২৸/২	...	৪০৩২।/৭
২	লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী-তহবিল	১৩০০৩।৵৯	...	৪২৫৲	১২৫।৯	১৩৫৮৩॥৶৬	৫৭১৵০	১৩০১২॥/৬	১৩০০০৲	...	...	১২॥/৬
৩	রজনীকান্ত স্মৃতি-তহবিল	৩৩॥০	...	৸৵০	...	৩৪।৵০	...	৩৪।৵০	...	৩৪।৵০	...	...
৪	কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল	২৭৭৸৵৯	...	৮।০	...	২৮৬৵৯	...	২৮৬৵৯	...	২৮৬৵৯	...	...
৫	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৬৩০॥৩	...	১৮৸০	১৸৵০	৬৫১৵৩	...	৬৫১৵৩	...	৫৬০॥৩	৯০॥৵০	...
৬	গ্রন্থ প্রকাশার্থ বিনয়কুমার সরকার তহবিল	২৩৬০৲	...	৩৭৲	...	২৩৯৭৲	...	২৩৯৭৲	...	...	...	২৩৯৭৲
৭	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	১৭০৭৸৵৯	৫৯৲	১৮৲	...	১৭৮৪৸৵৯	৸০	১৭৮৪৵৯	...	৪৩০৲	৪৭৭৵৯	৮৭৭৲
৮	অক্ষয়চন্দ্র সরকার „ „	১৬৸৵৯	৫৲	...	...	২১৸৵৯	২০।৵৬	১।৶৩	...	...	১।৶৩	...
	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল	৭৫।০	...	...	...	৭৫।০	...	৭৫।০	...	...	৭৫।০	...
১০	অক্ষয়কুমার বড়াল „ „	২১০৲	...	১০৲	...	২২০৲	...	২২০৲	২০০৲	...	২০৲	...
১১	মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব-তহবিল	৯৮।৵৬	১০৲০	...	...	১০৮।৶৬	১৭।৵৬	৯১/০	...	...	৯১/০	...
১২	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার	৫০৲	...	...	...	৫০৲	৫০৲	...	...	...	...	...
১৩	দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতি-তহবিল	৭৪৲	...	...	...	৭৪৲	৫০৲	২৪৲	...	...	২৪৲	...
১৪	মনোমোহন চক্রবর্তী „ „	৫০৲	...	...	...	৫০৲	...	৫০৲	...	...	৫০৲	...
১৫	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি „ „	১০০৲	...	...	...	১০০৲	...	১০০৲	...	...	১০০৲	...
১৬	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৬০০৲	...	১১৪৶৩	২২৸০	১৭৩৬।/৩	২৭৲	১৭০৯।/৩	১৬০০৲	...	১০৯।/৩	...
১৭	সাহিত্য-সংরক্ষণ-সমিতি	১৭০৲	...	...	...	১৭০৲	...	১৭০৲	...	...	...	১৭০৲
১৮	কুমারদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত ভাণ্ডার	৬৲	...	...	...	৬৲	...	৬৲	...	...	...	৬৲
১৯	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল	...	৪৫৲	...	...	৪৫৲	...	৪৫৲	...	...	৪৫৲	...
২০	দেবেন্দ্রনাথ সেন „ „	...	১৫৲	...	...	১৫৲	১৫৲	...	...	...	...	...
২১	অমরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়প্রদত্ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-তহবিল	...	১০০০৲	...	...	১০০০৲	...	১০০০৲	১০০০৲	...	...	...
২২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মর্ম্মর-মূর্ত্তি-তহবিল ১৩২৫।২৬।২৭।২৮।২৯ বঙ্গাব্দের আদায়	...	২৫৪২॥০		...	২৫৪২॥০	২৪৯৯॥/৩	৪২১৸৵৯	...	...	৪২৸৵৯	...
	মোট	৩০৯৯৯৶৬	৩৬৭৬॥০	৬৬৩/৩	১৪৯।৯	৩৫৪৮৭৵৬	১২৫১।৩	৩২২৩৫৸৵৩	২২১০০৲	১৩১৩৸৵২	১১২৬৸/০	৭৪৯৫৶১

শ্রীচুণীলাল বসু
বার্ষিক অধিবেশনের
সভাপতি ৬।৪।৩০

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
আয়-ব্যয় পরীক্ষক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ১৯।৩।৩০
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
কোষাধ্যক্ষ

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক ১৬।৩।৩০

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-সমিতির সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১।	চাঁদা	১০৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	১৫০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৭৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭২০৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	১৫০৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	৮৯০৲
৭।	এককালীন দান	৫০০০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৫০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১০।	বিবিধ আয়	৫০৲
১১।	হাওলাত আদায়	৪৭৩৲
১২।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	৩৫০৲
১৩।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	১৪০৲
১৫।	গতবর্ষের উদ্বৃত্ত	২৩৪৪৲
		২২১৬৭৲

শ্রীবিনোদবিহারী বসু
শ্রীবাণীনাথ নন্দী
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

২৮এ আষাঢ়, ১৩৩০

শ্রীচুণীলাল বসু

বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।

ব্যয়

ক্রম	বিবরণ	টাকা
১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	২২৫০৲
৩।	পুস্তকালয়	২৩৫০৲
৪।	পুথিশালা	৮০০৲
৫।	চিত্রশালা	১৩০০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	৪০০৲
৭।	ডাকমাশুল	১৩০০৲
৮।	বাড়ী মেরামত	২৫০০৲
৯।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭৫৲
১০।	তার বদল ও মেরামতের বিল	১৭৫৲
১১।	বিজ্ঞাপনের কমিশন	৩৭৷৷০
১২।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	১২০৲
১৩।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৬০৲
১৪।	দপ্তর সরঞ্জামী	৩১৫৲
১৫।	নূতন আসবাব	১০০৲
১৬।	গাড়ীভাড়া	১২৫৲
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১৫০৲
১৮।	ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৫০৲
১৯।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৫০০৲
২০।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	৫০৲
২১।	„ „ খরচ	৫০৲
২২।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	৫০০৲
২৩।	পদক ও পুরস্কার	১৪০৲
২৪।	বেতন	৩৫০০৲
২৫।	কমিশন	৫০০৲
২৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	১৫০৲
২৭।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	৩৫০৲
২৮।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১০০৲
২৯।	বিবিধ ব্যয়	১০০৲
		২১৭৪৭৷৷০

সপ্তরথী মহাভারত

প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনায় আসিলেন। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে রহিলেন এবং যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত শকুনির সঙ্গে পাশা খেলিতে লাগিলেন।

মূল মহাভারত

"সহ স্ত্রীভির্দ্রৌপদীমাদি কৃত্বা"—দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত।

কাশীদাসী মহাভারত

৬২। সভামধ্যে দুর্য্যোধন দ্রৌপদী দেবীকে নিজের উরুদেশ প্রদর্শন করাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন।

সপ্তরথী মহাভারত

সভামধ্যে দুর্য্যোধন দ্রৌপদী দেবীকে নিজ উরুদেশে উপবেশন করাইয়াছিল, তদ্দর্শনে ভীম, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৩। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর গ্রহণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরাদিকে দ্রৌপদী মুক্ত করেন। দুর্য্যোধন এই সংবাদ জানিয়া অন্ধ নৃপতির নিকট কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। পুত্রস্নেহে বশীভূত ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারী প্রভৃতির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার জন্য পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন।

সপ্তরথী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের বরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মুক্ত হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলে, পুনরায় দুর্য্যোধন নিজে পাশা খেলার জন্য দুত পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

৩রা চৈত্র ১৩২৯, ১৭ই মার্চ্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

[পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত]।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ

করিবার পূর্ব্বে বলিলেন "সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরলোকগমনে আমরা এখানে শোক-প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি। তিনি আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন—আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয় শিষ্য। পিতার পরলোকগমনে পুত্র পিতৃ-আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্য তর্পণ করিতে পারেন, সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু আপনারা যখন আমাকেই সভাপতিপদে মনোনীত করিয়াছেন, আমি তাই সর্ব্বপ্রথমে আমার পিতৃস্থানীয়—সেই স্বর্গগত পুণ্যবান্ কৃতিপুরুষের উদ্দেশ্যে আমার অন্তর্নিঃসৃত ভক্তির অর্ঘ্য—শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ও সকলের নিকট সুপরিচিত—

"গাও সবে মিলে ভারতসন্তান * * গাও ভারতের যশোগান"—এই গানটি গাহিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পিএচ্ ডি মহাশয় অদ্যকার সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া ও এই সভার কার্য্যাবলীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত "ইব্রাহিম ও অগ্নি-উপাসক"-শীর্ষক কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে প্রবন্ধপাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন যে, সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত তিনি প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য তিনি দুঃখিত। তারপর তিনি ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিবিধ সদ্গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্ম্মবহুল জীবনে অন্য কিছু না করিলেও, কেবল পূর্ব্বে গীত উক্ত জাতীয় সঙ্গীতটি রচনার জন্য তিনি বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয়—চিরবরণীয় হইয়া থাকিতেন। তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি কতদূর প্রবল ছিল—উক্ত গানটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। স্বর্গীয় নবকুমার মিত্র-প্রবর্ত্তিত জাতীয় মেলার আমলে তিনি এই গানটি রচনা করেন এবং ইহা অন্যতম প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে ও ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীর সম্পাদনে ১৮৯২ সালে ঠাকুরবাড়ী হইতে "বালক" মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই উহার প্রকৃত পরিচালক ছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার বহু চিত্তাকর্ষক হাফটোন চিত্র বাহির হয়। আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি—নাটোরে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সম্মিলনীর সভাপতি-রূপে। তিনি তখন সবে-মাত্র সিভিলিয়ান জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তারপরে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পুনরায় তাঁহাকে পরিষদের সভাপতিরূপে দেখি। তখন পরিষদের এ বাড়ী তৈয়ারী হয় নাই—তখন পরিষদের এ অবস্থাও ছিল না। যাঁহাদের দায়িত্বে, উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় পরিষৎ স্থানান্তরিত হয়, তন্মধ্যে রামেন্দ্র

বাবু, সুরেশ বাবু, দেবেন্দ্র বাবু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন ; উপস্থিত রহিয়াছেন—যতীন্দ্র বাবু ও হীরেন্দ্র বাবু। তখনকার দিনে সত্যেন্দ্র বাবুকে পরিষদের সভাপতিরূপে পাওয়া পরিষদের সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাঁহার সহিত তখন যাঁহারা একযোগে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তিনি কেমন মনোযোগের সহিত পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ ক্ষীণ দেহের ভিতর কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও কত উৎসাহ ছিল। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি বিদ্যার্জ্জন করিতে বিলাত গিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিদ্যার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাওয়া কম সাহসের কথা ছিল না। তখন তাঁহার সাফল্যে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।"

তারপর বক্তা বহুবৎসর পূর্ব্বে "প্রদীপে" প্রকাশিত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা যখন পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান—তখন কিরূপে কেবল ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে সেখানে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বীজ প্রথম উপ্ত হইয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক ও আমাদের দেশের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।" এই প্রস্তাব সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন,—"সত্যেন্দ্র বাবুর সাহিত্যানুরাগ আপনাদের অবিদিত নয়। তাঁহার যে সকল সাহিত্যিক কীর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার সহিত আপনারা সকলেই পরিচিত। তিনি দেশীয়ভাবের প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার রচিত গান প্রভৃতিই তাহার পরিচায়ক। তিনি যখন সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, আমি তখন সম্পাদকরূপে উঁহার সেবক ছিলাম। তখন পরিষদের বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক আলাপ হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ যে তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম বস্তু ছিল, তখন তাহার বহু নিদর্শন পাইয়াছি। জলে ঝড়ে যখন অনেক সদস্যই অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনও তিনি ঠিক সময়ে আসিয়া অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার অবকাশ পাইয়া পরিষৎ নিজেই ধন্য মনে করিতেছেন। তিনি প্রকৃত মনীষাসম্পন্ন ছিলেন ; এখন তিনি প্রশংসার অতীত। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।"

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়গণ যথাক্রমে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে সত্যেন্দ্র বাবুর উপযুক্ত স্মৃতি যাহাতে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য এই

সভা পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করিতেছেন"। তিনি আরও বলিলেন, "সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, ধর্ম্মনীতি—যাহা মানুষকে উন্নীত করে, তন্মধ্যে এমন কোন বিষয় ছিল না, যাহা সত্যেন্দ্র বাবু বিশেষভাবে চর্চ্চা করেন নাই। তিনি নানা বিষয়ে বঙ্গীয়-সমাজকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গীতার অনুবাদ পড়িলে বোঝা যায় যে, তাঁহার অনুবাদশক্তি কত প্রবল ছিল। তিনি সংস্কৃতকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, এত সহজে—এত সরল—এমন প্রাঞ্জলভাবে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সেই কাব্যানুবাদ মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে হয়। তিনি ইংরেজী বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোজ্ঞভাবে পড়িতে পারিতেন—তাঁহার আবৃত্তি করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ।

"রাঁচিতে প্রায়ই আমি তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। রাঁচিতে গত দশ বার বছরের মধ্যে যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাহার প্রায় সকলেরই তিনি নেতৃ-স্বরূপ ছিলেন। স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান সকলের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া দরকার—এ বিষয়ে বারংবার তাঁহারই অনুরোধে এবং তাঁহারই সভাপতিত্বে রাঁচিতে আমি প্রথম স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করি। তাহাই পরে "শরীর-স্বাস্থ্য-বিধান" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি এবং তিনিই পুস্তকের উক্তরূপ নামকরণ করিয়া দেন। তাঁহার মত এমন হৃদয়বান্, এমন নৈতিক চরিত্রে উন্নত, এমন অমায়িক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও দেশীয় ভাবাপন্ন ছিলেন; এমন দেশীয় বিদেশীয় ভাবের সমন্বয়ে প্রোজ্জ্বল আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, কবি, ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার আদর্শের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য ঠিক উপযুক্ত সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার একটি চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি শ্রীযুক্ত প্রমথ বাবুকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে, সকলের পক্ষ হইতে ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চুণীবাবু উক্ত চিত্র সকলের সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"শোক-সভায় অনেকক্ষণ বক্তৃতা করা অশোভনীয়। আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা নিবেদন করিতেছি। কি সাহিত্য-বিষয়ে, কি রাষ্ট্র-বিষয়ে কি সুকুমার-কলা-নৈপুণ্যে—সকল বিষয়েই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী শিক্ষার কেন্দ্রস্থান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী একটি রত্নপ্রভব স্থান। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহারই অন্যতম অত্যুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁহার অগ্রজকে পাছে ফেলিয়া, তিনি আগে চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "জন্মে, বিবাহে, সকল ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে আমি আগে—আর মরণকালে তুমি পূর্ব্বে চলিয়া যাইবে?"—আজ সত্যেন্দ্র বিয়োগে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথও বোধ

হয়, তাহাই ভাবিতেছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা তখনই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া—"বোম্বাই-চিত্র"কে আদর্শ করিয়া আমার ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি এবং কতক অংশ লিখিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখাই। তিনি আমাকে ঐরূপে রস ফুটাইতে পারিব না বলিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। তদনুসারে পরে রবি বাবুর বিলাতের কথা বাহির হইলে, তাহাই আদর্শ করিয়া "হিমালয়" লিখিয়াছি। অনুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমার নিকট তাঁহার গীতার এবং কাব্যাদির অনুবাদ হইতেও মেঘদূতের অনুবাদ সরস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

* "শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাবু নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তাঁহার সভাপতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা বাস্তবিকই সব চেয়ে স্মরণীয় বিষয়। সভামঞ্চে সকলে উপবিষ্ট, এমন সময় প্রবল ভূমিকম্প আরম্ভ হইল—মেদিনী থর থর কম্পমান—আমি, শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় প্রভৃতি সকলেই অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু "যিনি কাঁপাচ্ছেন, তিনিই স্থির করিয়া দিবেন"—এই বলিয়া স্থির হইয়া আসনে বসিয়া রহিলেন। তখনকার তাঁহার স্থির ধীর গম্ভীর মূর্ত্তি—তাঁহার নির্ভরশীলতা—তাঁহার ভগবৎপ্রীতি সকলের হৃদয় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তারপরে তাঁহার আবৃত্তিশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, যাঁহারা তাঁহার রবিবাবুর "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি শুনিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই জানেন। তিনি রচনার ভিতর হইতে pathos টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, সেই "পুরাতন ভৃত্যে"র কেষ্টা চাকরটাকে ঠিক চোখের সাম্‌নে প্রতিভাত করিয়া দিতেন। কবিতা, নাটক—সর্ব্ববিধ রচনাই যথোপযুক্ত ভাব ও স্বরভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি কিরূপ আনন্দজনক ও শিক্ষাপ্রদ হয়, তাহা তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

তারপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে চিত্রদানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে অভিবাদন জানাইলেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয় সত্যেন্দ্র বাবুর রচিত একটি গান গাহিলেন।

সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে আগামী কল্য পরিষৎ-কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তৎপরে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে, যাঁহারা অদ্যকার সভার সাফল্যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং বিশেষভাবে উপস্থিত মহিলাবর্গকে ধন্যবাদ দিলে পর, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি।

অষ্টাদশ বিশেষ অধিবেশন

১০ই চৈত্র ১৩২৯, ২৪এ মার্চ্চ ১৯২৩, শনিবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—শিবাজীর সেনাদল। বক্তা—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় "শিবাজীর সেনাদল" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"মোগল সম্রাট্ আকবরের ন্যায় শিবাজীর সৈন্য-সুশৃঙ্খলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সৈন্যগণ স্থানান্তরে যাতায়াতের সময় যাহাতে কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে—শিবাজীর তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সৈন্য-পরিচালনে তাঁহার এই বিশেষ দক্ষতাই তাঁহাকে একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিজাপুর-রাজ্যের জায়গীরদার হইতে একটা বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইতে সাহায্য করিয়াছিল। শিবাজীর চরিত্র অতি মহান্ ছিল। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার-কল্পে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মত অতি উদার ছিল। তিনি হিন্দু ভাবে ভাবাপন্ন হইয়াও মুসলমান প্রজাদের জন্য মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ সাধকপ্রবর রামদাস স্বামীর আদর্শে যিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এ সব গুণের অধিকারী হওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

তারপর সভাপতি মহাশয় অদ্যকার বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ও সকলের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—"শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি মারাট্টা-ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ বলিয়া শুনিয়াছি। আশা করি, তিনি এইভাবে দেশের অনেক প্রণষ্ট গৌরবের ইতিহাস উদ্ধার করিয়া অনেক নূতন তথ্যের সংবাদ দিবেন।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন—"গত পাঁচশত বৎসরের ভারত-ইতিহাসে শিবাজী-চরিত্র শিবরাত্রির শলিতার ন্যায় একমাত্র উজ্জ্বল চিত্র। শিবাজী-সম্বন্ধে অনেকের মতদ্বৈধ হইলেও তাঁহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়বিধ আলোচনা দ্বারাই শিবাজী-চরিত্র-মাহাত্ম্য সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। শিবাজীর মাওয়ালী সেনা শিবাজীর শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিল। শিবাজী মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং গড়িয়াছিলেনও

তাহাই। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শিক্ষায় দীক্ষায়—সর্ব্বোপরি চরিত্রবলে শিবাজার মাওয়ালী সেনা বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। এমন নৈতিকচরিত্রে উন্নত সেনাদলের বিবরণ সকল দেশের ইতিহাসেই অতি বিরল।" এই বলিয়া তিনি বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুকে সকলের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩২৯, ১লা এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয় :—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়-লিখিত "আসামের নানা কথা" নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম পঠিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত গ-পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে "আসামের নানা কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখকের অনুপস্থিতে প্রবন্ধের সমালোচনা করা সমীচীন হইবে না—প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। কিন্তু তিনি

যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আসাম সম্বন্ধে এই সকল নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—এই বলিয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে পাঠার্থ তিনি যে এই প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বাবুকে এবং অন্য এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে এই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যরত্নাকর, ১০ দেবনারায়ণ দাসের লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়, এম্ এ সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, Office of the Deputy Asst. Controller of Army Factory, Condite Faetory, P. O. Aruvankadu (Nilgiri Hills). প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ সদঃ—কুমার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম্ এস্‌সি, ৬৫ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ হাজরা এম্ এ, ১২৬ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদঃ—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর, ৪।১ মোহনবাগান লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা।

উপহারদাতা—The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot, পুস্তক—(১) Administration Report of the Excise Dept. Bengal. 1921-22, (২) Fifty-third Annual Report of the Director of Public Health for Bengal 1920, (৩) Do. 1921. (৪) Annual Statistical Returns and Short Notes on Vaccination in Bengal. 1920-21, (৫) Do. 1921-22, (৬) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. IX. (৭) Do. Vol. X. The Supdt. Govt. Printing, India (৮) Review of the Trade of India in 1921-22.

উপহারপ্রাপ্ত পুথির তালিকা

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস—(১) গোবিন্দমঙ্গল, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন—(২) সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, (৩) গ্রহযাগতত্ত্ব, (৪) স্বরূপাখ্য স্তব-টীকা (কর্পূরাদি স্তব)।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬৪। শকুনির সহিত পুনরায় যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলায় এইরূপ পণ হয় যে, যিনি হারিবেন, তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে প্রকাশ হইলে, পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পণ এইরূপ, বিজিত পক্ষ দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। অজ্ঞাতবাসের সময়ে প্রকাশ হইলে, তাঁহারা বিজেতা-পক্ষের দাসরূপে পরিগণিত হইবেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৫। শকুনি পাশাখেলায় বিশেষ দক্ষ। তাই যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

শকুনি দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা পাশা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই জন্য যুধিষ্ঠির তাহার নিকট পরাজিত হন।

মূল মহাভারত

শকুনি অক্ষবিৎ।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৬। হস্তিনানগরে একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি দশ সহস্র শিষ্য সহ আগমন করেন। রাজা দুর্য্যোধন শত ভ্রাতার সহিত অনেক দিন তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, রাত্রি দশ দণ্ডের পর দ্রৌপদীর ভোজন সমাধা হইলে, তিনি কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট সশিষ্যে আতিথ্য স্বীকার করিবেন। যথাসময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি এই প্রতিশ্রুতি পালন করিলে, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ অন্নের অভাব দেখিয়া কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণ আসিয়া স্থালীস্থিত অন্নকণা ভোজন করিলে, বিশ্বাত্মা কৃষ্ণের তৃপ্তিতে ঋষিগণের পেট ভরিয়া গেল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দুর্য্যোধন একদিন কাম্যক বনের নিকটে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, এমন সময় বিশ হাজার শিষ্য সহিত দুর্ব্বাসা আসিয়া বলিলেন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত, অন্ন দাও। দুর্য্যোধন বলিলেন, এখানে আমি অন্ন কোথায় পাইব? বিলম্ব করিলে রাজধানী হইতে আনাইয়া দিতে পারি। তাহার চাইতে, নিকটেই রাজা যুধিষ্ঠির পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন, প্রচুর অন্ন সেখানে আছে। আপনারা তথায় যান। দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া বলিলেন, আমরা তিন দিনের উপবাসী, সত্বর অন্ন প্রস্তুত কর, সন্ধ্যা করিয়া আসিতেছি। যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণিলেন। দুর্ব্বাসাকে অন্ন না দিতে পারিলে ব্রহ্মশাপে মৃত্যু অনিবার্য্য। তদপেক্ষা দেহত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। এই ভাবিয়া দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব দেহত্যাগ করিবার জন্য জলে নামিলেন। এই সময় নারদ ঋষি আকাশে থাকিয়া এই ঘটনা দর্শনপূর্ব্বক দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণকে জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আসিয়া পাণ্ডবগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং নানাবিধ ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ঋষিদিগকে আহার করাইলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৭। কাম্যক বনে প্রবেশের পূর্ব্বে সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও দ্বিজগণের পোষণের জন্য যুধিষ্ঠির সূর্য্যের আরাধনা করেন। সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, দ্রৌপদী যাহা রন্ধন করিবেন, দ্রৌপদীর ভোজনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তাহা অফুরন্ত থাকিবে। অর্থাৎ দ্রৌপদীর আহারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সেইসকল অন্নাদি যত লোকেই খাউক না কেন, কিছুতেই ফুরাইবে না।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমনে পাণ্ডবেরা যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এইরূপ বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পাঁচ ভাই মিলিয়া যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, সূর্য্যের আরাধনা করিতে হইবে। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্য তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে, তোমাদের আর অন্নকষ্ট হইবে না।

মূল মহাভারত

তাম্রময় পিঠর অর্থাৎ পরিবেষণপাত্র দেন। ইহাতে স্থাপিত অন্ন অক্ষয় হইবে।

দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩২৯, ১লা এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা।

(নবম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়:—১। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয়-লিখিত "পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?" নামক প্রবন্ধ, এবং ২। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় তাঁহার "পবনদূতের বিজয়পুর কোথায়?" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি মহাশয় এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য এবং প্রবন্ধরচনার্থ পরিশ্রমের জন্য লেখক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

স্থগিত ষোড়শ ও সপ্তদশ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই চৈত্র ১৩২৯, ২৮এ মার্চ্চ ১৯২৩, বুধবার অপরাহ্ণ ৬॥টা।

শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—গিজোর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়) নামক প্রবন্ধ। লেখক—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য "সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত গিজোর (Guizot) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের শেষ দুই অধ্যায়—ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুকে এই অনুবাদের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

একাদশ মাসিক অধিবেশন

২৫এ চৈত্র ১৩২৯, ৮ই এপ্রিল ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷টা।

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল্—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পরিষদের পুথি-শালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "মৌর্য্য-যুগে ভারতীয় সভ্যতা" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়ের সমর্থনে এবং শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এম্ এ মহাশয়ের অনুমোদনে রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত নবম ও দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল পর, পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। গ—পরিশিষ্টে লিখিত পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "মৌর্য্য-যুগে ভারতীয় সভ্যতা" নামক তাঁহার প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেন। এই অধ্যায়ে তিনি মৌর্য্যযুগের পারিবারিক জীবনের আলোচনা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ, এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রবন্ধ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এই সকল আলোচনার উত্তর দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া মৌর্য্য-যুগের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে যে আলোকসম্পাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি গভীর গবেষণা ও স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতেছেন, ইহা প্রকৃতই আশার বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া প্রবন্ধের কিছু আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ; সদস্য—রেভাঃ জি সেক্সালিন এম্ এ, সিউরী, ই, আই, আর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, সমঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায় এম্ এ, ১৭২ বৌবাজার ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ পাল, চন্দ্রপুর, পোঃ বাগনান, হাওড়া; প্রঃ—ঐ; সমঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিচরণ দে, ৪৭ হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্, ভারত ইনসিওরেন্স, লাহোর; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মজুমদার বি এ, সুপল, ভাগলপুর, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সমঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পতিরাম দেব বৃহস্পতি, ২৩ ম্যাকোয়ার স্কোয়ার; প্রঃ—ঐ, সমঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) মহাশ্বেতা। (২) Who's who, 1917. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (৩) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal for the year 1921-22. The Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A. (৪) Archaeological Investigations.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৬৮। অর্জ্জুনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব কিরাতরূপ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আইসেন। অর্জ্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলেন, তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে অস্ত্র এবং বর প্রদান করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন তপস্যায় নিমগ্ন হইলে মহাদেব প্রথম নিজরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া যুদ্ধে জয় হইবে বলিয়া অর্জ্জুনকে বর প্রদান করেন। কিন্তু অর্জ্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন পুনর্ব্বার মহাদেব কিরাতরূপ পরিগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়া পাশুপত প্রভৃতি অস্ত্র দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৬৯। নিষধরাজ নল লোকমুখে দময়ন্তীর রূপের কথা শুনিয়া তদ্গতচিত্ত আছেন। একদিন অন্তঃপুরের উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি হংস দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। হংস তখন কাতরভাবে নলের নিকট কাকুতি করিতে লাগিল এবং বলিল, তুমি যাহার চিন্তায় বিভোর আছ, আমাকে ছাড়িয়া দিলে, সেই দময়ন্তীর সহিত আমি তোমার মিলন করাইয়া দিব। এই কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

নিষধ রাজ নল সৈন্য-সামন্তসহ একদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মৃগয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি এক সরোবরে স্নান করিতে গেলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই সরোবরে অসংখ্য স্বর্ণহংস ক্রীড়া করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া আর সব হাঁস উড়িয়া গেল, কেবল একটিকে তিনি ধরিয়া ফেলিলেন। ধৃত হাঁস রাজার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গৃহে

অনাথা বৃদ্ধ বাপ-মা এবং শিশুসন্তানের কথা উল্লেখ করিল। তাহাতে রাজার দয়া হইল না দেখিয়া নলের পূর্ব্বপুরুষদের সুখ্যাতি আরম্ভ করিল। তাহাতেও কোন্ ফলোদয় না হওয়ায়, সে দময়ন্তী নামে অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যার বিস্তৃত রূপগুণের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া বলিল, আমাকে যদি ছাড়িয়া দাও, তবে এইরূপ দেবদুর্ল্লভ এক কন্যার সহিত তোমার মিলন করাইয়া দিব। রাজা কন্যার রূপের কথা শুনিয়া মুগ্ধ ও তন্ময় হইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে হাঁসকে ছাড়িয়া দিলেন।

মুল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১০। দময়ন্তীর স্বয়ংবরে মহারাজ নল যাইতেছেন, পথে ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। দেবগণ নলকে তাঁহাদের দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন, তিনি বলিলেন, রাজার অন্তঃপুর পুরুষের অগম্য। শত শত প্রহরী তাহার দ্বার রক্ষা করিতেছে। আমি এই বেশে পুরুষ হইয়া কিরূপে সেখানে যাইব? দেবগণ বলিলেন,—আমাদের প্রভাবে কেহই তোমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি সকলের অলক্ষ্যে স্বচ্ছন্দে তথায় যাইতে পারিবে। নল বিদর্ভরাজের অন্তঃপুরে গিয়া সখীগণবেষ্টিতা দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। নলকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আপনি কে? লক্ষ লক্ষ প্রহরিবেষ্টিত এই অন্তঃপুরে আপনি কেমন করিয়া আসিলেন? নল তখন নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া, দেবগণের অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

সপ্তগ্রামী মহাভারত

মহারাজ নল, দময়ন্তীর স্বয়ংবরে আসিতেছেন, পথে ইন্দ্র, কুবের বায়ু ও বরুণ, এই চারি জন দেবতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেবতারা রাজাকে বলিলেন, তুমি আমাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমন কর। তাহাকে গিয়া বল যে, সে আমাদের চারি জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বরণ করুক। নল ইহাতে সম্মত হইলে, দেবতারা বায়ুকে নলের সহিত অজ্ঞাতে পাঠাইয়া দিলেন—উদ্দেশ্য, নল কথামত ঠিক ঠিক কাজ করেন কি না, দেখিবার জন্য। নল আসিয়া দ্বারে প্রহরীকে বলিলেন, আমি দেবগণের দূত; রাজকন্যাকে দেবতাদের সংবাদ জানাইবার জন্য আসিয়াছি। প্রহরী, দময়ন্তীকে এই সংবাদ জানাইলে দময়ন্তী নলকে অন্তঃপুরে যাইবার আদেশ দিলেন এবং বায়ুও অলক্ষ্যে তাঁহার পেছনে পেছনে গমন করিলেন। নল নিজের পরিচয় না দিয়া, দেবগণের উদ্দেশ্য দময়ন্তীর নিকট বিবৃত করিলেন।

মুল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

ঊনবিংশ বিশেষ অধিবেশন

৫ই বৈশাখ, ১৩৩০, বুধবার সন্ধ্যা ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"চিত্রে মানস-সরোবর, কৈলাস ও আদি-বদরীনাথ" নামক প্রবন্ধ—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় খাল্‌সা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিতে, এবং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় হিমালয় গিরিশঙ্কট, মানস-সরোবর, রাক্ষসতাল, কৈলাস, মান্ধাতা, গৌরীকুণ্ড, থোলিংমঠ বা আদি-বদরীনাথ প্রভৃতি স্থানের যে সকল দর্শনীয় বিষয় দেখিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলেন, এবং ঐ সকল স্থানের প্রায় ৫০ খানি চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

বিংশ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই আষাঢ় ১৩৩০, ২৯এ জুন ১৯২৩, শুক্রবার।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-উৎসব।

এই দিন প্রাতে কবিবরের সমাধিক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে কিছু বলেন এবং তাঁহার সমাধির উপর পুষ্প ও মাল্যাদি প্রদান করেন।

এই দিন অপরাহ্ণে ৬॥ টার সময় সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় সভার উদ্বোধন করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়কে মাইকেল মধুসূদনের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ মহাশয় কবির "চিত্রাঙ্গদা" হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি করিলেন এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় "নমি কবিগুরু" ইতি শীর্ষক কবিতার আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলিলেন,—যখন দেশে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রচলন ছিল, তখন মাইকেলের বই অনেকেরই পড়িবার সুযোগ হইত; কলিকাতা অপেক্ষা গ্রামেই মাইকেলের বই বেশী পঠিত হইত। আজকাল মাইকেলের বই পড়িবার ধৈর্য্য বা শিক্ষা দেশে কাহারও নাই। বৈষ্ণব কবিতার ন্যায় কোন সাহিত্যই তেমন মধুর হইল না,—মাইকেল সেই বৈষ্ণব-সাহিত্যকে বিশেষ সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তখনকার সাহিত্য-সেবায় আর আধুনিক সাহিত্যসেবায় অনেক তফাৎ। তখন সাহিত্যসেবা করিতে হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। তখনকার সেবা অহৈতুকী ছিল; তখনকার সাহিত্যিকগণ দেশকে বাস্তবিকই ভালবাসিতেন; তাঁহাদের ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া জাতিকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

মধুসূদন হুগলী হইতে গৌরীকৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের পাণ্ডুলিপি শুনাইয়া যাইতেন এবং তজ্জন্য কিছু কিছু পাইতেন। সেই গোস্বামী মহাশয়ের পুত্রদ্বয়—নন্দলাল ও কিশোরীলাল গোস্বামী তাঁহাকে প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া ইংরেজী শিখিতে চান। মাইকেল পারিশ্রমিক চাহেন five hundred rupees per hour. তাহাতে নন্দলাল বলেন, It is not a common sum! মাইকেল তাহাতে উত্তর দেন, Michael is not a common man! তাঁহার আত্ম-বিশ্বাস এইরূপই ছিল, তাই আজ সমগ্র জাতি বলিতেছে, Michæl is not a common man!

শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ; পি এইচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, অন্যান্য দেশে সাহিত্যের গঠনকর্ত্তৃগণের জন্য সেই দেশের লোক উৎসবাদি করিয়া থাকেন। এদেশে সেরূপ নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় বঙ্গ-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এখন আমরা আলোচনা করিয়া যে যে শিক্ষণীয় বিষয়ে অন্য ভাষায় চলিতেছে, সেই সেই বিষয়ে বঙ্গভাষা প্রচলন করিতে পারি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষা প্রচলনের যেরূপ ভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছেন, সেইরূপ বঙ্গভাষার গঠনকর্ত্তৃগণের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের ভারও যেন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন, আজকাল যেভাবে সাহিত্যের আলোচনা হয়, তাহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে পাওয়া যাইত। আজকাল নিউটন, ষ্টিফেন্স, ওয়াট্‌স্ প্রভৃতির অপেক্ষা বড় বড় বৈজ্ঞানিক জন্মিয়াছেন ও তাঁহারা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু নিউটন প্রভৃতির আবিষ্কার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের তুলনায় অতি সামান্য হইলেও, তাঁহারা চিরকাল প্রথম অর্ঘ্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবেন। সেইরূপ মধুসূদন চিরদিন আমাদের নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন, "প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি করিতাম ; প্রায় অর্দ্ধেক কবিতা মুখস্থ ছিল। এখনও তাহা আগেকার মতই মুখরোচক বোধ হয়। এই যে বিপুল জলধারা বঙ্গ-সাহিত্যকে প্রস্ফুটিত করিতেছে, তাহার গোমুখী কোথা, তাহা খুজিয়া পাইবেন না। তাহার কোমল নদীর একটি ধারা মাত্র দর্শন করিবেন। আমার মনে হয়, মাইকেল যেমন নানাভাষায় লিখিয়া অনেক সাধনা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি তিনি নানা ভাষা হইতে মধু আহরণ করিয়া মেঘনাদবধ সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন আর কেহ পারে নাই। হোমারের ইলিয়ডের অনেক প্রভাব মধুসূদনের উপর পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে হোমারের অনুকারী বলিলে চলিবে না। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। আজ এই সভায় যে সকল যুবক কবি আছেন, তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহাদের যে রচনাশক্তি আছে, তাহা দিয়া আমাদের নিজের জননীর সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের যশঃ জগদ্ব্যাপী না হউক, বা প্রচুর অর্থাগম না হউক, তথাপি নানাদেশের রত্ন আহরণ করিয়া মায়ের অঙ্গে সাজাইয়া দিতেও ত পারিবেন।

তৎপরে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, আজ যশোরের সাগরদাঁড়ীর কথা কেহ বলিলেন না, বা তথায় কেহ গেলেন না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগে এবার সেখানে স্মৃতি-রক্ষার অধিবেশন হইয়াছিল। সেখানে কিছু করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

একবিংশ বিশেষ অধিবেশন

১৬ই আষাঢ় ১৩৩০, ১লা জুলাই ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহার উনত্রিংশ বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি বিদ্যাপতি-লিখিত বীররসাত্মক কাব্য "কীর্ত্তিলতার" বিবরণ প্রদান করেন।

এই অভিভাষণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

——:*:——

ঊনত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ ১৩৩০, ২২ জুলাই ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য

সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্।

আলোচ্য —

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ।

২। শোক-প্রকাশ—[ক] ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, [খ] কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন, [গ] পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, [ঘ] দামোদর দাস বর্ম্মণ, [ঙ] রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল্, [চ] গিরীন্দ্রনাথ সেন, [ছ] পতিতপাবন রায়, [জ] সত্যচরণ মজুমদার, [ঝ] গিরিজামোহন রক্ষিত, এবং [ঞ] রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে।

৩। ঊনত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ।

৪। ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন।

৫। বিশিষ্ট, সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন।

৬। ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন।

৭। ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব।

৮। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

৯। প্রদর্শন—[ক] রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত প্রাচীন মুদ্রা, [খ] শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত নবগ্রহ-মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড এবং [গ] শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত দুইখানি প্রাচীন খোদিত ইষ্টক।

১০। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—[ক] শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী মহাশয়া-প্রদত্ত ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র, [খ] শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত ৺রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র, [গ] শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহাশয়-প্রদত্ত ৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৈলচিত্র, [ঘ] ৺চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের চিত্র এবং [ঙ] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত ৺ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং [চ] ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র।

১১। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন, "সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে বলিলেন যে, আপনাকে কটাক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এক পত্র ছাপিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি সেই পত্র একখানি আমাকে দিলেন। সেই পত্রে আমার প্রতি এইরূপ কটাক্ষপাত করা হইয়াছে যে, আমি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়কে আক্রমণভীতি প্রদর্শন করিয়াছি। আমার প্রতি শ্রীযুক্ত জ্ঞান বাবুর এই দোষারোপ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, সংবাদপত্রে ও অন্য কাহারও পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি পরিষদের আগামী বর্ষে সম্পাদকপদে নির্ব্বাচনের জন্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করিবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, তাঁহার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে বলিতে পারেন যে, শ্রীযুক্ত হেম বাবু উক্ত পদের জন্য প্রার্থী নহেন। শ্রীযুক্ত হেম বাবু আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে থাকিয়া পরিষদের জন্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুকে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর উক্ত উক্তির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, ইঁহাদের এই সমস্ত কথায় সাধারণের অনেক ভুল ধারণা ঘুচিয়া যাইবে।

১। গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্যগণের ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।—(ক) ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, (খ) কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন, (গ) পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, (ঘ) দামোদর দাস বর্ম্মণ, (ঙ) রেবতীরমন গুহ এম্ এ, বি এল্ (চ) গিরীন্দ্রনাথ সেন, (ছ) পতিতপাবন রায়, (জ) সত্যচরণ মজুমদার, (ঝ) গিরিজামোহন রায়, (ঞ) রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায়।

তিনি বলিলেন যে, ললিতবাবু পরিষদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি সুকবি ও সদালাপী ছিলেন। বহুদিন তিনি পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ও সহকারী সম্পাদক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, পরিষদের বহু অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত রচনা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেব ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র এবং তাঁহার ব্যবহৃত সোনার ঘড়ি ও চেন পরিষদে উপহার পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে পরলোকগত ব্যক্তিগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের সমবেদনামূলক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উনত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই উনত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হউক। শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে, তাহা জানিতে চাহিলে পর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের বিরুদ্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিয়া সংবাদপত্রাদিতে ও খোলা-চিঠিতে কেহ কেহ লিখিয়াছেন, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক, এই বলিয়া সম্পাদক মহাশয়কে এই সমস্ত বিষয়ের উত্তর চাহিলেন। বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক ৬০০৲ টাকা ডাকঘরে জমা রাখার এবং তাহা পরে উঠাইয়া লইবার বিষয়ে এবং দৈনিক আদায়ের টাকা ধনরক্ষকের নিকট রীতিমত প্রেরিত না হওয়ার বিষয়ে তিনি উত্তর চাহিলেন। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কোন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু কর্তৃক ডাকঘরে ৬০০৲ টাকা জমা রাখা সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, উক্ত টাকা শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর নিজস্ব এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহা কর্ম্মচারীর ভ্রমবশতঃ ডাকঘরে প্রেরিত হইয়াছিল। পরে ঐ টাকা উঠাইয়া তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই বিষয়ে আয়-ব্যয়-সমিতির মন্তব্য এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক উক্ত মন্তব্য পরিগৃহীত হওয়ার বিষয় জানাইলেন এবং যে আয়-ব্যয়-সমিতির অধিবেশনে এই টাকা শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর নিজস্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি উপস্থিত সকলকে দেখাইলেন ও উহাতে আয়-ব্যয়-সমিতির সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিজের স্বাক্ষর রহিয়াছে, তাহাও সকলকে তিনি দেখাইলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, বিশেষ বিশেষ কারণ (যথা—ধনাধ্যক্ষের কলিকাতায় অনুপস্থিতি) ব্যতীত সমস্ত আদায়ী টাকা কোষাধ্যক্ষের নিকট নিয়মিত প্রেরিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি এবং উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলী সভাপতি মহাশয়ের এবং সম্পাদক মহাশয়ের উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, এবং তিনি আরও বলিলেন যে, পরিষদের বিরুদ্ধে যে সকল দোষারোপের বিষয় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক এবং ভিত্তিহীন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুকে এই উক্তির জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তৎপরে ঊনত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন। ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আগামী বর্ষ হইতে আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ছাপিয়া সদস্যগণকে বিতরণ করা হউক।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বি এল্ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলির প্রতিষ্ঠা করিলেন,—

(ক) 'নব্যভারত'-সম্পাদক ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৈলচিত্র। চিত্র-প্রদাত্রী—মৃত মহাত্মার পুত্রবধূ শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী।

(খ) সঙ্গীতাচার্য্য ৺রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—মৃত মহাত্মার পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন ঠাকুর।

(গ) "অনাথবন্ধু"-লেখক ৺চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ের ওয়াটার কলার চিত্র। এই চিত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে।

(ঘ) কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৈলচিত্র। প্রদাতা—কবির পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার।

(ঙ) 'মধুমতী' প্রভৃতি রচয়িতা ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র।

(চ) "উদভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র। এই শেষোক্ত চিত্র দুইখানি পরিষদের 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারে'র অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় চিত্রপ্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, সদস্যগণের নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের এবং শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, মৌলবী মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী এবং মৌলবী নূর আহাম্মদ মহাশয়গণকে সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলেন। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

তৎপরে ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, প্রাপ্ত ভোটের ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত ২০ জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
৪। „ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর।
৫। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
৬। „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
৭। „ কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা।
৮। „ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৯। „ হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত।
১০। „ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১। „ মন্মথমোহন বসু।
১২। „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
১৩। „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।
১৪। „ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।
১৫। „ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
১৬। „ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৭। „ ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।
১৮। „ হেমচন্দ্র সরকার।
১৯। „ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২০। „ সত্যচরণ লাহা।

এবং শাখা-পরিষৎ সমূহ হইতে নিম্নোক্ত ছয় জন এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে শাখাগুলির প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
২। „ রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর।
৩। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
৪। „ হরিহর শাস্ত্রী।
৫। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।
৬। মহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

৭। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে আগামী বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত নাম প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইল।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সহকারী সভাপতি—

১। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।
২। „ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

৩। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।
৪। " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

(মফস্বলের পক্ষে)

৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর
৬। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়।
৭। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৮। " রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সমর্থক— " রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সমর্থক— " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সহকারী সম্পাদক—

১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।
২। " হিরণকুমার রায় চৌধুরী।
৩। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।
৪। " হেমচন্দ্র ঘোষ।
৫। " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।
৬। " গিরিজাকুমার বসু।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
সমর্থক— " মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

পত্রিকাধ্যক্ষ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার।
সমর্থক— " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়।
সমর্থক— " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
সমর্থক— " প্রবোধকুমার দাস।

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
সমর্থক— " প্রবোধকুমার দাস।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।

সমর্থক— „ বনাইলাল দত্ত।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

(১) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) „ ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী।

সমর্থক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পদপ্রার্থীদের পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু শাখা-পরিষৎ হইতে পূর্ব্বেই এই সমিতিতে আসিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সভ্য হন। কিন্তু তিনিও সহকারী-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুরও শাখা-পরিষৎ হইতে এই সমিতিতে আসিয়াছেন এই জন্য পরবর্ত্তী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২০শ সংখ্যক সভ্য হইলেন।

৮। তৎপরে খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৯। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরমহিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয় পরিষদের স্থায়ী তহবিলে ১০০৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌর বাবুকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিলেন এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

(ক) শ্রীযুক্ত রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুরের প্রদত্ত ১৩টি এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত মহাশয়-প্রদত্ত ৪টি মুদ্রা।

(খ) শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত এবং তর্পণদীঘির নিকট হইতে সংগৃহীত নবগ্রহমূর্ত্তিযুক্ত একখানি প্রস্তর এবং

(গ) তাঁহার চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রদত্ত বাঁশবেড়ে হইতে সংগৃহীত দুইখানি ইষ্টক।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুকে এই সকল সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ

দিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার ত্যাগ স্বীকার ও পরিষদের জন্য তাঁহার যত্ন, স্নেহ, পরিশ্রম—এই সকল বিষয়ের জন্য পরিষৎ ও সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহার সম্পাদক-পদ-ত্যাগে সকলেই বিশেষ দুঃখিত। সকলেই আশা করেন যে তিনি তাঁহার এই দীর্ঘ চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা ও স্নেহ লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিবেন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন ও বলিলেন, তিনিও পাঁচ বৎসর সহকারী সভাপতি থাকিয়া পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য এই বৎসর অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, পরিষৎ এই দুই মহাত্মার নিকট যত ঋণী, এত আর বোধ হয়, কাহারও নিকট নহে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু সম্পাদক হইয়াও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার সহযোগিতা করিতে গিয়া হয় ত অনেক ত্রুটি হইয়া গিয়াছে, আশা করি, তিনি যেন তাহা ক্ষমা করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদের প্রস্তাব তিনি উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র সরকার মহাশয় তাহা সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, আনন্দের বিষয়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু তাঁহার কার্য্যভার সুযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর নিয়মের বলে আমরা তাঁহাকে হারিয়াছি। আমরা আশা করি, আবার আগামী বর্ষে তাঁহাকে সহকারী সভাপতিরূপে পাইব।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত হিরণ্‌-কুমার রায় চৌধুরী, ২৩১ শিবালয়, বেনারস সিটি; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৭ চক্রবেড়ে

রোড নর্থ, ভবানীপুর; প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ১২ জগন্নাথ সুরের লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামানুজ কর, বাঁকুড়া; শ্রীযুক্ত ডাঃ সুজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ২ উড ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দাস এম্ এ, পি আর এস্, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ মিত্র, ২ শুঁড়া ফার্ষ্ট লেন; শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর, ২৬ শুঁড়া ফার্ষ্ট লেন; প্রঃ—কুমার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা এম্ এস্‌সি, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী, ৯ পদ্মনাথ লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রামময় মণ্ডল, শিক্ষক, চন্দ্রকোণা জিরাট হাই স্কুল, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়, Office of the Commanding Royal Engineer, M.W.S. ফোর্ট উইলিয়ম; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩।৩ রামধন মিত্রের লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, ২০।২ রামমোহন সাহার লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ সদঃ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, অধ্যাপক কাশিমপুর টোল, কাশিমপুর, রাজসাহী; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে এম্ এ, অধ্যাপক, রিপন কলেজ, ৭২ সুকীয়া ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শেখররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৩৩ জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন; শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ী, কুঠীঘাটা, বরাহনগর; প্রঃ—ঐ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ক্যাপ্টেন উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল্, এম্ বি, এফ আর সি এস্ (এডিন), ৩৫ ল্যান্সডাউন রোড; শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ৩ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তীর লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ভড়, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ; সদঃ—শ্রীযুক্ত যুগলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুণ্ডুঘাট লেন, চন্দননগর, হুগলী; প্রঃ—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম্ ডি, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্ত্তী, মাণিকতলা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত তারকনাথ সিংহ, ৩।২ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পরাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল, (সিটি হাই স্কুল, গাজিপুর); ২১২এ ঈশ্বর মিলের লেন; শ্রীযুক্ত হারাণেন্দ্রনাথ ঘোষাল বি এ, মোরাদাবাদ; শ্রীযুক্ত শরদিন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেডমাষ্টার, মোরাদাবাদ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এ, ৪ রমাপ্রসাদ রায় লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি এল্, উকিল, গয়া; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, কান্দী, মুরশিদাবাদ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ এস্ সি মুখার্জ্জি, হাউস-সার্জ্জন, ডগ ওয়ার্ড, বেঙ্গল সিবিল ভেটারিনারি কলেজ, বেলগেছে; প্রঃ—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ

রায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১৪ মুন্সীবাজার রোড, বেলেঘাটা; শ্রীযুক্ত অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্ডীতলা, হুগলী, ক্লার্ক, ট্রাফিক ম্যানেজার্স অফিস, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার; শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, ৪ লিণ্টন ষ্ট্রীট্, চীফ ক্লার্ক, ট্রাফিক ম্যানেজার্স অফিস, কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কান্তিলাল এম ধোলাকিয়া, ৬ কুপার্স লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অরমকৃষ্ণ ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বসু বি এ, ১১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সিংহ, জমিদার, বাতিকার, বীরভূম; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঢোল বি এ, ১০।১ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট্; প্রঃ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী; শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী; শ্রীযুক্ত কাশীপতি মজুমদার, নৈহাটী; শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বিশ্বাস, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, নৈহাটী; শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ মজুমদার, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত ডাঃ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, কাঁটালপাড়া নৈহাটী, শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার দাস, ৬ পার্শীবাগান লেন, শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর, চেয়ারম্যান, নৈহাটী মিউনিসিপালিটি, নৈহাটী; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া; শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কুণ্ডু লেন, বেলগাছিয়া; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, ভারত ইন্সিওর কোং, লাহোর; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার রায় চৌধুরী, ১ কুঠিঘাটা রোড, বরাহনগর; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস ভট্টাচার্য্য, ৩৮ আমহার্ষ্ট রো, প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বড়দলই, প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মিত্র, ২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি এল্, ২৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী-লজ, নৈহাটী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদি

উপহারদাতা শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী, উপহৃত পুস্তক—১। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়, শ্রীযুক্ত রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর—২। ভোলানাথের ভুল, শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়—৩। শ্রীমৎ সিদ্ধবাবাজি গৌরদাসের মহাসমাধি, ৪। ময়নার ঝুলি, ৫। অরুণাচল সঙ্গীত, ১ম।

প্রকাশক, কাশী—'জ্ঞান-মণ্ডল'—৬। ভারতবর্ষকা ইতিহাস, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত—৭। স্বায়ত্ত-শাসনের সিদ্ধিপথ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—৮। শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বদর্পণ; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—৯। রামকৃষ্ণ-মনঃশিক্ষা, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১০। অরুণিমা—১১। কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—১২। ছেলেদের চাণক্য, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৩। যৌবন বিজ্ঞান, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৪। ব্রহ্মর্ষির উপদেশমালা ও সেবকের পুষ্পাঞ্জলি ২য়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—১৫। পুরাণতত্ত্ব, ৩য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বিশী—১৬। সালোমে, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১৭। প্রেম ও পিপাসা, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—১৮। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক ভারতে শিক্ষা-বিস্তার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১৯। মাধবী, শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—২০। রূপক ও রহস্য—২১। বক্রোক্তি জীবিতম্, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে কৃষিতত্ত্ববিদ—২২। মালঞ্চ, —২৩। আয়ুর্ব্বেদীয় চা, ২৪। কার্পাস-কথা, ২৫। কৃষিক্ষেত্র, ২৬। উদ্ভিজ্জ জীবন, ২৭। উদ্ভিদ-খাদ্য, ২৮। সব্জীবাগ, ২৯। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি, ৩০। প্রকৃতির সামঞ্জস্যে উদ্ভিদের স্থান, ৩১। ফলকর, ৩২। ভূমিকর্ষণ, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার ঘোষ, ৩৩। বঙ্গবধূ, ৩৪। ঋণের দায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৩৫। নারীর মূল্য, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউসের কার্য্যাধ্যক্ষ, ৩৬। ধর্ম্ম ও জাতীয়তা, ৩৭। কারা-কাহিনী, ৩৮। গীতার ভূমিকা, ৩৯। সাধনা, ৪০। স্বরাজের পথে, ৪১। যুগবার্ত্তা, ৪২। যৌগিক সাধন, ৪৩। সবুজ কথা. ৪৪। লীলা, ৪৫। কর্ম্মের ধারা, ৪৬। অরবিন্দ-মন্দিরে, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস—৪৭। কবির স্বপ্ন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস, ৪৮। কিশোরী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র—৪৯। যশোহর খুলনার ইতিহাস, (২য়)।

The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(1) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal, for the year 1921-22. শ্রীযুক্ত শচীপতি চট্টোপাধ্যায়—(2) The Master's World-union Scheme. (3) A Message of Hope. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.—(4) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, for the year ending 31st March, 1922. The Keeper of the Imperial Record Deptt. Govt. of India.—(5) Press List of the Copies of Ancient Documents obtained from the India Office, Vol. I. 1749-1786. (6) Do. Vol. II. 1787-1799. (7) Press List of the Copies of Ancient Records obtained from the India Office, Vol. II. 1754-1755. (8) Do. Vol. III. 1755-1756. (9) Do. Vol. IV. 1757-58. (10) Do. Vol. V. 1759. (11) Do. Vol. VI. 1760-1764. (12) Do. Vol. VII. 1765-1769. (13) Do. Vol. VIII. 1770-1774. (14) Do. Vol. IX. 1775-1779. (15) Do. Vol. X. 1780-84. (16) Do. Vol. XI. Jany. 1785-June 1787. (17) Press List of Ancient Documents preserved in the Imperial Record Room of the Govt. of India, Public Deptt. Vol. XII. July 1787—Dec. 1789. (18) Do. Vol. XIII. Jan. 1790-June 1792. (19) Do. Vol. XIV. July 1792—Dec.

1794. (20) Do. Vol. XV, Jany-1795—June 1797. (21) Do. Vol. XVI, July 1797-Mar 1799. (22) Do. Vol. XVII, April 1799—Dec. 1800. (23) Do. Vol. XVIII 1748-1800 (supplement). (24) Press List of Records belonging to the Foreign Department of the Govt. of India, Series I, Select Committee, 1756-74. (25) Do. Series III, Secret Department Vol., I 1763-75. (26) Do. Series IV, Secret Deptt. of Inspection, 1770, 1778, 1782-7. (27) An Abstract of the Early Records of the Foreign Deptt. Part I, 1756-1762. (28) A Calendar of Indian State Papers, Secret Series, Fort William, 1774-75. (29) Calendar of the Persian Correspondence (Receipts and Issues) 1766-1777, Vol. I. (30) Do. Being Letters which passed between some of the Company's Servants and Indian Rulers and Notables, Vol. II. 1767-9. (31) Do. Vol. III, 1770-2. (32) Press List of Mutiny Papers, 1857. Being a Collection of Correspondence of the Mutineers at Delhi, Reports of Spies to English Officials and other miscellaneous papers. (33) List of the Heads of Administrations in India and of the India Office in England (corrected upto April, 1921). (34) Indian Historical Records Commission—Proceedings of meetings, Vol. I. Simla June 1919. (35) Indian Historical Records Commission—Proceedings of meetings, Vol. II. (Lahore, January 1920. (36) Do. Vol. III. Bombay, Jan. 1921. (37) Do. Vol. IV. Delhi, Jan. 1922. The Superintendent Govt. Printing India—(38) Conservation Manual. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Dept—(39) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XI. No. I. (40) No. 2. (41) Do. No. 3. The Surveyor General of India—(42) General Report on the Operations of the Survey of India. (43) Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIV. Part 2. The Officer-in-charge Bengal Secretariat, Book Deptt—(44) Report on the Administration of Bengal 1921-1922. The Registrar, Calcutta University—(45) University Calendar for the years 1918-1919 Part II. Supplement, 1920-1921. শ্রীযুক্ত বরদারঞ্জন রায়—(46) Kalidasa's Abhijnana-Sakuntalam. The Secretary, Smithsonian Institution, Washington. (47) Cambrian Geology and Paleontology, IV. (48) Thirty-fourth Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1912-13. (49) Remains of Birds from Caves in the Republic of Haiti. (50) Remains of Mammals from Caves in the Republic of Haiti. The Superintendent, Govt. Printing, India. (51) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India for the year 1921-1922. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot. (52) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. XI. No. 4. (53) Do. Vol. XI. No. 5. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(54) Critical and Miscellaneous Essays (Thomas Carlyle) Vol. II. The Manager, Prabartaka Publishing House, Chandernagore. (55) The Joga and its objects. (56) Spiritual Communism. (57) Rishi Bumkim Chandra. (58) Speeches of Sri Aurobindo Ghose. (59) The Brain of India. (60) The National Value of Art. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(61) Resolution reviewing the Reports on the working of Municipalities in Bengal during the year 1921-22. (62) Resolution reviewing the Reports on the work ing of the District Boards in Bengal during the year 1921-22.

পঞ্চমেতে ভৃকু ভাল রাগে নারদ মোনি।

অতঃপর বিষ্ণু শিবকে আলাপ করিতে অনুরোধ করিলেন।

বিষ্ণুর বচণে সীব হরিস অপার।
পঞ্চমে আলাপে গীত রাগের সঞ্চার॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরিল।
সুনিআ মোহিত সব ধরনি পরিল॥
দেবব্রসি মোনিন্দ্রসী জত সমোদীতে।
সুনিয়া গীতের ধ্বনি পরিল ভুমিতে॥
ব্রর্ম্মার মোখে বেদ নাহি গদগদ স্বর।
অচেতন হৈয়া পরে দেব পুরন্দর॥
আদিত্যাদি দিকপাল আদি সর্ব্বজণ।
চারি ভিতে পরে সবে হৈয়া অচেতণ॥
বিষ্ণুর স্বরির হৈতে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্ম্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাথে উপজিল॥
সর্ব্বাঙ্গে তিথীল ঘাম ধারা বহে স্রোতে।
জর্ম্মীল জে গঙ্গাদেবি বিষ্ণুর পদেতে॥
মস্তক হতে নিস্বরিল ঘাম বাম পায়।
কনীষ্ঠ অঙ্গুলীএ গঙ্গা জর্ম্মীল তথাএ॥
এহি মতে গঙ্গাদেবি মোর্ত্তিমাণ হৈল।
মোর্ত্তীমাণ দেখী গঙ্গা মহেসে ধরিল॥
জটা মর্দ্ধে গঙ্গাকে রাখীলা সুলপানি।

ইহার পর,—

কথক্ষণে চৈতণ্য পাইল দেবগন॥
বিষ্ণু বলে সুন সিব আমার বচণ।
কভু নাহি সুনি হেণ অপুর্ব্ব কথণ॥
ত্রিভুবন মোহিত তোমার অপুর্ব্ব গাহেণ।
না সুনিছি হেন গীত আমার স্রবন॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরি।
ধন্ন ধন্ন মহাদেব দেব ত্রিপুরারি॥
বিষ্ণুর বচণে তোষ্ট দেব মহেস্বর।
পঞ্চ মোখে স্তব করে বিষ্ণুর গুচর॥
সীবে বলএ বিষ্ণু সংসারের সার।
অণন্ত ব্রর্ম্মাণ্ড স্রীষ্টী তোমার অধিকার॥
তুমার স্বরির হণে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্ম্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাহে উপজিল॥
এত বলী মহাদেব জটা বিস্তারিলা।
জটা হণে গঙ্গা দেবি ভুমিতে রাখীলা॥
ধবল বরন গঙ্গা জেণ চন্দ্র আভা।
বৈখণ্ড প্রকাস হৈল মোক্তিপদ পাবা॥
তবে গঙ্গাএ বলে সুন নারায়ন।
তোমার পদেতে হৈল আমার জনম॥
দেখীয়া গঙ্গার রূপ হরিস অন্তর।
ভাবিলা গঙ্গার বর দেব মহেস্বর॥
বিষ্ণু বলে প্রজাপতি সুন দিয়া মন।
গঙ্গাদেবির যুগ্য বর দেব পঞ্চানন॥
বিষ্ণোর বচণ সুনি ব্রর্ম্মা হরসীত।
মহাদেব যুগ্য বর নহে অণুচিত॥
ব্রর্ম্মা বলে মর কথা সুন নারায়ন।
কন্না দাণ কর যুক্ত বর ত্রিলুচণ॥
গঙ্গা দেবি আর সিব হৈয়া হরসিত।
নানা যলঙ্কারে গঙ্গা করিল ভুসিত॥
বিদ্যাধরি নাচে গন্ধর্ব্ব গায়ে গিত।
গঙ্গা বিবা করে সিব হৈয়া হরসিত॥
পুরহিত জত কর্ম্ম কহিল জানি।
সোভক্ষেনে বিবা করে দেব সোলপানি॥
জামাতারে জৌতক দিলা নানা রত্নধন।
সিব স্থানে কৈণ্যা দান কৈলা নারায়ন॥

২১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস,।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{4}$×৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩—১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

রত্নাকরের পাপক্ষয় হইতে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে।

২২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(যযাতির পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩, ৫—৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পুথি সুপ্রাচীন।

শেষ,—

রথে নঞা কুসধ্বজ চলিল সুমন্ত।
ব্যালিস বাজানা বাজে সুখের নাহি অন্ত॥
কেহ বলে সিদ্ধার্থের মুণ্ডে পড়ুগ বাজ।
কেহ ধিক্করে জজাতি মহারাজ॥
সুনিঞা সকল লোক ধিক ধিক বলে।
পবন সমান রথ সুমন্তের চলে॥
মুনি মুক্তা বিমানে সোভিছে ঝিলিমিলি।
ব্যালিস বাজনা বাজে পড়ে দামাসালি॥
সুমন্ত আইলা দেসে বেলা অবশেষ।
ঘোর ঘটা বাজনাতে পুর্ন্ন হৈল্য দেস॥
বাউবেগে বিমান সরজু হৈলা পার।
সমাচার পাইল রাজা লজ্যুস কুমার॥
বান্ধভাণ্ড সহিত আইল মহিপতি।
দীর্ঘ হঞা কুসধ্বজে করিল প্রনতি॥
আনন্দিত হৈল রাজা সুমন্ত দেখিঞা।
আলিঙ্গন দিল রাজা বাহু প্রসারিঞা॥
রথ হৈতে কোলে করা্যা নামাইল রাজা।
ভক্তিভাবে করিল মনিপুত্রের পুজা॥
কুসধ্বজে নেহালিঞা দেখে ভট্টারক।
দেখিঞা সিসুর রূপ লাগিল টাটক॥
সোনার পুতলি জেন সিদ্ধার্থের পুত্র।
চন্দ্রের সমান কান্তি কান্ধে জজ্ঞসুত্র॥

ললাটের উপরে সুন্দর সুত্র ফোটা।
ঝলমল করে সিরে তাম্রবর্ন্নের জটা॥
চঞ্চল নয়ন দুটি চতুর্দ্দিগে ছুটে।
ঝলকে ঝলকে অগ্নি মুখে হৈতে উঠে॥
সুকোমল তনু তৈল্য তাম্বুল বিহিনি।
পরিধান করিয়াছে ... জিনি॥
বয়েস বৎসর আট জানে চারি বেদ।
সতত্ত করন সিসু বড়ই আবোদ॥
সুন্দর সরিরখানি বড়ই নির্ম্মল।
দেখিঞা রাজার আথি করে ছলছল॥
বাসা নিঞা ভূপতি দিলেন কুসধ্বজে।
আপুনি করিল পুজা মাল্য গন্ধরাজে॥
ভক্ষন করিতে দিল মিষ্টান্নসকল।
পান করিতে দিল পঞ্চ তির্থের জল॥
সিংহাসনে বসাঞা দিলেন নানাফুল।
আপুনি জোগায় রাজা কর্পুর তাম্বুল॥
গলায় দিলেন রাজা মুনি মুক্তা হার।
অঙ্গে অঙ্গে পরাইল নানা অলঙ্কার॥

কৃতাঞ্জলি হৈল রাজা বসিষ্ঠের আগে।
কত জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল আর বিধি মার্গে॥
বসিষ্ঠ বলেন পুর্ন্না দিব মহিপাল।
মুনিপুত্র নঞা কালি আসিবে সকাল॥
এত সুনি জজাতি গেলেন নিকেতন।
কির্ত্তিবাস গাইল আগুকাণ্ড রামায়ন॥*॥
ভবনে ভূপতি আস্যা বঞ্চিল রজনি।
অন্নখানি প্রভাতে উঠিলা নৃপমুনি॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাজা সরজুর জলে।
পবিত্র হইঞা রাজা আইলা জজ্ঞসালে॥
একে একে মুনিগনে ভূপতি সম্ভাসে।
আসন করিল রাজা বসিষ্ঠের পাসে॥

কিঙ্করে আনিঞা দিলেন আগুন।
জজ্ঞকুণ্ডে মুনিগন করেন হবন ॥
জব তিল মধু ঘৃত বস্ত্র পুষ্প গন্ধ।
হেম নারিকেল দিল জজ্ঞের নির্ব্বন্ধ ॥
অনলে আহুতি মুনি ঢালে ঘনে ঘনে।
হন হন কর‍্যা অগ্নি উঠিল গগনে ॥
দসদণ্ড নিবড়িল পুর্ন্নার শময়।
রাজাকে বলেন বানি মুনি মহাশএ ॥
এই বেলা আন রাজা মুনির তনয়।
আসি জেন জজ্ঞকুণ্ডে সান্তায় নির্ভয় ॥
এত সুনি রাজা সুমন্তে আজ্ঞা দিল।
কুসধ্বজে আনিবারে সুমন্ত চলিল ॥
সুমন্ত সারথি গিঞা বলে জোড়করে।
প্রবেস করহ আস্তা অগ্নির ভিতরে ॥
সুনিঞা ত কুসধ্বজ হৈলা আনন্দিত।
সরজুর জলে স্নান করিল তুরিত ॥
সুদ্ধতা হইঞা সন্ধ্যা করিলা তর্পন।
পাড়ে উঠিঞা পরিল দ্বিজ উত্তম বসন ॥
গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা করিলেন ভালে।
তুলসিপত্রের মালা পরিলেন গলে ॥
একান্ত হইঞা বিষ্ণুপদে দিঞা চিত।
জজ্ঞসালে কুসধ্বজ হল্যা উপনিত ॥
আচম্বিতে অজোধ্যাতে হৈলা ধাওাধাই।
কুসধ্বজে দেখিবারে আইলা সভাই ॥
নগরিয়া লোক কাঁন্দে মুখপানে চাঞা।
পিত্যা পুত্রে দিঞাছে আপন চক্ষু খাঞা ॥
মরুগ সে মাতাপিতা বড়ই নির্দ্দয়।
কোন মতে হেন বাছা কর‍্যাছে বিক্রয় ॥
এইরূপ কেহো কান্দে মায়াজালে।
তনু দিতে কুসধ্বজ চলে জজ্ঞসালে ॥
হনহনি অগ্নির দেখিঞা লাগে ডর।
কুসধ্বজ ভাবেন গোবিন্দ গদাধর ॥

কির্ত্তিবাস পণ্ডিত জিউন জুগে গে।
জার কির্ত্তি সুনিলে লোকে চমৎকার নাগে ॥

(পৃ° ৭১১—৮১২)

যযাতির পালাটি প্রায়শঃ পৃথক্ পুথির আকারেই পাওয়া যায়।

২৩। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর, পূর্ব্বাঞ্চলের। আদি,—

দসরথ মহারাজা সুর্য্যোকুলে ক্ষাত।
তেজ বির্য্য পরাক্রম জগতে বিক্ষাত ॥
দান জজ্ঞ সিল ব্রত অজদ্ধার পতি।
চারি পুত্র সনে দসরথ নৃপতি ॥
ইন্দ্র সম বিক্রম পালএ প্রজাগন।
মহাসুখে বৈসে লোক অজদ্ধা ভুবন ॥
ধনু ভাঙ্গি বিহা করি জনকের দেস।
চারি ভাই নিজ রার্য্যে করিলা প্রবেস ॥
কসল্যা সুমিত্রা কেকই গন লইয়া।
চারি পুত্রবধু মিলা মঙ্গল করিয়া ॥
চারি পুত্রবধু গেলা আপনার ঘর।
জয় মঙ্গলধ্বনি অজধ্যা নগর ॥
মনে বড় আনন্দিত রাজা দসরথ।
নানা রত্ন দিয়া দ্বিজ সম্ভাসে সমস্ত ॥
রাজাগন প্রজাগন করিয়া বিদায়।
কেকই মন্দিরে তবে রাজা চলি জায় ॥
সিতা রামচন্দ্র হৈলা আনন্দিত মন।
বৈকণ্ঠ ভুবনে জেন লক্ষি নারায়ন ॥

হেন কালে ভরথে বোলএ রাজা স্থানে।
মাতামহ সম্বাসিতে লৈয়া আছে মনে॥
রাজা বোলে জায় তুমি না কর ব্যাজ।
তুমি চারি ভাই বিনে শুন্য মর রাজ॥
শ্রীরামের পাএ ধরি ভরথে বোলয়।
মাতুল আশ্রমে আজ্ঞা কর মহাসয়॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিয় সত্তরে।
একই সরির আমি চারি সহদরে॥
মাতামহ দেশে গেলা ভরথ সত্রুঘন।
বিদ্ধ রাজার সেবা করে শ্রীরাম লক্ষন॥
ভকত বছ্ছলা রাম কমললোচন॥
ধন্য ধন্য বোলে জত পাত্রমিত্রগন॥
সর্ব্ব রার্য্যোথণ্ডে মিলিয়া ধরি নাম।
সর্ব্ব কার্য্যো সিদ্ধি তবে হৈল মনস্কাম॥
প্রতি ঘরে সুবর্ন্নের কুম্ভ সারি সারি।
ইন্দ্র সম রার্য্যো দেখি অজধ্যা নগরি॥
স্থানে স্থানে সর্ব্ব রার্য্যে বান্ধিল তরুন।
নানা বাদ্য বায়ে ভাতে সুনিতে অতুল॥
সঙ্খ সিংহনাদ বায়ে আর ঘনে ঘন।
গগন ভরিয়া উঠে ঘণ্টার বাযন॥
শ্রীরামের পুরি তবে দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় ঘর সব সুতিছে বিস্তর॥
তিন সত ঘর আছে পুরিগ্রী ভিথর।
চিত্রে বিচিত্রে ঘর সুভে মনোহর॥

এইখানে ভরতাদি ভ্রাতৃত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ পুরীর বর্ণনা আছে। তাহার পর,—

তিন কোটি ঘর সুভে অজদ্ধানগর।
পর্ব্বত সমান গড়ে বেড়িছে নগর॥
আছউক লংঘিব কেও দেখি লাগে ভয়।
সত্রুর অভেদ স্থান বড়ই দুর্ব্বার॥
আনন্দে আছএ রাজা পরম সন্তসে।
অহনিসি রঘুনাথ থাকে তান পাসে॥
অনুক্ষন রামমুখ করে নিরক্ষন।
রামচন্দ্র বিনে তান আন নাহি মন॥
মন্ত্রনা করিয়া তবে সব প্রজাগনে।
হস্ত জুড় করি কহে নৃপতির স্থানে॥
বিদ্ধ বএস তুমার কহিল এখন।
রার্য্যো অধিকার তুমার কুন প্রয়জন॥
এতেকে আমারা সবে করি নিবেদন।
রঘুনাথ রাজা কর দেখি সর্ব্বজন॥
এত সুনি দশরথ আনন্দিত মনে।
প্রজাগন প্রসংসা করিলা ততক্ষনে॥
প্রজাগনের বাক্য রাজা হরসিত মনে।
কসল্যার পুরে রাজা গেলেন তথনে॥
কসল্যা সুমিত্রা আর কেকইর স্থানে।
জিজ্ঞাসা করিলা রাজা হরসিত মনে॥
শ্রীরামরে রাজা করিবারে লয় মন।
ধন্য ধন্য বোলি তারা বোলিলা তখন॥

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

প্রানি দহে সদায় বনবাসে রাম জায়
পাথরে বান্ধিমু মর হিয়া।
মতি মর হৈল নাস পুত্র দিলু বনবাস
এই দুঃক্ষে মরিমু পুড়িয়া॥১॥
হাহা রে দারুন বিধি রামচন্দ্র হেন নিধি
দিয়া কেনে নিলে অকস্মাত।
হেন হৈল মর বুদ্ধি স্ত্রির বাক্যে হইলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত॥ ২॥
কি ক্ষেনে পাপিনি ঘরে কুন বুদ্ধি দিল মরে
কেমে সত্য কৈলু তাইর সনে।
কি মর বসতি বাস জিবনের নাহি য়াস
জথনে শ্রীরাম গৈলা বনে॥ ৩॥
কিবা হৈল মরে দিয়া কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর হৈল মতিনাস।

আমার কর্ম্মের হিন বুঝিলু তাহার চিহ্ন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস ॥ ৪ ॥

(পৃ০ ২৬।১—২৬।২)

ইহার পর রামচন্দ্রের বনগমন, গুহক-সমাগম, ভরদ্বাজ-আশ্রম-দর্শন, চিত্রকুটপর্ব্বতে অবস্থান, কাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ এবং দশরথের মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর কৌশল্যার বিলাপ,—

উঠ উঠ আরে প্রভু রে
উঠ প্রভু শ্রীরামজনক।
রামসোকে মৈলা তুমি কি কর্ম্ম করিমু আমি
কুন বুদ্ধি দিয়া জায় মক ॥ ১ ॥
উঠ প্রভু অজধ্যার নাথ।
সতিনির পুত্র জতেক কেকইরে পালিবেক
আমারে সপিলা কার হাথ ॥ ২ ॥
উঠ প্রভু প্রানের ইস্বর।
বিধি তুমা হৈলা বাম বনেতে পাঠাইলা রাম
এই বদ কেকই উপর ॥ ৩ ॥
উঠ প্রভু সুর্য্যবংসমনি।
তপস্তার কারন পুত্র পাইলা মহাজন
তার হস্তে না পাইলা আগুনি ॥ ৪ ॥
উঠ প্রভু বৈস সিংহাসনে।
রাজকাজ জথুচিত কেকইর কর হিত
আমি সব পালিবেক কুনে ॥ ৫ ॥
উঠিয়া শ্রীরামের কথা সুন।
হৈল দুক্ষ এত বড় মুই ত অভাগি দড়
মর দুক্ষ হইল দ্বিগুন ॥ ৬ ॥
উঠিয়া না কহ কেনে কথা।
তিন গৃহে তিন নারি গেলা প্রভু পরিহরি
আমি সব মরিমু সর্ব্বথা ॥ ৭ ॥
মহাসোকে করএ কান্দন।
সুমিত্রা লক্ষনের মায় কান্দে করি দির্ঘরায়
কির্ত্তিবাসে ভনে রামায়ন ॥ ৮ ॥

(পৃ০ ৩৮।১)

অন্ত,—

প্রজা সম্বদিয়া পুনি রামচন্দ্রে বোলে ॥
চল চল প্রজাগন না করিয় ব্যাজ।
আমার সপত জদি বোল আর কাজ ॥
রামবাক্যে প্রজা সবে তুলিলেক গায়।
শ্রীরাম লক্ষন সিতার বন্দিলেক পায় ॥
ভরথ সত্রুঘনে তবে শ্রীরাম বন্দিয়া।
সিতার চরন বন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
রামচন্দ্রে লইলা বসিষ্ঠ পদধুলি।
সম্বাসিলা ব্রাহ্মনে আপনা গায় তুলি ॥
বিদায় করিলা তবে রাম হ্রিসিকেস।
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রজা চলে নিজ দেস ॥
কত দিনে সর্ব্ব সুন্য গেলা অজদ্ধাত।
পাত্র মিত্র পুরহিত মিলিলা সভাত ॥
ছত্র নিয়া রাখিলেক সিংহদ্বারেতে।
নমস্কার ছত্রেতে করএ প্রজা জতে ॥
সিংহাসন রাখিলেক সোভা বিত্তমান।
উপরে পানাই থৈল রাজার সমান ॥
পানাইতে প্রজাগনে করে নিবেদন।
এই মতে রার্য্যে আছে কেকইনন্দন ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কণ্ঠে সরস্বতি।
অজধ্যাকাণ্ডের কথা হইল সমাপ্তি ॥

২৪ রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—৭৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

মাএ মেলানি করি লড়ে দুই সহোদর।
রামে বিদায় হৈতে গেলা শ্রীরামের ঘর॥
দেখিলেন রামচন্দ্র জানকি সহিত।
নমস্কার হৈল ভরথ সাস্তবিহিত॥
দুই ভাইকে দিলা রাম বসিতে আসন।
সিতা দেবি দিলা তাথে য়াসিষ বচন॥
আপনার কথা ভরথ কহেন রামের পাসে।
মাতামহের ঘর জাই বাপের আদেসে॥
মেলানি মাগিতে আমি আল্যাঙ তোমার স্থান।
আপনে জানিঞা কর আমার কল্যান॥
রামে বলেন জনকবাক্য কেহো নাহি ঠেলে।
পরম হরিসে জায় আসিহ কুসলে॥
জাইবারে রামচন্দ্র দিল অনুমতি।
লক্ষন সম্ভাসে তখন ভরথ মহামতি॥
জত দিন থাকিব আমি মাতামহের দেসে।
তাবদ থাকিহ তুমি শ্রীরামের পাসে॥
একচিত্তে ভাব্য তুমি রামের চরন।
আমার সংহতি জাব বির সক্রুর্ঘন॥
রামে প্রনমিঞা ভরথ করিল গমন।
পশ্চাতে নিলেন নাগ সুমিত্রানন্দন॥
হরিসে বিদায় কৈল রাজা দসরথে।
প্রভাতে মেলানি হয়্যা চড়ে গিয়া রথে॥
রথেতে চাপিয়া বির নড়ে সিঘ্রগতি।
কেকুএর দেস জান ব্রাহ্মনসংহতি॥
সক্রুর্ঘন কোঙর জান ভরথের দোসর।
পাছু লাগ নিল তবে জত অনুচর॥
পবনবেগে জায় রথ তারা হেন ছুটে।
কত নদ নদি পর্ব্বত এড়াল্য গুটে গুটে॥
কত দুর গিয়া পাইল কেকুইর পুর।
পাহাড় জঙ্গম ডাঙ্গা এড়াল্য প্রচুর॥
আনন্দে করিল মাতামোহ দরসন।
তা দেখিয়া তুষ্ট হল্য জত পাত্রগন॥
রাজ অন্তপুর তবে গেলা দুই ভাই।
তোথা গিয়া সম্ভাসিল রাজ মহাদ্দাই॥
ভরত দেখিয়া খণ্ডে সভাকার দুখ।
দিনে দিনে ভরথ তোথা করে নানা সুখ॥
মাতামোহের দেস গেলা ভরথ সক্রুর্গন।
সকল বাত্রা পায় হোথা আকাসে দেবগন॥
মারিব রাবন রাম পাঠাইব বন।
ভরথ থাকিলে কায্য নহে সুষোভন॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত সকল বুঝে কাজ।
রাবন মারি তুষ্ট করিব দেবের সমাঝ॥

মধ্য,—

রাগ পাহিড়া॥

মুছিয়া আখির পানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে আসিঞা কৈল কোলে।
চান্দ্র মুখ হেরি হেরি বদনে চুম্বন করি
নিশ্বাস ছাড়িয়া কিছু বলে॥
পরিহরি জগজনে জাবে হে রামের সনে
ই সব সম্পদ থুয়্যা ঘরে।
নিছনি জাইএ তোর সফল জিবন মোর
তুমা পুত্র ধরিঞা উদরে॥
মনে না করিহ তাপ ছাড়্যা জাই মা বাপ
না দেখিব অজোধ্যা ভুবন।
জে তুমার বাপ মা তার সনে বন জা
অজোধ্যা হইব সেই বন॥
জেখানে করিবে বাসা ছাড়িয়া জিবনের আসা
রামের কহিল আবরন।

* * *

এই সর্ত্ত করিহ পালন॥
পড়িয়া মঙ্গলবানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে দিলেন আসির্ব্বাদ।

মেলানি দিলাঙ বনে জাহ বাপু রাম সনে
ইথে মোর নাহিথ বিসাদ ॥
সুমিত্রার বোল সুনি আর [আর] জত রানি
সুমিত্রার বদন সভে আর[১] ।
বানিকণ্ঠ মনে মনে ইহা ভাবি রাত্রিদিনে
প্রানের লক্ষন ছাড়্যা জায় ॥ (পৃ° ৪৩।২)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে মাঝে মাঝে বাণীকণ্ঠ, মধুকণ্ঠ প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়।

অন্ত,—

দিবল দা হাথে করি জত বনঝোড়া।
লেখা জখা নাহি জত চলে হাথি ঘোঁড়া ॥
সাল পিয়াল লোধ পথে জাইতে ঝুড়ে।
ডালে মুলে বৃক্ষ কত সিকড় উপাড়ে ॥
থালি জুলি ভাঙ্গিয়া পথ করিল সোসরে।
লক্ষ লক্ষ লোক বাছে পথের ঝিকর ॥
সন্ন্য সামন্ত জায় আজ্ঞা সেনাপতি।
রাউত মাহুত আজি পাইক পদাতি ॥
ঢালি]ধনুকি লড়ে প্রচণ্ড প্রতাপ।
বড় বড় বির চলে জেন কাল সাপ ॥
সাজ সাজ বলিঞা হইল গণ্ডগোল।
না জানি নিশ্চয় বাজে কত ঢাক ঢোল ॥
দুন্দুবি কাহাল বাজে দামায় ঘন কাঠি।
উঠের পিঠে নানা জন্ত্র চলে কোটী কোটী ॥
সুবর্ন্ন কলস তাহে পতকা উড়্যা জায়।
নত্তকে নিত্য করিছে গাএনে গিত গায় ॥
অষ্টসত রানি জায় ছাড়িয়া অন্তপরি।
ছোট বড় লড়ে জত অজোধ্যা নগরি ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা লড়িল দুই জন।
কৈকৈ না জ্যাতে চাহে লজ্জার কারন ॥
বসিষ্ঠ আদি চলিল জতেক মুনিগন।
ব্রাহ্মনি সহিতে [জায় কতে] ক ব্রাহ্মন ॥
সুভক্ষনে রথে চড়ি ভরথ দেস ছাড়ে।
ত্রিস জোজনের পথ দিঘে জুড়ে ॥
কথক দুর গিয়া ভরথ বসিল দেয়ানে।
হেন কালে বসিষ্ঠ কহে ভরতের স্থানে ॥
আপনে আসিয়া জদি বিধাতা … ।
… … … এই দেসে ॥
রার্য্য সন্ন্য কর্যা জাহ আপনার মনে।
সন্ন্যকার পায়্যা পাছে লেই অন্য জনে ॥
বাপের সত্য পালিতে রাম ফিরে বনে বন।
আনি [তে] নারিবে কেহু দুখের ভাজন ॥
ভরত বলেন তুমি কিসের পুরোহিত।
রাম আনিবারে কথা কহ অনোচিত ॥
তোমার বচন আমি করি পরিহার।
ই হেন কুচ্ছিত বোল না বলিহ আর ॥
জুক্তি দিয়া ভরথের নারিল রাখিতে।
শ্রীরাম আনিতে তখন লড়িল তুরিত ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা সঙ্গে লয়া শত্রুঘ্নন
শ্রীরাম আনিতে সভে চলিল কানন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের সরস বচন।
রামচরিত্র সুনিলে পাপ হয় বিমোচন ॥

১। 'চায়' হইবে।

২৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৭২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আদি,—

অজোধ্যাকাণ্ডো লিক্ষ্যতে ।
বের্দ্ধকালে দসরথের পাকেছে মাথার কেস।
সুক্ল মাল্য পরে রাজা সুক্ল সর্ব্ব বেস ॥
হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন দিয়া নানা ধন ।
বিভার জৌতুক লয়্যা আইল দেবগন ॥
রামের তরে জৌতুক দিলান দেবগন ।
মহারাজা দসরথ অজোধ্যা ভুবন ॥
জতো জতো রাজা আছে ভারথ ভিতর ।
রাজচক্রবর্ত্তি তুমি সভার ভিতর ॥
এক ভিক্ষ্যা চাহি আমরা তোমার ঠাঞি ।
শ্রীরাম রাজা করিলে সভে তুষ্ট হইয়া জাই ॥
পঞ্চদস বৎসরে রাম নানা বুর্দ্ধি ধরে ।
তাড়কা রাক্ষসি বধ করে একশরে ॥
সকল রাক্ষস আসি মুনিকে করে নাস ।
এক বানে হেন রাক্ষস করিলা বিনাস ॥
মহাদেবের ধনুক ছিলা জনকের ঘরে ।
তাহা দেখি দেবদানব সভে কাঁপে ডরে ॥
সংসারের রাজা আইল তাহে গুন দিতে ।
গুন দিবার কাজ্জ থাকুক না পারে লাড়িতে
শ্রীরামচন্দ্র আসি গুন দিলেন ধুনুকে ।
কন্যা দাম কৈল জনক পরম কৌতুকে ॥
ত্রিভুবন কাঁপে রাজা পক্ষসরামের বানে ।
হেন পরুসরাম শ্রীরাম জিনিলেক রনে ॥
জার বানে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি ।
হেন রাম রাজা হইলে নির্ভয়েতে থাকি ॥
দেবগনের বাক্য সুনি হরিস অন্তরে ।
জোড়হস্তে দেবগনে পরিহার করে ॥
আজ্ঞা হউক রাজা করি দেহ সুভাক্ষনে ।
শ্রীরাম রাজা হউক দেখি আপন নয়ানে ॥
হেন কালে বসিষ্ঠ করিল সুভাক্ষান ।
পুষ্যা নবমি বসন্ত মধুমাস নিয়ম ॥
এতেক সুনিঞা সভে দিল অনুমতি ।
অজুধ্যায় রাজা হন রঘুবংসের পতি ॥
রাজা বলে অধিবাসের জত দির্ব্ব লাগে ।
সকল দির্ব্ব আনিঞা জুগায় পাত্রভাগে ॥
মঙ্গল দিব্য জত সাস্ত্রের বিধান ।
সকল দির্ব্ব আনি দেহ বসিষ্টের স্থান ॥
রাজা বলে কহি সুন সুমন্ত সারথি ।
রথে চড়ি রামচন্দ্রে আন সিঘ্রগতি ॥
রাজ আজ্ঞায় সারথি গেল রামের স্থানে ।
তোমারে দেখিতে রাজা ডাকিলেন আপনে ॥
রথে চড়ি রামচন্দ্র পিতার পদ বন্দে ।
রামেরে নিহালে রাজা পরম সানন্দে ॥
সিংহাসনে বসিলা রাম পরম কৌতুকে ।
চন্দ্র সুর্য্য উদয় জেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
রাজা বলে সুন বাপু রাজিবলোচন ।
রাজা হইয়া করো বাপু রার্য্যের পালন ॥
সহস্র বৎসর রার্য্য কৈনু কুতুহলে ।
তোমা হেন পুত্র পাইলাম বহু তপের ফলে ॥
মনেতে জানিল রাজা নিকট মরন ।
মনের-কথা কার তরে না কহে রাজন ॥

মধ্য,—

তিন দিন ছিল রাম চণ্ডালের দেসে ।
পাতকালে গঙ্গাপার জান বোনবাসে ॥
প্রাতকাল নৌকা গোহা করিল সাজন ।
পার করি দিল কুলে উঠিল তিন জন ॥
মধে সিতা আগে পাছে জায় দুই বির ।
দুই কোস পথ বাহি জান গঙ্গার তির ॥
গঙ্গাপার কর‍্যা গুহা হৈয়্যা করপুট ।
ভরদ্বাজের আশ্রম পর্ব্বত চিত্রকুট ॥
রাম লক্ষন দুই ভাই দুজ্জয় বিক্রম ।
উত্তরিলা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ॥

কোলাকুলি আলিঙ্গন দুই সহদরে।
রাম লক্ষন সিতা বন্দি গুহা আইল ঘরে॥
ভরদ্বাজের আশ্রমে শ্রীরাম উপনিত।
দুরে হইতে রূপ দেখি হইলেন চিন্তিত॥
অনুমান করে জত মনিকন্যাগন।
এমত অপূর্ব্ব রূপ না দিখি কখন॥
আগে পাছে পুরুস রূপের নাঞি সিমা।
মধ্যখানে কন্যা জেন সোনার পৃতিমা॥
ভিক্ষুক ভিক্ষারি বুঝি আইসে বনপথে।
ভিখারি হইলে স্ত্রি আনিবে কেন সাথে॥
তিতিক্ষা করিয়া বুঝি প্রবেসিলে বন।
সে হইলে থাকিবে কেন হাথে শ্বরাসন॥
রাজপুত্র হবে হেন দেখি রূপের ছটা।
সে হইলে থাকিবে কেন মস্তকেতে জটা॥
অরন্যে ভ্রময়ে ব্যাধ সহিত বনিতা।
তা হইলে থাকিবে কেন গলায় পইতা॥
মুনির আশ্রম পুন্যস্থল অনুপাম।
কে আইসে লখিতে নারি নবঘনস্যাম॥
মানকন্যাগন সভে করে অনুমান।
ভরদ্বাজের পুরে রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান॥
ভরদ্বাজ বন্দি রাম কহেন বিনয়।
মনি গোসাঞি সুনহ আমার পরিচয়॥
অজুধ্যায় স্থিতি আমার দসরথ পিতা।
অনজ লক্ষন সঙ্গে আর প্রিয়া সিতা॥
বাপের সত্য পালিতে আসিছি মুনিবর।
অরন্যে বঞ্চিতে হবে চোদ্দ বৎসর॥

(পৃ০ ২৭।২-২৮।১)

অন্য,—

বটবৃক্ষে ডাকিয়া বলেন লক্ষন ধানুকি।
তুমি জান পিণ্ডি দিলা সিতা চন্দ্রামুখি॥
বট বৃক্ষ্য বলেন সুন ঠাকুর লক্ষন।
অমন সাক্ষি প্রভু আমি না দিব কখন॥
রামের বামে সিতা ডাড়ান আমি দেখিব
নয়ানে।
তবে আমি তাহার সাক্ষি দিব বিদ্যমানে॥
বৃক্ষের কথা সুনিঞা সিতার আনন্দিত মন।
রামের বামেতে সিতা ডাড়াইল্যান তখন॥
জুগল রূপ বটবৃক্ষ দেখিয়া নয়ানে।
জোড়হস্তে বৃক্ষ্য বলে রাম বিদ্যমানে॥
তোমার চরনে প্রভু মোর নিবেদন।
চিন্তামনি নাম তুমি ধর কি কারন॥
দয়াময় নাম তোমার সর্ব্ব লোকে কয়।
দুখি দারিদ্রে তরায়্যা নাম দয়াময়॥
স্থাপর জঙ্গম আদি জতো জিবগন।
সর্ব্ব জিবেতে তুমি আছ নারায়ন॥
জগৎ সংসারের চিন্তা কর নাম চিন্তামনি।
সিতা পিণ্ড দিলা কিনা না জান রঘুমনি॥
চিন্তামনি নামে তোমার কলঙ্ক রহিল।
আজি হৈতে চিন্তামুনি নামটি তোমার গেল॥
আপ্তবিশ্যাতি রাম হয়্যছ আপনি।
মায়ায় মানুস হৈয়্যা কিছু নাঞিকো জানি॥
বালির পিণ্ড দিল সিতা আসিয়া এই স্থানে।
পিণ্ড খাইয়্যা গেল রাজা সর্গ ভুবনে॥
বৃক্ষের কথায় লজ্জ্যা পাইলান রঘুবর।
চিরজিবি হয় বট অক্ষয় অমর॥
বৃক্ষেরে বর দিলা সিতা পরম পিরিতি।
সুসিতল সুন্দর থাকুক তোমার জুতি॥
রাম বলে ধন্য ধন্য সিতা ত সুন্দরি।
তোমা হৈতে পিতা আমার গেল স্বর্গপুরি॥
এক রাত্রি বঞ্চিল রাম সেই তরুতলে।
প্রাতকালে তিন জন দক্ষিন দিগ চলে॥
পঞ্চবটি নামে তির্থ আছে বোনের ভিতর।
সেইখানে গেলা তবে রাম রঘুবর॥
পঞ্চবটিতে কুড়ে বন্দিলা লক্ষন।
বোনবাসে সেইখানে রহিলা নারায়ন॥

কিত্তিবাস পণ্ডিতের জর্ম্ম সুভাক্ষন।
অজুধ্যাকাণ্ড সংপূর্ন্ন গাইলা রামায়ন॥
দুই কাণ্ড সুনিলে সকল বন্ধুজন।
ত্রিতিয় কাণ্ডে অরন্ন্যো সুনিহ সর্ব্বজন॥
ইতি অজুধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

২৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ৯১/২×৩১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪২, ৪৫-৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৮ সাল (পৃ° ৩১।১)। খণ্ডিত।

আদি,—

সুমন্ত্র আনিয়া রাজা বলিলা বচন।
সিগ্রগতি আনহ বসিষ্ট তপধন॥
দেসে দেশে বার্ত্তা দেও জানাও সব প্রজা।
অন্ত রামের অধিবাস কল্লি হবেন রাজা॥
রাজা হইতে জে জে দির্ব্য লাগে আর।
সকল আনাও তুমি সাক্ষাতে আমার॥
জেন মতে আদেস করিলা নরপতি।
সকল কর্ম্ম করিলা সুমন্ত্র সারথি॥
আসীলা বসিষ্ট মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
প্রনাম করিয়া রাজা দিলা সিঙ্গাসন॥
জোড়হস্তে নরপতি কহে মুনিপাষ।
কল্লি রাম হবেন রাজা [অন্ত] অধিবাস॥
এ কথা সুনিয়া মুনি হরসিত মন।
দেব(বেদ)ধনি তখনে করিলা তপধন॥
শ্রীরাম আনিয়া রাজা বোলিলা বচন।
রাজা হইয়া কর বাপু রাজ্যের পালন॥
রাজার বচনে রাম হরসিত মন।
সত্ত্বরে চলিয়া গেলা মাত্রী দরসন॥
জোড়হস্তে রঘুনাথ কহে সব কথা।
রাজা হইতে আজ্ঞা মোরে করিছেন পীতা॥
শুনিয়া হইল রানির প্রসন্ন বদন।
শ্রীরাম ধরিয়া রানী দিলা আলিঙ্গন॥
আপনার শ্রী রাজা দিয়াছেন তোমারে।
রাজা হইয়া রাজ্য রক্ষ্যা কর সাবহিতে॥
এতেক সুনিয়া রাম প্রসন্ন বদন।
লক্ষনেরে সম্বোদিয়া বলিলা বচন॥
আমি রাজা হইব ভাই তুমী যুবরাজ।
ভরত ভাই করিবেন জত রাজকাজ॥
কনিষ্ঠ সত্রুঘন ভাই প্রানের দোসর।
সর্ব্বক্ষন থাকীবা ভাই আমার গোচর॥
এতেক বলিলা রাম লক্ষনের পাষ।
সত্ত্বরে চলিলা রাম সিতার সাক্ষাত॥

(পৃ° ২।২-৩।২)

অন্ত,—

শ্রীরাম বোলেন মাতা স্থীর কর মন।
মির্থা ক[া]জে এত সোক পাও কি কারন॥
বিধবা লক্ষন মাতা কেন দেখা তোমারে।
বাপুর তত্য মাতা কহুক আমারে॥
এতেক শুনিয়া রানী রামের উর্ত্তর।
তোমার কারনে রাজা মিত্তু কলেবর॥
এতেক শুনিয়া রাম হইল মুশ্চিত।
বাপু বাপু বলিয়া রাম পরিলা ভুমিত॥
আর না দেখীলাম বাপু তোমার চরন।
আর না শুনিলাম তোমার মধুর বচন॥
আমার কারন বাপু ছাড়িলা জিবন।
আমা দিয়া না হইল বাপু শ্রার্দ্ধ দাহন॥
পুত্রের আসা মুনিস্তে করে কি কারন।
আমি পুত্র হেতু কেবল তেজীলা জীবন॥
এতেক বুলিয়া রাম হইলা অচেতন।
সান্ত করিলা তবে বসিষ্ট তপধন॥

স্থির কর মহাপ্রভু না কর ক্রন্দন।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ কিছ না জাএ খণ্ডন॥
বিধির বিধাতা তোমী দেব নারায়ন।
আপ্ত বিস্বতি তোমী না জান কারন॥
মায়া ছাড়ি কর রাজার শ্রার্দ্ধ তর্পন।
তোমী পুত্র হেতু হউক সর্গে আগমন॥
(পৃ° ৫০।২-৫১।১)

২৭। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাশে।
অজোধ্যাকাণ্ড রচিতে করিল অভিলাশে॥
অজোধ্যাকাণ্ড যুনিলে ভাই পাসান বিদুরে।
জেই সন্তাপে রাজা দসরথ মরে॥
প্রাতশ্রান করিল দসরথ রাজা।
দেবলোকের পিত্রিলোকের করিলেন পুজা॥
গৌর বর্ন ধরে রাজা যুক্ল উত্তরি।
চন্দনে ভুশিত রাজা যুক্ল বস্ত্র পরি॥
বৃর্দ্ধকালে রাজার পাকিল মাথার কেশ।
সুক্ল মাল্য পরে রাজা যুক্ল সকল বেশ॥
রাজ্য রক্ষ্যা করে রাজা বশি সিংহাশনে।
চতুর্দ্দিগের রাজা আইল নৃপতি সম্ভাশনে॥
হস্তি ঘোড়া নানা দৃব্য রাজ অভরন।
রামে বিভার জৌতুক আনিল রাজাগন॥
দসরথে প্রনাম করে করি জোড়হাত।
মহারাজা দসরথ তুমি সভার নাথ॥
জত জত রাজা আছে পৃথিবি ভিতরে।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি সভার উপরে॥
এক দান মাগিতে রাজা বড় ভয় বাশী।
শ্রীরাম [রা]জা হইলে নিলয় হইয়া বশি॥
দসরথ বির্দ্ধমানে রাম পঞ্চঝুটি ধরে।
তারকা রাক্ষশি মরে শ্রীরামের সরে॥
রাক্ষশ সব আশিয়া মুনির যজ্ঞ করিত নাশ
হেন সব রাক্ষশে রাম করিল বিনাশ॥
মহাদেবের ধনুক ছীল জন[ক] রাজার ঘরে।
তাহা দেখিঞা দেবতা গন্ধর্ব্ব···ডরে॥

এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পাতাখানি এক হাতের এবং বাকী সমস্ত পুথিখানি অপর হাতের লেখা। ইহার পর,—

সংসারের রাজা আইল তাহাতে গুন দিতে
গুন দিবার কাজ থাকুক নারিল নাড়িতে॥
শ্রীরাম আসিয়া গুন দিলেন ধনুকে।
কন্যা দান করেন জনক পরম কৌতুকে॥
ত্রিভুবনের ক্ষেত্রি কাপে পরসুরামের নামে।
হেন পরসুরাম রাজাএ জিনিল শ্রীরামে॥
মনে আসয় করি সভে শ্রীরাম রাজা
করিয়া রাখি।
রামের নামে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি॥
অন্তরে হরিস রাজা সুনিঞা সভার বচন।
বাক্য ছলে বুঝিল রাজা সভাকার মন॥

অন্ত,—

বিসিস্ট বিদায় হইলা শ্রীরামের স্তানে।
তিনজন নমস্কার হইলা মুনির চরনে॥
রাব্যখণ্ড লয়্যা ভরথ আইলা নিজ দেসে।
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ চারি দিবসে॥
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ দিন অবসান।
উপবাসে রহিলা ভরথ নাঞি শ্রান দান॥

পুরি সমেত্ কান্দিয়া পুহাইল রজনি।
প্রভাত সমএ ভরথ পাত্র মিত্র আনি॥
ভরথ বলেন বসিস্ট মুনি করহ অবধান।
জেস্ট থাকিতে কনেস্টে রাজা নাঞিক
বিধান॥
চরনপাদুকা রাম পাঠাইলা দেসে।
দুই পাদুকা রাজা করি যুক্তি মোর আইসে॥
বসিস্ট বলেন ভাল যুক্তি করিয়াছ মনে।
দুই পাদুকা রাজা করি রাষ্য কর সাবধানে॥
রত্ন সিংহাসনে পাতিলেন নেতের বসন।
ছত্র চামর তাতে করিল সাজন॥
চিত্র বিচিত্র তাতে সাজন নানা বেস।
তাহার উপর পাদুকা থুয়্যা করিল
অভিসেক॥
সকল মুনি লয়্যা করিল বেদধ্বনি।
অজোধ্যা নগরে তথন রামজয় সুনি॥
দণ্ডবত করিল ভরথ রায্য সমেতে।
পাদুকা রাজা করিয়া রায্য করিল ভরথে॥
রঘুনাথ করিয়াছেন জেমন আচার।
গাছের বাকল পরিয়া রহিল সংসার॥
অজোধ্যার জত লোক তপস্বির বেস ধরি।
চৌদ্দ বৎসর রহিলা গাছের বাকল পরি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত করিল লোকের হিত।
লোক তরাইতে করিল রামায়ন গিত॥

২৮। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—পুথির আড়া ও কাগজ দুই রকম; ২-১৭ পত্র পর্য্যন্ত ১১½×৪½ এবং ১৮-৩৬ পত্র পর্য্যন্ত ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩৬, প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

প্রবাল পাথর দিল না জায় গনন
নানা সামিগ্র দিল কৈকৈ রাজন॥
বিদায় করিয়া দেন পুরাধা ব্রহ্মন॥
বিদায় হইয়া দ্বিজ জান নিজ ঘরে।
এস্যা উপস্থিত হল্যা অজুধ্যা নগরে॥
সিংহাসনে বস্যে আছে অজের নন্দন।
রাজার দুয়ারে বিপ্র দিলা দরসন॥
মাধব নামেতে দুয়ারি আছে রাজার দুয়ারে।
হেন কালে ব্রাহ্মন গেল তাহার বরাবরে॥
ব্রাহ্মন বলেন দ্বারি সুন জে বচন।
এই কথা কহগা রাজার দরসন॥
এই কথা কহগা রাজার বরাবরে।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তোমার
দুয়ারে॥
মাধব নামেতে দ্বারি রাজায় নয়াঁয় মাথা।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তার সুন
কথা॥
এ কথা সুনিয়া রাজা করিছে আদেষ।
কি হেতু আইল দ্বিজ জানহ বিসেষ॥
এ কথা সুনিয়া দ্বারি করিল গমন।
সেই ব্রাহ্মনের নিকটে জায়্যা দিল দরসন॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা বন্দিল চরন।
কোথা হইতে মহাশয় করেছ গমন॥
আমারে পাঠাইলেন জে কৈকৈ রাজন।
চারি য়ংসে তোমার ঘরে জন্মিয়াছেন
ভগবান॥
তাঁহাকে দেখিবেন কৈকৈ বলবান॥
দস সহস্র ঘোড়া দিল সিন্দুর বরন।
অমুল্য পাথর দিল না জায় গনন॥
সুধাও আদি জতেক দিল বস্তুজন।
সভাকার কল্যান কহিছেন ব্রাহ্মন॥

দরসথ বলে তবে যুন মহাবলে।
সস্থুর সাস্থুড়ি আমার আছেন কুসলে॥
কুসলে আছেন তোমার সস্থুর সাস্থুড়ি।
ব্রাহ্মন বলেন রাজা নিবেদন করি॥
কুসলে আছেন তাঁর বন্ধুবান্ধবগন।
এ কথা যুনিয়া রাজার আনন্দিত মন॥
আমার হিয়ার হিয়া রাম নয়ানের [তারা]।
এক তিল না দেখিলে রাম হই হারা॥
রামের লাগিয়া হর গৌরি আরাধিল।
অনেক জতনে আমি রামধন পাইল॥
সস্থুরের বাক্য অন্যথা করিতে নারি।
ভরথ দিয়া তোষগা কৈকৈ অধিকারি॥
ভরথে ডাকিয়া রাজা করিছেন আদেষ।
মাতামহের দেষ জাও করিয়া যুবেষ॥

ভরথ ও শত্রুঘ্ন সকলের নিকট বিদায় লইয়া কেকয় প্রদেশে যাত্রা করিলেন। জরা-বার্দ্ধক্য জন্য দশরথ অনেক সময় অন্তঃপুরে থাকেন। রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইত্যবসরে এক দিন প্রজারা রামকে রাজা করিতে হইবে বলিয়া মহারাজকে জড়াইয়া ধরিল। দশরথ সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং অনুরূপ আয়োজনের আদেশ দিলেন।

অন্ত,—

এ কথা সুনিয়া রাম ক্রোধে সাত তাল।
বনেতে আসিয়া ভরথ বাড়ালি জোনঞ্জাল॥
ক্রোধ জেই মাত্র করিলেন নারায়ন।
নিসব্দে রহিলেন তবে ভরথ বিচক্ষন॥
রাম বলেন সুন ভরথ রাজরিসি।
চন্দ বৎসরকে আমি চন্দ দণ্ড বাসি॥
পালন করিহ তবে জত মাতৃগন।
পালন করিহ জে অজুধ্যার প্রজাগন॥
বিদায় হইয়া চলিয়া জাও দেস।
এ স্থান ছাড়িয়া আমি জাই বনবাস।
এই কথা জেই মাত্র রামচন্দ্র বলে।
কান্দিতে লাগিলা রামের মাতৃ সকলে॥
একে একে বিদায় হইছেন মুনিগন।
বিদায় হইছেন ভরথ সত্রুঘন॥
রথেতে চড়েন সভে রামকে দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিল সবে রামকে বেড়িয়া॥
অন্তরিক্ষে আইল রথ উপর গগন।
রাম বন্দ্যা কেন্দে জান ভরথ সত্রুঘন॥
জে দিন জেখানে রাম কর্য্যাছেন বিশ্রাম।
বিদায় হইয়া জান ভরথ বলবান॥
আসিয়া উত্তরিলেন অজুধ্যা নগর।
পাদুকা করিল রাজা রার্য্যের উপর॥
অনুক্ষন তাহাতে ভরথ ঢুলান চামর।
অনুচর হইয়া কার্য্য করেন নিরন্তর॥
রামের লাগিয়া ভরথ সদাই বিকল।
মিষ্ট দিব্য না খায় ভরথ বলবান॥
মিষ্ট দিব্য খাইলে পাছে পাসরিব রাম।
তিন অঙ্গুলে জব চুর্ন্ন গোমুতেতে মাখে।
তাহাই খাইয়া ভরথ আপন প্রান রাখে॥
ভরথ সত্রুঘন আইলা নিজ দেসে।
রাম লক্ষ্মন সিতা তবে বনেতে প্রবেসে॥
বাল্মীক বন্দিয়া গান কিত্তিবাসে গায়।
অজুধ্যা কাণ্ড পুথি এত দূরে সায়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব অধিকারি।
বদন ভরিয়া সভে মুখে বল হরি॥

২৯। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৩১।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

জানকি অযোধ্যা আনি প্রভু রঘুবর।
আনন্দেতে রামচন্দ্র বঞ্চেণ বাসর॥
একত্রে সিতার সহ প্রভু রঘুনাথ।
অঙ্গনে বেড়ান ধরি জানকির হাথ॥
কিবে সে রামের রূপ নবিন জৌবন।
নব দূর্ব্বাদল জিনি উর্জ্জল কিরণ॥
কর পদ কোকনদ রামরম্ভা উরু।
অঞ্জন[১] জিনিঞা নেত্র ইন্দ্রধনু ভুরু॥
পক্ক বিম্বুফল জিনি সুরঙ্গ অধর।
গরুড় জিনিঞা নাশা অতি মনোহর॥
সুমেরুর শৃঙ্গ জিনি বক্ষ মনোহর।
কেশরি জিনিঞা কটী নাভি জে গভির॥
বাম দিগে কিবা সোভা জনককুমারি।
নব জলধর জেন পড়িছে বিজুরি॥
নিল বস্ত্র পরিধান নানা অভরণ।
কটাক্ষে হেরিঞা হরিছেন রামের মন॥
জতেক রামের মাতা ঝরকায় পথে।
আনন্দ হইঞা সভে রামরূপ দেখে॥
স্বর্গ করতল হয় শ্রীরাম দেখিঞা।
দেখিছে রামের রূপ নঞান ভরিঞা॥
তিল আধ রাজা নাই রামে দেখি বাঁচে।
সারা দিন রামচন্দ্রে রাখে নিজ কাছে॥
অবন্তি নগরে হোথা কৈকৈ রাজন।
সুনিল রামের কির্ত্তি ধনুক ভঞ্জন॥
দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল অন্তরে।
ডাকিঞা য়ানিল রাজা আপন কুমারে॥
সুনিলাম রাম নাকি ধনুক ভেঙ্গেছে।
পদরেণু দিঞা নাকি অহল্যা তেরেছে॥
সুনিলাম ভৃগুর দর্প হরিঞাছেন রাম
কাষ্ঠকে কাঞ্চন কৈল দুর্ব্বাদলস্যাম॥
বৃর্দ্ধ হইলাম বাছা জাইতে নারিব।
রামকে আনগা বাছা নয়ানে দেখিব॥
দশরথে পত্র লেখে কৈকৈ রাজন।
কল্যান করিঞা পত্রে করিল লিখন॥
আমি সে শশুর তোমার তুমি সে জামাতা।
গুরু জনার বাক্য কভু না কর অন্যথা॥
শ্রীরাম দেখিতে মোর বাঞ্ছা আছে মনে।
তিন দিনের তরে পাঠাইবে নারায়ণে॥
পত্র দিঞা পুত্রে সেহ বিদায় করিল।
দ্বাদস দণ্ডেতে সেহ অযোধ্যাকে আল্য।
রাজসভায় উপনিত হইল জাইঞা।
বসাইল দসরথ আদর করিঞা॥
পত্র দিঞা রাজপুত্র সভাতে বসিল।
পত্র পড়ি মহারাজা বিরস হইল॥
হেন কালে সভাতে আইল রঘুনাথ।
মাতুলে প্রণাম করেণ ভরথের সাঁথ॥
আসীর্ব্বাদ করে রামে রাজার নন্দন।
ইকি ভাগ্য মাতুল আল্যে আমাদের ভবন॥
কৈকৈ রাজার পুত্র প্রতি দশরথ কয়।
রামকে পাঠাতে আমি নারিব নিশ্চয়॥
ভরথ শত্রুঘ্ন বরং জান তোমার সাথে।
দিন কত বই পাঠাইব রঘুনাথে॥
সুনিঞা ভরথ হইল বিরস বদন।
বিরলেতে রাম সঙ্গে কহিছে বচন॥
না দেখি তোমারে ভাই রহিতে নারিব।
কদাচিত মাতামহো গৃহে নাহি জাব॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনহ বচন।
নাহি গেলে কহ দেখি কহিবে কেমন॥

১। 'খঞ্জন' হইবে।

ভরথ কহে কুশপ্ন দেখিছি রঘুবর।
সেই হত্যে স্থির নয় আমার অন্তর॥
জেন য়েক রাজার দেশে এক রাজার
নন্দন।
অধিবাস হইল জেন পাইতে রত্ন সিংহাসন॥
সুত্র করে বান্ধা গেল হইল উল্লাস।
বিমাতা তার জেন দিলেক বনবাস॥
রাম কি জানি ফল পাছে হয় আপনা প্রিতি।
অতেব জাইতে মোর না হয় আমার মতি॥

মধ্য,—

সমস্ত দিবস গেল প্রবেশ রজনি।
সরজুর তিরেতে বসিলা রঘুমনি॥
কুশাসন বিছাইঞা দিলেন লক্ষ্মণ।
কার্ম্মুক সিয়রে রাম করিলা সয়ন॥
রামের চরণ সেবে জনকনন্দিনি।
চরনতলেতে সোন জনমদুখিনি॥
কতক্ষণে নিদ্রাগত হইল প্রজাগণ।
ধনুহাথে দাণ্ডাইঞা গোউরবরণ॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে নিদ্রা আকর্ষিল।
এল্যায় মাথার কেশ কার্ম্মুক খসিল॥
সচকিত হঞা বির আপনা সম্বরে।
ভুমে হত্যে কার্ম্মুক তুলিঞা ধরে করে॥
কোপেতে হইল বির অরুনলোচন।
অলস নিদ্রার আজি বধিব জিবন॥
ইহা কহি কার্ম্মুক ধরি জুড়িলেক বান।
নিদ্রা অলস আসি হইলা মুর্ত্তিমান॥
সম্বরহ কোপ তুমি গোউরবরন।
আমাদিগ্যে বধিবারে পারে কোন জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করি অধিকার।
নারি জাতি হই মোরা সুমিত্রাকুমার॥
তুষ্ট চিত্র হল মোর সর্ত্ত শুনে।
বর মাগ গোউরবরন জেবা লয় মোনে॥
লক্ষ্মন কহেন জদি বর দিবে মোরে।
ক্ষেমা দিতে হল্য তবে চোদ্দ বৎসরের তরে॥
নিদ্রা অলস কহে সুন সুমিত্রাকুমার।
আজ্ঞা কর কখন করিব অধিকার॥
লক্ষ্মন কহেন জখন সাঙ্গ করি বোন।
অজোধ্যায় রাজা হইবেন রাজিবলোচন॥
সেত ছত্র জখন ধরিব রাম সিরে।
সেই কালে অধিকার করিবে আমারে॥
নিদ্রা অলস্য ক্ষেমা দিয়া গেল।
চোদ্দি বৎসর লাগি বির নিস্কণ্টক হল॥
(পৃ° ১৫।২-১৬।১)

স্ব,—

রাজনিত ভরথে সিখায় রঘুনাথ।
ভরথ শ্রবন করে জুড়ি দুটি হাথ॥
পুত্র সম প্রজাগনে করিবে পালন।
ছেষ্টের পালন কর্য়া দুষ্টের দবন॥
কদাচিত লোভ না করিহ পরধনে।
কদাচিত হতশ্রদ্ধা না কর্য়া ব্রাহ্মণে॥
মজ্যাদার অমজ্যাদা না কর্য়া কখন।
দারিদ্রে করিহ দয়া রাজার লক্ষণ॥
মায়ে হত্যে অধিক দেখিঅ পরনারি।
পালন করিহ প্রজা এই মত করি॥
ইহা কহি রামচন্দ্র প্রজাগন লঞা।
ভরথের হাথে হাথে দিলেন সুঁপিঞা॥
মিদু মন্দ হাসিয়া কহিল রঘুবর।
ভরথে লইঞা বঞ্চ এ চোদ্দি বৎসর॥
প্রজাগন কহে রাম তাহা নাঞি জানি।
পাদুকা হইল রাজা তোমার তুল্য গুনি॥
কেবল ভরথ মাত্র করিব পালন।
ইহা বলি বিদায় হইল সব প্রজাগন॥
সুমিত্রা কৌসল্যা কেকোই প্রভিতি।
পবোধিয়া বিদায় করিল রঘুপতি॥

বসিষ্ঠাদি মুনিগন ফিড়ে বাহুড়িঞা।
ভরথ বিদায় হইল কান্দিঞা কান্দিঞা॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
লক্ষি কৃপা করেন জেই সুনে রামায়ন॥*॥
জাত্রা কৈল সর্ব্বজন রাখি রঘুনাথে॥
প্রবেস করিল সভে পুরি অজোর্দ্ধাতে॥
রাজসিংহাসন তবে ভরথ য়ানিঞা।
পাদুকারে রাজা করে প্রজাগন লঞা॥
সেতছত্র ধরে সেই পাদুকা উপরে।
প্রজাগন প্রনমিল দিয়া রাজকর॥
পাদুকারে রাজা করি য়জোধ্যা ভুবনে।
ভরথ করিল বাস নন্দিগ্রামের বনে॥
বাকল পরিল যার জটা ধরে সিরে।
আসন সয়ন হৈল মির্ত্তিকা উপরে॥
বনচারি হঞা রহে ভরথ শত্রুঘ্নন।
নন্দিগ্রাম হত্যে করে প্রজার পালন॥
অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত কথা কির্ত্তিবাস কয়।
হরিধ্বনি বল সুভে কাণ্ড হইল সায়॥

৩০। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫১/২×৫১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৮। প্রতি-পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আদি,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরী।
ইন্দ্রের অমরাবতী তাহা তিরস্করী॥
রাজা প্রজা পুরজন সুখী নিরন্তর।
এক তিল সম জার শতেক বৎসর॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম যুবরাজ হয়্যা।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া॥
পুরবাসী প্রজাগণ ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে॥
সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় গুণের আলয়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয়॥
অদ্ভুত লক্ষণ রামের অদ্ভুত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র॥
গুনের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম যৌবন।
শাস্ত্রবিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপণ॥
যোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দহৃদয়।
রামে রাজা করিবেন ভাবিলেন নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালেন আপনে।
সত্বরে লিখিলেন পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
অবিরত দান রাজা দেন অতিরেক॥
সর্ব্বভূতকর্ত্তা প্রভু রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেন ভাবে সর্ব্বজন॥
দেশের জতেক লোক ভাবেন মনে মনে।
রামচন্দ্র মহারাজা হবেন কত দিনে॥
পুরোহিত প্রজাগণ ভাবি মনে মন।
মন্ত্রনা করিয়ে গেলেন রাজার সদন॥
রামচন্দ্র পুত্র তোমার পুজিত জগতে।
ত্রিদশের ভাগ্যোদয় জানিহ মনেতে॥
নিজ বলে সাগরন্ত পৃথিবী সাসিলে।
বেদবিধি দান ধর্ম্ম সকল করিলে॥
মনে লয় রামে রাজ্য কর সমর্পণ।
প্রজার বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
পুরোহিতের বাক্য রাজা হৈল হরষিত।
তুমি সবে কহিয়াছ মনের বাঞ্ছিত॥

অবিলম্বে সুভক্ষণে সুভলগ্ন কর।
অভিষেক কর সবে রাম গুণাকর॥
আজ্ঞা পায়ে পাত্রগণ হরষিত মনে।
আনন্দিত হয়ে পড়ে রাজার চরণে॥

মধ্য,—

কেকই বলিল শুন ধর্ম্মশীল রাম।
সুমন্ত্র রাজারে কৈল তোমার প্রণাম॥
সত্য বাক্যে বদ্ধ হয়ে রাজা মহাশয়।
তোমার বিচ্ছেদে হৈলেন ব্যাকুলহৃদয়॥
রাজ্য ছাড়ি সীতা লক্ষ্মণ তুমি বনে জাবে।
আপনার মুখে রাজা কেমনে বলিবে॥
বিরলে বসিয়ে রাজা দুঃখ ভাবেন চিত্তে।
কি কারণে জাবে রাম রাজার সাক্ষাতে॥
তবে তোমার ইচ্ছা নহে রাজ্য ছাড়ি জাইতে।
বৃদ্ধকালে পিতৃসত্য বিফল করিতে॥
অধর্ম্ম অজস চাহ রাখিতে সংসারে।
তবে গিয়ে দরশন করহ রাজারে।
কেকইর নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়ে শ্রীরাম।
পিতার চরণে কৈলেন সহস্র প্রণাম॥
রাজগৃহ প্রদক্ষিণ করি তিনজনে।
পুনরপি প্রণাম করিলেন সাবধানে॥
কেকই মাতারে প্রণমিয়ে বারে বারে।
চলি গেলেন তিন জন সুমিত্রার পুরে॥

(পৃ০ ১২।১)

জয় রঘুনন্দন অযোধ্যার প্রাণধন
তিলে আধ না দেখিলে মরি।
নয়নপুথলি রাম রূপ দুর্ব্বাদলশ্যাম
এবে কি না হলে বনচারি॥
অগ্রে আমি জদি জানি বৈরি মোর কেকই রাণী
তবে কেনে জাইব বিশ্বাস।
প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রাণ সব নিল
রামেরে পাঠালে বনবাস॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্যখণ্ডে কোন প্রয়োজন।
এত বলি নৃপবর খেদান্বিত অন্তর
ঘন বলে না রহে জীবন॥
শ্রীরাম পাঠায়ে বনে কান্দে রাজা রাত্রিদিনে
প্রবোধ না মানে কোন মতে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী কহিয়ে মধুর বাণী
নিবেদন লাগিলেন করিতে॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলেন ধর্ম্ম ঘটিল এমত কর্ম্ম
বনে পাঠাইলেন রামধন।
বিধাতার মনে জাহা অবশ্য ঘটয়ে তাহা
শান্তনা করুণ নিজ মন॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কয় রাম কেনে বনে জায়
রাবন দুরন্ত অতিশয়।
রাবনের বংশ জাবে ত্রিভুবনে জশ রবে
এই ভেবেছেন দয়াময়॥

(পৃ০ ১৪।২-১৫।১)

অন্ত,—

তস্য পর তুলসীকানন তথা হেরি।
জিজ্ঞাসিলেন রঘুনাথ কও দ্রুত করি॥
পিণ্ড প্রদানের কথা জান বিবরণ।
তুলসী কহিলেন জেমন কয়েছেন ব্রাহ্মণ॥
ক্রোধ করিয়ে সীতা কহিলেন তাহায়।
তব পত্র নারায়ণের বাঞ্ছিত সদায়॥
অপবিত্র স্থানে রবে দুঃখিত হইবে।
শ্রকাল কুক্কুর মুত্র পুরিষ তেজিবে॥
অবশিষ্ঠ বটবৃক্ষ আইলেন নিকট।
ভাবিয়ে বুঝিলেন সতী দেবীর শঙ্কট।
জথার্থ বচন সে কহিল বার বার।
পিণ্ড লইয়ে গেলেন জনক তোমার॥
ধনলোভে মিথ্যা প্রথম কহিলেন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে কহিলেন দুইজন॥

আমি জদি মিথ্যা কই ভালো কর্ম্ম নয়।
অন্তর্যামি নারায়ণ জানেন তাহায়॥
শত কোটি জন্ম তপ করয় জে জন।
সত্যবাদী সম সে না হয় কখন॥
এত শুনি জানকী হরিষ হইলেন।
সন্তোষ হইয়ে দেবী তাহাকে কহিলেন॥
চিরকাল সুশীতল হইবে এমন।
নিপত্র না হবে শাখা তোমার কখন॥
সুশীতলে রাখিবে জে জাবে তব তলে।
আনন্দেতে থাকিবে সর্ব্বদা পত্র ফলে॥
এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়ে তাহায়।
বিদাই দিলেন তারে আনন্দ হৃদয়॥
কীর্ত্তবাস পণ্ডিতে কন অমৃত বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥

৩১। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

আদ্যকাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথের রাজ্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্ধু জোন।
অজধ্যাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
রামচন্দ্র জুবরাজ[১] দসরথ রাজা।
পুত্রের সোমান জে পালন করে প্রজা॥
অকালমৃত্যু নাহি রাজ্যে জসের[২] নাহি ডর।
লোকের পরমাই দস হাজার বৎসর॥
মহারাজ দসরথ বড় পুন্নবান।
জার পুত্র আপুনি জর্ম্মেছেন ভগবান॥
অবতিন্ন হইয়াছেন ছাড়িয়া গোলোক।
রঘুনাথের জস কিত্তী ঘোসে তিন লোক॥
নয় বৎসরের কালে তাড়কাবধ করেন রাম।
পদরেণুতে মুক্ত কৈলেন অহল্যা পাসান॥
রাক্ষ্যস মারিয়া রাম মুনি জজ্ঞ রাখি।
ধনু[ভঙ্গ] করি বিভা করিলা জানকি॥
পথেতে ভৃগুর তেজ রাম নিলা হর্‌য়া।
রামের জস কিত্তী লোক দেখে নয়ান ভর্‌য়া।
হস্তীনা নগরে রাজা কেকৈই নরবর।
অজধ্যা পাঠাইয়া দিল আপন কোঙর॥
রাজারে কহিও বাছা আমার আশীর্ব্বাদ।
বোলো তোমার পুত্র দেখিতে রাজা করেছেন সাধ॥
বহুমুল্য ধন দিয়া পাঠাইল দুত।
জত্ন করিয়া তার আনিবে চারি সুত॥
বিদায় হইল দুত রাজার সাক্ষাতে।
রথে আরোহন হয়্যা চলিল তুরিতে॥
অজধ্যাতে হস্তীনাতে তিন দিনের পথ।
পবন গমনে সারথী চালাইল রথ॥

মধ্য,—

পাত্র প্রজালোক জত করে হায় হায়।
অজধ্যা আন্ধার করে রাম বনে জায়॥
বালক বির্দ্ধ জুবা সব ছাড়য়ে নিশ্বাষ।
কোন বিধি করিলেক রামের বনবাস॥
সভে বলে কেকৈয়ের মাথায় পড়ুক বজ্জর।
রাম বনে পাঠাইল এ চোর্দ্দ বৎশ্বর॥
অজধ্যার ঘর দ্বার ফেলাব ভাঙ্গিয়া।
রাজ্য করুক দসরথ কেকৈইকে লয়্যা॥
আর কেহ বাস না করিব এই দেসে।
রামের সঙ্গেতে সভে জাব বনবাসে॥

১। জুবরাজ=যুবরাজ; পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত।
২। 'দস্যুর' হইবে বোধ হয়।

সম্বরিতে নারে কেহ নয়ানের জল।
নদনদি সরবরে সুখাইল জল॥
হস্তি দানা ত্যাগ কৈল ঘোড়ায় না খায় ঘাস।
রাম সোকে কান্দে সবে নিত্য উপবাস॥
পক্ষ সব ডালে বস্যা করয়ে ক্রন্দন।
হায় রাম লক্ষন ডাকিছে সর্ব্বক্ষন।
কিত্তিবাশ গান মহামুনির পুরান।
সুনিতে অপুর্ব্ব কথা সুধার সমান॥
রাম কোন বনে জাবে রে কি হবে রে॥
আদিবাস করিলাম কাল শ্রীরামেরে দিতে ভাল
এই ছত্র নব দণ্ড।
কুজির সঙ্গে কুমন্তনা করি
কেকৈ হল পাশণ্ড॥
আনন্দিত প্রজা রাম হবে রাজা
পাত্র লোকের উল্লাস।
কেকৈ পাসণ্ডি পাসণ্ড হইল
রামকে পাঠায় বনবাস॥
এক পুত্র না ছিল চার পুত্র হল
দেব মুনি সভার বরে।
পাতিএ হাটখানি বসাতে নাহি পেলাম
দারুন কেকৈয়ের ডরে॥
রামকে দেখিতে বড় সাধ লাগে রে
* * * ।
এ ঘর সরবস সকলি দিব জে
মোর রামকে রাখিবে॥
আরে মোর রাম গুনের নিধিরে।
না ভাবি পরিনাম হারাইলাম রাম
বিবাদ লাগিল বিধিরে॥

ফের ধুয়া॥

আরে মেরে রাম চলেঙ্গে বনবাসে
হে ধিক জিবনং ধিক জিবনং॥

জো সিরমে হেম মুকুট বিরাজে
ঝলকত মুকুতাকি দাম।
সো সিরমে হাম তাত বহেঙ্গেহু
জটা বনাঅেঙ্গে মের রাম॥
জো মুখমে পান মিঠাই না রুচে
ভোজন ময়মিত বিলাস।
শো মুখমে কেশে ফল ফুল রুচঙ্গে
কেশে সহেঙ্গে পিআশ॥
জো কটিতটমে হেম পাটি শোহে
নষ্ট মুরতি জুতি জাল।
শো কটিতটমে কেশে পরেঙ্গে রাম
বিপিনাক্রমিকা থাল॥
জো পগমে হেম পুঞ্জনি শোহে
মৃণাল ক্রমেন্দু (?) লাজ।
শো পগমে রাম কেশে ফেরেঙ্গে হো
বিপিন কণ্টক বনমাঝ॥ * ॥

নাচাড়ি॥

রানি ধরিয়া রাজার পায় শোকে গড়াগড়ি জায়
বনবাস জায় বাছা রাম।
তোমার কঠিন হিয়া দয়া নাহি মুখ চায়া
কেমনে ধরিবে নিজ প্রান॥
জানকি জনকসুতা কনক কমল লতা
দেখে প্রান ধরিতে না পারি।
ভরথে রাজত্ত দেহ সম্পাদ সকল লেহ
বাছারে না কর বনচারি॥
আমি জপি কাত্যায়নি রাজা হব রঘুমনি
তাহে বিধি হইলা নৈরাশ।
আমার মাথাটি খায়্যা কেনে সত্য বন্দি হয়্যা
কেন রাম পাঠাও বনবাশ॥
দুখের উপরে দুখ না দেখিব রামমুখ
শিতা মুখ না দেখিব আর।

আমার করম দোষে রাম জাবেন বনবাশে
অজধ্যা করিয়া অন্ধকার ॥
রানি পড়িয়্যা ধরনিতলে ভাশে নয়ানের জলে
উচ্চাস্বরেতে কান্দে রানি।
নয়ানে বহিছে লোর শুন্ন হইল কোল
কিবা লয়্যা বরিব[১] রজনি ॥
রাম হেন গুননিধি দিয়া বঞ্চিত কৈল বিধি
শোকে রানি ছাড়েন নিশ্বাষ।
বাল্মিকের চরন শিরে করি বন্দন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাশ ॥
(পৃ° ২১।২—২২।২)

৩২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{2}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া। সর্ব্বাংশ ২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৩৩। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{2}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। সম্পূর্ণ।

২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৩৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকা

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৩-২৭,৩০-৩৮, ৪৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাচীন পুথি।

আদি,—

বাপকে কৈল রাম মুনির বেস হঞা।
অন্তর পুড়এ রাজার শ্রীরাম দেখিঞা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র পরিল বাকল।
তভু প্রান আছে মোর সরির ভিতর ॥
ক্ষেনে ২ কান্দে রাজা ক্ষেনে করে ধ্যান।
রামের বিজোগে মোর দগধে পরান ॥
কৈকৈর কার্য্যে রাম গেলা বনবাসে।
সারথি সাজিল রথ আখির নিমিসে ॥
রাজাএ গোচরে সারথি রথ স্যজিয়া।
রাজা বলে রথ জাহ শ্রীরাম বহিয়া ॥
ভাণ্ডারিকে বৈল আন দিব্য বসন।
সিতার তরে আনহ নানা অভরন ॥
তাহা পরিঞা বন জাবেন জনকঝিয়ারি।
রাজার আদেসে অভরন আনিল ভাণ্ডারি ॥
সিতাকে সমর্পিল রত্ন রাজার আদেসে।
নানা রত্ন পরিয়া সিতা জিন হেন বাসে ॥
একে সুন্দরি সিতা অধিক সোভে বেসে।
পুন্নিমার চন্দ্র জেন হইল আকাসে ॥
সিতার মায়ামোহে রাজা সিতা কৈল কোলে।
আতি স্নেহ হইল রাজা প্রিত বাক্য বলে ॥
রামকে দেখিহ সিতা চন্দ্র সমান।
রার্য্যহিন ধনহিন না করা অল্প জ্ঞান ॥
শ্বামি ছাড়িয়া স্ত্রির গতি নাহি আর।
শ্বামি সেবা করিহ পালিহ বচন আমার ॥

১। বঞ্চিব' হইবে বোধ হয়।

রাজার বচন সিতা বন্দিলেন মাথে।
কৌসল্যাকে বলে গিঞা জোড় করি হাথে।
বৃদ্ধ গুরুজন তুমি বিসেসে তপস্বিনি।
তোমার অগ্রেতে আমি কি বলিতে জানি॥
সোক না ভাবিহ মনে ভাবিহ দেবতা।
ইহলোকে পরলোকে শ্বামি দেবতা॥
কি করিব পুত্র ভ্রাতি কি করিব বাপে।
শ্বর্গ নরক হএ আপন পুন্য পাপে॥
বাপ ভাই পুত্র ধন দিলে লেখা করে।
শ্বামি জত দেই তত কেহো দিতে নারে॥
পতি স্ত্রিএ এক কায় ইথে নহে আন।
সুখে সুখ দুঃখে দুখ মৈলে ছাড়ে প্রান॥

স্ত্রিগন লঞা ঘরকে আইলা রাজন।
রামের পাছে স্ত্রি পুত্র লঞা গেলা প্রজাগন॥
উলটীয়া চাহে রাম প্রজা সব দেখে।
রাম বলেন প্রজা কেন আস্থে এক মুখে॥
ধর্ম্ম ভএ রাম প্রজাকে দিলা দরসন।
রামের পাএ ধরি কান্দে সব প্রজাগন॥
নেউট নেউট রাম বলে প্রজাগনে।
ভরথ অনেক তোমার করিব পালনে॥
কল্যান চরিত্র ভরথ সুমতি সুস্থির।
অজানু বাহু ভরথ সুন্দর সরির॥
পৃতে ভরথ সভার করিব সন্তোষ।
লোক অপ্রমাদি ভরথ নাহি কোন দোস॥

মধ্য,—

ঘুচাঞা সকল লোক রাজা সুইলা খাটে।
কৌসল্যা বসিঞা আছে রাজার নিকটে॥
কৌসল্যা বলে কৈকৈর হৈল মনে সুখ।
আমার হইল ইবে আশ্বারিস (?) দুখ॥
একে সৌভাগ্যা আরে রাজার জননি।
দুর্ভাগ্য হইলাঙ আমি অনাথিনি॥
ভরথ হইথ রাজা রাম থাকিথ ঘরে।
ভিক্ষা করিঞা পুত্র পুসিত আমারে॥
সব অধিকার নিলেক বন পাঠালেক রাম।
জিবন না রহে প্রান নাহিক বিশ্রাম॥
জনকনন্দিনি গেলা গেলেন লক্ষ্মন।
জুড়াইতে ঠাঞি নাঞি সদাই তপ্ত মন॥
কবে দেখিব রাম কমললোচন।
মহাবলবান বাহু গজেন্দ্রগমন॥
ফলকালে বিধাতা কাটিলেক মুল।
রামের সোকে মরিলাঙ হইলু আকুল॥
এড়িয়া গেলা রাম মোকে দেখিব কত দিনে।
সকল সুখ এড়িয়া জুড়াইব কোন বনে॥

শেষ,—

ক্রড়া করি বুলে রাম লইঞা সিতায়ে।
লক্ষ্মন হোথা আছেন অন্য চিন্তায়ে॥
দস কৃষ্ণ মৃগ মারি আনিলা লক্ষ্মন।
ক্রড়া করি আইলা দোঁহে আপন সদন॥
জোড়হাথে লক্ষ্মন বলে শ্রীরাম স্থানে।
মাংস দেখি শ্রীরাম তুষ্ঠ হইলা মনে॥
সিতাকে বলিলা মাংস করহ রন্ধন।
দেবতা পূজিয়া মাংস করিব ভক্ষন॥
রামের বোলে সিতা দেবি করিলা রন্ধন।
মধু সংজোগে মাংস খাইলা রামলক্ষ্মন॥
সেস মাংস কাককে দিলেন সুন্দরি।
লোটীঞা নিলেক এক কাক কামাচারি॥
সিতা দেবি নিবারে কাকে খায়ে মাংস।
আর সব কাক কেহো না পাইল অংস॥
সিতাকে কোপ করিঞা গেল নিজ বাসে।
ভোজন করি সিতা নিদ্রা গেলা রাম পাসে॥
তা দেখিঞা কাক আইল কোপমনে।
গাছের ডালে উড়িঞা বসিল ততক্ষনে॥

সিতার স্তন বিদারে কাক মাংস লোভি হঞা।
কোপ করিঞা উঠিলা রাম স্তন দেখিঞা ॥
নখাঘাত দেখিলা রাম স্তনের উপর।
সাত পাঁচ চিন্তেন রাম সিতা ফাঁফর ॥
লাজে অধোমুখি হইলা জনকঝিয়ারি।
চতুর্দ্দিগে চাহেন রাম রোস বড় করি ॥
কাক দেখিঞা বলেন ইহার কর্ম্ম নিশ্চয়ে।
সন্ধান পুরিঞা বান এড়েন রাম মহাশয়ে।
মন্ত্র পড়িঞা বান এড়েন সন্ধান পুরিঞা ॥
ব্রহ্মার সদনে কাক গেল পলাইঞা ॥
তথা না খণ্ডিল রামের বানের ভয়।
তথা হইতে কাক গেল ইন্দ্রের আলয় ॥
তাহাঁ পাছু গেল শ্রীরামের বান।
তবে পালাইল কাক বরুনের স্থান ॥
তথাহো না খণ্ডে রামের বানের ডর।
জমের ঠাই গেল কাক হইয়া কাতর ॥
তথাহো না ঘুচে ডর সাস্তাল্য পাতালে।
তথাহো দেখিঞা বান আইল রামের স্থানে ॥
রামের সরন পসিল পড়িঞা রামের পায়ে
কাতর বোল বলে কাক হরিস্য সিতায়ে ॥
কাতর বোল বলে মোকে হয় কৃপাবান।
তুমি কোপ কৈলে মোকে কোথাহ নাহি স্থান ॥
জে কর সে কর আমি কৈল অপ্রমাদ।
চরনে পড়িঞা বলোঁ। ক্ষেম অপরাধ ॥
রাম বলেন হইলে তুমি আমাএ সরন।
আমার ঠাঞি তোমার নাহিক মরন ॥
কোপে বান এড়িল বের্থ নহে মোর বান।
এক অঙ্গ দিঞা রাখ আপন পরান ॥
মনে গুনিঞা বলে কাক তেজিব লোচন।
এক আখিতে থাকীব সুন কমললোচন ॥
এড়িলেন বান রাম কাকের বোল সুনি।
কাকের এক আখি নিল হাসে সিতা
গোসানি ॥
মেলানি মাগি গেল কাক আপনার স্থান।
বনে বুলে রাম লক্ষ্মন হাথে ধনুক বান ॥
এক দিগে বনে সুনি বড় উত্তরোল।
মহাসব্দ হইল জেন সাগরে কল্লোল ॥
রাম বলেন লক্ষ্মন কিসের রোল সুনি।
রামের বচনে বির লড়িলা তখনি ॥
পোথাখানের কথা সুনিলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
হেন কবি[ত্ব] বারি হইল কির্ত্তিবাসতুণ্ডে ॥

৩৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪২, ৪৪-১০৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। হস্তাক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

আদি,—

৪২, ৪৪ পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৫।১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

বিনে রত্নে নাহি হএ মেদিনির দিপ্তি।
রাম বিনে অজধ্যার কি ছার বসতি ॥
মুই ছার নারির বচনে হৈলু বন্দি।
বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের সন্ধি ॥
আর দরসন নাহি রামের সহিতি।
কহে কবি কিত্তিবাস মধুর ভারতি ॥
এ বলিআ কান্দে রাজা রাম জাইতে পথে।
মহা সুখে[১] বিলাপ করয়ে দসরথে ॥

নাচাড়ি। রাগ জথা ॥

প্রান মর ধরাইতে না পারিল প্রানেশ্বরি ॥
বনবাসে পুত্র গেল তেব প্রানি কণ্টে রৈল
পাথরে বান্ধিলু মর হিআ।

১। 'দুখে' হইবে।

মতি মর হৈল নাস   পুত্রে দিলু বনবাস
এই দুক্ষে মরিমু পুড়িআ ॥ ধু ॥
হা হা রে দারুন বিধি   রাম হেন গুননিধি
দিআ কেনে নিলে অকস্মাত।
হত হৈল মর বুদ্ধি   স্ত্রির বাক্যে হৈলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত ॥১॥
কি ক্ষেনে পাপিনি ঘরে   কুন বিধি নৈল মরে
কেনে সত্য করিলু তাইর সনে।
কি মর বসতি বাস   জিবন মর নৈরাস
জেই ক্ষনে রাম গেলা বনে॥ ২ ॥
কিবা হৈল মরে দিআ   কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর মতি হৈল নাস।
মতি মর হৈল হিন   বুঝিলু তাহার চিন্য
মধুরস গায় কিত্তিবাস ॥ ৪ ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি ঝপলহরি॥
সুন মাও দুর্বাদিনি   কেনে হেন কৈল্যে জানি
কেনে মর কৈলে সর্ব্বনাস।
দসরথ হেন পিউ   তাহান লইলে জিউ
রামচন্দ্র দিলে বনবাস ॥ ১ ॥
আপনা জননি হতে   ততে ভক্তি রঘুনাথে
কিবা সীতা লক্ষন তাতে ভিন্য।
সত্যে রাজা কৈলে বন্দি   রার্য্য লইলে করি সন্ধি
দেস হনে খেদাইলে জন তিন ॥ ২ ॥
পঞ্চ সতে সত নারি   তুই মৈদ্ধে পাটেস্বরি
কে তুরে না চায় তরে পাইআ।
কি তর দারুণ মতি   বদ কৈলে হেন পতি
বসীআছ তিন কুল খাইআ ॥ ৩ ॥
রাম লক্ষ্ন সীতা   দসরথ হেন পিতা
বদ কৈল্যে এই চারিজন।
সুন মাও চাণ্ডালিনি   কেনে হেন কৈলে জানি
কুন মুখে বলিলে দারুন॥ ৪ ॥

তর বুদ্ধিএ করিলে কর্ম্ম   কেও নহি জানে মর্ম্ম
অপজস রাখিলে আমার।
সংসারেত বাখান   রামচন্দ্র মর প্রান
তারে তুই কৈল্যে বনাচার ॥৫ ॥
কসল্যা জে বড় রানি   লক্ষনের জননি
তারা সে মরিবা পুত্রসোকে।
পতি পুত্র ঘাতিনি   স্ত্রি বদ কৈল্যে জানি
খাইবা তকে নরকের পুকে ॥ ৬ ॥
কিত্তিবাস কবি বলে   দৈবের নিবন্ধ ফলে
সুন সুন ভরথ সত্রুগন।
অনুতাপ সব হর   রাজার সংহার[১] কর
এই সব পুর্ব্ব নিবন্দন ॥ ৭ (পৃ° ৭৫।১-২)

অন্ত,—

শত্রুগন আশীআ তবে রামের চরনে।
প্রনতি ভথতি করি বন্দিল তখনে ॥
রাম রাম স্বরে বির অশ্রু হয় পাত।
প্রনমহু রামচন্দ্র রঘুকুলনাথ ॥
শত্রুগন দেখী রাম শজলনয়ানে।
দুই হস্থ পশারিআ তুলি লৈলা কুলে ॥
না কান্দ না কান্দ ভাই প্রানের শত্রুগন।
স্বরির পুড়িব ভাই তুমার কারন ॥
শবের কনেষ্ট তুমী প্রান শহদর।
ভরথ লক্ষ্ন হনে বেথিত তুমী মর ॥
জায় জায় আরে ভাই না কর বিলাপ।
তুমার বিরহে মর হ্রিদএ বাড়ে তাপ ॥
তবশী আচার হইল ভরথ কুমার।
তুমার উপরে হইল অজদ্ধার ভার ॥
পিরিতিপুর্ব্বকে জদি কহিলা বচন।
রামের চরন বন্দি চলে শত্রুগন ॥
লক্ষ্ণ দেখীআ বির করিল প্রনাম।
আজ্ঞা কর প্রান ভাই অজদ্ধাতে জাম॥

১। 'সংকার' হইবে।

লক্ষনে বলএ শুন ভাই বিরবর।
রাজাসুর্গ্য হইআছে অজদ্ধানগর॥
ভরথ শত্রুগন গোহ অজদ্ধাতে জায়।
শত্রুগনে পানাই রামের লইয়া মাথাএ॥
গোহএ শ্রীরাম বান্দ চলিলা ………।
(পৃ° ১০৫।২—১০৬।১)

এই খণ্ডিত অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানিতে ১৬টী ত্রিপদীর পদ আছে; তন্মধ্যে ৪৭।২ পত্রে রামদাসের, ৫২।২, ৭৮।২, ৮১।১, ৯৪।২, ৯৯।১, ১০০।২ পত্রে ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং ৮৩।১ পত্রে অনন্ত আচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়।

৩৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২২/২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১,২৫,২৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। মাত্র তিনটি পাতা। সেই জন্য ইহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম না।

৩৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৪। প্রতি ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ; শেষের পাতার অর্দ্ধাংশ নাই। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
অথ আরন্ন্যকাণ্ড লিক্ষতে॥
ভরথে বিদায় দিয়ে রাজিবলোচন।
চিত্রকুট পর্ব্বতে রহিলা তিন জন॥
প্রথম চোইত্র মাস বসন্ত সময়।
সুস্থ বিক্ষগনেতে নবিন পল্লবময়॥
নানা জাতি পুষ্প ফুটে গন্ধে আমোদিত।
কোকিল কুহুরে কত অলি গায় গিত॥
ভ্রমর ঝংক্কারে সব পুষ্পের উপরে।
সুগন্ধি মলয়া বাউ বনের ভিতরে॥
দেখিএ বনের সোভা হরসিতমনে।
বেহার করেন রাম জানকির সনে॥
কভু বিক্ষমুলে কভু পর্ব্বতগভরে।
কভু সস্ত মাঝে কভু সিংঙ্গের উপরে॥
কখন গাণ্ডিব হাথে লঞা রঘুনাথ।
ভ্রমন করেন ধরি জানকির হাথ॥
সন্ধাকালে বিক্ষমুলে আইল্যা দুর্ব্বাদল।
লক্ষন আনিল বনে দির্ব্ব পক্ক ফল॥
সেই ফল তিন অংস করিলা নারায়ন।
এক ভাগ দিল বোলে ধররে লক্ষন॥
হস্ত পাতি নিলা ফল জে আজ্ঞা বলিয়া।
দণ্ড চারি রহিলেন মুখ নিরখিয়া॥
খায় বলি আজ্ঞা নাই দিলেন নারায়ন।
তুনের ভিতরে ফল রাখিলা লক্ষন॥
কথো দুরে গিয়া কহেন লক্ষন ধমুকি।
খুধানলে প্রান জায় রাখ মা জানকি॥
জানকি স্বরনে তার ওদর পুরিল।
সুমিত্রাতনয় মনে আনন্দ হইল॥

মধ্য,—

বরিসা সময় হোল্য কৌসল্ল্যাকুমার।
পক্ষ আদি কৈল সব বাসায় সঞ্চার॥
কিছুমাত্র আশ্রয় না কৈলে রঘুমুনি।
শ্রীরামের আগে কহেন জনকনন্দিনি॥
জানকির বাক্য সুনি কন নারায়ন।
কুঠির বান্ধিবার জন্ত জানে কোন জন॥
রাজার তনয় আমি আছিলাম বনে[১]।
কপাল হইল ভগ্ন আইল নিজ্জনে॥
কোন জন্ত নাহি জানি জনকের ঝি।
আশ্রয় জন্নে তোমারে[২] কৈলে হবে কি॥

১। 'আছিলাম ভুবনে' হইবে। ২। 'আমারে' হইবে।

শ্রীরামের বাক্যে কন জনকের ঝি।
কুঠি বান্ধিবার জন্ত আমি সিখেছি॥
দেখিএ আইলাম জত মুনির কুঠির।
সেই মতে আশ্চয় করিব রঘুবির॥
জানকির বাক্যে রামের আনন্দিত মন।
কাষ্ট আনিবারেতে চলিলা দুই জন॥
আনিলা অপুর্ব্ব কাষ্ট শ্রীরাম ধনুকি।
কুঠির বান্ধিতে গিএ বসিলা জানকি॥
করিলা অপুর্ব্ব কাষ্টে কুঠির নিম্মান।
দেখিএ কুঠির সোভা আনন্দিত রাম॥
নিরক্ষিএ কুঠিরখান করেন নিরক্ষন।
জানকি জানেন জন্ত সুনহ লক্ষন॥
লক্ষন কহেন সিতা লক্ষি অবতার।
বুদ্ধির সুধায় কি কৌসল্লাকুমার॥

অন্ত,—

সঙ্কটে আছেন সিতা নিবেদি তোমাতে।
একক নারিবে প্রভু সিতা উদ্ধারিতে॥
উপদেস কহি সুন রাজিবলোচন।
রিস্বমুখ পর্ব্বতে আছে সুর্জের নন্দন॥
বালি রাজার ভাই সেই সুগিব নামেতে।
পর্ব্বতে আছএ তিহ্ন বালির ভএতে॥
তাহারে স্বহায় করে কোস্বল্লাকুমার।
তবে সে হইব প্রভু সিতার উদ্ধার॥
সম্প্রতিক মিত্তুকাল উপনিত মোর।
পাদপর্দ্ম দেহ প্রভু মস্তক উপর॥
পক্ষজাতি জ্ঞানহিন স্তুতি নাহি জানি।
আপনার গুনে কৃপা কর রঘুমুনি॥
পুর্ব্ব পুন্ন ফল আর সিতার কৃপাতে।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদ দেখিল সাক্ষাতে॥
জটাউর মাথে রাম দিলেন চরন।
সোকেতে হইলা রাম লোহিতলোচন॥
অভয় চরন পর্দ্মে নেত্র স্থির হয়্যা।
জটাউ তেজিল প্রান শ্রীরাম বলিয়া॥
সুর্জ্জ্য সম জোতি উঠে গগনমণ্ডলে।
চতুর্ভুজ হোএ গেল বৈকন্ট নগরে॥
আনিয়া অগোর কাষ্ট কৌসল্যাকুমার।
জটাউ পক্ষের রাম করিলা সৎকার॥
শ্চাদ্ধ কৈল্যা রাম বিবিদ বিধানে।
সোকাকুল দয়াময় জানকি বিহনে॥
ভাই সঙ্গে করি রাম ছাড়িলা নিস্বাস।
আরন্ন্য কাণ্ডের কথা রচিল কিৰ্ত্তিবাস॥ * ॥
তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উত্তর॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটিব ভাই রিস্বমুখে গিয়া॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন॥
পম্পা নদির তিরে উত্তরিলা রাম।
বিক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলস্যাম॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষ জত অলি গায় গিত॥

(পৃ০ ৫৩১-২)

৩৮। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫২ × ৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আদি,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমেত্যাদি
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা দেবী হরিল রাবন॥

সর্পনখার নাক জদি কাটীল লক্ষন।
বার্ত্তা পাইয়া হতাসি হইল দসানন॥
সর্পনখা দেখি রাজা আয় সন হহল।
সিগ্রগতি পাত্র মিত্র ডাকিয়া আনিল॥
মন্থদর মন্থপার্স আসিল সর্ত্তর।
ভিবিশ্বনে আসিয়া ভেটিল লঙ্কেরশ্বর॥
অতিকায় ইন্দ্রজিত আইল দুই বির।
জার ভয়ে দেবতা গন্দর্ব্ব নহে স্তির॥
দেবান্তক নরান্তক আইল দুই জন।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইল কুম্ভকর্ন্নের নন্দন॥
মাল্যবান আশীল রাক্ষস সেনাপতি।
খরের পুত্র মকরাক্ষ্য আইল সিগ্রগতি॥
পিতৃসুকে মর্করাক্ষ্যের স্তির নহে মন।
সুকে তনু দহে বরি কান্দে অনুক্ষন॥
বিরভাগ মন্ত্রিভাগ জত লঙ্কাপুরে।
রাজার আজ্ঞায় সব মিলিল সর্ত্তরে॥
মন্ত্রিগন লৈয়া বৈষে রাজা দষানন।
মন্ত্রি সম্ভোদিয়া তবে বোলিল রাজন॥
রাবনে বোলোহে মন্ত্রি কহত সর্ত্তর।
কুন বোর্দ্ধি করি আমি বোল মন্ত্রিবর॥
দসরথের দুই পুত্র শ্রীরাম লক্ষন।
বাপে খেদাইয়া দিছে ফিরে বনে বন॥
তপসির বেসে ফিরে ভাই দুই জন।
সর্পনখার নাক তবে কাটীল লক্ষন॥
এত অপমান আমা কেহ নাহি করে।
ভগনির দুঃক্ষ মর না শয় খরিরে॥
কুলবতি নারি সবে দেখীব করিয়া।
লাজে অপমানে থাকে নাকে কাপড় দিয়া॥

অথ্য,—

আর কত দুর গেলা কমললুচন।
চক্রবাক দেখি রাম পুছিলা তখন॥
তুমি নি দেখিছ নিতে জনকনন্দিনি।
রামের বাক্য স্নুনি পক্ষি বোলিলেক বানি॥
জনকনন্দানা কেবা তারে নাহি জানি।
মর্ম্ম কথা বিবেচিয়া কহ পুনি সুনি॥
পক্ষির বচন সুনি বোলে চক্রপানি।
জনকনন্দিনি সিতা আমার ঘরনি॥
মৃগ মারিবারে গেলাম শ্রীহেত রাখিয়া।
আসিয়া না পাইল পুনি কৈল বিবেচিয়া॥
রামের কথায়ে পক্ষির উপহাস্য হইল।
উপহাস্য করি তবে কহিতে লাগিল॥
এক স্রি দুই জনে রাখিতে না পার।
স্রির উর্দ্দেসে দুই হইছ দেসান্তর॥
পক্ষিরূপে জর্ম্ম মর বিক্ষডালে থাকি।
একাস্বর পক্ষি আমি দুই স্রি রাখি॥
জিজ্ঞাসীলে কি বোলিবা ক্ষেত্রির সমাজ।
স্রি হারাইয়া পুছ নাহি বাষ লাজ॥
পক্ষির বচন সুনি কমললুচন।
মহাক্রোধ হইয়া রাম বোলিলা বচন॥
স্রি হারাইয়া আমি পুছিলাম তোমাতে।
উপহাস্য করিতে তুমার লইলেক চিত্য॥
স্রি সঙ্গে বসীয়া আমা কর উপহাস।
স্রিগর্ব্ব রতিরস আজি হউক নাস॥
রজনিতে আহার করিবা দুই জনে।
কারে কেহ না চিনিবা আমার বচনে॥
উর্দ্দেস না পাইবা কেহ রাত্রির ভিতর।
রাত্রিতে বিছেদ হৈয়া থাকিয় অন্তর॥
রতিক্রিড়া করি পক্ষি উড়িয়া আকাস।
ভুমিতে পড়িলে হৈয় রতি সঙ্গে নাস॥
সাপ পাইয়া পক্ষি তবে হইল মুর্চ্ছিত।
রাম কম রাম কম পক্ষি বোলিল তুরিত॥
সাপ পাইআ পক্ষিবর চিন্তাজোক্ত হৈয়া।
রামেকে স্তবন করে ভুমিত পড়িয়া॥

না জানিয়া প্রভু আমী অপরাধ কৈল।
জেমত বোলিছি প্রভু তার সাস্তি হৈল॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়ার নিধন।
পাতকি তরাইতে তুমার নাম নারায়ন॥
অপরাধ ছিল জত আমার অন্তর।
তোমা দরসনে গেল সুন গদাধর॥
পক্ষির স্তবনে রামের দয়া হৈল মনে।
পুনরপী বোলে প্রভু পক্ষিবর স্থানে॥
জে কথা বোলীছি আমী নাহিক খণ্ডন।
দ্বাপর জোগেত হইব ইহার মুচন॥
জাল দিআ ব্যাধে তুমা করিব বন্ধন।
সেহি হনে হইবেক পাপ বিমুচন॥
এহি মতে সাপ পাইয়া চক্রবাক রইল।
পুনরপী রঘোনাথ গমন করিল॥
পর্ব্বত কন্দর মাজে চাহিল বিচারী।
উদ্দেস না পাইল সিতা জনককুমারী॥
জেখানেত মহাঅরন্য দেখয়ে বিস্তর।
সেহিখানে বিচারহে দুই সুহদর॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
কাতর হৈয়া কান্দে কমললুচন॥

(পৃ০ ১৭। ২-১৮।২)

সুর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন ও খর-দূষণের মৃত্যু সংবাদে রাবণের পাত্র-মিত্র লইয়া মন্ত্রণ'তে পুথির আরম্ভ এবং জটায়ুর উদ্ধারে উহার সমাপ্তি। ১৩।১, ১৬।১ এবং ১৭।১ পত্রে অদ্ভুত আচার্য্যের ভণিতা আছে।

৩৯। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ, কিন্তু কীটদষ্ট।

আদি,—

রাজ্যখণ্ড লয়ে দুঃখে রহিলেন ভরত।
রামচন্দ্র রৈলেন এথা চিত্রকুট পর্ব্বত॥
চিত্রকুট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
মুনির আশ্রয় হেতু রৈলেন সেই দেশে॥
মুনি সব কহেন কথা নানা বিবরণ।
বিস্ময় হইয়ে রাম ভাবেন মনে মন॥
বৃদ্ধ মুনি আনি রাম জিজ্ঞাসেন কারণ।
মুনি সব দেখি আমায় কহেন কি কথন॥
বিশেষ জিজ্ঞাসি না কহেন বিবরণ।
তথির কারণে আমার চিন্তাযুক্ত মন॥
না করিয়ে অপকর্ম্ম না করিয়ে দোষ।
তবে কেন মুনি সব আমাতে আক্রোষ॥
বৃদ্ধ মুনি হাসি তবে কহিলেন কারণ।
নিকটে রাক্ষস আছে অত্যান্ত দুর্জ্জণ॥
খর নামে রাক্ষস সেই থাকে এই স্থানে।
রাবনের ছোট ভাই সর্ব্বলোকে জানে॥
জে হইতে রাম আসেছ এ দেশে।
সে হইতে রাক্ষস অধিক আসি হিংষে॥
কুচ্ছিত রাক্ষস সব ভ্রমিছে সদায়।
ভক্ষণ করিছে মুনি জখন জারে পায়॥
তপস্যা করিতে না জাই বনান্তরে।
রাক্ষসের ভয় সদা জাগিছে অন্তরে॥
এই বণ তেজি সব জাব অন্য বন।
শূন্য বনে কেমনে থাকিবে তিন জন॥
তোমার সঙ্গেতে দেখি অপূর্ব্ব সুন্দরী।
অতয়েব রামচন্দ্র নিবেদন করি॥
মুনি সব সঙ্গে তুমি করহ গমন।
কি কার্য্য সাধিবে থাকি রাক্ষস ভবণ॥

এত বলি মুনি সব চলিলেন সত্বর।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ রাম ভাবেন অন্তর॥
অরন্য কাণ্ডের কথা অমৃত কথন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব্ব রচন॥

মধ্য,—

জটায়ু নামেতে পক্ষি সেই বনে স্থিতি।
রাম সম্ভাষণে আইল শীঘ্রগতি॥
গরুড় নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি।
তোমার পিতার মিত্র পরিচয় করি।
শনির দৃষ্টেতে তার হৈল ঘোর দায়।
স্বর্গ হৈতে পতন হল প্রাণ তাহে জায়॥
শূন্য হৈতে হেরি রক্ষা কৈলাম ততক্ষন।
মিত্র বলি রাজা আমায় কৈলেন সম্ভাষণ॥
এত বলি পক্ষরাজ করিলেন প্রস্থান।
পিতার মিত্র জানি রাম করিলেন সম্মান॥

(পৃ০ ৭।১)

চেড়ী সব ডাকে রাবণ জার জেই নাম।
ধায়ে জায়ে চেড়ি সব করিল প্রণাম॥
নিদ্দয় নিষ্ঠুর আইল দুর্ভাষী দুর্ম্মুখা।
সীতার নাম শুনি ধায়ে আইল সুর্পনখা॥
অশ্বমুখী বজ্রবুকী আইল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মীক ত্রিজটা আইল রাক্ষসী শরমা॥
ইঙ্গিত করিল রাবণ চেড়ি সবার কানে।
সীতা লয়ে রাত্রি দিন থাক অশোক বনে॥
কর্কশ বাক্য না বলিবে বাড়াবে পিরিতি।
ভালোমতে বুঝাইয়ে লবে অনুমতি॥
সীতার প্রতি জেই চেড়ি করে দুরাক্ষর।
সেই দিন আমি তায় পাঠাব যমঘর॥

(পৃ০ ২০।২-২১।১)

৪০। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{১}{৪}$×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভটি ৩৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

অতপর রাবনের সিদ্ধ অভিলাস।
তপস্বী হইয়ে জাবে[১] সীতা দেবীর পার্শ্ব॥
চর্ম্ম পাদুকা পদে কান্ধে বান্ধে ঝুলি।
অঙ্গেতে গারুয়া বসন মাতায় শিখাচুলি॥
এক হাতে কমণ্ডুল ছত্র আর হাতে।
তপস্বীর রূপে বেদ পড়িতে পড়িতে॥
ঘরে বসে আছেন তখন সীতা তো সুন্দরী।
সীতার রূপ দেখি রাবন আপনা পাসরি॥
রাবন বলে কন্যা কার কার প্রিয়তমা।
মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখি কাঞ্চনপ্রতিমা॥
সুবলিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম পীত বস্ত্র শোভিত শরীরে॥
মুখ চন্দ্রিমা কিবা সুঠাম গড়ন।
ত্রিভুবন জিনি মুর্ত্তি সহাস্য বদন॥
শতদল ভাবি ভ্রমর ভ্রমে ঘনে ঘন।
মুকুতার পাঁক্তি কিবা শোভিচে শ্রবণ[২]॥
রামরম্ভা জিনি তোমার কিবা উরুদ্বয়।
বনে কেনে একাকিনি কহিবে আমায়॥
বিষম কানন সব সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
অবোলা হইয়ে আছ কেমন সাহসে॥

(পৃ০ ১৫।২)

১। 'জায়ে' হইবে। ২। 'দশন' হইবে।

রাবনের কোলে সীতা বলিলেন বচন।
তব মুখে বার্ত্তা পাইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ কভু নহে রাম সীতার বচন।
এখনি হইবে রাম আমার মরণ॥
রাম বলেন শুনহ জটায়ু পক্ষরাজ।
তুমি স্বর্গে গেলে আমি পাব বড় লাজ॥
আমার পিতার সহ হবে দরশন।
পিতারে না কবে সীতা লৈলেক রাবন॥
শুনিয়ে করিবেন পিতা আমায় তিরস্কার।
হেন পুত্র কেমনে রাখিবে রাজ্যভার॥
রাম রূপ হেরি পক্ষ তেজিল জীবণ।
পক্ষের কারণে প্রভু করেন ক্রন্দন॥

(পৃ০ ১৯।২)

৪১। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১২, ১৪-৪৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ, সীতা সহ রামের বন-বিহার প্রভৃতি অংশ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। জয়ন্ত কাকের বিবরণটি উভয় পুথিতেই প্রায় একরূপ।

য়ন্নন উদয় হইল রজনি প্রভাত।
য়লস তেজিয়া গা তুলিলা রোঘুনাথ॥
সান সন্ধ্যা করেন রাম তমসার জলে।
পুনরূপি য়াইলা রাম বটবিক্ষতলে॥
জনকনন্দি[নি গেলা] করিবারে স্নান।
বিক্ষমুলে রহিল টাকুর লক্ষন॥
নামিলা জনকসুতা তমসার জলে।
য়ঙ্গের মার্জ্জনা সিতী করেন কুতুহলে॥
পড়েছে য়ঙ্গের বস্ত সলিল পাইয়া।
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিলা বিক্ষেতে বসিয়া॥
সিতার স্থন দেখি তার ভম হইলা মন।
ফল ভমে আসিয়া বিস্তারি বদন॥
মুচ্ছিত হইলা মাতা জনকনন্দিনি।
রুধিরে ভিজিল য়ঙ্গ কান্দেন দুখিনি॥
কান্দিতে কান্দিতে সিতা করিলা গমন।
রামের নিকটে মাতা দিলা দরসন॥
কে করিল এমন জিজ্ঞাসে রোঘুনাথ।
সিতা কহে দুষ্ট কাক কৈল নখাঘাত॥
বাঁম হস্তে ধনু ধরি উঠিলা তখন।
বান পতি কহিছেন রাজিবলোচন॥
সিরাম কহেন সুন ঔসিক নামে বান।
জেই স্থানে পাবে তার বধিবে পরান॥

ইত্যাদি—(পৃ০ ২।২)

কোন কোন পুথিতে কাকের বিবরণটি অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে আছে এবং উহা অনুরূপ। ৩৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

হেথা রাম জানকী সনে বসি পঞ্চবটির বনে
কুসাসন উপরে রোঘুবর।
সীতা কহেন জোড়পানি সুন প্রভু রোঘুমনি
আজি কেন কান্দিছে অন্তর॥
জে দিশে ফিরাই আঁখি সব অমঙ্গল দেখি
দস দিগ দেখি অন্দকার।
কেন প্রভু নারায়ন মন করে উচাটন
চিত্র স্থির না হয্য আমার॥
হেন মোর হয় মনে সারা দিন তুয়া পানে
চায়্যা থাকি না পালটি আঁখি।

নাচিছে দক্ষিন উরু ফন্দন করিছে ভুরু
কেনে হয় শ্রীরাম ধনুকি ॥
আজি রাত্রের সপ্নের বানি সুন প্রভু রোঘুমনি
নিবেদিএ তোমার চরনে।
জেন তুয়া সঙ্গ ছেড়্যা গেছি সিন্ধু পার হয়্যা
আছি এক সনায় ভুবনে ॥
সপ্ন দেখি সেই হতে প্রবধ না মানে চিতে
কান্দি কান্দি উঠএ জিবন।
মনে বড় ভয় আছে সঙ্গ ছাড়া হই পাছে
তেঞি মন করিছে এমন ॥
জনম অবধি দুখ কখন নাহিথ সুখ
অধিক কপাল মোর মন্দ।
দাসির বচন রেখ্য নঙন নিকটে থাক্য
দয়া না ছাড়িহ রামচন্দ্র ॥
আমারে বিভাহ করি হৈলে প্রভু জটাধারি
এই সব্দ হৈল অজুধ্যাতে।
প্রবেস করিলা বনে বিবাদ রাক্ষস সনে
আর কিবা আছএ ভাগ্যেতে ॥
সুনিঞা সিতার বানি কহিছেন রোঘুমনি
সুন সুন জনক ঝিআরি।
দুই ভাই আছি সাঁথে কার্ম্মুক লইয়া হাথে
ভয় কিসের বুঝিতে না পারি ॥
চিত্র কেন নহে স্থির কহিছেন রঘুবীর
সুন শিতা তাহার বিধান।
বহুদিন আইল্যাম বনে বুঝি অজর্দ্ধা পড়েছে মনে
তেঞি হেন করিছে পরান ॥
ঘুচিল যে যব ক্লেষ বনবাশ হইল শেষ
শিতাকে প্রবোধেন রঘুবির।
হোথা চাপিআ পুষ্পকরথে মারিচে করিআ শাঁথে
হেন কালে আইল দশশির ॥
কুটির নিকটে গীআ বিক্ষ আড়ে দাণ্ডাইআ
রাম পানে ফীরাঅ নয়ন।
দেখে বসে রাম মৃগচামে জানকি লঞিআ বামে
বিশ্বিত হইল দষানন
লক্ষন কিঞ্চিত দুরে ধনুকে নিজুক্ত শরে
বশে জেন শিংহের শমান।
তাহা দেখি লঙ্কেশ্বর ভয় পাএ অন্তর
পেছবাতে মুদিআ নআন ॥
জুক্তি স্থির করে চির্ত্তে কিরূপে হরিব শীতা
মনে বড় পাইল তরাষ।
মারিচের পানে হেরি কহিছে প্রবন্ধ করি
রচিলা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ॥
(পৃ০ ৩১২-৩২১)

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি ৩৭ সংখ্যক পুথিতেও আছে

তৃষ্টাজুক্ত রামচন্দ্র হইয়া ব্যাকুল।
বৃক্ষমুলে বসিলেন হইয়া আকুল ॥
হেদেরে লক্ষন ভাই সুনহ বচন।
নির দিয়া প্রান রাথ গোউরবরন ॥
ভাঙ্গিয়া তরুর ডাল লক্ষন নিল হাথে।
মন্দ মন্দ বাউ করেন প্রভু রোঘুনাথে ॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনরে লক্ষন।
জল দিয়া প্রান রাথ সুমিত্রানন্দন ॥
লক্ষন রামের আগে জুড়ি দুটি হাথ।
নির আনিবারে জাই তৃদসের নাথ ॥
দ্রুত নির লয়্যা আইস কহেন নারায়ন।
জে আজ্ঞা বলিয়া চলেন ঠাকুর লক্ষন ॥
জল অন্যাসন করি চল্যাছে লক্ষন।
পর্ব্বত উপরে জল করেন নিরক্ষন ॥
নির দেখি হরসিত সুমিত্রা সন্তান।
বৃক্ষপত্র তুলি আধার করিলা নিম্মান ॥
পত্রে নির নঞিলেন সুমিত্রানন্দন।
বিক্ষ হইতে মৎসরঙ্গ করে নিরক্ষন ॥

মছ্যরঙ্গ পক্ষ তখন দেখিয়া লক্ষনে।
এই জল খাওাইবেন প্রভু নারায়নে॥
জটাউর নাল এই [illegible] হয় সন্দিলে।
অনেক য়পরাধ হবে ইহা না কহিলে॥
এত ভাবি মছ্যরঙ্গ গমন করিল।
আপনার মুখে করি আধার ছিড়্যা দিল॥
দেখিয়া লক্ষন বির কান্দিতে লাগিল।
বিধাতার কম্মে পক্ষে আধার ছিড়িল॥
দেখিয়া লক্ষন বিরের ঝুরে দুনয়ান।
পুনর্ব্বার পত্র আধার করিলা নিম্মান॥
আধার করিয়া পুন জল হস্তে নিল।
পুনরায় মছ্যরঙ্গ আধার ছেড়্যা দিল॥
তাহা দেখি লক্ষনের ধারা দুনয়ানে।
পক্ষ হয়্যা দুষ্‌খ দেই বিধির ঘটনে॥
রামের তরে নির নিলাম খুন দুরাচার।
বারে বারে য়াধার ছিণ্ড এ কোন বিচার॥
তবে রামের অনুজ নাম ধরিএ লক্ষন।
এক বানে লব তোমায় সমনভুবন॥
ধনুকে জুড়িলা বান সুমিত্রাসন্তান।
তাহা দেখি মোছ্যরঙ্গের উড়িল পরান॥
বিক্ষ হইতে লক্ষনের সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়ে পক্ষ কহিতে লাগিল॥
এত ক্রোধ খুদ্র পতি হইল তোমার।
অতএব জানিলাম নিধন আমার॥
দোস গুন বিচারহ সুমিত্রাসন্তান।
বিচার করিয়া তবে নিক্ষেপিবে বান॥
সয়ং ভগবান তিনি রাজিবলোচন।
পক্ষের লাল তিনি কেন করিব ভক্ষন॥
নির দেখাইএ য়ামি সুমিত্রাকোঙর।
সেই জল লঞা জায় রামের গোচর॥
সুনিঞা লক্ষন বির সান্ত হইলা মনে।
মৎস্যরঙ্গ জল দেখায় সুমিত্রানন্দনে॥
[illegible] সরোবরে পক্ষ জল [illegible]ইল।
পত্র য়াধার করি জল লক্ষন [illegible]॥
জল নঞা দ্রুতগতি চলিল লক্ষন।
সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যরঙ্গ করিল গমন॥
দুরে হৈতে জিজ্ঞাসা করেন নারায়ন।
এতেক বিলম্ব কেন প্রানের লক্ষন॥
সুনিঞা লক্ষন বির জুড়ে দুটি কর।
আধার ছিড়্যা দিল পক্ষ সুন রোঘুবর॥
আগে জল রামচন্দ্র করহ ভক্ষন।
তবে সব বাক্য পিছে করিব নিবেদন॥
জল নঞা রামচন্দ্র করিলা ভক্ষন।
লক্ষনে ডাকিয়া রাম করেন জিজ্ঞাসন॥
তাহা শুনি পক্ষরাজ সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা পক্ষ কহিতে লাগিল॥
মোর অপূরাধ ওহে সুন রোঘুবর।
পক্ষের নাল নঞাছিলেন সুমিত্রাকোঙর॥
সয়ং ভগবান তুমি জিবের জিবন।
পক্ষনাল খাবে তুমি রাজিবলোচন॥
নয়ানে দেখেছি আমি জটাউ সংবাদ।
অতএব য়াধার ছিণ্ডি এই য়পরাধ॥
লক্ষনের পত্র আধার ছিণ্ডিয়াছি আমি।
এই য়পরাধ মোর সুন রোঘুমনি॥
আস্বাসিয়া রামচন্দ্র কহে পক্ষবরে।
নালের কথা কহ দেখি আমার গোচরে॥
রাম আগে পক্ষরাজ করে নিবেদন।
সিতা নয়্যা জেত্যেছিল লঙ্কার রাবন॥
পথ মৰ্দ্ধে পক্ষ সনে সংগ্রাম বাজিল।
রাবনের রথখান জটাউ গিলিল॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৪৪।২-৪৫।২)

৪২। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২/১×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আদি,—

দুই কাণ্ড পুথি গাইলাম রামায়ন ভিতর।
ত্রিতিয়াতে অরন্যাকাণ্ড যুনিতে সুন্দর॥
অমৃত সঞা[ন ?] জেন থায় ভাণ্ডে ভাণ্ডে।
তাহা চাহিতে সুনিতে লাগে অরণ্যাকাণ্ডে॥
ভরথ সক্রঘন রহিল নিজ দেসে।
রাম লক্ষন সিতা বনেত্তে প্রবেসে॥
একদিন পুষ্প তুলিতে গেলেন জানকি।
অবিচারা বানরা এস্যা মারিল ভাবকি॥
ভয় পাইয়া তবে সিতা দেবি চলে।
করুনা করিয়া পড়ে রামচন্দ্রের কোলে॥
রাম বলেন প্রানের সিতা সুনহ বচন।
করুনা করিয়া আইলা কিসের কারন॥
করুনা করিয়া তবে বলেন জানকি।
এই অবিচারা বানর মোরে মেরাছি ভাবকি॥
এই কথা জেই মাত্র সিতা দেবি বলে।
অগ্নি ঘৃত দিবামাত্র রামচন্দ্র জলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলেন গদাধরে।
সিতারে কাড়িলি বা মরিবার তরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে অবিচারা চলে।
রামের নিকটে জায়্যা করিছে সিওলে (?)॥
অবিচারা বলেন সুনহ রঘুমুনি।
সিতা লক্ষি বলিয়া আমরা না জানি॥
অপরাধ ক্ষেম্ম কর যুন গদাধরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে হাসেন গদাধরে।
নিচিন্দা থাকগা এই বনের ভিতরে।
অবিচারা বলে তবে যুনহ গোসাঞি।
আমরা থাকিতে তোমার সিতার ভয় নাই।
বিদায় হইয়া তবে বানোরের গমন।
সেই বনের মুনি লয়্যা সুন বিবরন॥

ইহার পর বিরাধ-বধ, ফল্গুতীরে দশরথ কর্ত্তৃক সীতা-প্রদত্ত বালুকার পিণ্ড গ্রহণ ও রামচন্দ্রের বনান্তরে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৮ ও ৪১ সংখ্যক পুথিতে যথাক্রমে চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গ পক্ষীর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুথিতে বক, চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়।

অন্ত,—

বনেতে প্রবেস করেন দুই সহদরে।
জেয়্যা উপস্থিত হইল জয়মুনির ঘরে॥
......জানিলেন তবে জয়মুনি বরে।
জার লাগীয়া তপস্যা করি তিনি এল্যান ঘরে॥
গলায় বাকল দিয়্যা রামচন্দ্র চলে।
লুটিয়া পড়িল গীয়া মুনির পদতলে॥
জাইয়া জে মুনিরাজ রাম করেন কোলে।
কত সত চুম্ব দেন বদনকমলে॥
জজ্ঞ অবসেসে ফল দিলেন তপধন।
ভক্ষন করিলেন আপনে নারায়ন॥
মুনির ঘরেতে রহিলেন শ্রীরাম।
বিশ্রাম করেন তবে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
বালিমিক বন্দিয়া গান কিত্তিবাস গায়।
অরন্যাকাণ্ড পুথি হইল এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সম্পূর্ন হইল অরন্যাকাণ্ড॥
ইতি অরন্যাকাণ্ড পুথি সমাপ্ত হইল॥

৪৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{৪}$ × ৪$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬-১৭ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। ১ম ও শেষ পৃষ্ঠা কীটদষ্ট।

আরম্ভ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

তিন রাত্র বারানসে করিএ বিশ্রাম।
চলিলা গয়ার পথে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
কুন্তলে জটার দাম দক্ষিন কপালে।
বেষ্টিত হইলা তাহে কুসুমলতাজালে॥
নিল পদ্ম জিনি রামের সুকমল তনু।
দক্ষিনে বিচিত্র সর বামে দির্ঘ্য ধনু॥
পরিধান বৃক্ষছাল ফলমুল আহার।
দুর্ব্বাদলশ্যাম মুর্ত্তি অতি চমৎকার॥
নবজলধর রাম অঙ্গ অনুপাম।
রবির কিরনে তাহে ঘন বহে ঘাম॥
অরুন কমল পাএ কুসাঙ্কুর ফুটে।
পরিপুর্ন্ন করি তুন বান্ধিআছেন পিঠে॥
শ্রীরামের বেস দেখি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
ধিক ধিক বিধি তব এমন বিচার।
রাম বনগামি ভরথেরে রাজ্যভার॥
এই রামচন্দ্র দসরথের তনয়।
ইহারে এমত তব উপজুক্ত নয়॥
ভুবনে পুজিত দসরথ মহিপাল।
গ্রহরাজ জিনি জেবা ভুঞ্জে ঠাকুরাল॥
পৃথিবিতে জত জত আছএ ভুপতি।
জাহার আশ্রমে[১] আসি করে নিতি নিতি॥
হেন রাজপুত্র রাম কৌসল্যাকুমার।
এমন কঠিন দসা করিলে ইহার॥
এত দিনে কৈকেইর পুর্ন্ন অভিলাস।
রাজ্য ধন লএ রামে দিল বনবাস॥
এত বলি কান্দে সিতা করি হায় হায়।
করিল এমন দসা ভরথের মায়॥
এতেক অক্ষেমা করি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
এইরূপে জান তিনে অঘোর কাননে।
গাণ্ডার মহিস সিংহ দেখেন নির্জ্জনে॥
লোহে পরিপুর্ন্ন নেত্র জানকির অতি।
ঘোর অন্ধকার বন পথ নাই তথি॥
শ্রীরাম বলেন কর পথের সোধন।
অতি ভয়ঙ্কর এই দেখিএ কানন॥
রাম আজ্ঞা পাইএ লক্ষন ধনুর্দ্ধর।
পথ উর্দ্ধারিলা বির এড়ি দির্ঘ সর॥
হেথা সে রবির তাপে জনককুমারি।
ঘামে তোল ভোল[২] অঙ্গ সম্বরিতে নারি॥
সুমিকে অধিক অঙ্গ অতি সুকমল।
প্রচণ্ড রবির তাপে হএছে বিকল॥
সুকমল পাদপদ্মে পড়িছে রুধিরে।
চলিতে না পারি লক্ষন গোচর প্রভুরে॥
সিতারে প্রবোধ বাক্য কহেন লক্ষনে।
হের দেখ জানকি বসিব ঐখানে॥
এত সুনি লক্ষনের মোধর বচন।
ধিরে ধিরে পদ দুই করিলা গমন॥
লক্ষন কহেন প্রভু বৈস এই স্থানে।
ফুটীল সিতার পদ পথের পাসানে॥
সিরিস কুসুম অঙ্গে কিরন নাসিয়।
বিধি পৃতিকুল আছে আর কিবা হয়॥

১। 'অশ্রম' বা 'আশ্রমে' হইবে বোধ হয়।

২। 'ভোল বোল' হইবে; অর্থ আপ্লুত, স্নাত।

লক্ষনের বচন সুনিআ রঘুনাথে।
ক্রোদণ্ড হেলন দিএ দাণ্ডাইলা পথে॥
সিতার রোদন দেখি কমললোচন।
রামের নঅনের জল না জাএ ধরন॥
তোমারে কহিলাম সিতা চিত্রকুট পর্ব্বতে।
ফিরে ঘরে জায় তুমি ভরথের সাথে॥
না সুনিআ বাক্য মোর সঙ্গেতে আইলে।
আর কত দুষ্‌খ বিধি লেখিল কপালে॥
অতেব বদন তব হইল মলিন।
বিরূপ দেখিএ জেন সিসিরে নলিন॥
চলিতে না চলে তব চরনকমল।
চলিতে হইল জেন পদ্ম উতপল॥
কনক চম্পক চারু চরনকমলে।
রঙ্গিম হইল জেন মাখিল হিঙ্গুলে॥
তাহাতে ঘর্ম্মের জলে ভিজিল বসন।
গয়াভুমি কত দুরে কহ সর্ব্বক্ষন॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য সুনিআ জানকি।
ধিরে ধিরে জান মাতা মনে বড় দুখি॥
মনে দুষ্‌খ ভাবি রাম বসি বিক্ষমুলে।
দুই ধারা বহে রামের নঅনকমলে॥
শ্রম নিবারনে বৈসেন কমলনআন।
মনেতে বিগুণি প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
দেখিয়া সিতার শ্রম সুমিত্রানন্দন।
জানকির অঙ্গে বাউ দেন ঘনে ঘন॥
নবিন পল্লব ডাল বাউ দেন অঙ্গে।
শ্রম নিবারিএ সিতা উঠিলা তরঙ্গে॥
শ্রম দুর গেল সিতা আনন্দ উল্লাষ।
আরন্যকাণ্ডের কথা রচেন কির্ত্তিবাস॥

(পৃ° ৪।২-৫।১)

চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটীব ভাই ঋষ্যমুখে গিয়া॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন॥
পম্পানদির তিরে উর্ত্তরিলা রাম।
বৃক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষগন অলি গায় গিত॥
ডাহুকা ডাহুকি কত খঞ্জনা খঞ্জন।
গন্ধ লয়্যা মন্দ মন্দ বহিছে পবন॥
চাহিল্যা জানকিনাথ কমলের পানে।
জানকির মুখপদ্ম পড়্যে গেল মনে॥
কমল দেখিএ রাম করেন রোদন।
চন্দ্রমুখি কোথা গেল প্রানের লক্ষন॥
আর মোর হেন ভাগ্য কত দিনে হব।
জানকির মুখপদ্ম নঅনে দেখিব॥
প্রবোধ করেন রামে সুমিত্রাকুমার।
সুন প্রভু রামচন্দ্র বচন আমার॥
বসিয়া রোদনে রাম কিবা হবে ফল।
গা তুলহ জাত্রা কর প্রভু দুর্ব্বাদল॥
অনুমানে বুঝি এই ঋষ্যমুখগিরি।
ইহাতে সুগ্রিব আছে দেখা গিএ করি॥
ইহা সুনি হাথেতে লইয়া ধনুসর।
উঠিলেন রামচন্দ্র পর্ব্বত উপর॥
সুগ্রিব বসিএ ছিল পাত্র [চারি সনে]।
[সসঙ্কিত] হৈল দেখি শ্রীরাম লক্ষনে॥
ভঙ্গ দিয়া উঠে গিয়া সৃঙ্গের উপরে।
নিরক্ষন করিতেছে দুই সহোদরে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
আরন্য কাণ্ডের কথা [করিল] রচন॥

অন্ত,—

তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উর্ত্তর॥

৪৪। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

ফগ্‌গ পার হইয়া চলিলে [ন] তিন জন।
বোনবাস বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রম॥
ভ্রমন করেন রাম মুনির আশ্রমে।
দেখিয়া রামের গুন তুষ্ট মুনিগনে॥
মুনিপত্নি সঙ্গে সিতা থাকেন হরিষে।
মুনিপত্নিগন তখন সিতারে জিজ্ঞাসে॥
মুনিপত্নিগন বলেন স্থন দেবি সিতা।
কাহার বহুয়ারি তুমি কাহার দুহিতা॥
রঘুনাথ বিভা তোমায় করিল কেমনে।
বোনবাসে আঁইলা তুমি কিসের কারনে॥
সিতা বলেন জনক পিতা মাতা তো পিথিবি।
দসরথের বহু আমি রামের মহাদেবি॥
রাজ্য সমেতে গিয়া জনক ঋসির সম্বাদে।
চারি পুত্র বিভা কৈল পরম সানন্দে॥
ভৃগুরাম নামে ক্ষেত্রি জানেত সংসারে।
নিরাহার তপ করে আরাধি সঙ্করে॥
তুষ্ট হইয়া সিব তাকে দিল সরাসন।
গাণ্ডিব লইয়া জেনে ই তিন ভুবন॥
তবে কতো দিনে আইলে মিথিলা নগরে।
জনকের ঘরে আসি দেখিল আমারে॥
আমার পিতাকে সেই জিজ্ঞাসে কারন।
তোমার কন্যার করিব আমি পানিগ্রহন॥
স্থনিঞা আমার বাপ দিলা অনুমতি।
শিষু দেখি বিভা না করিল ভৃগুপতি॥
ভৃগুরাম বলে আমি জাই তপোবোনে।
বিভার জুগ্য কন্যা হইলে করিবো গ্রহনে॥
জনক বলেন তুমি তপে কৈলে মন।
কতো দিন রাখিব কন্যা করি নিবেদন॥
অজয় ধনুক তবে দিলা ভৃগুরাম।
ধনুক ভাঙ্গিবে জেই তারে দিবে দান॥
এত বল্যা তপস্যায় গেল ভৃগুপতি।
অনেক দিন আছিলাম বাপের বসতি॥
কতো দিনে জনক রাজা আনিল দসরথে।
রাজ্যখণ্ড আইল রাজা চারি পুত্র সাথে॥
হরের ধনুক তবে ভাঙ্গিলা শ্রীরাম।
খুসি হইয়া পিতা আমার মোরে কৈল দান॥
উর্মিলা করিলা বিভা দেওর লক্ষন।
শ্রীরাম করিল আমায় পানিগ্রহন॥
কুসধ্বজ খুড়ার ছিল দুই নন্দিনি।
ভরথ সত্রুঘন কৈল বিভা পরমকামিনি॥
চারি পুত্রবধু লইয়া সসুর আইল গ্রামে।
এই মতে মিলিলা মোরে ঠাকুর শ্রীরামে॥

মধ্য,—

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহন বেলে।
স্নান করিতে গেলা রাম গোদাবরির কুলে॥
লক্ষন বির মাথে কৈল পানির কলসি।
স্নান করি আইল তবে সিতাত রূপসি॥
সরৎকাল গেল হইল হেমন্ত প্রেবেস।
পঞ্চবটে রহেন রাম ছাড়িয়া নিজ দেস॥
চারি মাস উত্তর দিগে সিত বাতাষ বহে।
নূতন ফল এখন সর্ব্ব লোকে খাএ॥
গুরস নারিঙ্গ ফল বুমধুর পানে।
দেবলোক পিতিরিলোক তুষ্ট হয় দানে॥
উত্তর বাতাস বহে সিতল নদির পানি।
চন্দ্র উদয় করে জেন ধবল রজনি॥
পোন্নিমার চন্দ্র করে সংসার উজ্জল।

(পৃ° ১১।২)

৪৫। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৩ সাল। অসম্পূর্ণ ও কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান। প্রথম পত্রের মাথায় ১২৫৭ সাল লেখা আছে।

নমস্কার শ্লোকের পরে কবিশেখরের ভণিতা-যুক্ত একটি ত্রিপদী; তাহার পর পালা আরম্ভ হইয়াছে। শেষের পাতাখানি জোড়া দেওয়া।

৪৬। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২ × ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
রাম বলেন দুখখু পাইলু লংঘি সভার বচন।
আমা নিতে ভাই বহু করিলা জতন॥
চিত্রকুট ছাড়িয়া চলিল তিন জন।
গয়াভুমে গিয়া রাম দিলা দরসন॥
বোনে বোনে ভ্রমন করিয়া তিন জন।
আচম্বিতে গয়াভুমে দিলা দরসন॥
রাম বলেন সিতা তুমি থাক য়েইথানে।
সামিগ্রি কিনিতে মোরা জাই দুই জনে॥
পিতাকে পিণ্ড দিব ফাল্গু নদির তিরে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে রাজা জাবেন স্বর্গপুরে॥
সিতা বলে যুন প্রভু করি নিবেদন।
পূর্ব্বকথা কহ প্রভু যুনিয়ে কারন॥
কি নিমির্ত্তে গয়াভুম হইল এথানে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে জায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
রাম বলেন যুন সিতা আমার বচন।
পূর্ব্বকথা কহি আমি তাহে দেহো মোন॥
পূর্ব্বেতে এথানে নাম ছিলা গয়াসুরে।
অনেক রোন তার সঙ্গে কৈল পুরন্দরে॥
গয়াসুর নাম তার এইথানে ছিল।
ব্রহ্মাদি করিয়া সব দেবতা জিনিল॥
সত্য জুগে গয়াসুর রাজা পিথিবিতে ছিল।
নানা পুণ্যজজ্ঞ করি স্বরির তেজিল॥
অস্বমেধ আদি করি নানা জজ্ঞ করে।
তাহার স্বরির হৈইলা অক্ষয় কলেবরে॥
প্রলয় স্বরির তার কাহাকে না মানে।
স্বরির সাধিয়া সেহ জিনিল মরনে॥
মহাপ্রতাপ তার কাহাকে না মানে।
একে একে জিনিল সকল দেবগনে॥
অযুর ভয়ে দেবগন রহিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সভে স্তব করে॥
অযুর ভয়েতে গোসাঞী নাহি অব্যাহতি।
এই বার রক্ষা কর যুন প্রজাপতি॥
সকল দেবতাগনের প্রভু দেখিয়া কাকুতি।
আপনি আইলা প্রভু লয়্যা পযুপতি॥
অনেক রোন কৈল তেঁহ গয়াসুর সনে।
তবু তো জিনিতে নারে ব্রহ্মা তিলোচনে॥
ব্রহ্মা [বলে] অযুর তুমি বড় বলবান।
তোমার সোমান কেহ নাহি পুন্যবান॥
ব্রহ্মা বলে গয়াযুর যুনহ বচন।
তোমার উপর জজ্ঞ করিব এথন॥
ব্রহ্মার কথা যুনিআ বলিছে গয়াযুরে।
জজ্ঞ করহ ত্বোহে আমার উপরে॥

আমার উপর জজ্ঞ কর দুই জন।
তথাপি উহাতে মোর না হবে মরন॥
চিত হয়্যা গয়াসুর পড়িল সেখানে।
জজ্ঞ করিতে বসিলা ব্রম্ম্যা তিনলোচনে॥
পিথিবিতে পাথর প ... ছিল।
গয়াসুরের উপরে সকল চাপাইল॥
জজ্ঞ সয্য আনিয়া দেয় সব দেবগনে।
জজ্ঞ করিতে বসিলেন ব্রম্মা তিলোচনে।
সকল দেবগনে পেয়্যা ব্রম্মা মহেস্বর।
সভে একমন হয়্যা হৈলা বিস্বম্ভর॥
বিস্বম্ভর মুত্তি হয়া গয়াষুর উপরে।
সব দেবগন লয়্যা বসিলা পুরন্দরে॥
অগ্নি জালি জজ্ঞ করে ব্রম্মা তিনয়ান্।
সিতল হয়্যা অগ্নি উঠে মুত্তিমান॥
অগ্নিমধ্যে ঘৃত ঢালি কলসি কলসি।
মুত্তিমান হয়্যা ব্রম্মা জলে রাসি রাসি॥
অসুর উপরে জজ্ঞ......জে করিল।
তথা অষুর তিলেক ভয় না করিল॥
সভে বলে গয়াষুর ইবে সে মরিল।
জজ্ঞ সাঙ্গ করি ফোটা কপালে পরিল॥
গয়াষুর বলে এই জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
গা ঝাড়া দিএ বির তখনি উঠিল॥
গাচ পাথর পর্ব্বত পড়িল কত দুরে॥
দেখি সব দেবগন হইলা ফাফরে॥
গয়াষুর বলে যুন সকল দেবগন।
তোমাদের হাতে মোর না হবে মরন॥
এতেক যুনিঞা দেবগনে লাগে ত্রাস।
অরন্ন্য কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

৪৭। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

আরন্যকাণ্ডে সীতা চুরি করিল রাবন।
সীতা খুজি বেড়ান রাম ভাই দুই জন॥
যেমতে হইল হনুমান শঙ্গে দেখা।
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুন জাথে সুগ্রীবসনে শখা॥
শ্রীরামচরিত্র সুন অমৃতের ভাণ্ড।
অবধানে সুন সভে কিস্কিন্ধা জে কাণ্ড॥
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুনিলে রামের পাই বর।
ঋষ্যমুখে উঠেন রাম দুই সহোদর॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত উপরে।
তাহা দেখিয়া ভয় পাইল পঞ্চ জে বানরে॥
সুগ্রীব কহে হনুমান দেখ দুই ধনুকি।
এই স্থান ছাড়ি আস্য অন্য স্থানে থাকি॥
তপস্বীর বেস দুহাঁর দেখিতে সুন্দর।
আমারে বধিতে পাঠায় বালি জে বানর॥
মহাবুদ্ধি বানররাজা নানা যুক্তি ধরে।
আমারে বধিতে পাঠায় দুই তপস্বিরে॥
সুগ্রীবের বোলে ভয় পাইল বানরে।
লাফ দিয়া উঠে উচ্য বৃক্ষের উপরে॥
কোন বৃক্ষ সহিতে নারে বানরের ভার।
ফল ফুলে বৃক্ষ সব ভাঙ্গিছে আপার॥
উচ্য বৃক্ষে উঠি তখন দেখে হনুমান।
নবজলধর মুর্ত্তি বাকল পরিধান॥
নীল মেঘ জিনি রূপ কনকের আভা।
মেঘের উপরে যেন বিজুরির সভা॥
পৃষ্টদেশে তুনভার অতি সোভা করি।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া বুঝি আইলেন হরি॥
হনুমান বলে রাজা না হযে কাতর।
বালি রাজার চর নহে জাথে তোমার ডর॥

পুর্ব্বে সুর্য্য স্থানে পড়ি পদ্ম গে পুরানে।
এমন কালেতে ব্রহ্মা আইলা সেই স্থানে॥
প্রণমিঞা সব কথা জিজ্ঞাসিলুঁ তাঁথে।
বিষ্ণুকে দেখিবে তুমী ঋস্যমুখ পর্ব্বতে॥
বুঝি সেই দীন রাজা উপনীত হইল।
বৈকণ্ঠনিবাসি হরি উদয় করিল॥
নহিলে এতেক রুপ ধরে কোন জন।
কোটি কোটি চন্দ্র সুর্য্য জিনিঞা কিরণ॥
দুর দৃষ্টী করি তুমি দেখহ রাজন।
আলা হল্য ঋষ্যমুখ পর্ব্বতের বন॥
কোটি সরত চন্দ্র যেন উদয় করিল।
অঙ্গের ছটাতে সব তম দুর গেল॥
হনুমানের এই সব সুনিঞা বচন।
সুগ্রীবের দক্ষীন নয়ন করয়ে স্পন্দন॥
সুগ্রীব বলে ধনু ধরে এ নহে তপসি।
তপস্বি হয়্যা ধনু ধরে বড় ভয় বাসি॥
তপস্বি হইয়া হাথে ধরে ধনুর্ব্বান।
কোন কার্য্যে দণ্ডক বনে কর‍্যাছে পয়ান॥
মোর বোলে ধর তুমী তপস্বির বেষ।
নিকটে জিজ্ঞাস গিয়া শকল বিশেষ॥
কহিল সুগ্রীব জদি এতেক উর্ত্তর।
মনে মনে ভাবে তখন পবনকোঙর॥
পুনর্ব্বার বৃক্ষে হনু কৈল আরোহন।
একদৃষ্টী করি করে রুপ নিরক্ষন॥
হনুমান বলে রাজা সুনহ শ্রবনে।
নবজলধর মেঘ নামিঞাছে ভূমে॥
নীল মেঘের পাছে রাজা দেখ এক জন।
কনক চম্পক জিনি তাহার বরন॥
ভুবন মাঝে নাহি দেখি হেন রুপের ছটা।
মেঘের উপরে জেন বিজুরির ঘটা॥
সুন রাজা রবীসুত আমার বচন।
এত দিনে হৈল তোমার দুখ বিমোচন॥
সুন রাজা এত দিনে দুখ সব গেল।
গোলকনিবাসি হরি উদয় করিল॥
হেন কালে বৃক্ষ হৈতে নামি হনুমান।
রামচন্দ্র দেখিবারে করিছে পয়ান॥
তপস্বিরুপ ধরিয়া চলিল হনুমান।
সাহস করিয়া গেলা রাম সন্নিধান॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে।
নঙন ভরি করে হনু রাম দরসনে॥

রাগ পটমঞ্জরি॥

হনু দুকর অঞ্জলি করি দোহাঁর বদন হেরি
সকরুণ অরুণ নঙান।
অঙ্গে অঙ্গ শঙ্কোচিয়া বয়ানে বিনয় হয়্যা
পুলক কদম্ব কত বান॥
কিবা অপরুপ দেখি নিমিখে নিধন আঁখি
হেরি ভেল মন মুরছিত।
জারে ভাবী যোগবলে জিদয় কমলদলে
হেন রুপ দেখে আচম্বিত॥
দেখিআ [সে] গুনধাম নবদুর্ব্বাদলস্যাম
শ্রীবছ লক্ষণ চিহ্ন দেখি।
মুখে না নিশ্বরে বানি পুর্ণব্রহ্ম অনুমানি
কত ধারে ঝুরে দুটী আঁখি॥
আহা গোসাঞি মহাশয় কাহাঁ আগমন হয়
দরসন দুর্ল্লভ তোমার।
ই হেন মোহন বেষে আলা বনচর দেশে
ঋষ্যমুখে কেনে আগুসার॥
দেখি রাজনিত বেস কি কারণে জটা কেস
বাকল কেন তেজিয়া বসন।
বিসন্ন নলিন আঁখি জলদ মিশাল দেখি
পুর্ন্নিমার চন্দ্রবদন॥
কুবলয়দল জিনি ঢল ঢল তনুখানি
বক্ষে দেখি শ্রীবৎস লক্ষন।

গোলক ছাড়িয়া হরি আইলা ঋষ্যমুখ গিরি
সুগ্রীবের দুঃখ বিমোচন ॥
কি মোর ভাগ্যের লেখা ফলেতে পুষ্পিত শাখা
উদয় হইল কোন তপে।
শিব শুক আদি ব্রহ্মা যেরূপ বুঝিয়ে তোমা
ধ্যান করি সদা রূপ জপে ॥
আজি সুভ দিন অতি সুপ্রভাত হইল রাতি
আসন্ন করিছে মনে মন।
এ মোর লুবুধ আঁখি দুটি পাদপদ্ম দেখি
নিতে চাই চরণে শ্বরণ ॥
সুনিঞা হনুর বোল লক্ষণ হৈল উর্দ্ধবোল
রামের মনে হইল উল্লাস।
পুরিব মনের আস যেন প্রভু তেন দাস
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস ॥

(পৃ০২।১)

অন্ত,—

পক্ষ বলেন সুন তোমরা জত বানরগণ।
মোর পৃষ্ঠে আসী সভে কর আরোহন ॥
পার হয়্যা বধিব লঙ্কার অধীকারি।
রাবন মারী উর্দ্ধারিব রামের সুন্দরি ॥
জাম্বুবান বলেন পক্ষ বুর্দ্ধ্যে বৃহস্পতি।
আমার বচন তুমি সুনহ সম্পাতি ॥
শ্রীবন্ধু নাই দেখ অনেক বৎসর।
বাপে পোয়ে তোমরা দেশ লড়হ সর্ত্তর ॥
হিমালয় পর্ব্বতে তোমার বন্ধু বান্ধব বৈসে।
পিতা পুত্রে জাহ তুমী তাহার উর্দ্দেসে ॥
নৌতন বল হইল পক্ষের নৌতন শরির।
বানরে দেখায়্যা দিল সমুদ্রের তির ॥
বাপে পোয়ে পক্ষরাজ গেলেন উর্দ্ধর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেল দক্ষীন শাগর ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডীত কৈল দেবতার বরে।
কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড শাঙ্গ হইল এত দুরে ॥

৩।২,৫।১ ও ১১।২ পৃষ্ঠায় মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

৪৮। রামায়ণ—কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৯ সাল। সম্পূর্ণ; কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ।

আদি,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বতশেখরে।
ভয় পায়্যা বানরগন পলাইল ডরে ॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসীছে ধানুকী।
এ পর্ব্বত ছাড়ি অন্য পর্ব্বতেতে থাকী ॥
হনুমান বলে এখন কী ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর ॥
হইলে চঞ্চল অতি লোকে উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুখ পায় শেষে ॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বির ॥
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসী ॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে সুন সবে গিত রামায়ন ॥ * ॥
কামরূপি হনুমান তপস্বী হইল।
তপস্বীর বেশ ধরি সম্ভাষে চলিল ॥
জোড়হাত করি হনু কৈল নমস্কার।
হাতে ধনুর্ব্বান দেখি তপস্বী আকার ॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ দেখি দোঁহাকার।
কোথা হইতে আইলেন কহিবেন সারদ্ধার ॥
বিশম দণ্ডক বন সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
নির্ভয় হইয়া আইলেন কেমন সাহশে ॥

কোন কার্য্যে আইলেন বানরের দেশ।
বানরের দেশে কেনে করিলেন প্রবেস॥
পম্পা নদির কুলে পর্ব্বত ঋর্ষ্যমুখে।
বাসা করি রহিয়াছে বানর কটকে॥
সুগ্রিবনামে বানররাজা সর্ব্বলোকে জানি।
হনুমান নাম আমার সুন বিরমনি॥
মৈত্রতা করিতে সুগ্রিবের অভিলাস।
তে কারণে আইলাম তোমা দোঁহার পাশ॥
রাম বলেন লক্ষ্মন সুন হনুর বচন।
মম কার্য্য সির্দ্ধি হবে হেন বুঝি মন॥
রাম বলেন হনুমান করহ গমন।
সুগ্রিবের সহিত করাহ দরসন॥

মধ্য,—

তিন দিগের জদি আইল বানরগন।
দক্ষিন দিগেতে বানর করিল গমন॥
দক্ষিন দিগেতে জায় মনে নাহি ত্রাস।
বিন্দু পর্ব্বতে জাইতে হইল এক মাস॥
মাসেক অধিক হৈল ভাবিল অন্তর।
জিবনের আসা ছাড়ে শকল বানর॥
বিসম গহন বন বড়ই দুর্দেশ।
হেন বনে বানর কটক করিল প্রেবেশ॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
তথা আছে এক রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর॥
ধাইয়ে রাক্ষস আইল বানর মারিবারে।
রোসিল অঙ্গদ বির জায় যুঝিবারে॥
অঙ্গদ বলয়ে এই লঙ্কার রাবন।
তোহর সন্ধানে ভ্রমি জত বানরগন॥
অঙ্গদ রাক্ষস দুই জনে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ছাড়ি দুই জনে জড়াজড়ি॥
আঁচর কামড়ে দোহে হইল জর্জ্জর।
পদাঘাত করাঘাত হানয়ে বিস্তর॥
বজ্রমুষ্টি মারে অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হৈল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষস বধিয়ে বানর হৈল সবে সুখি।
বনের মধ্যে নাহি পাইলেন সিতা চন্দ্রামুখি॥
অবশেষে বানর কটক বৈসে বৃক্ষতলে।
সকল বানরের প্রতি অঙ্গদ বির বলে।
মাসেক অধিক হৈল নহিল গমন।
সিতা দেবি না পাইলে কি ভাবিছ মন॥
জদ্যপি সন্ধান করি সিতা দেবি পাও।
রাজার হস্তেতে তবে মরন এড়াও॥
অতএব সকল বানর করহ সন্ধান।
নতুবা একে একে লব সভার পরান॥
রাজপুত্রের বাক্য শুনি জত বানরগন।
সন্ধান করিতে লাগিল প্রানপন॥
লতা পাতা দেখিতে পাইল বিলদ্বার।
চন্দ্র সুর্য্যের প্রকাশ নাহি মহা অন্ধকার॥
পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি করি তবে সকল বানরে।
হনুমান বির জায় মহা অন্ধকারে॥
বানর সব বলে সুন পবননন্দন।
প্রকাশ পাইব গেলে কত জোজন॥
হনুমান বলে বানর না করিবে ত্রাশ।
অল্পক্ষন পরেতে পাইব প্রকাশ॥
সাত জোজন পথ গেল পাতালপুর।
রত্ন মন্দির দৃষ্টী হৈল কত দুর॥
সর্ন্ন অট্টালিকা কিবে অপুর্ব্ব গঠন।
মধ্যে সরোবর হেরি জুড়ায় নয়ন॥
গন্ধে আমদিত বিচিত্র ফুল ফল।
দেখিয়ে বানর হৈল আনন্দিত সকল॥
ঘরের মধ্যেতে এক কন্যা বসি আছে।
কন্যারূপে দিপ্তমান মন্দির হয়েছে॥
সকল বানর বন্দে কন্যার চরন।
জোরহাতে কহে কথা পবননন্দন॥

ক্ষুধিত তৃষিত মাগো যত বানরগন।
অতএব তোমার সবে লইলাম শ্বরণ॥
কার অট্টালিকা মাগো কার সরোবর।
কার ফুল ফল মাগো কহিবা সর্ত্তর॥
আপনি হন তুমি কোন দেবতা।
কার পত্নি হও তুমি কাহার দুহিতা॥
হাসিয়ে কন্যা তখন কহিছেন বানি।
হিমালয় পর্ব্বত আমি তাহার নন্দিনি॥
সয়ম্বরা নাম আমার হেমা আমার সখি।
সখির বচনে আমি এথা থাকী॥
ময় দানব রচিলেন এই গৃহবাস।
হেমার সঙ্গে ময় দানব করেন বিলাস।
রূপে গুনে দানবে মোহিত কৈল হেমা।
দিবারাত্র বিলাশ করে নাহি তার ক্ষেমা॥
দানবের কর্ম্মে হেমা পলাইল ত্রাশে।
ময় দানব গিয়াছে হেমার উর্দ্দেশে॥
হেন স্থানে আসিতে কে দিল উপদেশ।
এ হেন দুর্গম পথে করিলে প্রেবেশ॥
কোন কার্জ্যে বল সবে আইলে পাতাল।
ময় দানব আইলে ঘটীবে জঞ্জাল॥

(পৃং ১৩।২—১৪।২)

৪৭। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ৡ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

রামের করুনায় হনুমান হইলা কাতর।
আপনে কহিল গিয়া রাজার গোচর॥
সুগ্রীবের আগে জায় পবননন্দন।
ক্রোধজুক্ত হয়্যা কিছু বলিল বচন॥
সুন্দরি লইয়া রাত্রদিন কর কেলি।
মধুপানে অচে [ত]ন রাজভোগে ভুলি॥
রাজ্যর চিন্তা এড়িলে রাজ্য হইল সুন্য।
পাত্রমিত্র দেখা না পায় খোয়াইলে আপন মান্য॥
রামের করুনা দেখি বুকে বাজে চির।
সোকেতে কাতর রাম প্রবধে নহে স্থির॥
সিয়রে অগ্নি জালিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রা মন।
মৈত্র করিয়া মৈত্র বধ করে কোন জন॥
তুমি জবে না জাইবে মারিতে রাবন।
রাম লক্ষন দুই জনে মারিবে বানরগন॥
রাজা রাজ্যের চচ্চা এড়ি রাজ্যের নহে হিত।
জার প্রসাদে রাজ্য পাইলে লজ্ঘিলে হেন মিত॥
শৃঙ্গার ছাড় রাম ভজ ছাড়হ কুমতি।
রাম বোধায়্যা কর্ম্ম কর তবে সে অব্যাহতি॥
সত্য থাইলে মিত অগ্নি করিয়া সাক্ষি।
ইহলোক পরলোক মুক্ত মৈত্র করিলে সুখী॥
রাজ্য অন্তপুরি পাইলে পাইলে আপন নারি।
সক্রক্ষয় হইল এবে মৈত্রের উপকার করি॥
প্রান সংশয় করিয়া করি রামের উপকার।
রামের কার্য্যে হেলা হইলে বড় অব্যবহার॥
জত জত বানর কটক বৈসে দেসে দেসে।
ঝাট করিয়া পাঠাইয়া দেহ সিতার উদ্দেসে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রামের ডরে ভাগে।
রাক্ষস জিনিব রাম কোন কার্য্যের লেগে॥
অগ্নি পানি আকা...কিবা পাতাল ভিতর।
সঞ্চারিতে পারে গোসাঞি তাহাতে বানর॥
তোমার আজ্ঞা পাইলে সর্ব্বত্র সঞ্চারি।
আজ্ঞা কর চাহিয়া বেড়াই সিতাত সুন্দরি॥
নিল বিরে রাজা তবে করিল আদেস।
বানর আনিতে চর পাঠাও দেসে দেস॥

পঞ্চ দিনের ভিতর জে বানর না আইসে।
বানর বলিয়া তার না থুইব বংসে॥
রাজার আজ্ঞায় নিল বীর হইল তৎপর।
দেসে দেসে বানর আনিতে পাঠাইল চর॥
নিল বিরে বলিয়া রাজা গেলা অন্তপ্পুরি।
দুঃসহ বরিসা রাম সহিবারে নারি॥
সিতা বহি প্রভু রামের আর নাহি মনে।
কিত্তিবাসে গাইল বরিষা অবসানে॥

(পৃ০ ২৮।২-২৯।২)

রামকিরি রাগিণী

সাগরের পারে রাক্ষসের ঘরে
চিন্তিতে বিসম কাহিনি।
একেস্বর পরবাস সিতার জীবনে আস
চারি মাস বাত্রা নাহি জানি॥
অহে বানররাজ সাধিয়া দেহ রামের কাজ
ছার তুমি নারিব সমাঝ।
রাত্রি দিনে ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কোন মতে রহিবে জিবন॥
কোন বোলে স্থির নহে প্রবধবাক্য দিলে নহে
দেস বলিয়া নাহিক গমন॥
সোকসিন্ধু কর পার আমি বলি বারে বার
সিতা দেবির করহ উর্দ্ধার॥
তিন জন দেসান্তরি জবে এক মন করি
অজুধ্যাতে হাটী একবার॥
চতুদোলে ঝাট চড় মিত্র সম্ভাসনে নড়
আপনে দেহ তাহাকে আস্বাস।
কিষ্কিন্ধ্যার পাচালি সরস নাচারি
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

(পৃ° ৩১।২)

লঙ্কার দুয়ারে আছে দেবি উগ্রচণ্ডা।
বাম হস্তে খর্প্পর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি দুই নয়ন উজ্জল।
রাঙ্গা মুখখানি জেগ জলন্ত অনল॥
লোলো জুভা বিকট দন্ত পিষ্টে জটাভার।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ন্ন পর্ব্বত আকার॥
ব্রাঘ্য চর্ম্ম পড়িধান গলে মুণ্ডমালা।
মানিক কুণ্ডল কর্ন্নে জেন চন্দ্রকলা॥
চারি খান হস্ত জেন ঐরাবতের শুণ্ড।
সনার মুকুটে অতি সোভা করে মুণ্ড॥
ভয়ঙ্কর ঘোর মুর্ত্তি খাণ্ডা খর্পর হাথে।
সাবধান হয়ে জেও দেবির সাক্ষাতে॥

উগ্রচণ্ডার বর্ণনাটি প্রায়শঃ সুন্দরাকাণ্ডে পাওয়া যায়।

৫০। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

মন্ত্র পেয়া প্রেমে পুলকিৎ হইল হনু।
পুলকে পুরিত হইলা বানরের তনু॥
কহেন রামের আগে জুড়ি দুটী হাথ।
একথা ভিত্তর রাখহ রোঘুনাথ॥
আমারে জেমন কৃপা হইলা রোঘুবর।
মোর সঙ্গে আছে এক সুগ্রীব বানর॥
বালি রাজার ছট ভাই সুর্য্যের নন্দন।
আজ্ঞা জদি কর তারে ডাকি নারায়ন॥
শ্রীরাম বলেন যুন অঞ্জনাকুমার।
তুমি জে করিবে তাহা মোর অধিকার॥

হোতা পর্ব্বতের শ্রীঙ্গে সুগ্রিব বসীআ।
বিশ্বয় হএছে সেহ রাঘবে দেখিআ॥
না বুঝিআ ভঙ্গ দিয়া উঠিল পর্ব্বতে।
কে জানে কে জুক্তি করে হনুমানের সাথে॥
এই চিন্তা করে রাজা সুগ্রীব বানর।
ডাকিছে অঞ্জনাসুতা উর্দ্ধ করি কর॥
নাম রে সুগ্রীব রাজা সুভদিন হইল।
বিরিঞ্চি করএ জারে সে ধন আইল॥
চরনে করেছে জে জন অহল্যা তারন।
বাল্মিক আদি ধ্যান করে জে দুটী চরন॥
পালিতে পিতার সত্য আসিআছেন বনে।
রিশ্বমুখে আগমন তব ভাগ্যগুনে॥
আমার পুর্ব্বের পুন্য আছেন সঞ্চয়।
নেত্র ভরি দেখশীয়া কোসল্যাতনয়॥
সুগ্রীব বলেন মোর পত্রয় নহে মনে।
বৃক্ষমুলে কি জুক্তি করিলি কানে কানে॥
সিঅরে দারুন শত্রু বালি মহাবল।
সাগর অস্ত শ্রীথিবি জাহার করতল॥
অতেব পত্যয় মোর না জন্মএ মনে।
চক্র করি ফেলে পাছে ব্যালের সদনে॥
হাশীয়া অঞ্জনাসুতা শুগ্রীবেরে কয়।
বুঝিলাম রাজা তোর সুর্দ্ধি চিত্র নয়॥
কল্পনা করিআ জদি কহিএ তোমারে।
অঞ্জনার সপতি তবে আছএ আমারে॥
কন জনা করে তোরে বিশ্বাষঘাতকি।
তাহার সমান তবে নাহিক পাতকি॥
পর্ব্বত হইতে রাজা সুগ্রীব নাম্বিল।
আসিআ হনুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল॥
আমারে দক্ষিন কর দেও জদি তুমি।
পত্রয় করিআ তবে সঙ্গে জাই আমি॥
হাসিয়া অঞ্জনাসুতা দেন দক্ষিন হাত।
ভয় নাঞী মীলাইয়া দিব রঘুনাথ॥

মধ্য,—

বেল্যের গমন সুনি ডাড়াইল তারারানি
ক্বিতাঞ্জলি প্রতি প্রীতি কয়।
সয়নকালেতে ছিলাম কুসপন দেখিলাম
প্রাননাথ জুর্দ্ধে জায়া নয়॥
নাচিছে দক্ষিন ভুরু সঘনে কাপিছে উরু
অনল লেগাছে জেন বনে।
আমায় লাগে চমৎকার সব দেখি অন্ধকার
জেই চাহি তব মুখ প্রানে॥
কহিছেন তারা রানি সুন সপনবানি
জে সকল দেখি অকল্যান।
পর্ব্বত চলিয়া বুলে অনল উঠিছে জলে
প্রিথিবিতে রবির পআন॥
কাল নারি দিগাম্বরি বাম করে অসি ধরি
বুলে জেমন কিষ্কিন্ধা নগরে।
দেখিলাম চমৎকার সভে করে হাহাকার
বজ্জাঘাত পড়াছে মন্দিরে॥
সিবারব অঙ্গনেতে মণ্ডুক রহির মাথে
রুধিরের নদি জেন জয়।
এই সব সপ্ন দেখি ঝরিছে আমার আখি
ভুপতির ইথে হয় ক্ষয়॥
বলি নাথ তব পাসে তারাই সপ্ন সেসে
অপরূপ করি দরসন।
জটা জেন জুলে মাথে কোদণ্ড সভিত হাথে
পিষ্ট দেসে বান্ধা জেন তুন॥
কিবা রূপ অনুপাম নবদুর্ব্বাদলস্যাম
কমলনিন্দিৎ দুটী আখি।
শ্রীমুখমণ্ডল মাঝে মন্দ মিহু হাস্য সাজে
মন হয় নিত ভরি দেখি॥
রূপেতে করেছে আলা গলে দুলে পুস্পমালা
কটীতটে বাকল বেষ্টীত।
নাভি জেন সরোবর রামরম্ভা উরুবর
পাদপদ্ম হিঙ্গুলমণ্ডিত॥

তরু আড়ে ডাণ্ডাইয়া সুগ্রিবের শ্বহায় হঞা
কোদণ্ডে ছাড়িছে জেন বান।
সে অস্ত ছাড়িআ দিল তব বক্ষ্য বিদারিল
তুমি জেন তেজাছ পরান॥
তোমার চরন ধরি কান্দি হাহাকার করি
সে পুরুস করেন আশ্বাস।
অতি সে দয়ার সিন্ধু আমি বলি দিনবন্ধু
বৈকণ্ঠে তাহার হবে বাস॥
সুবুদ্ধি পুরুস তুমি অবলা জুবতি আমি
দেখ দেখি বিচার করিআ।
সমরে জে জন ফিরে সে কেনে পালটী ঘোরে
তাহে পুস্প মালা গলে দিআ॥
বলি নাথ তব পাসে সুগ্রিবের কে শ্বহাই আছে
তেই এত দর্প করি বুলে।
আমার বচন রাখ মন্দিরে বসিঞে থাক
সন্ত জাক সমরমণ্ডলে॥
তারার বচন সুনি কহে বালি চুড়ামনি
আ[মা]রে মরিতে কোন জনে।
বলিএ তোমার কাছে ভুমণ্ডলে কিবা আছে
মোর সংঙ্গে জিনে জায় রনে॥
ধরা জার করতল সুসিস্ত সমুদ্রজল
সুমেরু উপারি বাম হাথে।
ভুপতি তারারে কয় সপ্পন কভু [সত্য] নয়
কেবা আছে আমারে মারিতে॥
জর্ক্ষ্য দর্ক্ষ্য কিন্নর জম বরুন পুরন্দর
কার সার্দ্ধে মোরে জিনে রনে।
বলিআ তোমার স্থান আমার জাবেক প্রান
এহ বাক্য মনে কর কেনে॥
বালি কয় সুন সতি ফলিব সুগ্রিব প্রতি
তোমার সপ্ন মিথ্যা কথা নয়।
সংগ্রাম মণ্ডলে জাব একা পদাঘাত দিব
তারে নিব জমের আলয়॥
তারা কয় জোরহাথে জে আজ্ঞা করগা নাথে
অবলার চারা মাত্র নাই।
আমার বচন রাখ এক দণ্ড ঘরে থাক
তর্ত্ত জান দুত পাঠাইআ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত ভনে বালি নাই বাক্য সুনে
দৈব কালে এমনি বুদ্ধি হয়।
তারা বাক না সুনিআ সমর প্রবেসে গিআ
মহাক্রোধে ইন্দ্রের তনয়॥
(পৃ° ১৫।২-১৭।২)

হেথা তিন দিগের বানর এসাছে ফিরিয়া॥
ভাবএ বানর জত তত্ত না পাইয়া।
কেমনে সুগ্রিবের আগে ডাড়াইব জায়া॥
সম্বাদ না লয়া গেলে পরান হারাব।
কি করি সুগ্রিব আগে সমাচার দিব॥
কেহ বলে থাক দেখি হনুর বাট চেয়্যা।
অবস্য আসিব সিতার সংবাদ লইয়া॥
হনু এলে সভে মেলি সেই সঙ্গে জাব।
সংবাদ পাইলে রাজা কে য়ার পুছিব॥
এত বলি বাট চেঞা আছে কপিগন।
রাম কাছে জাত্রা করে পবননন্দন॥
আসিঞা জানকিনাথে করিল প্রনাম।
সিতার সম্বাদ সুধ্যান কমলনয়ান॥
কহিছে অঙ্গদ বির সুন কমলআখি।
বিন্ধুগিরি পর্ব্বতে পড়িআ এক পাক্ষি॥
কুসসয্যা করি মোরা তেজিথাম জিবন।
সেই কয়া দিল জানকির অন্নাসনে॥
লঙ্কায় অশোক বনে আছেন জনকঝি।
পক্ষের বদনে এই তত্ত পেআছি॥
গড়ুরনন্দন সেই দিলেক পরিচয়।
সম্পাতি তাহার নাম সুন দয়াময়॥

সুর্য্যের তেজে তার পাখা পুড়া গেছে।
অচল হয়া পক্ষ্য তথা পড়ি আছে॥
সুনিআ জানকিনাথের হইল সঙরন।
জটাউর ভাই সুন্যাছিলাম বিবরনে॥
সুগ্রিব প্রিভিতি করি সকলের আনন্দ।
সম্পাতি নিকটে জাত্রা করেন রামচন্দ॥
উঠিল বানরদলে রামজয় ধনি।
রাম সঙ্গে চলে বানর সত অক্ষহিনি॥
ইতি॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

৫১। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।·আকার, ১৩½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৮৫-৯২,৯৪-১১০, ১১২-১১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর ও ভাষা পূর্ব্বদেশীয়। পুথি সুপ্রাচীন।

পুথিখানিতে আরণ্যকাণ্ডের রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত সুগ্রীবের কটক সঞ্চয় পর্য্যন্ত আছে। ৯২।১ পত্রে আরণ্যকাণ্ড শেষ এবং ৯২।২ পত্রে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

আরণ্যকাণ্ডের একটি লাচাড়ী এইরূপ,—

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

সুবর্ন্ন হরিন মারি লক্ষনেরে সঙ্গে করি
রাম আইল আপনা গৃহেত
না দেখিয়া প্রানপৃয়া মস্তকেত হস্ত দিয়া
ডাকিলেন্ত এ দস দিগেত॥
সোকে সন্তাপিত হইয়া আপনা গৃহেত গিয়া
বিচারিয়া চাহিল মন্দির।
না পাইআ প্রানপ্রিয়া হাহা সিতা বলিয়া
ভুম্নিত পড়িল রাম বির॥
হাহা পৃয়া সুভদনি মোহোঁর কন্নের মনি
কি হেতু না দেয় দরসন।
মরিমু তোহ্মার সোকে উপায়ে বোলহ মোকে
দেখা দিয়া রাখহ জিবন॥
তোহ্মার বিরহবিসে সকল সরিরে সোসে
কথা কহিতে না আইসে মুখেত।
তোহ্মার বিচ্ছেদ সুলে জাইব আহ্মি রসাতলে
বল বুদ্ধি নাহিক আহ্মাত॥
হাহা আএ প্রানর পৃয়া কথা গেলা ছাড়িয়া
না জানি কি দেখা হয়ে আর।
দারুন বিধাতা নিষ্ঠুর তোহ্মা নিল বহু দুর
দস দিগ দেখম অন্ধকার॥
ফুকারি ফুকারি করি কান্দে রাম নরহরি
পড়ে জল স্যাম তনু ভরি।
জলবিন্দু পড়ে সারি স্যাম বক্ষস্থল ভরি
সিতাসোকে নিবারিতে নারি॥
কান্দে রাম রঘুবির ভূবনে না হয়ে স্থির
নয়নে বহে জলধারী।
দুর্ব্বাদলস্যাম গায়ে ধুলি গড়াগড়ি বাহে
নব মেঘে উদিত জেন তারা॥
তেজি দিব্য ধনু সর রঘুনাথ ধনুর্দ্ধর
ভুবনেত বাহে গড়াগড়ি।
কোন অপরাধ দেখি আয়ে পৃয়া চন্দ্রমুখি
অরন্যেত গেলা মোরে ছাড়ি॥
বাপের আদেস হতে চলি আইলুম বন পঁথে
তাহাতে বিধাতা হইল বাম।
লোকেত কুকির্ত্তি থুইলুম পত্নি রাখিতে না পারিলুম
মুঞিঁ পাপি রঘুবংস রাম॥
হারাইলুম বুদ্ধিবল সকল বৃক্ষের তল
একে একে করিলুম বিচার।
থেনে রাম গৃহে আইসে ক্ষেনে ক্ষেনে দ্বারে বৈসে
নাম ধরি ডাকে বার বার॥

আয়ে মোর লক্ষন ভাই তুহ্মি বিনে বুদ্ধি নাই
কোন হেতু না চাহ জানকি।
না দেখি সিতার মুখ সর্ব্বাঙ্গে জন্মিল দুঃখ
অগ্নি জেন লাগিল সরিরে।
দুই ভাই কোলাকুলি ভুমিত বাহে গড়াগড়ি
বিলাপস্ত রঘুবংস বির॥
ক্ষেনেক চৈতন্য পাইয়া ধনুসর হাতে লইয়া
বিচারিতে লাগিলেক বন।
জেই দিগে পক্ষি উড়ে সেই দিগে ধায়ে লড়ে
চাহিবারে জানকি সুন্দরি।
দুই দিগে দুই জন বেড়িয়া বিচারে বন
না দেখিয়া ডাকে নাম ধরি॥
পসু পক্ষি জাকে দেখে তাতে পুছে রঘুনাথে
তুহ্মি নি দেখিছ মোর সিতা।
রূপে বিদ্যাধরি সমা গুনে বড় মনোরমা
মহারাজা জনকদুহিতা॥
বিচারিতে বন পঁথ রঘুনাথ মহাসর্ত্ত
জটাউ সহিতে দরসন।
জটাউ জটাউ করি ডাকে রাম নাম ধরি
জটাউয়ে মেলিল নয়ন॥
বার্ত্তা কহে খগপতি সুন রাম মহামতি
রাবনে হরিল তোহ্মার নারি।
জুদ্ধ কৈলুম প্রানপন দেখিলেক দেবগন
হরি নিল কনক লঙ্কাপুরি॥
এহি কথা সন্বিধান জটাউ তেজিল প্রান
না জানিল লঙ্কা কোন দিগ।
বিচারি অগাধ বন দৈবজোগে আগমন
গেলেন পর্ব্বত ঋষ্যমুখ॥
হইল নিদাগ কাল রঘুনাথ মহিপাল
জানকির সোকে হৃত চিত্ত।
সুইয়া থাকেন * * * * *
তা দেখিয়া লক্ষন হতাস।
কহেন লক্ষন বির দুনয়নে বহে নির
উঠ উঠ প্রভু রঘুনাথ।
তোহ্মার সিতার তরে সমুদ্র বান্ধিমু সরে
অগ্নিবিষ্টি করিমু লঙ্কাত॥
জদি পাম রাবন লাগ জেহেন খুধার বাগ
লাগ পাইলে ধরিমু তাহারে।
ইন্দ্রজিত আদি করি সকল সংগ্রামে মারি
জানকিরে আনিমু লিলাএ॥
সুনিছি সাস্ত্রের বানি কহিছে বসিষ্ঠ মুনি
কর্ম্মভোগ ভোগিলে সে জাএ।
এ সকল কথা সুনি * * *
কহিতে লাগিল ধিরে ধিরে॥
কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
গোষ্টির তিলক তুহ্মি বির।
প্রভাত সময়ে গেলা প্রচণ্ড নিদাগ বেলা
জানকির সোকেত হতাস।
প্রচণ্ড ধনুক হাতে বিচারিতে বন পঁথে
চলিলেক রাম হৃসিকেস॥
কহে কির্ত্তিবাস কবি শ্রীরামের পদ সেবি
ভারথি দেবির বরে।
কলিকালে মহামন্ত্র অবতার রামচন্দ্র
কলি ভব তরিতে কারন।

(পৃ° ৮৮।১—৮৯।১)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ,—

রামায়ন মহাসাস্ত্র বাল্মিকি রচিল।
কির্ত্তিবাস কবিয়ে তাহা প্রচ[া]রিত কৈল॥
লোক তরিবার হেতু পাঁচালি প্রকাস।
যে যে [জ]ন সুনে সর্ব্ব পাপ হয়ে নাস॥
হনুমানে কহিল জদি রামের বিবরন।
উল্লসিত হইল সব বানরগন॥
আহ্মা সমারে এবে প্রসন্ন হইল বিধি।
বড় ভাইগ্যে পাইলা তুহ্মি রাম গুননিধি॥

বানরের [দুখ] দেখ বিজুত আকার।
পরম সুন্দর হইল শ্রীরাম অবতার॥
মনুস্য বেস ধরি দেখিতে সুন্দর।
শ্রীরাম সম্বাসা কর সুন নৃপবর॥
পাইদ্যার্ঘ লও তুহ্মি কুল বেবহার।
রাম হতে হৈব তোহ্মার রার্জ্জ অধিকার॥
লইল অনেক দ্রব্য দিব্য পুষ্প ডালি।
শ্রীরাম পাসেত সুগ্রিব করিল সিয়লি॥
(পৃ° ৯২।২)

মধ্য,-

থর্প পয়ার॥

না কান্দ কান্দ মিতে চির্ত্তে দেও থেমা।
মনুস্ত না হও তুহ্মি দেব চন্দ্রিমা॥
কুল সিলে বিক্রম জানহ ভাল মতে।
কোহ্ন দেসে গেলে রাবন না পারে
এড়াইতে॥
জথা তথা জাএ রাবন নাহিক এড়ান।
সংসারের বানর আনি লইমু পরান॥
রার্জ্য হারাইল আহ্মি হারাইল নারি।
বানর জাতি হইয়া আহ্মি সকল পাসরি॥
ত্রিভূবন মৈদ্ধে মিত্র তুহ্মি সে পুজিত।
স্ত্রি লাগি কান্দ মিত্র না হয়ে উচিত॥
আপনে শ্রীরাম তুহ্মি না চিন আপন।
ত্রিভুবনে স্ত্রি তরে কান্দএ কোন জন॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মিত্র অধিক সোক বাড়ে।
সোকে পাগল হইলে লক্ষ্মিএ তারে ছাড়ে॥
সত্য করিল আহ্মি অগ্নি করি সাক্ষি।
মুক্রি আনিয়া দিমু সিতা চন্দ্রমুখি॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের পাঞ্চালি নির্ম্মান।
জেই জনে সুনে ভাল পরলোক পরিত্রান॥
(পৃ° ৯৪১-২)

৫২। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪¾ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩১-৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, ১৬৩১ শকাব্দা। অসম্পূর্ণ। হরফের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়। লিপিকর মুসলমান।

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

হনুমন্তে কহে কথা রামক নয়াই মাথা
সুগ্রিব সহিতে কপিগন।
বসি হরসিতমনে সুন প্রভু সাবধানে
কপি সনে দক্ষিনে গমন॥
সকল পৃথিবি চাইল পাতালেত প্রবেসিল
না দেখিল জনকনন্দিনি।
পাতাল হোন্তে উঠিয়া সমুদ্রের তিরে গিয়া
সমুদ্রের মহাসব্দ সুনি॥
জ্ঞাতির জে সমাজ বুলিলেক যুবরাজ
কোন জনে সাধিবা রাম কাজ।
সতেক জোজন সার কোন মতে হৈবা পার
অঙ্গদের উপজিল লাজ॥
সর্ব্ব মন্ত্রির প্রধান কহিলেক জাম্ভুমান
কার্য্য সির্দ্ধি কর হনুমানে।
জর্ম্ম কথা সুনি সার বিক্রম বাড়ে আহ্মার
লম্পে গেলু লঙ্কার ভুবনে॥
বাইউতে করিয়া ভর উঠিলু গগন পর
পরিক্ষিতে আইল নাগিনি।
অন্তে অন্তে দুই জন সরিরু বাড়ে অনুক্ষন
সতেক জোজন পরিমানি॥
মুখের ভিতরে গেলু কর্ন্নপথে বাহের হৈলু
আহ্মা দেখি বলিলা বচন।

স্তুন বির হনুর্ম্মান রাক্ষসে পাইব অপজান
পরিক্ষিলু ইন্দ্রের কথন ॥
মৈনাক জাই সম্বাসি মিলিলা আসি রাক্ষসি
তবে তারে করিলু সংহার।
তবে লঙ্কা পরবেস চাহিলু সকল দেষ
উর্দ্দেস জে না পাইলু সিতার ॥
রাবনের ঘরে জাই আওয়াসে আওয়াসে চাহি
না পাইলু তোহ্মার বনিতা।
ইন্দ্রজিতের ঘরে গেলু আতকার গৃহ চাইলু
ঘরে ঘরে ফিরি চাইলু সিতা ॥
চিন্তাযুক্ত হইয়া প্রাচিরেত বসিয়া
একস্বর করিএ ক্রন্দন।
রাত্রি জাএ তিন প্রহর চিন্তি আহ্মি একস্বর
চলি গেলু অসোকের বন ॥
বৃক্ষের উপরে রৈলু খুদ্র কপিরূপ হৈলু
মনে কৈলু আইল দসানন।
হেন কালে দসানন মদনে মোহিত মন
দিয়টি ধরিছে নারিগন ॥
বসিলেক দসানন দিব্য এক সিংহাসন
চারি দিগে রমনি বেষ্টিত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ নানা বাদ্য বাহে
রাজা হৈল মদনে মুহিত ॥
দসাননে মনে হাসি আদেসিল রাক্ষসি
আন সিতা আহ্মার গোচর।
সিতাকে জে আনিয়া সমুখেত রাখিয়া
জিজ্ঞাসএ মধুর উর্ত্তর ॥
অনেক প্রকারে পুছএ লঙ্কেশ্বরে
তুহ্মি সিতা ভজহ আহ্মারে।
স্তুনি রাজার বচন সিতা হৈল ক্রোর্দ্ধ মন
স্তুন রাজা কহিএ তোহ্মারে ॥
রাজা হৈয়া কর চুরি হরি আন পরনারি
মর্ষ হৈয়া না কর বিচার।
পাপ মতি সর্ব্বক্ষন আহ্মা কর তাড়ন
রাম ছাড়ি গতি নাহি আর ॥
সিতার দড় বচন নৈরাষ হৈল রাবন
বিসম রাক্ষসি ডাকি আনে।
ঘরে গেল রাবন আদেসিয়া দাসিগন
রাক্ষসিএ মারএ পরানে ॥
সিতাএ করে ক্রন্দন হা হা রাম লক্ষ্মন
স্বামি জার ত্রিভুবনপতি।
নিত্য করে তাড়ন রাক্ষসের দাসিগন
সিতার জে দেখিলু দুর্গতি ॥
ত্রেন্ন বত না গনএ দাসি সবে জত কহে
সিতা ভাবে তোহ্মার জে আষ।
ফুলিয়া জে গ্রাম সার নিত্য বহে গঙ্গাধার
পাচালি রচিল কির্ত্তিবাষ ॥
(পৃ° ৩৫।১-৩৬।১)

হনুমান্ আনীত সীতার চূড়ামণি দর্শনে
শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ—
নাচাড়ী ॥

হাতে চুড়ামনি লৈয়া হা হা সিতা বুলিয়া
রঘুনাথ পড়িল ভুমিত।
একত্রে আছিলু দুই তোহ্মা বিধি নিল কই[১]
এ বুলিয়া হৈল মুহুশ্চিত ॥
কণ্টে হার না রাখিয়া দুই সরির একএ হৈয়া
এবে বিধি করিল অন্তর।
ধরা সিন্ধু অন্তর তুহ্মি রৈলা একস্বর
অনাথ হৈয়া কান্দ নিরন্তর ॥[২]
আএ পৃয়া সুবদনি মোর কণ্টহারমনি
মোরে তুহ্মি হৈলা অপ্রসন।
হা হা পৃয়া সিতা সতি তোহ্মার এত দুর্গতি
চারিভিতে মারে রাক্ষসগন ॥

১। কই—কোথায়।
২। মহানাটকের "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে" ইত্যাদি শ্লোক তুল°।

সোকাকুলে প্রান দহে মোর প্রান কেঙ্গে রহে
আর নি হইব দরসন।
কৈন্যা দানের কালে জনক রাজাএ বোলে
জত্নে সিতা করিবা পালন॥
কাপুরুস হাতে পড়ি মহাসোকে পুড়ি মরি
রাক্ষসেরে আনি দিলু ডালি;
সিতার মাথার মনি লৈয়া হৃদের উপরে থুইয়া
দুই ভাই কান্দএ আকুলি॥
রাম সোকাকুল মন সুগ্রিবে করে ক্রন্দন
সর্ব কপি লাগিল কান্দিতে।
কত ক্ষন গণ্ডোগল কপি সন্যে করে রোল
সব্দ গিয়া উঠিল স্বর্গেতে॥
ধয্যবন্ত লক্ষন সান্ত করে কপিগন
অকারনে করএ ক্রন্দন।
শ্রীরামেরে সান্ত কৈলা সুগ্রিবেরে বুঝাইলা
সান্ত কৈলা জত কপিগন॥
বার্ত্তা পাইয়া হরসিত চলিলেক ত্বরিত
বানরের নাহি ওর পার।
সুন্দরাকাণ্ডে অতি হিত কিত্তিবাস পণ্ডিত
রচিলেন্ত লাচাড়ি পয়ার॥
(পৃ° ৩৭।১-২)

শেষ,—

এক লম্ফে দুই [জন] উঠিল গগন।
সেহি লম্ফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভুবন॥
সুভক্ষনে দুই ভাই লঙ্কায় প্রবেস।
রামের পাছে পার হৈল কপি অবশেষ॥
চৌ(রা)সি হাজার রাজা বলবন্ত অতি।
পার হৈল লঙ্কাত জতেক সেনাপতি॥
জেই কুলে সিতাদেবি সেই কুলে রাম।
পর্ব্বত সিন্ধু অন্তর ছিল হৈল এক গ্রাম।
গৌড়মণ্ডলে বৈসে ফুলিয়া গ্রামে ঘর।
গঙ্গাকুলে বৈসে জল খাএ নিরন্তর॥
কিত্তিবাসে রচে গিত অয্যেষ্ঠের খণ্ড।
এতদুরে সমাপ্ত সুন্দরার জে কাণ্ট॥
ইতি সুন্দরাকাণ্ট সমাপ্ত॥ লিখিতংতে শ্রীসাহ মোহাম্মদ সুভমস্তু সকাব্দা ১৬৩১ তেরিখ ২৬ জিলকাজ মাহে ১৭ মাঘ॥

৫৩। রামায়ণ--সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ আকার, ১২ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১২, ১৭-৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৪২ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

মনে মনে চিন্তে বির গাছের উপর।
কোন উপাএ জাব আমি সিতার গোচর॥
বানর হয়্যা কহোঁ বানরের কথা।
মোর কথা না বুঝিলে হাসিবেন সিতা॥
বানর হআ কহোঁ জবে মনস্থের বানি।
রাক্ষস বলিআ ডরাইব সিতা ঠাকুরানি॥
নানা মূর্ত্তি ধরে দারুন নিসাচর।
বানরমূর্ত্তি ধরিয়া বেড়ায় লঙ্কেশ্বর॥
রামদুত লঙ্কাতে শুনিব রাবন।
আমার মরনে হব সিতার মরন॥
নেউটীয়া জাই জবে সিতা অদর্শনে।
সিতা দেবি মরিবেক রাক্ষসের তর্জ্জনে॥
কি বলিয়া সিতা দেবি করিমু সম্ভাসন।
সিতা অসম্ভাসে গেলে সিতার[১] মরন॥
আমার অপিক্ষায় আছে বানর সমুদ্রের তিরে।
সাহস করিয়া আইলাঙ লঙ্কার ভিতরে॥

১। 'রামের' হইবে।

জে হকু সে হঙ্‌ কহোঁ মনস্তের বানি।
আপনা আপুনি কহিব রামের অপূর্ব্ব কাহিনি॥

মধ্য,—

অহে বানর সুন মোর দুঃখের কাহিনি।
স্ত্রি হঅ্যা এত দুখ্খ কেহ না পায়ছে
জত দুর সঞ্চরে কোন পানি॥
সম্বর কারনে আইল রাজাগনে
কাহাকে না মজিল মোর মন।
উপজিয়া সুর্জ্যবংষে দুই ভাই বান করে
তথা আসি দিল দরসন॥
বিভাহের কৌতুক মহেষের ধনুক
নাড়িতে নারিল দসমুখে।
দেখিয়া কমলমুখ মোর মনে বড় সুখ
হেন রাম ভাঙ্গিল কার্ম্মকে॥
বিসম কঠোর ধনু রাম কমলতনু
মনে আমি চিন্তি নিরবধি।
রূপেতে মজিল মন ভাঙ্গিলেক সরাসন
বিভা কৈল রাম গুননিধি॥
পতিব্রতা নারি হঅ্যা স্বামির বাক্য লংঘিয়া
এখন চিন্তিএ মনে মনে।
পুরি হইতে বায্যাইতে না লয় প্রভুর চিত্তে
না রহিলাঙ প্রভুর বচনে॥
জনমে জনমে পুন্য আরাধিয়া রামচন্দ্র
তেঞি পাইনু হেন পতি।
কেমনে বলিব এথে রাক্ষসের ভয় পথে
কেনু আসিব রাক্ষস সংহতি॥
বিভা হইতে প্রভুর বাষে আছিলাঙ দস মাষে
চন্দ বৎসর বনবাস।
বিসম রাক্ষসের চেড়ি সদত মারএ বাড়ি
তাহে মোর নিত্য উপবাস॥

জনকনন্দিনি বিষ্ণুর ঘরনি
কপটে ভাঙ্গিল[১] নিসাচরে।
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দরগিত কির্ত্তিবাস পণ্ডিত
রচিল পোতার অনুসারে॥
(পৃ০ ৫।২-৬।১)

কান্দে সিতা করিয়া ব্যাকুলি।
রামের মহাদেবি হঅ্যা লোটাইএ ধুলি॥
সিতা কান্দে উভরায় কেহ নাঞি পাতিআয়
চারিভিতে রাক্ষসগন।
লক্ষ্নের বচন স্মরি কান্দে সিতা সুন্দরি
বের্থ নহে দেয়রের বচন॥
প্রভু রহিলা সিন্ধু পার দেখা না হইল আর
না দেখিলাঙ কৌসল্যা সাসুড়ি।
সুর্জ্য বংসের বহুআরি আছে তারা ঘরাঘরি
অভাগিনি হইল দেসান্তরি॥
সুন্দর বদন না কৈল নিরক্ষন
না সেবিলু প্রভুর চরন।
প্রভুর মধুর কথা আর না সুনিব সিতা
আজি নিশ্চয় সিতার মরন॥
সিতার ক্রন্দনে কান্দে পবননন্দনে
রাম বলি ছাড়এ নিশ্বাস।
সরস্মতির চরন সিরে থুঅ্যা অনক্ষন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥ (পৃ০ ৭।১)

৯।২-১০।১ পত্রে হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যানটি পাওয়া যায়; উহা বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক।

কমললোচন করি নিবেদন
জেমন পর্ব্বত লঙ্কা।
দুর্জ্জয় রাক্ষষে কৈলাঙ বিনাসে
কাহারে না কৈলাঙ সঙ্কা॥

১। 'ভাঙিল' হইবে।

সাগর তরিল . সেনাপতি মাইল
প্রাচিরে কৈলাঙ প্রবেসে।
সুদ্ধ কাঞ্চন ঘর পোড়াইলাঙ বিস্তর
সম্পদে সে কোটী রাক্ষসে॥
হাথে মোর ধরি কান্দে দসগিরি
সুন হে রঘুর নন্দনে।
আপন বিক্রম কথা কহিতে উচিত নহে
সঙ্গে না ছিল অন্য জনে॥
এই পোতার সার রামায়ন অবতার
সুনিসে বাড়এ অভিলাস।
জেই জন সুনে ভনে বর দেন নারায়নে
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥
(পৃ° ২৪।১-২)

৫৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান মেদিনীপুর।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেলা দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া গুনিলা প্রমাদ॥
দিগবিদি[গ] নাঞি জানি আকাসমণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল॥
জলজন্তু কল্লোল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনের ছায়া জেন দৈব দাপুনি॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের জল দেখি উড়িল পরান॥
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস।
মহাবির অঙ্গদ কটকে দিছেন আস্বাস॥
বিসাদে বিক্রম টুটে বিসাদে সে মার।
বিসাদে বিক্রম কৈলে সর্ব্বত্রেতে তরি॥
দেব দানবের পুত্র তোমরা দেব অবতার।
কোন কার্য্যে গন জে সাগরে হব পার॥
সুখে আহার কর সভে নিদ্রায় দেহ মন।
প্রভাতে করিহ সভে সাগর তরন॥

মধ্য,—

পঠমঞ্জরী॥

পবন তোমার বাপ ইন্দ্র সম পরতাপ
বলে তুমী বাপের সমান।
তুমি যদি কর মন হেলে জিন ত্রিভুবন
ডিঞাইবে সতেক যোজন॥
হনুমান কেন নাঞি কর রাজকাজে।
জ্ঞাতি জনে নহে সুখী লোকে জবে নাহি দেখি
কি করিব বিক্রম তেজে॥
সুগ্রিব বানররাজে নিশ্চিন্দ তোমার কাজে
প্রধান তুমী পবননন্দন।
তুমি বির অবতার বানরের নিস্তার
কিসে গনি শতেক যোজন॥
পৃথিবিতে মহাবির উত্তম পুণ্য শরীর
আরেতাতে বিচারে পণ্ডিত।
কর তুমী সাহস ভুবনে থাকুক যস
রাম লক্ষনের কর হিত॥
জাম্বোবানের সুনি বোল বানরের উত্তরোল
হনুমান হইলা হরিসে।
হনুমান কৈল সাহসে নাচে বানর আউদড় কেসে
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাসে॥ (পৃ° ৬।২)

হনুমানের আম্র-ভক্ষণ লঙ্কা দগ্ধের পর বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রাম্য কৌতুকের একটু নমুনা আছে। (পৃ° ৪১।১)

কানড় রাগ ॥

পুর্ব্ব জন্মের ফলে তোমা হেন ভৃত্যু মিলে
ধন্য ধন্য বির হনুমান।
তিন দিগের বানর আল্য বার্থ গমন হৈল
তুমি বাপু রাখিলে পরান ॥
তোমার মহিমাগুন ত্রিভুবনে অনুপাম
একমুখে কহিতে না পারি।
অলংঘ্য সাগর তরি দহিলে রাক্ষষপুরি
যস থুইলে ত্রিভুবন ভরি ॥
অলংঘ্য সাগর নির অতি গহন গম্ভির
তথা লঙ্কা স্থনিয়ে কাহিনি।
পর্ব্বতপ্রমান ঢেউ দেখিলে উড়য়ে জিউ
দিগবিদিগ নিশ্চয় না জানি ॥
জলজন্তু দুরাচার কুম্ভির মগর আর
স্থনিলে চমতকার লাগে মনে।
দেবাস্থর নাঞি গতি কেমতে তরিলে তথী
কহ বাপু সকল কথনে ॥
সর্ব্ব ভোগ কৈলে নাস জিবনে নাঞিক আস
হা সিতা স্মরি দিবারাতি।
এ সকল সংসার জেন দেখি অন্ধকার
না দেখিয়া সীতা রূপবতি ॥
ফল মুল নাহি বাসে প্রান পোড়ে রাতি দিসে
কহ বাপু সকল কথনে।
পবননন্দন কয়ে শ্রীরামের মনে লয়ে
কীর্ত্তিবাস রচিলা অনুমানে ॥

(পৃ° ৫৩।২-২)

শেষ,—

স্থন জানকী রঘুপতি জলনিধিতীর ॥ *
দুরে ছিলা নিকটে আইলা রঘুমনি।
সরমার মুখে সীতা স্থনিল কাহিনি ॥
হরসীতে সীতা দেবি হরিলা চেতন।
সীতাকে সরমা বলে প্রবোধ বচন ॥
চেতন হরিলে কেন জনকনন্দিনি।
লঙ্কাকে আইলা রাম রঘুকুলমনি ॥
ভৃঙ্গারের জলে সীতায় করাল্য চেতন।
হেন কালে রামজয় করিল বানরগন ॥
আর দুস্খ নাঞি তোমার দুস্খ অবসান।
দিনা দুই চারি বই যাইবে প্রভুর স্থান ॥
প্রবোধ হইলা সীতা সরমার বচনে।
হরিসে আছেন সীতা অসোককাননে ॥
রাম জয় করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
স্থনিঞা রাক্ষস সব গুনিল প্রমাদ ॥
স্থন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।
গিতছন্দে রামায়ন করিলা প্রকাসে ॥
কীর্ত্তিবাসের কণ্ঠে সরস্বতি অধিষ্ঠান।
গাইল স্থন্দরাকাণ্ড অমৃত সমান ॥
কীর্ত্তিবাষ পণ্ডিত রাজসভায় পুজিত।[১]
জাহার প্রসাদে স্থনি রামায়ন গীত ॥

ইতি স্থন্দরাকাণ্ড সমাপ্তং ॥ লিখিতং শ্রীকুড়ারাম দাস চন্দ। সাং হাজীপুর ॥ পঠনার্থে শ্রীগোকুলানন্দ দাস ঘোষ॥ সাকীম উদয়গঞ্জ তপে বরদা সরকার মন্দারন সন ১১৭৩ সাল তারিখ ১৮ বৈসাখ রোজ মঙ্গলবার জথা দৃষ্টং ইত্যাদি।

৫৫ রামায়ণ—স্থন্দরাকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি—পত্রসংখ্যা, ২-৭৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল,

১। ১৪।২ পত্রেও এই পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়।

সন ১১৭৭ সাল। অসম্পূর্ণ। হরফের ছাঁদ মধ্য,—

লাচাড়ি ॥ ধানশ্রীরাগ ॥

নিদ্রা জায় দসানন গায়ে নানা অবরন
দস মুণ্ডে দস মনি জলে।
সুগন্ধি নপুর ধলি (?) পাতিআ নেতের তুলি
নিদ্রা যায় স্ত্রি লৈআ কুলে ॥ ১ ॥
মুকুটমণ্ডিত মাথে কুণ্ডল লাগিছে তাতে
কুণ্ডল সুভিছে কুড়ি কর্ন্নে।
অঞ্জন সিখর প্রায় মৃগমদ কস্তুরি গায়
সরির ভরিছে কৃষ্ণ বর্ন্নে ॥ ২॥
প্রচণ্ড শ্রীখণ্ড গায় সজ্যা সুখে নিদ্রা জায়
দস হাজার রমনি সহিতে।
ত্রৈলোক্যের বিদ্যাধরি আনিআ ভরিছে পুরি
জেন দেখি পোদ্ম বিকসিতে ॥ ৩ ॥
সর্গের বিদ্যাধরি গন্ধর্ব্ব অপৎছরি
নাগকৈন্যা জক্ষিনি কিন্নরি।
রাক্ষস দানব জাতি পরম সুন্দর অতি
রাবনে আনিছে সব হরি ॥ ৪ ॥
সৃঙ্গার অমুদ রঙ্গে নিদ্রা জায় স্বামি সঙ্গে
রাবনের ভুজ দিআ সিরে।
এক ভুজে দস নারি মুখ সুভে সারি সারি
মধুপানে বিভুল সরিরে ॥ ৫ ॥
পাটেশ্বরি মন্দধরি নানা অবরন পৈহি
সয়ন করিছে রাজার সুকে[১]।
ভুবন দুর্ল্লব সার জেন লক্ষি অবতার
নাসিকা লাগাইআ আছে মুখে ॥ ৬ ॥
তারে দেখি হনুমান অস্থির হৈল প্রান
মনেত পাইল বড় চিন্তা।
এত দুর কেনে আইলু এত শ্রম কেনে পাইলু
রাবনরে ভজিল দেখি সিতা ॥ ৭ ॥

এত বিপরিত কেনে আচর্য্য দেখি যেমনে
অগ্নি পানি কেনে এথা জলে।
বৃক্ষে কেনে ধরে ফল পৃথিবি কেনে না হয় তল
হেন বিপরিত কেনে ফলে ॥ ৮ ॥
বিস্তর চিন্তিআ বির পাছে মন কৈল স্থির
এ বুল না হৈব কদাচিত্ত।
হেন বুঝি মন্দধরি তার মৈক্ষ পাটেশ্বরি
গায় কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥ ৯ ॥

(পৃ° ১৫।২-১৬।২)

লাচাড়ি ॥

তুমি রাজা দুরাচার পবিষ্ঠ রাক্ষস ছার
অধম জানতে উত্তপতি।
শ্রীরাম অবতার রাক্ষস বধিবার
নারাঅন দেব লক্ষিপতি ॥ ১ ॥
করিলে বিস্তর পাপ স্থানে স্থানে পাইলে তাপ
তারে ভুঞ্জি নাহি তার ফল।
তপ করি পাইলে দুঃখ পাইলে তাহার সুক
সবংস্বে জাইবে রসাতল ॥ ২ ॥
আমারে লঙ্গিতে চাহ সবংস্বে হৈবে নাস
মজাইবে সকল সম্পদ।
দস জন ছয় নারি মজাইলে লঙ্কাপুরি
দর্প না বুঝ মুগদ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মা তরে দিলা বর তবে হৈলে লঙ্কেশ্বর
মদগর্ব্বে কর অনাচার।
নন্দি নামে সিবের দ্বারি তারে উপহাস্য করি
তার পাছে হৈলে সংহার ॥ ৪॥
আমি শ্রীরামের রামা হরের পার্ব্বতি সমা
রাম পরে অন্য নাহি মনু।
আমারে করিলে চুরি লৈআ আইলে লঙ্কাপুরি
না জানিলা শ্রীরামলক্ষন ॥ ৫ ॥
জদি চাহ আপনা হিত রামচন্দ্র কর প্রিত
আমারে পাঠাইআ দেহ তথা।

১। 'বুকে' হইবে বোধ হয়।

যেন হেতু না ভাব মনে রামের বিসম বানে
সঘনে কাটিব তর মাথা ॥ ৬ ॥
আমারে দেখায় লোভ আচম্বিত পাইবে স্থগ
এক গুনে নহে প্রভু সম।
সুন্দরে সুন্দর বর দুসরে কুসমসর
রনে প্রভু অজয় বিক্রম ॥ ৭ ॥
পাসরিলে সর্ব্ব কথা আমার বাপের তথা
রাজচক্র মনের কৌতুক।
মর সয়ম্বর কালে মরি গেলে অপমানে
না পারিলে লাড়িতে ধনুক ॥৮॥
হেন ধনু প্রভু রামে তুমি লইলা ভুজ বামে
হেলাএ দিলা তাতে গুন।
ইঙ্গিতে মারিলা টান ভাঙ্গি হৈল দুইখান
তুমি বুঝ কতেক নিপুন ॥ ৯ ॥
হেন জনের স্ত্রি আনি আর বোল দুষ্ট বানি
আপন জিবনে লাগে চলি।
প্রভু বিষ্ণু অবতার সাগর হৈবা পার
দস মুণ্ড কাটি দিবা বলি ॥ ১০ ॥
এত সুনি দুরাক্ষর ক্রোধে কাপে লঙ্কেসর
সিতা তেজিল মৃত্যু ভয়।
নারি সবে কানাকানি হাসে মন্দোধরি নারি
কিত্তিবাস পণ্ডিতে কহয় ॥ ১১॥

(পৃ° ২১১২-২১১)

সুন্দরাকাণ্ডের এই পুথিখানিতে দশটি ত্রিপদীর পদ আছে। কৃত্তিবাসী সুন্দরাকাণ্ডের কোন পুথিতে এতগুলি ত্রিপদী দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

শেষ,—

পয়ার ছন্দ ॥

আগে জায় বিভিসন লৈয়া পঞ্চ জন।
বিস্ময় করয়ে রাম দেখি বানরগন ॥
তার পাছে চলিলেক নল বানর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুবল ॥
তার পাছে লড়িল মৈন্দ সেনাপতি।
এগার কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দিবিধ বানর লড়ে তার সহদর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুবল ॥
ত্রিস কোটি বানর লৈআ নিল সেনাপতি।
একাদস কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দস কটি বানর লৈআ কুমুদ জুদ্ধাপতি।
নৈ কটি বানর লৈআ চলে সিগ্রগতি ॥
এগার কটি বানর লৈআ গয় সেনাপতি।
দস কটি বানর লৈআ চলে গুবাক্ষ সংহতি ॥
পঞ্চদস কটি বানর লৈআ ধুম্রাক্ষ কর্কগন।
দুই কটি বানর লৈআ চলিলা পবন ॥
সত কটি বানর লৈআ চলে সতাবলি।
বিস কটি বানর লৈআ চলিল কেসরি ॥
ছত্রিশ কটি বানর লৈআ চলে ইন্দ্রজান।
ইত্যাদি ইত্যাদি।
তার পাছে অঙ্গদ চলে বালির কুঙর।
তার পাছে রাম লক্ষন সুগৃব বানর ॥
পার হৈআ রঘুনাতে প্রসংসে নল নিল।
ধন্য বিস্বকর্ম্মার পুত্রে সাগর বান্ধিল ॥
পার হৈলা রামচন্দ্র সুন্দ সমুচ্চায়।
সর্ব্ব সুক্তে মিলিআ করএ জয় জয় ॥
জয় জয় সব্দ হৈল সগর্গ ভুবন।
রামের উপর পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন ॥
সর্গ্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগন।
অখনে দেবের বৈরি হৈব মরন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এই হনে সমাপ্ত হৈল সুন্দরকাণ্ট ॥
ইতি সুন্দর কাণ্ট সমাপ্ত ॥

৫৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।
রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৫ সাল। অসম্পূর্ণ।

মোর বাপের মুর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এক লাফে চড়িলা বাপু হাথির উপর।
দুই চক্ষু খোদে তার নখের আঁচড়ে।
দুই হাথে তার দুই দন্ত উপাড়ে॥
তার দন্ত উপাড়িআ তার পেটে দিল দাঁত।
দাঁতের ঘায়ে হাথির বাহির হৈল্য আঁত॥
হাথি মারি বাপু গেলা মুনির সমাঝ।
মুনি সব বলেন হাথি মাল্য বানররাজ॥
জে হাথি আসিআ মুনি সব মারি।
হেন হাথি মারিলেক বানর কেসরি॥
আপনার সুখে তপস্যা কর মুনিগন।
এক বানর রাখিল সকল মুনিগন॥
এতেক সুনিআ মুনির হরসিত মন।
বর মাগ বানররাজ সুনহ বচন॥
কেসরি বলিল জদি বর দিবে মোরে।
ত্রিভুবন বিজয় হব আমার কুঙরে॥
মুনি বলে কেসরি তোমারে দিলাম বর।
সংসার বিজয় হব তোমার কুঙর॥
বর পাগ্যা মোর বাপ হৈল্য নমস্কার।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা জথা পরিবার॥
অঞ্জনা বানরি জর্ম্মিলা বানরকুলে।
জত কিছ বল মোর মনে নাহি লয়ে॥
অঙ্গদের তরে দিব অভরন দান।
সুগ্রিবের তরে ঘুচাব অভিমান॥
অন্তরিক্ষে জাব পবনে করি ভর।
এক লাফে পড়িব গিআ লঙ্কার ভিতর॥

'জত কিছু বল মোর মনে নাহি লয়ে' পঙ্‌ক্তিটি লিপিকরের মনে হয়। সম্ভবতঃ হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার ভাল লাগে নাই। এইখানে খানিকটা ছাড় হইয়াছে :

মধ্য,—

করুনা লাচাড়ি॥

পাচিরে চড়িল হনু জিনিঞা ত রন।
পুত্রসোকে অচেতন রাজা দসানন॥
অচেতন রাবন রাজা হারাইল ছন্ন[১] মতি।
কোপে কুড়ি আঁখি রাজার লোহেতে বেষ্টিতি॥
ইন্দ্র জিনিতে পারে পুন জম ধরিআ আনে।
হেন পুত্র পড়িআ গেল বানর বেটার রনে॥
অক্ষয় করিআ তারে ডাকে লঙ্কেশ্বর।
কোথা আছ পুত্র কেন না দেও উর্ত্তর॥
আমার সংহতি পুত্র আগুআন রনে।
তোমা সংহতি করিআ আমি জিনিলাঙ দেবগনে॥
ইন্দ্রজিত গোসর তুমি জানে তিন লোকে।
পরলোক গেলে পুত্র আমা দিআ সোকে॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হিআ নহে পাসরন।
কুড়ি চক্ষুর লোহে রাজার তিতিল বসন॥
সচেতন হৈআ রাজা সভারে নিহালে।
পঞ্চ পাত্র কম্পিত জত আছে সভাতলে॥
ধিক জাউক বৃথা নাম ধরি লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কা আসি মজাইল একটা বানর॥
রাজারে না রা কাড়ে কোন পাত্রগন।
মেঘনাদ বলিআ রাজা ডাকিল রাবন॥
মেঘনাদ বলিআ রাজা চাহে চতুর্দ্দিগে।
জোড়হাথে সমুখে দাণ্ডাইল ইন্দ্রজিতে॥

১। 'ছন্ন' শব্দটি বেশী আছে।

আইস্ত আইস্ত বাপু বলিআ ডাকে লঙ্কেশ্বর।
নিচ্চিন্তে আছ তোমার ভাইকে মারিলেক বানর॥
বাপের দুলাল তুমি কুমার মেঘনাদ।
সহোদর মরনে তোমার না দেখো বিসাদ॥
দেবগন জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত।
ইন্দ্র বন্দি করি তোমার নাম ইন্দ্রজিত॥
হাথে ধরিআ রাবন পুত্র করি কোলে।
কোলে পুত্র করিআ তিতিল আঁখির জলে॥
বিলম্ব না কর বাপু লড় হে সত্তর।
বানর বান্দিআ আন আমার গোচর॥
উঠিআ ইন্দ্রজিত বাপের বন্দিআ চরন।
রথখান সারথি জোগাএ ততক্ষন॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইআ দিল সুন্দর কাহিনি।
ইন্দ্রজিত চলিল বাপকে করিআ মেলানি॥

(পৃ০ ১৯।২-২০।০)

পুথির শেষের দিকের লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৫৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩১ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

চারি কাণ্টে গাইয়া গিত রামায়ন ভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ট সুনিতে সুন্দর॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উর্দ্ধর।
কটক লইয়া অঙ্গদ গেলেন দক্ষিন সাগর॥
লম্ফ দম্ফ বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ।
সমুদ্রের জল দেখি গুনিছে প্রমাদ॥
দিগ দিগ নাহি জ্ঞান আকাস মণ্ডলে।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জলে॥
জলজন্তু ভয়ঙ্কর সুনি দেখি লাগে ডর।
মেঘের হিল্লোল জিনি গর্জ্জিছে সাগর॥
জলজন্তু দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া বানরগন লাগে চমৎকার॥
সাগরের কুলে নিসি বঞ্চে সর্ব্বজন।
পর্ব্বতের ফল ফুল করিল ভোজন॥
ফল ফুল খায়্যা বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সুখে নিদ্রা জায় সভে ঘুচিল বিসাদ॥
হেন মতে নিসি গেল হইল প্রভাত।
উর্দ্ধহাথে বানরগন ডাকে রঘুনাথ॥
সারি দিয়া যোড়হস্তে জত বানরগন।
অঙ্গদে প্রনাম করে এই সর্ব্বজন॥
সারি দিয়া রহে বানর অঙ্গদের আগে।
অঙ্গদ বলেন সুন জত বিরভাগে॥
সিতার উর্দ্ধার হেতু সুগ্রিব আদেসে।
চারিদিগে গেল দুত চলি এক মাসে॥
মাসেক নিয়ম নিয়ম গেল বিরগন।
মাসেক উর্দ্ধেক হইলে সংসয় জিবন॥
খুজিতে দক্ষিন দেশ মোর অঙ্গিকার।
লঙ্কায় খুজিতে হবে সাগরের পার॥
সাগর লঙ্ঘিতে শক্তি ধরে জেই জন।
বিদায় হইয়া শীঘ্র করহ গমন॥
আসি সুর্জ্জ্য হেন তেজ জেই বির ধরে।
ইন্দ্রের হাথের বজ্র পারে আনিবারে॥
চন্দ্রের সিতল রস জেই খাইতে পারে।
ব্রহ্মার হাথের বেদ পারে আনিবারে॥
এত কর্ম্ম করিবারে জাহার শকতি।
লঙ্কাপুরি যাইবেক সেই ব্যাকতি

সেই বির সুগ্রিবেরে সত্যে করিবে পার।
সেই বির শ্রীরামেরে[১] করিবেন উর্দ্ধার॥
তাহার প্রসাদে সভে হই সুখি।
তাহার প্রসাদে স্ত্রি পুত্রের মুখ দেখি॥

মধ্য,—

তত্তোক্ষনে দেবগন সভে আনন্দিত মোন
হনুমানে ধরি দেয় কোল।
অলঙ্ঘ সাগরে পার তোমা বিনে কেবা আর
জাইতে পারে হেন লয় মন॥
সুগন্ধি কুসুমমালে গাঁথি দিল হনুর গলে
প্রধান রামের জতো জন।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রামনাম করাহ শ্রবন॥
রামনাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পিথিবি ভাসেন জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার॥
পর্ব্বতে সহিবে ভার পাতালে সিকড় জার
উহাতে উঠিয়া দিব লাফ।
রামনামের ধ্বনি সিংহনাদ শব্দ সুনি
উঠে সবে হইয়া এক চাপ॥
সর্গেতে দুন্দুবি ধ্বনি আনন্দিত সুর মুনি
কৌতুকে দেখিতে আগুসার।
পাতালেতে নাগগন সভে স্ববির্ষয় মন
গন্ধর্ব্ব অসুর চমৎকার॥
হনুমান মহাবির পর্ব্বত উপরে থির
শরির বাড়ায় ততক্ষন।
দিঘেতে জোজন শত হইল পর্ব্বত মত
প্রস্তে আড়ে এগার জোজন॥
পঞ্চাষ জোজন লেজ বাউপুত্র ধরে তেজ
সিংহনাদে ত্রিভুবন কাঁপে।
উর্দ্ধে লেজ সারি কান উঠ্‌ঠ বির হনুমান
দক্ষিন মুখে এক লাফে॥
মুখে বলে রাম নাম পবননন্দন ধাম
বাউ ভরে সর্গের উপর।
ক্ষিতি টলমল করে বাসুকি কাপয়ে ডরে
টল টল করয়ে সাগর॥
অঙ্গদ আদি জাম্বুবান একাদেষ্টি সভে চান
বাউ জিনি ধায় মহাবিরে।
দেখি আনন্দিত মন সকল বানরগন
বৈসে সভা সাগরের তিরে॥
কির্ত্তিবাস রটে গান চলে বির হনুমান
আ[কা]সের নক্ষত্র জেমন।
প্রলয় জলদিজলে হনুমান মহাবলে
রাম রাম করএ শ্রবন[১]॥

(পৃ০ ৬৮২-৭১১)

হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যান অংশে ৫৩ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

লঙ্কার রাজদরবারে হনুমানের পরিচয়,—

রাবন নিকটে গেল পবননন্দন।
রাজা পাছ করিয়া বির বসিল তথন॥
রাবন বলে বানরজাতি বেড়ায় বনে ডালে।
রাজসভায় বানর বসেছে কোন কালে॥
প্রহস্ত বলে বানরা রে তুই কোন জন।
রাজা পাছু করিয়া বসিলি কি কারন॥
হনুমান বলে রাজা নাম কোন জন ধরে।
শ্রীরাম রাজা প্রিথিবির অজধ্যানগরে॥
প্রহস্ত বলে বানরা তুই কাহার অনুচর।
কাহার বোলে আইলি হেথা লঙ্কার ভিতর॥
হনুমান বলে তোকে কি দিব পরিচয়।
তোর রাবন রাজা সেই কোথা রয়॥

১। 'সীতারে' হইবে।

১। 'স্মরণ' হইবে বোধ হয়।

দড়ি ধরিয়া প্রহস্ত ফেরায় হনুমানে।
ফিরিয়া দেখ হনুমান রাজা দসাননে॥
রাবনের পানে চাহিয়া হনুমান বলে।
তুঞি রাবন রাজা দেখেচি কোন কালে॥
ইন্দ্রের নন্দন ছিল বানরের রাজা বালি।
একবার দেখেআছি তাহার কক্ষতলি॥
আর বার দেখিআছি য়জুনের ঘরে।
হাথে গলায় বান্ধিয়া থুইল ঘোড়াসালে॥
পৌলস্ত মুনি আসিয়া ঘুচাইল বন্ধন।
আর বার দেখিআছি বলি রাজার ভুবন॥
সেইরূপ দেখি তোরে করি অনুমান।
দস মুণ্ড কুড়ি আখি হাথ কুড়িথান।
হাসিতে লাগিল রাবন হনুমানের বচনে।
হনুমানেরে জিজ্ঞাসা করেন দসাননে॥
কাহার বোলে আইলি তুঞি রাক্ষষের দেসে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কেবা পাঠায় মানুসে॥
স্বরূপেতে জদি বল্লিষ তবে ঘুচাইব বন্ধন।
মিথ্যা জদি বলিস তোর বধিব জিবন॥
হনুমান বলে মোরে পাঠাইল মানুসে।
তার বোলে লঙ্কায় আমি করিলাম প্রবেসে॥
(পৃ° ৩০।১-২)

অন্ত,—

পার হইয়া চলিল রাম সহিতে লক্ষন।
পশ্চাতে সুগ্রিব রাজা রাক্ষস বিভিসন॥
ডাহিনদিগের পাছু চলে মন্ত্রি জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলে বির হনুমান॥
চলিল অঙ্গদ বির লইয়া সেনাগন।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের বরন॥
রাম জয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
সুনিঞা রাক্ষসগন গুনিছে প্রমাদ॥
রাবনেরে কহে গিয়া জত নিসাচর।
আইল শ্রীরাম পার হইয়া সাগর॥
সুনিয়া রাবন রাজা চারি ভিতে চায়।
ভস্বলোচন দেখি রাজা ডাকিল তাহায়॥
শ্রীরাম আইসে লঙ্কায় বানর লইয়া।
সবগুলা ভস্মস্ত করে দেহো উড়াইয়া॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্তর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর॥
চর্ম্মে ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গালের উপরে রথ লাগিল আসিয়া॥
বিভিসন বলে প্রভু করি নিবেদন।
জুঝিবারে আইল বির ভস্বলোচন॥
শ্রীরাম বলে মিতা কি হবে উপায়।
কেমনে বানরগন ইথে রক্ষা পায়॥
এতো সুনি বলিলেক রাক্ষস বিভিসন।
ধনুকের গুনে তুমি জোড়হ দর্পন॥
দর্পনে দেখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ছাই দেখহ কৌতুক॥
এতো সুনি রঘুনাথ আনন্দিত মোন।
ব্রহ্ম অস্ত্রে কুটি কুটি শ্রজিলে দর্পন॥
রথ সাগুলিয়া তার রহিল দর্পনে।
ঘুচাইয়া চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে॥
আপনার মুখ দেখে দর্পন ভিতর।
ভস্ব হয়া উড়ে গেল সেই নিশাচর॥
দেখিয়া রাক্ষসগন মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রনে শ্রীরামের জয়॥
পার হইয়া লঙ্কায় উঠিলা নারায়ন।
রাম জয় বলিয়া ডাকে জত বানরগন॥
দুরে ছিলান সিতা দেবি দুরে ছিলান রাম।
দুই জনে আসিয়া হইল এক স্থান॥
পোহাইতে আছে জখন রাত্রি প্রহর ডেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরি কৈল বেড়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত্ব বিচক্ষন।
সুন্দরাতে সুন্দর গিত করিল রচন॥

এই পঞ্চম সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাপ্ত।
তার পরে লঙ্কাকাণ্ড হইবে আরব্ধ॥

বলা বাহুল্য, শেষের দুই পঙ্‌ক্তি লিপিকরের।

৫৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫৪ × ৫২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ, কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

আদি,—

চারিকাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জণ গর্জ্জণ করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবেরাত্রি হইল অবসান॥
প্রত্যুষে সকল বানর ভাবি মনে মন।
অঙ্গদের নিকট সব করিল গমন॥
অঙ্গদ বলেন শুন সকল সেনাপতি।
অত[ঃ]পর আমাদের হইল এই গতি॥
দৈবে নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না জায় খণ্ডন।
কোন বীর ঘুচাইবে এসব জাতন॥
ব্রহ্মার হস্তের অমৃত আনিবে।
বজ্রধারি হৈতে বজ্র কাড়িয়া লইবে॥
যম হৈতে যমদণ্ড লইতে জে পারে।
সে জন জাইতে পারে সাগরের পারে॥
সীতার বার্ত্তা আনি কে করিবে সব সুখী
তাহার প্রসাদে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখি॥

মধ্য,—

রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত।
বানর বান্ধি পিতার নিকট পাঠায় তুরিত॥
এতেক বলিয়ে বীর গেল আগুয়ান।
দুই লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান॥
কোপে তোলপাড় করে হনুর চারিভিতে।
চল্লিস জোজন বীর হইল আচাম্বতে॥
দুই লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি পাড়ে।
চল্লিস জোজন বীর তিলে নাহি নড়ে॥
হনুমানের মুর্ত্তি দেখি রাক্ষসের ত্রাস।
রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনুমানের হাস॥
রক্তচক্ষু করিয়ে রাক্ষস পানে চায়।
পলায় রাক্ষস সব তুলা জেন বায়॥
হনুমান বলে শুন জত নিসাচর।
সকল রাক্ষস তোরা আমায় কান্ধে কর॥
জর জর হয়েছি আমি ইন্দ্রজীতের বাণে।
কান্ধে করি লয়ে চল রাবণ বিদ্যমানে॥
রাক্ষস বল জাইতে বল তোমার গোচর।
এক চাপড়ে পাঠাও পাছে যমের ঘর॥
হনু বলে এখন না মারিব সবাকারে।
বুঝাইতে জাই কেবল রাবণ বর্ব্বরে॥
এই সত্য আমার ভাই সভার গোচরে।
দোহাই শ্রীরামের জদি এখন মারি তোরে॥
তবে জদি আমার কথা না শুনে রাবন।
তখন তোমাদের আমি বধীব জিবন॥
এত শুনি কাছে গেল জত নিসাচরে।
বাঁসেতে বান্ধিয়ে নিল কান্ধের উপরে॥

দুই লক্ষ রাক্ষসেতে কান্ধে করি নিল।
সাজিতে বসিয়ে বীর আনন্দে চলিল॥
জাইতে জাইতে বির দিতেছে দাবড়ি।
ধীরে ধীরে চলে জেন টলিয়ে না পড়ি॥
মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয়ে দিল কান্ধের উপরে॥
রাক্ষস বলে দেখ দেখ দেবতা বুঝি বর্ষে।
হনু বলে দেবতা নয় মুতেছী ভাই ত্রাসে॥
আছাড়িয়ে হনুমানে ফেলিল তথায়ই।
হনু বলে আমায় আর কেন মার ভাই॥

(পৃ০ ২৪।২-২৫।১)

দুই লক্ষ্য রাক্ষসে ধরিল হনুমানে।
গড়ের বাহির লয়ে চলিল তখনে॥
পুরের জতেক নারি ধায়িল তখনে।
কেমন বানর গিয়ে দেখিব নয়নে॥
লেজে অগ্নি দিয়ে গলায় দিল ডোরি।
আগেপাছে হনুমানের চলে সারি সারি॥
লঙ্কাপুরেতে তবে চলে গলি গলি।
হনুমানে দেখি নারি দেয় হুলাহুলী॥
হাসি হাসি হনুমানে বলে নারিগন।
চন্দন মালায় কিবে হয়েছে ভুসন॥
হনুমান বলে ইহা নাহি জান নারী।
রাবনের কন্যা আছে পরমসুন্দরি॥
কুলিন ভাবিয়ে বিভা দিবে তো আমারে।
বিভা নাহি করি তেঞি বান্ধে আমা তরে॥
এই দেখ বরমালা দিয়াছে আমারে।
ইন্দ্রজীত শালক আমার হইল তাত পরে॥
এত শুনি হাসি বলে জত নারিগন।
ঠাকুরজামাই হইলে নাচ ত এখন॥
হনু বলে দণ্ড চারি থাক সর্ব্বজন।
নানামত প্রকারে দেখাব নাচন॥
ধুলা কর্দ্দম দেয় হনুর শরীরে।
হাসিতে লাগিল বীর পবনকুমারে॥
গলি গলি লয়ে ফিরে চাতরে চাতরে।
ধায়ে চেড়ি বার্ত্তা কহে সীতার গোচরে॥
জে বানরের সঙ্গে তুমি কহিলো তো বানি।
লেজে অগ্নি দিয়ে তারে করে টানাটানি॥
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মরণ হেন গুণে।
অগ্নি জালিয়ে পূজেন বিবিধ বিধানে॥
পিতৃকুলে সশুরকুলে জেবা হৈলেন রাজা।
ঘৃত দুগ্ধ দিয়ে তোমায় সবে কৈলেন পূজা॥
সকল ছাড়িয়ে রাম হইলেন ভিখারি।
ভিকারিণী হৈলাম আমি হয়ে রামের নারি॥
একমনে বাক্যে আমি জদি হই সতি।
তোমার ঠাঞি বানর আমার পাবে অব[া]হতি॥
এতেক বলিয়ে সীতা করেন ক্রন্দন।
ডাক দিয়ে সীতাকে বলেন দেবগন॥
ডাক দিয়ে বলেন ব্রহ্মা দেবি শিতা।
হনুমানের কারন তুমি না করিহ চিন্তা॥
হনুমানের কারন তুমি না করিবে শঙ্কা।
এখনি পোড়াবে হনু কনক পুরি লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম জত দেবগন।
হরিস বিশাদ তুমি হও কি কারন॥
ক্রন্দন সম্বরেন সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
সুন্দরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কৃত্তবাসে॥

উদ্ধৃত অংশে গ্রাম্য কৌতুকের অবতারণা আছে।

অন্তে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীপূজা বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধের পূর্ব্বে দেবীর অকাল-বোধন-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

৫৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২/১ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—

কিষ্কিন্ধা হইতে জাত্রা করিলেন রাম।
মাল্যবানেতে থানা দিল দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
রহিল বানরগন পর্ব্ব [ত] ঘেরিয়া।
বিরদর্পে বুলে বানর রাম নাম লইয়া॥
লাঙ্গুড় ঠেকিল সব গগন উপর।
কেসরি গর্জ্জিয়া জেন [illegible]রে বানর॥
হেথা মৃগচর্ম্মে বসি কৌসল্যানন্দন।
বাম দিগে জাম্বুবান দক্ষিনে লক্ষন॥
করযোড়ে যুগ্রিব দাণ্ডায়া বামভাগে।
নল নিল কুমদ জত বির ভাগে॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
আর জত বীর গেলা দিগদিগান্তর॥
সিতা অন্বাসনে গেলা রাঘবে বন্দিয়া।
সুগ্রিব রাজার ভাগে পতিজ্ঞা করিয়া॥
সপ্ত দিগ সপ্ত সর্গ করিব ভ্রমন।
সপ্ত পাতাল সপ্ত সর্গ এ চোদ্দ ভুবন॥
ইথি মর্দ্ধে জানকিরে জেখানে পাইব।
সভার পতিজ্ঞা সিতার বাত্তা এনে দিব॥
রাজা বলে সপ্ত দিন জদি হয় পার।
সবংসে মারিবে সভা নাইখ নিস্তার॥
গলায় পাতর বান্দি ফেলাব সাগরে।
এই ব্যাক্য কয়্যা রাজা দিলেক বানরে॥
মন অতি অধিক গতি উঠিল বানর।[১]
পবন আশ্রয়ে জেন ছুটে জলধর॥
আকাস উপরে ডাকে রাম জয় ধ্বনি।
বরিসা সময় এ জেন গর্জ্জে কাদম্বিনি॥
তারপর অঙ্গদে ডাকেন রোঘুবর।
বিরবংসে জন্ম তুমার বেল্যের কণ্ডর॥
করেছি দারুন কর্ম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানের অধিক তোরে বাসি রে অঙ্গদ॥
শ্বরমে করহ পার সঙ্গগন লয়্যা।
সিতা অন্বাসন কর আমা পানে চেয়্যা॥
সিতার বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটির বনে।
বিধুমুখি দিবস রজনি পড়ে মনে॥
হায় কোথা ছাড়ি গেলা জনকদুহিতা।
কে মোর কাড়িয়া নিল চন্দমুখি সিতা॥
উঠিল অঙ্গদ বির জুড়ি দুই কর।
নফর থাকিতে কেন ভাব রোঘুবর॥
সমুদ্র লংঘিয়া জাব লয়্যা সঙ্গগন।
অবস্ম করিব জানকির অন্বাসন॥
এত বলি রামচন্দ্রে করিল প্রনাম।
উঠিল বানরগন ডাকি রামনাম॥

মধ্য,—

ত্রিপদি॥

বিরলে অসকবনে ধারা বহে দু নয়ানে
কহিছেন জনকনন্দিনি।
উঠিল দারুন সোক বিদারিয়া জায় বুক
রিদএ উঠে জলন্ত আগুনি॥

১। ৬০ সংখ্যক পুথিতে 'মনকে অধিক গতি ছুটিল বানর।'

ওরে বাছা হনুমান জুড়াক আমার প্রান
শ্রীরাম বলিয়া কাছে বৈস্য।[১]
কৌসল্যা রাজার রানি পূজা করে কাত্তায়নি
মোর মনে হব পাটেশ্বরি।
বিধি সঙ্গে ছিল বাদ না পূরিল মনে সাদ
প্রাননাথ হৈল বনচারি॥
জানকিনাথের সাথে আইলাম কাননেতে
মুনিগৃহে করিয়া ভ্রমন।
আসি পঞ্চবটির বনে কুড়া বান্ধি তিন জনে
মহন মুরতি রাক্ষসেরে দিলাম দান॥
বিধি মোরে হোল বাম হেলায় হারালাম রাম
হরিনি কণ্টক হল্য মোরে।
সনার কুরঙ্গ দেখি ভুলিল আমার আঁখি
তেজ্যি সে হারালাম রঘুবরে॥
বনে কান্দি রাত্য দিনে পিত্যাসা না ছিল মনে
রাম সঙ্গে হব দরসন।
তোমারে দেখিয়া হনু জুড়াল্য আমার তনু
মিলাইবে সে দুটি চরনে॥
জনমদুখিনি সিতা নাঞি তার মাতাপিতা
আছিলাম জনকের ঘরে।
ধনুক ভাঙ্গিলা রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম
বিভাহ করিলা নাথ মোরে॥
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
মনে পড়ে রাজিবলোচন।
সুন বাপু হনুমান কবে মিলাইবে রাম
জুড়াইবে আমার পরান॥
ইত্যাদি ইত্যাদি (পৃ° ১৭।১-২)
ত্রিপদি॥
মরনসংবাদ পেআ রাবন মুছিৎ হআ
পড়ে রাজা অবনিমণ্ডলে।
বক্ষে মারি করাঘাত কান্দিছে লঙ্কার নাথ
মাল্যবান করে গীআ কোলে॥
হায় মোর কি হইল বানর কণ্টক হইল
প্রবেশীল অশ্বের কানন।
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
কোথা গেলে প্রানের নন্দন॥
অক্ষয়কুমার বিনে অন্ধকার রাত্র দিনে
কি করিআ বাচিব পরান।
বদন উজ্জল বিধু গৃহেতে দারুন বধু
কে করে তাহার পরিত্রান॥
রাজার করুনা সুনি আইল মন্দোদরি রানি
শঙ্খিনি করিএ শব শাথে।
নেত্রে বেএ পড়ে ধারা জেন মন্দাকিনির পারা
ধরে আশী রাবনের হাথে॥
কহে রানি মন্দোদরি হরিলে রামের নারি
কার বাক্য না সুনিলে কানে।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া হরি জন্ম নিল জটাধারি
পূর্ন ব্রহ্ম অজোধ্যা ভূবনে॥
ধরা জার করতল হরিলা ভৃগুর বল
তাড়কার বধিল জিবন।
অহল্যারে পদ দিলা পাসান মানব হইলা
হরধনু করিল্যা ভঞ্জন।
কোদণ্ড করিআ করে মারিচ রাক্ষস মারে
বালিবক্ষ বিদারিল বানে॥
দুন্দবি পঞ্জর তলে সপ্ততাল বিন্ধে বানে
তার নারি হরিআছ কেনে॥
সাগর তোমার বল শীন্ধু তার করতল
শরেতে সুশীআ নিল নিরে।
চৌদলেতে আরোপীআ এই বেলা শীতা লআ
ফিরিআ দেহ রঘুবরে॥
সুন্যাছি ত্রিজটার ঠাঞি সিতার মাতাপিতা নাই
জজ্ঞভূমে সিতার জনম।

১। এই দুই পঙ্ক্তি পরবর্ত্তী যোজনা মনে হয়। ৬২ সংখ্যক পুথিতে এই দুই পঙ্ক্তি নাই।

নিদ্রাগত শীতা থাকে শ্রীরাম বলিআ ডাকে
পতিব্রতা জানকির ধম্ম ॥
মন্দোদরি কহে ভাশা তোমার ভগ্নীর নাসা
কাটীআছে সিরামের ভাই।
ওহে রাজা দশাননে বিচার করহ মনে
জানকীর কিছু দোশ নাই ॥
শুন রাজা নিবেদী তোমার অভাব কি
দশ হাজার কন্যা জার ঘরে।
অতুল সম্পদ জার এমন দুম্মতি তার
শে কেন পরের নারি হরে ॥
হইবেক সর্ব্বনাশ এশেছে রামের দাশ
আরম্ভ করেছে তেঁহ রন।
কিত্তীবাশ পণ্ডীতে কঅ রাবন বুঝিবার নয়
ভালে উঠে কুড়িটা নআন ॥

(পৃ° ২৭।২-২৮।১)

পুথির শেষভাগে বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের লঙ্কা প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৬০। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি, মধ্য, অন্ত ৫৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। কেবল কৃষ্ণমোহনের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ অতিরিক্ত আছে। তন্মধ্যে একটি এইরূপ,—

তৃপদি ছন্দ ॥

বাত্রা কহে হনুমান জুড়াক সভার প্রান
জিজ্ঞাসেন রাজিবলোচন।
জানকির বাত্রা কহ মিনি মুলে কিনে নেহ
সর্ত্ত কহ পবননন্দন ॥
করজুড়ে হনুমান বাত্রা সুন নারাঅন
সুন রাম জতেক কাহিনি।
পাইআ তুমার বর লঙ্ঘি হেন সাগর
পথে বিপদ সুন রোঘুমোনি ॥
সুরসা সাপিনি বলে সর্গ মর্ত্ত মুখ মেলে
ভাবি রাম তুমার চরন।
সান্তাই সাপিনি পেটে বারি হোই কর্ন্ন বাটে
তুসিলাম সুরসার মন ॥
মৈনাথে অঙ্গুল দিএ গেল পব্বত জুরিয়্যা
সুজ্যাবংষে সাগর সির্জ্জন ॥
মৈনাথে সন্তোস করি সিঙ্ঘিকা রাক্ষসি মারি
দেখি রাম লঙ্কা জে ভুবন ॥
সনার পাচির পরে উগর্চণ্ডা আসি মোরে
কহে বানি তর্জ্জন বচনে।
পরিচয় দিয়ে তারে শ্রীরাম পাঠাল্য মোরে
খুসি হৈল্যা রাম নাম শুনে ॥
সমপ্রিঅ্যা লঙ্কাপুরি চলিলা কৈলাসগিরি
মোরে দিঅ্যা আসিস বচন।
সনার আআরি ঘর দেখি অতি মনহর
ভাবি রাম রাজিবলোচন ॥
দস হাজার রানিগনে বান্ধিজটে দুই জনে
বান্ধি রাজা মন্দদরি সনে।
কুম্ভুকর্ন্ন আদি করি খুজি সব লঙ্কাপুরি
বসি ভাবি দ্বার দক্ষিনে ॥
অগর্ম্ম ইসান কনে চলিলা অসক বনে
দেখি রাম জনকনন্দিনি।
ত্রিঘত মুরতি হঅ্যা অসক বনেতে রঅ্যা
ডাকেন সিতা রাখ রোঘুমুনি ॥
অশ্ব বন নিধন করি অক্ষয় কুমারে মারি
বান্ধে মোরে ইন্দ্রজিতের বানে।
ঘ্রিত বস্ত্র নেজ্জে দিঅ্যা দিল অগ্নি জালাইঅ্যা
উঠে অগ্নি উপর গগনে ॥

–পড়াই সনার লঙ্কা। তিল আধ নাই সঙ্কা
পড়াঅ্যা করিলাম ছারখার।
অসোক বনেতে গিঅ্যা মাত্র বাত্রা জানাইঅ্যা
নিসানা নইলাঙ রোঘুবর॥
জানকি দিলেন মুনি লেহ রাম রোঘুমুনি
আনন্দিত শ্রীরামলক্ষনে।
ক্রিষ্ণমোহনের আস বন্দিআ সে কির্ত্তিবাস
মন্ত্রিগন ডাকেন নারাঅনে।।

(পৃ° ৩১।২)

৬১। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫১ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ ৫৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

ত্রিপদি ॥

জনকনন্দীনি সিতা শ্রীরামের বনিতা
তুমি গিয়া দেহ ত আশাষে।
ভয়ঙ্কর রাক্ষসি দেখি মনে ভয় বাশী
পাছে সিতা মরেন তরাসে॥
কে দেয় আহারপানি জাগিয়া পোহান রজনি
জেন ব্যাঘ্রকোলেতে হরিনি।
রামচন্দ্রে কর সুখি সুগ্রিব রাজারে দেখি
জেন সুখে বঞ্চেন রজনি॥
সাগর হইয়া পার বানরে করে নিস্তার
রাম সুগ্রিব হরিষ অপার।
শাগর হইয়া পার সিতারে কর উদ্ধার
তব জষ ঘুসিবে শংসার॥

এত বলি কোপিগন সবে আনন্দিত মন
হনুমান ধরি দেয় কোল।১
অলংঘ্য সাগরপার তোমা বিনা কেবা আর
লাইতে পারি বলে হেন বোল॥
সুগন্ধি কুসুম মালে গাঁথিয়া দিলেক গলে
প্রধান বানর জত জন।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রাম নাম করহ স্মরন॥
রাম নাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পৃথিবি ভাশএ জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার॥ (পৃ০৯।১-২)

ত্রিপদি ॥

রামের অঙ্গরি পেয়ে সিতা মনে দুখি হয়ে
শোকাকুলে কান্দিয়া বিকল।
কপালে কঙ্কনাঘাত ঘন বলে প্রাননাথ
বুক বহি পড়ে যস্ত জল॥
আমার প্রানের নাথ কোমললোচন।
বিধি মোরে হৈল বাম মৃগ বধে গেলা রাম
সস্য ঘরে হরিলা রাবন॥
কান্দি সিতা বলে রঘুমনি।
যোগসিদ্ধ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
আমি সিতা তাহার নন্দিনি॥
হরধনু ভঙ্গ করি মোরে বিভা কৈলা হরি
বড় ভাগ্যে পাইনু শ্রীরাম।
মোরে বিভা কৈলা রাম আইলেন অজোধ্যাধাম
বিধাতা শ্রীরামে হৈল বাম॥
সমুর আনন্দমতি রাজা করি রঘুপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি।
কৈকয়ি পাসণ্ড হয়ে বনে দিল পাঠাইয়ে
সত্য পালিবারে রঘুমনি॥

১। ইহার পর ৫৭ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।